উদয় অস্ত

জন্মের প্রথম লগ্নে —
এ সুন্দর পৃথিবী আহ্বান করল তোমায়,
মঙ্গল ঘন্টা বাজিয়ে।
তার প্রত্যুত্তর দিয়েছিলে তুমি,
কান্নায় আকাশ ভরিয়ে।
তোমার উলঙ্গ মুর্ত্তিতে
হেসেছিল পৃথিবী,
তবুও তুমি থামাও নাই তোমার কান্না।
তারপর দেখেছি, বন্ধুর পথে
তোমার সুদৃঢ় পা- দুখানি,
ধীর গম্ভীর চালে, শতত চলমান।
আর আজ?
জীবন সায়াহ্নে তুমি শায়িত,
নীরব নিস্তব্ধ।
কান্নায় ভেঙে পড়েছে সমস্ত পৃথিবী।
কই,— তুমি হাস নাতো!

চেওনা

ব্যর্থ প্রেমিক,
জীবনে কি কিছুই পাওনি তুমি?
পাওনি কি তুমি,
তোমার প্রিয়ার নির্মল শুভ্র হাসি?
পাওনি কি তুমি,
প্রকৃতির অফুরন্ত ভালবাসা?
মাতা, প্রিয়া, ভগিনীরূপে
সতত তোমায় তারা, ধরিয়া রেখেছে বুকে।
সবই কি মিছে?
জীবন কি শুধুই ফুলশয্যা?
তুমি কি দেখনি তার, রুদ্র ভয়াল মূর্ত্তি।
পাওনি কি তার স্বাদ?
তবে কেন ভেঙে পড়, এ তুচ্ছ বিরহে,
ভালবাস, কোনদিন চেওনা তাহারে।

——❖——

"প্রার্থনা"

প্রেমের আনন্দ থাকে, শুধু স্বল্পক্ষণ,
প্রেমের বেদনা থাকে, সমস্ত জীবন।
তবু কেন মন ধায়,
জানি না তো, আমি হায় —
বারে বারে যেতে চায়, তোমার আঙিনায়।
পারি নাতো যেতে কভু
ভুলিওনা ওগো প্রভু
তোমা পদে দাসী এই মিনতি জানায়।

——❖——

অভিসার

তখনও সন্ধ্যা নামেনি,
প্রতীক্ষায় ছিলাম জানালার পাশে,
তুমি আসবে সে বিষয়ে ছিলাম নিশ্চিত।
দূরে, বহুদূরে, মাঠের ও প্রান্তে,
দু-একটা ক্ষীণ আলোর শিখা,
জানায় দিবা অবসান।
তারপর একঝাঁক বলাকা,
পাড়ি দিল আকাশ প্রান্তে।
হয়তো মনে পড়েছে
নীড়ের ছোট্ট শাবকটির কথা,
নয়তো বা অজানা সাথীটি,
রয়েছে প্রতীক্ষায় বকুল শাখায়।
কিংবা দিনের দেবতার আদেশ
নিয়েছে মেনে,
তাই ওরা ব্যস্ত।
তুমি কি তখন রয়েছ সাজে?
ব্যাকুল কি তোমার মন
সেই সান্ধ্য অভিসারে?
কিংবা এখনও বাকি।
কুন্তল দিয়েছ খুলে স্বচ্ছ আয়নাটার পাশে।
কপালে সিন্দুরের ছোট্ট টীপ।
হাতে বালা দু-খানি,
স্থান যার শঙ্খের পাশে।

*　　*　　*　　*

ফিরে এলাম, ওপারের গারদের ঘন্টার শব্দে
তখন অনেক রাত্রি।—
কই, তুমি এলে না তো?

বীণা

অনেক দিন বাদে বৃষ্টি নামলো।
বৃষ্টি নামলো, তোমার আমার অন্তরে।
শীতল হল সমস্ত পৃথিবী।
ঘন অন্ধকার, ভেকের ডাক, জোনাকির আলো,
দয়িত বিহনে প্রিয়ার অন্তর আজ কালো।
চায় না কাটিতে রাত,
উন্মুখ হয়ে শিরা উপশিরা
মিলিতে তাহার সাথ।
তন্দ্রা আসিয়া বলে,
মিছে কেন তুমি জাগিয়া রয়েছ,
পেলব কুসুম দলে।
যার লাগি তুমি, রচিছ বিছানা,
জাননা কি তার সঠিক ঠিকানা।
সে যে আছে তব অন্তর মাঝে,
বীণা বাজে তার সকাল সাঁঝে।

বিরহ

যখন ভেবেছি, পেয়েছি আমি তোমারে,
তখন তুমি নাই আমার দুয়ারে।
প্রাণহীন দেহখান, দেয় আমায় হাতছানি,
নিশাড় নিস্তব্ধ রাতে, আছ জেগে এই জানি।
কিন্তু পথ?
পথ সে যে অন্ধকারে ঢাকা।
নেই আমার পাখা,
তাই বসন্ত গানে, জেগে উঠে বাসন্তী যখন,
তোমার সিঁথীর পরে অশ্রু মোর পড়িল তখন।

তোমাকে

তোমাকে বলব,—
অনেক, অনেক কথা তোমাকে বলব।
শতবর্ষের পুঞ্জিত বেদনা
সব আছে জমা হয়ে।
আগ্নেয়গিরির ন্যায় ফেটে,
ভূমিকম্পে রূপ নিতে চায়,
তুমি আমি হয়ে যাই একাকার!
গুমরে, গুমরে কেঁদে মরে,
ন্যায়নীতি পাপ পুণ্যের বিচার করে।
মনের উদ্যানে অনেক না জানা ফুল ফোটে,
গন্ধে মাতিয়ে তোলে মন।
দেয় না নিতে বিবেক আমার,
মাঝে মাঝে তোমার লাল চেলীর মাঝে,
মনটা লুকোচুরি খেলে।
তোমার ঘোমটা দেয় খসিয়ে,
চোখ দুটো নিটোল স্তন যুগলের মাঝে,
আহা কি অপরূপ!
একাধারে প্রেয়সী , শ্রেয়সী তুমি,
অন্যধারে মাতৃ স্বরূপিনী।
আর চাই না কিছু,
বলব না কিছু
থাক তুমি, মোর আকাশের 'তারা' হয়ে।

——❖——

পৃথিবী মধুময়

পৃথিবী মধুময়,—
প্রভু সে তো তোমারি স্পর্শে।
তোমার জীবন, আমার জীবন
একই স্রোতে বহে যখন,
যখন দেখি, তুমিও দেখো,
পরস্পরে চাহুনি তখন।
দুয়ে, দুয়ে চার হোল যে,
এটাই হল সত্য লিখন।

পৃথিবী মধুময়,—
ছোট্ট শিশু হাসে চেয়ে,
কোলটি মায়ের আলো করে,
মা ভাবে, কোথা থেকে,
এত হাসি এল ধেয়ে।

পৃথিবী মধুময় —
ফুলটি ফোটে বাগান পরে
কে নিবে তায়, আপন করে,
ওই যে ভ্রমর আসছে ধেয়ে,
সোহাগ দিতে ফুলের পরে।

পৃথিবী মধুময়,—
নদীর বুকে নৌকা চলে,
ঠিকানা তো যায় না ভুলে,
আপন বেগে পালটি তুলে
যাত্রী নে যায় কূলে কূলে।

শেষের দিনটি আসবে যখন,
বধু বেশে থাকবে তখন,
ফুলের মালা দিয়ে গলে
নিও তুমি আপন করে।

তুমি নেই

সূর্য অস্তমিত।
আবির রঙে মন্ডিত পশ্চিমাকাশ। (রাঙানো)
বলাকা নীড়ের পথে।
বালিকা বধু চেয়ে থাকে,
উদাস নয়নে।
স্বামী তার ঘরে আসে
ঠিক এই সময়ে।
তারপর ঘন অন্ধকার।
মিটি মিটি জ্বলে তারাদের দল,
যে রূপে বঁধুয়া তার করেছিল ছল।
ক্রমে গভীর রাত্রি,
পথে আর নেই কোন যাত্রী।
ফুল সাজে সজ্জিত, যে প্রিয়া,
আর তো মানে না তার অবুজ হিয়া,
ভোর হয়ে এল।
ব্যস্ত পাখীদের দল।
আবার জেগে ওঠে ধরিত্রী।
সব আছে --
শুধু তুমি নাই,
জাগিবো কেমনে আমি, আগের মতন!
পুনরায় জেগে ওঠে ধরিত্রী যেমন।

*১৩৮৭ সালে সাহিত্যরূপায় প্রকাশিত (শারদীয়া সংখ্যা)

পরশ

গ্রীষ্মের আকাশ —
প্রচন্ড উত্তাপে জরাজীর্ণ।
তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের করুণ চাউনি।
যেন শুষ্ক মরুতে ম্রিয়মান তটিনী।
খসায়ে আবরণ, আভরণ,
মন তার উচাটন।
সেও যেন ম্রিয়মান
স্বামী বিনে বাসর শূন্য।
ঈশান কোনে ধূমায়িত কালো মেঘ,
কোন এক অজানা আনন্দের ইঙ্গিত
বহন করিয়া আনে ভেক।
তোমার প্রচন্ডতার মাঝে হারায়ে ফেলিতে চায়।
তোমার পরশ পাবে বলে, ওরা তোমারি গান গায়।

—❖—

অশান্ত মন

আমার এ অশান্ত মন যদি,
ফিরে যেতে চায় তোমার অঙিনায়।
তখন তোমার দ্বার রুদ্ধ কিগো রবে?
হয়ত বা হবে—
তখন তুমি, তোমার জীবনের এক মুহূর্ত্ত
পার নাই সঁপে দিতে তারে।
দোষ নাই—
ভিন্ন পথে চলে যায় জীবন যখন,
ফিরে কিগো আবার সে আগের মতন।

—❖—

তোমাকে

শুভ নববর্ষে —
তোমাকে ভোরের আলোয় দেখলেম্
মেঘের লাল আবরণ সরিয়ে,
দখিনে হাওয়ার পিঠে চড়ে,
বন বনান্তর অতিক্রম করে,
তুমি এলে আমার অন্তরে।
রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো, সমস্ত অন্তর।
প্রস্তুত ছিলাম না, তোমার শুভ আগমনে—
তাই প্রথমটায় দিশেহারা হলেম্
তোমার প্রথম ছোঁয়ায়।—
চোখ বুজলেম্,—
ভয়ঙ্কর সুন্দর তুমি,
অনুভব করলাম্ তোমায়, প্রতিটি শিরায় উপশিরায়।
নিজের অস্তিত্ব হারালেম্,
তোমার অস্তিত্বের মাঝে।
তোমাকে নিয়েই আমার স্বপ্ন,
তোমাকে নিয়েই আমার বাস্তব।
তুমিই আমি, আমিই তুমি,
কথাটা বার বার ধ্বনিত হল অন্তর মাঝে,
চেয়ে দেখি —
তুমি অনেক দূরে,
যেখানে হাত বাড়িয়ে কোন লাভ নেই।
তাই বসলেম তপস্যায়
দেখি তোমাকে ফিরিয়ে আনতে পারি কিনা,
তোমাকে বাঁধতে পারি কিনা
এই ধুলো মাটির স্বর্গে।

—— ❖ ——

দুজনে

পাশাপাশি দুজনে চলেছি,
চলেছি বন বনান্তর পেরিয়ে,
বিশাল সমুদ্রকে হার মানিয়ে,
পাহাড় উপত্যকা অতিক্রম করে,
তুমি আমায় বলেছিলে,
ভুলবে নাতো কোন দিন —
গ্রীবায় আলতু চুমু দিয়ে।
বলে ছিলাম, না,—
ভোলা যায় না,
তোমার আমার অস্তিত্বকে।
তোমার চাঁদ মুখখানি লুকিয়ে ছিলে,
আমার প্রশস্ত বক্ষের মাঝে।
ক্ষণিকের তরে কেঁপে উঠেছিল বুকটা।
মনে হয়েছিল, একটা বিশাল পাহাড়
ভেঙে পড়ল শ্যামল প্রান্তরে।
ক্ষতি হয়েছিল কিনা, মনে নাই,
তবে মনে আছে, দু-ফোটা চোখের জল
আমার অবুঝ মনকে করেছিল চঞ্চল।
ভয়ে আমি কেঁপেছিলেম,
যে আমি, দুরন্ত দুর্জয়।
সে আজ হার মানলো
নারীর দু-ফোটা চোখের জলে।
তখন তুমি সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলে—
ভয় কি?
আমি তো তোমার পাশে।

তারপর কুম্ভকর্ণের ঘুম, ঘুমিয়েছিলেম;
জেগে উঠে দেখি, যুদ্ধ শেষ।
তোমার 'তুমিত্ব' হারিয়েছ,
অন্যের 'আমিত্বের' মাঝে।
চোখ বুঝলেম।—
আবার আসুক ঘুম।
ঘুমিয়ে থাকি সারাটি জীবন ধরে।
নতুবা আসবে সংশয়,
সে সংশয়ে পুড়ে মরবে তুমি, আমি,
তোমার আমার আত্মা।
তাই সরে দাড়ালেম —
পৃথিবী যেমন চলছে চলুক!!!

বাসর

হে সুদূরের প্রেয়সী,—
যদি ভালবেসে থাক,
তবে বোলো না কোন দিন।
আমি যে পথিক,
পথ যে আমার ঘর।
সেখানে নেই তোমার বাসর।

তুমি

তোমার কথা আর ভাবতে পারি না,
ভাবতে পারিনা তুমি কত বিরাট,
তুমি কত সুন্দর, তুমি কত ভয়ঙ্কর
তোমার সৃষ্টির মাঝে
আলো-আঁধারের ধুপ ছাওয়া।
সবই মরীচিকা যেন,
শান্তির লাগি, সত্যের সাথে
হেঁটেছি অনেক পথ।
পাইনিতো কিছু, মিছে খুঁজে মরি
হেথায় ভিন্ন মত।
সত্য, মিথ্যা, পথ, অপথ
সৃস্টি সবই কি তোমার?
তাই যদি হয়, মিছে কেন মরি
খুঁজিয়া তোমার মত।
এও তো দেখেছি, নদী বয়ে যায়
মানুষ যেমন মরে,
মহাসাগরে সমাধি তাহার
মানুষও সেখানে তরে।
ঋতুতে, ঋতুতে, রূপে, রূপে তুমি
অরূপে হয়েছ লীন।
ভাবতে পারি না আর, সব নিয়ে তুমি
আমায়, তোমাতে কর বিলীন।

প্রয়োজন

কেউ ভালোবাসে না কাউকে।
শুধু প্রয়োজনের তাগিদে,
এ, ওর কাছে আসে।
একটা স্বর্ণলতা,
কতই না আগ্রহে জড়িয়ে ধরে,
বৃহৎ রসাল বৃক্ষকে।
এ যেন বাসর ঘরে,
বধু সব সঁপে দিয়ে,
পেতে চায় তার পরাণ বঁধুরে।
নয় এ ভালবাসা, —
বাঁচার তাগিদে, নগ্নতার উর্দ্ধে,
নিজেকে পাতিষ্ঠা করার।
একটা সুকৌশল মাত্র।
গন্ধরাজের পালা ফুরিয়ে গেলে,
ভ্রমর কি কেঁদে মরে,
সারাটি জীবন ধরে।
একটা মালতী,
পায়ের ধুলায়,
যখন হয় নিঃষ্পেষিত।
তখন কি মৌমাছিরা,
সোহাগ দিতে আসে,
ওই ধুলির পরে?

প্রিয়তমা

তুমি যে আমার মাঝে ছিলে,
তোমার অনুপস্থিতিই তার প্রমান।
প্রাত্যহিক কাজের মাঝে,
তুমি অনেক, অনেক বার,
হয়েছ বেমানান।
বেমানানই বা কেন বলি,
তোমাকে অসহ্যও লেগেছে অনেকবার।
শুধু কর্তব্যের খাতিরে —
দায়িত্ব পালনের অজুহাতে,
তোমায় করতে হয়েছে ক্ষমা।
তারপর চলার পথে
কখন তোমার, আমার পথ
একখাতে বয়ে গেছে।
তাতো বুঝতে পারিনে।
আমি যে কতখানি নিঃস্বহায়,
তা, বুঝতে পারি,
প্রতিবিম্বের মাঝে
সেদিন মাথার পক্ক কেশটি তুলে,
আমায় সাজাতে চেয়েছিলে,
সেই প্রথম দিনটির মতো।
কিন্তু পারলে কই- ?
প্রিয়তমা —
আমার প্রতিদিনকার কাজের মাঝে,
তোমার শঙ্খের ধ্বনি বাজিওনা আর।
অসহ্য যন্ত্রনার মাঝেও আমি আছি,
মনমাঝে তুমি, আছ জেনে।

আমার অন্তরাত্মা,
তোমার অন্তরাত্মার মাঝে,
বিলীন হতে চায়।
যা সম্ভব হয়নি এ ধুলা মাটির স্বর্গে।
সামান্য চাওয়া পাওয়ার টানে
আমার উলঙ্গ মনটার পাশে
তুমি খুবই বেমানান ছিলে।
কতনা ছোট, নগ্নতার পরিচয় পেয়েও,
নির্মল, শুভ্র হাসির পরশে,
পরিয়েছিলে আমায়,
তোমার প্রেমের ফাঁসি।
তখন বুঝি না —
কি পবিত্র, কি সুন্দর।

অগোচরে

আমার দেহের প্রতিটি অঙ্গ,
যাদের ভালবাসি আমি সবার চেয়ে,
সেও তো একদিন আমার অগোচরে,
আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে যায়।
তারুণ্যের চাঞ্চল্য যৌবনের অস্থিরতা
কবে কোন পথ দিয়ে, বার্দ্ধক্যের শেষ সীমায়,
করুণ রাগিনীতে বাজায় বিদায়ের সুর
সে সুর জানায়ে দেয়, যেমন গোধুলীবেলায়,
ফিরে আসে, গাভী নিয়ে রাখাল বালক।

ক্ষমা কোরো

আমি, তুমি, আর সে—
আরও অনেকে,
ভালোবাসার প্রতিযোগিতায়
সতত চলমান।
জীর্ন শীর্ন জননী,
ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর।
ভালবাসার দাপটে
মুখে তার দীন হাসি,
ওতেই ওরা গর্বিত
কিন্তু তোমরা —
যারা বুকের রক্তে, করেছ রঞ্জিত
মায়ের রাঙা পা দুখানি,
যারা পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে,
জীবনকে করেছ তুচ্ছ।
দেশ মাতৃকার লাগি হয়েছ শহীদ্
সেই তো ভালবাসা।
নাই ওতে পাওনার লেশমাত্র কামনা,
আর আজ —
কলঙ্কিত যুবক সমাজ,
কলঙ্কিত ইতিহাস রচনায় ব্যস্ত।
শহীদ মিনারে —
মালা দেওয়ার প্রতিযোগিতা।
নাই তাতে প্রাণের স্পন্দন,
তোমরা যদি ওখানে থাকো,
ওদের ক্ষমা কোরো।
অবুঝ শিশু ওরা,
পার তো পত্র লিখো ওদের উদ্দ্যেশ্যে।
"নির্ভীকতা, পৌরুষত্ব, স্বার্থত্যাগ।
এটাই দেশ সেবার মূলমন্ত্র।"

জর্জরিত পৃথিবী

সমস্যা জর্জরিত পৃথিবী,
সমস্যাভারে তুমি ন্যুব্জা।
বহু নেতার সমাগমে,
আকাশ হিল্লোলিত, বাতাস পুলকিত।
সমস্যা সমাধানে,
তুমি আশাবাদিনী।
চুক্তির পর চুক্তি,
স্বাক্ষরের পর স্বাক্ষর,
সর্বশেষ, আলিঙ্গনাপাশে বদ্ধ।
মনে হয় এবার আসবে বৃষ্টি।
তৃষ্ণার্ত্ত, পৃথিবী হবে ধন্য।
হায় ধরিত্রী, —
নিস্ফল তোমার আশার জাল বোনা।
রুগ্ন, মৃতপ্রায় সন্তান
চিরদিন চেয়ে থাকে তোমার দিকে
কিছু পাওয়ার আশায়।
অয়ি বসুন্ধরা —
সভ্যতার মুখোশ পরা তোমার সন্তানেরা
বুঝিয়ে দেয় তাদের কাজে ও কর্মে।
'চেয়ে থাকাই শাশ্বত
মরুদ্যানে মরীচিকার মত।'

আসিবে স্বর্গ

ও আমায়, একটা হার চেয়েছিল,
দাবি যৎ সামান্যই।
অনেক চেষ্টা ও করেছি দাবি পূরণের।
সামান্য কেরানীর কাজ করে,
সরকারের পরিকল্পনা মত সংসার করেও
পারি না পাল্লা দিতে।
ছুটির পর, রাস্তার দুধারে
দেখেছি অনেক তন্বী।
কত নির্ভয়ে দয়িতের হাত ধরে,
হাসির জোয়ারে পাল তুলে দিতে।
মনে হয়েছে, এই তো সময়,
এক লহমায় আমার প্রিয়ার,
জীবনের সাধ মিটে যেতে পারে।
তড়িৎগতিতে দু-একবার এগিয়েও ছিলাম,
দেখলাম, ওখানেও প্রিয়ার ছবি।
কি সকরুণ, কি নিঃসহায়।
না,- তুমি আর কেঁদো না।
সাম্যবাদের ধোঁকা দিয়ে, পৃথিবীর বুকে
আজকের দিনে যারা নেতা
সারা অঙ্গে যাদের নামাবলি।
কাজে ও কথায়, গরমিলের পাহাড়,
তারাই তো ছিনিয়ে নিয়েছে
তোমার গলার হার।
দায়িত্ব পালনের কথা দিয়েও,
জমা খরচের খাতায়, চরম বিশ্বাসঘাতকতা।
খাতাটা উলটিয়ে দেখ,—
ত্রুটি কোথাও নাই।—

হয়ত পিছিয়ে পড়েছি অনেক বার,
কিন্তু পথ থেকে সরে আসিনি।
সে চলার পথ, যতই কন্টকাপূর্ণ হোক,
বিদায় বেলায়।—
তুমি রেখে যাবে আগামীকালের সুর্য্য;
তুমি বলে যাবে কানে কানে,
প্রেম ও প্রিতির পূণ্য বাধনে,
স্বর্গ আসিবে মানুষের কলতানে।

——❖——

পরিবর্ত্তন

এলোমেলো অনেক কথা,
সকাল, বিকাল, সন্ধ্যে বেলা,
শ্রাবনের স্বপ্নের মত,
কখনো ঘন, কখনো পরিস্কার।

*   *   *

মৌসুমী এসেছে তো অনেক আগে,
তবে কেন বৃষ্টি নামবে না।
সে কি পলাতক —
দিশেহারা যৌবনের মত।

*   *   *

রোপন হয়েছে তো অনেক বৃক্ষ।
কেন তবে বর্ষার অভিসার,
এত বিলম্বিত?
ঋতু চক্রের গতিপথ,
আজ কি পরিবর্ত্তিত?
এ্যাটমের যুগে,
বল্গাবিহীন ঘোড়শওয়ারের মত।

ছন্দপতন

আমরা সবাই চলেছি,
কোথায় চলেছি কেউ জানে না।
জিজ্ঞাসাও করে না, একে অপরকে।
যদিও জানি, এ চলার শেষ নাই।
কিন্তু চলার মধ্যে একটা ছন্দ আছে তো?
ছন্দময় জগতে ছন্দই জীবন।
যে জীবন, গতির মাঝে ছন্দ হারিয়ে ফেলে
সে জীবনের হয় পরিসমাপ্তি,
হাজার - বাতির কোন মুল্যই নাই,
যদি না থাকে ফানুসের লালিত্য।

একটা তাজা যৌবন।
অনেক আশা ভরসায় ভরপুর।
দেওয়া নেওয়ার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ।

কিন্তু ——
রাত্রির গাঢ় অন্ধকার,
ছিটিয়ে চলে নর্দমার কর্দ্দমাক্ত জল।
কেউ বাদ পড়ে না।
না গোলাপ, না পলাশ,
বাজারে সমান দর।
ছোট ছোট কুঁড়িগুলি খসে পড়ে,
ঘ্রান নিতে ভয় পায়, বিষাক্ত বাতাস।
কেউ রবে না, - কেউ হবে না,
যতদিন চলবে লড়াই ক্ষুদ্র আমিত্বের
ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত পৃথিবী।
কখন হারিয়ে ফেলেছে ছন্দের মাহাত্ম্য।

অ্যাটম বোম

এত শক্তি, এত ভয়ঙ্কর, এত বিষাক্ত।
তুমি জানতে না আগে।
তুমি জানতে না, মায়ের গর্ভে
কালকূট ঐ সর্পটাকে।
তুমি স্রষ্টা, সৃষ্টির আনন্দে তুমি উন্মাদ।
তোমার সৃষ্টির স্বরূপ ফুটে উঠল, লস আলমাসে।
ভয়ে ভীত, শঙ্কিত তুমি।
মানুষের তরে একি মারণাস্ত্র।
তোমার শুভবুদ্ধি, ছিন্ন বিছিন্ন করতে চাইল,
কালকূট সর্পের জন্মলগ্নটিকে।
না। হল না। —
মানব বন্দিত, জে রবার্ট ওপেন হাইমার,
তোমার চোখের সামনেই বিধ্বংশ হল,
হিরোসিমা, নাগাসাকি।
লজ্জায়, ঘৃণায়, —
বিজ্ঞানের সে কলঙ্কময় দিনে,
তোমার সকরুণ মূর্ত্তি, তোমার আর্ত্তনাদ,
যুগ যুগ ধরে. মহাকালকে হার মানিয়ে,
আমাদের মনোবীনায় তুলেছে ঝংকার।
হে মহামানব। —
শক্তি দাও, পারি যেন—
সবার তরে নিজেকে বিলিয়ে দিতে।
পারি যেন,—
লস্ আলমাসে, হিরোসিমা, নাগাসাকিতে,
সবুজের বন্যা বহিয়ে দিতে।

আকর্ষণ

নর আর নারীর আকর্ষণই চরম সত্য।
চুম্বকের টানে লোহা,
মাধ্যাকর্ষণের টানে বস্তু,
যৌবনের টানে আর এক যৌবন।
সৃষ্টির উষালগ্নে —
ক্ষমতার মাপ কাঠিতে,
মানুষ ভোগ করছে তার ইপ্সিত ধনকে।
কিন্তু যারা অসহায়, —
তারা তো সেদিন বঞ্চিত হয়েছিল,
পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ থেকে।
তখনই প্রয়োজন হল সমাজের।
মানুষ দল বাঁধল,
হৃদয়ে হৃদয়ে হল রাখী বন্ধন।
মানুষের প্রচন্ডতার পরে প্রলেপ দেওয়া হল,
স্নেহ ভালবাসার ক্লোরোফর্ম দিয়ে।
ভালবাসার বিভাজন হল।
যে চরম 'আকর্ষণ'।
তার বিকর্ষণ হল বিভিন্ন খাতে।
এক কোষ থেকে, যেমন আরেক কোষের সৃষ্টি,
এ কিন্তু তা নয়।
ভাই-ভগ্নী, দাদা-বৌদি, মাসী-পিসী আরও কত কি।
প্রলেপ দেওয়া হল, খড়ের পুতুল পরে,
নানা রঙের বাহার দিয়ে।
হায়। —
সত্যের মাপকাঠিতে, পরমায়ু তার দিন কয়েকের।
উলঙ্গতাই চরম সত্য।
তা যত কঠিন, যত ভয়ঙ্কর বাস্তবই হোক।

সমাজের আচার আচরণ, বিধির মাঝে
ব্যতিক্রম যে হয়নি,
একথা বলার সাহস নাই আমাদের।
আইনের মাপকাঠিতে, বিচারও হয়েছে যুগ যুগ ধরে।
তবুও ঘটনার পুনরাবৃত্তি।
এ চলছে, চলবে, অনাদি অনন্তকাল ধরে।
নিজ কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে
সূর্য্য টানে আরেক সূর্য্যকে,
ক্ষতি কিন্তু হয়নি কারো।
হয়েছে শুধু রূপান্তর মাত্র।
সে রূপান্তর কখনো কঠিন, কখনো কোমল।

সাধ

সত্য কথা লিখে আমি, সবার হব কবি।
দৃঢ় মনে, সবার তরে আঁকব নূতন ছবি।
নানা জনের নানা কথা, প্রিয়ার গোপন মন,
সব কিছুতেই মনটা যেন, না হয় উচাটন।
বাতাস সম চলতে পারার সাহস দিও প্রভু।
পাহাড় প্রমান প্রাচীরেও ভুলব না পথ কভু।
ভোরের বেলায় পাখীর সনে করব কলরব।
উদ্দীপনায় ভরিয়ে দিব, জগত বাসী সব।
সূর্য্যের ন্যায় তেজী আমি, সব কাজেতে হব।
বুক ফুলিয়ে সবার ব্যাথা, এ হৃদয়ে লব।
নদীর ন্যায় উচ্ছলতা, প্রাণের স্পন্দনে,
দুঃখ মেরু, ভিজিয়ে দিব, করুণা সিঞ্চনে।

ডাক

ষোড়শী তন্বী
রূপে সে বহ্নি।
প্রতিটি অঙ্গ
মদনে সঙ্গ।
সাজায়ে পশরা
পায়েরি লহরা
রুণু, ঝুনু ঝুনু।
তালে, লয়ে, তনু।
চোখেরি ঈশারা,
পায় কি দিশারা?
হয়তো বা হবে
প্রিয় আসি যবে
ফাগুনের শেষে,
নিবে ভালবেসে।
তারি লাগি আজি
বসে আছি সাজি।
আভরণ গুলি
ফেলে দিল তুলি।
আজি মধুরাতে,
মিলনের সাথে,
মিলে দিল পাখা,
অরূপের ডাকে।

বর্ষশেষ

একটি বছর।
জীবনের একটি পাতা,
শীতের হিমেল হাওয়ায়,
পিঙ্গল, ধূসর বর্ণ।
ধরণীর ক্রোড়ে,
চির শান্তির শয্যা।
একটি, একটি, একটি।
তার পরে আরো অনেক
আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ।
এখানে ওখানে আগাছার স্তূপ।
চৈত্রের চিতা ভস্ম,
আর বৈশাখের কিশলয়।
শেষ হতে শুরু, শুরু হত শেষ।

বিধাতার ঋণ

আমি যদি আবার,
প্রথম থেকে শুরু করতে চাই
পাব কি তার ছাড়পত্র?
কৈশোরের সেই পলায়ন,
যৌবনের সেই উন্মাদনা,
ম্রিয়মান, তটিনীর ন্যায় ঘুমন্ত সে আজ।

* * *

যে নদী সাগরের পানে; —
সহস্র ডাক দিক না পাহাড়,
ফিরে তাকাবার নেই অবকাশ।
বর্ষায় উদ্দাম, —
শীতে সে তো, ক্ষীণ।
তবু তারে যেতে হবে,
এ যেন বিধাতার ঋণ।
এ যেন বিধির বিধান।

——❖——

মনটা

মনে হয়, অনেক দিন তুমি নেই।
মনে হয়, এই তো তুমি কাছে।
মন আছে, তাই মনে হয়।
এ 'মন' স্থায়ী কতদিন?

* * *

পৃথিবীর বয়স কত?
কোটি কোটি।
কিংবা সংখ্যার বাহিরে।
বাঁচবে 'ও' ততদিন,
যতদিন সূর্য্যটা হাঁসবে।

* * *

গোলাপের বুকে, ভ্রমরের গুন গুন।
মনটাও ততদিন থাকবে।

——❖——

প্রবাহ

অরুণো আভায় পূর্বাকাশ,
যত ব্যাথা বেদনার ইতিহাস,
একে একে হল অপসারিত।
তমসা ঘন রাত্রির,
যত অশুভ যাত্রীর, হল নির্বাসন।
নির্মল আলোক মালায়,
গোলাপের দল,
জুঁই, চামেলী, রজনীগন্ধা,
অন্তঃসার শুন্য পলাশও বুঝি বা,-
নির্বিঘ্নে ঘ্রাণ নেয়,
দখিনে মলয় বাতাস।
জল বেষ্টিত পৃথিবী,
অথবা মেরুর দেশে,
কিম্‌বা সাহারায়,
কতনা অদৃশ্য হাত
বাড়ে নিতি নিতি।
ফল যার পেতে হয়,
গোধুলী বেলায়।
ভাব না,—
সাগরের বুকে,
ছোট একটি দ্বীপ।
ছোট্ট কুমারীর মত
নগ্নতার মাধুর্য্যে,
নিজরূপে, নিজে মাতোয়ারা।
হায়, —
নাচে সহস্র কাল নাগিনী!
নাচে যেথা কামনা বহ্নি!
তিলোত্তমা!

তুমি আমার, না কার?
ইতিহাস পাশ — ফেরে।
প্রশ্ন শুধু, রয়ে যায়
যুগ যুগ ধরি।

সভ্যতার অন্তরালে

কাঁচা মাংসের পশরা,
অলিতে গলিতে, গোপনে সন্তর্পনে,
হোটেলে, রেস্তোরায়,
অথবা পার্টিতে।

* * *

বনানীর ঘর্ষণ
আগুনের আবিস্কার,
নবযুগের সূচনা।
লৌহযুগ, তাম্রযুগ পেরিয়ে
গাছের বল্কল সরিয়ে,
পৃথিবী সভ্যতার চরম শিখরে।

* * *

নব্য প্রস্তর যুগে,
ঝলসানো মাংসের স্বাদ,
সে এক প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপার।

* * *

রাতের গভীরে, চোখের ঈশারা,
শানিত ছুরির লজ্জা!
পথে ঘাটে, ট্রামে বাসে,
অথবা মসজিদে!
আরও লোভনীয় কাঁচা মাংসের স্বাদ।
কারন —
আমরা সভ্যতার নব সংস্করণ।

আহ্বান

পৃথিবী ব্যাপিয়া দুঃখ আজিকে,
দারিদ্রের বোঝা ঘাড়ে।
স্বার্থান্বেষী মানুষের দল,
স্বাগত জানায় তারে।
বিবেক ভুলিয়া, বিভেদ রচিয়া,
একে অন্যের দ্বারে।
পসরা লইয়া করে ছিনিমিনি,
বাড়তি দামের তরে।
নীরব সাক্ষী ইতিহাস শুধু,
নেই কোন প্রতিবাদ।
যুগে যুগে তাই 'কালোর' পরিধি,
ঘটাইছে পরমাদ।
ঘুমাইও না আর, জাগো জাগো ভাই,
আমরা মায়ের ছেলে।
অশুভ ঈঙ্গিত, যত কালো হাত,
ভেঙ্গে দিব সবি ফেলে।
মানুষের তরে মানুষ আমরা,
নয়তো মোরা মেষ।
জগৎ মাঝারে, সবাকার তরে,
নাই তো কাজের শেষ।
স্বর্গ রচিব সবাকার তরে,
একটি শুধু পারিজাত।
কান্নার মোরা সমাধি রচিব,
মিলায়ে সবার হাত।

সভ্যতা

রাস্তার দুধারে যৌবনের পসরা,
ভীড়ে হারিয়ে যাওয়া মন আমার,
কোন্ ফুলে যে বসবে,
গুন গুন ভ্রমরের গুঞ্জন।
মনের স্থিরতা যায় হারিয়ে।

* * *

বর্ষশেষের ক্লান্তি, নবীনের আহ্বান,
এ প্রবাহ, চিরকালের।-
তবুও নিজেকে ধরে রাখার,
কত না প্রতিযোগিতা,
যার অপর নাম সভ্যতা।

প্রিয়ার উদ্দেশ্যে

কিশোরী জীবনের অনেক আশা ,
রাগ, অনুরাগ, মিষ্টি ভালবাসা।
তোমার দেহ বল্লরীর,
নবীন পাপড়ির সুগন্ধ,
সব-ই চুপিসারে উঝাড় করে দিলে
শ্রাবনের নিশুথী রাতে।
সন্দেহের দোলনায়, দুলতে দুলতে,
ফুলগুলির পাপড়ি, খুলতে খুলতে,
আমায় বাঁধলে;—
মনের ওড়নার শক্ত বাঁধনে।
সে বাঁধন আরও শক্ত হোক,
প্রতিটি বসন্তের মধুর আলাপনে।

——❖——

গতি

নদীর উচ্ছ্বলতা
তুফানের আছড়ে পড়া
স্থবীর পৃথিবীর বুকে।
মাঝে মাঝে মনে হয়, 'চরৈবেতি'
জীবনের সব কিছু ক্ষতির মূলে।
অতীত আর বর্ত্তমানের
তীব্র দ্বন্দ্বের মাঝে,
চলমান ইতিহাস
সমতা টেনে,
গতির প্রচন্ডতা হারিয়ে ফেলে।
উমার ভাব সমাধিতে,
নটরাজও থেমে যায় ক্ষণিকের তরে।
মন যার গতিময়, রূপ হতে রূপে।
থাক না দাঁড়ায়ে বধু, যুগ যুগ ধরি।
তবু তো বাজিছে বাঁশী যমুনার কুলে
সুমধুর সুর ও তান প্রাণ হতে প্রাণে,
যুগে যুগে বয়ে চলে গতির সে টানে।

পুরুষ

একটা পুরুষ চাই,
প্রতিটি অঙ্গ যার লৌহ সদৃশ।
মন যার অনন্ত সাগরের মত,
ভাব সমাধি,
আবার প্রচন্ড মত্ততা,
দুয়ের সংমিশ্রনে সে পুরুষ;—
প্রিয় গোলাপের ন্যায়
দু-হাতে বিলাবে গন্ধ।
ভ্রমরের দংশন, মেনে নেবে নীলকন্ঠের মত।

ভয়ঙ্কর

ভয়ঙ্কর একটা সাইক্লোন।
ভয়ঙ্কর একটা খরা।
ভয়ঙ্কর একটা বন্যা।
তারপর, ভয়ঙ্কর একটা 'ভয়ঙ্কর'।
নানা অশুভ ইঙ্গিতের যোগফলে,
যদি সৃষ্টি হয় ভয়ঙ্করের,
তবে কি, অনেক অনেক সুন্দরের যোগফল,
মর্ত্তে আনবে স্বর্গ?
হায় ধরিত্রী, এ কবির কল্পনা মাত্র।
হাসিতে যেখানে ঈর্ষা,
মাতৃত্বে যেখানে কৃপণতা,
ভালবাসায় যেখানে ছলনা,
ভাতৃত্বে যেখানে সংশয়,
সুন্দরের জমা খরচায়,
নামবে না, কি বিরাট শূন্য?
শূন্যতার জঠরে, ভয়ঙ্করের হাতছানি,
তোমার আমার সমাধি ক্ষেত্র।
ক্ষয়িষ্ণু জীবনে, সহিষ্ণু মানব
ইতিহাসে রেখে যায়,
ছোট ছোট স্মৃতি।
বর্ত্তমান মধুময়, অতীতের দানে,
ভবিষ্যতের ইমারৎ বর্ত্তমান জানে।

সভ্যতার জারজ সন্তান

কলিঙ্গের যুদ্ধ শেষ।
লাল, গাঢ়, রক্তের প্লাবন,
স্বামীহারা স্ত্রীর উন্মাদিনী বেশ।
মায়ের কোল শূন্যের,
বুক ফাটা আর্ত্তনাদ।
প্রকৃতির রূঢ়, ভয়াল মূর্ত্তির পাশে,
কে তুমি সভ্যতার জারজ সন্তান?

ক্ষমা করো,—
সেদিনে ধ্বংসের প্রচন্ডতার মাঝে,
তোমার জারত্বের অবসান।
অগ্নিকুন্ডে পুড়ে যাওয়া,
খাদহীন স্বর্ণের ন্যায়।
অসি ছেড়ে, বাঁশী হাতে লয়ে,
দিকে দিকে প্রেমের মন্ত্রে,
প্রাণে প্রাণে হল রাখীবন্ধন।

সভ্যতার মুখোশ পরা,
যত লম্পটের দল,
অগ্রে বাঁশী তাদের, পশ্চাতে অসি।
রক্ষক যদি হয়,
ভক্ষকের দালাল,
সাম্যবাদ যদি হয় খুনের প্রতিভূ,
গণতন্ত্র যদি হয় পাগলের প্রলাপ।
হে রাজাধিরাজ —
ধৃষ্টতা ক্ষমো মোর,
শুনিতে না হয় যেন,
জারজের সংলাপ।

সুখ

সংসারেতে হাসি খুশি,
মায়ের সেবায় সুখ।
সবার চেয়ে অধিক মিষ্টি,
প্রিয়ার হাসি মুখ।
দাদার স্নেহ, বোনের সেবা,
বৌদির ভালবাসা।
সব মিলিয়ে সংসারটা,
স্বর্গ হতেও খাসা।
ত্যাগের যিনি শ্রেষ্ঠ রাজা,
পিতা তাঁরি নাম।
তাঁহার চরণে মোরা,
জানাই শত প্রণাম।

—❖—

নবজাতক

একটি নবজাতক।
চিরাচরিত প্রথার মধ্যে,
মানুষের আবেষ্টনির মধ্যে,
তথাকথিত সভ্যতার বাসরে,
ভোরের দুর্ব্বার অগ্রে,
রৌদ্র স্নাত মুক্তার ন্যায়,
রাঙিয়ে দেবে কি আরো অনেক কে?

* * *

অনেক ব্যাঞ্জনা, অনেক দ্যোতনা,
অনেক অনেক সুপ্ত ঘোষণা,
পরিপূর্ণতার মাপ কাঠি শুধু
সে যুগপুরুষ, সে মহাপুরুষ।

—❖—

শান্তি আসুক

এ প্রান্তরে বসে, —
ও প্রান্তরের খোঁজ,
ধরণীর বুকে বসে,
রকেটে চড়ে,
যেন চাঁদে যাওয়ার স্বপ্ন।

* * *

সভ্যতার সোপান বেয়ে,
চাঁদে যাওয়াটা যদিও সত্যি হ'ল।
তবুও অতীব দুঃখের সঙ্গে,
অন্তরের অন্তস্থল থেকে,
অহরহ দিবারাত্র —
শুধু একটাই বেদনার সুর, ধ্বনিত হয়।
" মাই ডিয়ার ব্রাদার, এন্ড সিস্টার
অফ্ দি ওয়ার্ল্ড।"
দূষিত, রক্তাক্ত, মৃত।

* * *

তাই এ প্রান্তরে—
গৃহে গৃহে ধ্বনিত হোক।
সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্।
উপনিষদের বাণী প্রচারিত হোক,
তোমার আমার অন্তরে।
শান্তি আসুক —
সন্ত্রস্ত, ভয়ার্ত্ত, এ্যাটম সভ্যতার ঊষা লগ্নে।

সভ্যতার উত্থান-পতন

অনেক অনেক সভ্যতা।
মহেনজোদাড়ো, হরপ্পা,
সাইবেরিয়ার জনশূন্য প্রান্তর,
কিম্‌বা আফ্রিকার গভীর জঙ্গল।
অমরনাথের শীতের প্রচন্ডতা।
সুমেরু, কুমেরুর ঘন তুষারাঞ্চল।
মহাকাশের বুকে
যেন বিক্ষিপ্ত কয়েকটি মেঘমন্ডল।

* * *

অনেক চিন্তা —
ত্যাগ সাধনার ফল,
ক্ষণপ্রভা বিদ্যুতের ন্যায়,
গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে —
আমার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম।
সব-ই যেন জলপৃষ্টে বুদবুদ মাত্র।

* * *

খরার প্রচন্ডতা —
বন্যা, সাইক্লোনের ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্করতা,
ম্লান হয় মনুষ্যত্বের নগ্নতায়।

* * *

ইতিহাসও চাপা পড়ে, ইতিহাসের নীচে।
ভঙ্গিল পাহাড়ের ন্যায়,
শিলাস্তরের নববিন্যাস।

* * *

সভ্যতার উত্থান পতন,
তোমার আমার সিমীত জীবন।
যোগ - বিয়োগ, গুন - ভাগ,
মিলছে, মিলবে না,
তবু ক্ষীণ আশা, —
পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের মাঝে।
বিরাজ করুক, তোমার আমার অনন্ত ভালবাসা।

ক্ষমা

ধূমায়িত সমস্যার ধূম্রজালে
তুমি আমি, অগনিত যত জীবকুল
মায়ের কোলের কাছাকাছি,
একটুকু স্থান খুঁজে মরে।
বিষাক্ত বাতাস, লবনাক্ত মাটি,
ঘুমন্ত বীজের মাঝে,
ভ্রুণের আত্মকাহিনী।
পায় না শুনিতে মাতা।
অধীর আগ্রহে শুধু দিন গোনা,
আর তো ফোটে না ফুল,
মধুর সৌরভে।

*　*　*

চাওয়া পাওয়ার বেসাতির মাঝে,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের কণা।
সাজিয়া অপরূপ সাজে,
তোলে না কি সহস্র ফনা?
মিথ্যা যেখানে সত্যের স্থান,
হাতে নিয়ে সবে, করে অপমান।
'উন্নতশিরে' লুটায়, ধুলায়
নিজের মহিমা নিজে সে বিলায়।
কর্মযজ্ঞে, ঋণের বেসাতি,
ধরণীর মাঝে নয় কারো সাথী,
পারি যেন প্রভু ক্ষমিতে তাদের
যীশুর সমাধি রচিত যাদের।

পৃথিবী গড়ার সবুজ সংকেত

একটি, একটি করে
তিনশত পঁয়ষট্টি দিন,—
প্রতীক্ষা, শুধু প্রতীক্ষা,
অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যতের
সুখ দুঃখের কত স্মৃতি,
এ শুভ পঁচিশে বৈশাখ।

* * *

এসেছিল, এসেছে, আসবে —
নূতন ঊষার আলোকে,
নব নব বিচ্ছুরিত শুভ্র আলোক কণা।
তোমার, আমার প্রাণের গহ্বরে,
নূতন পৃথিবী গড়ার সবুজ সংকেত।

* * *

হে মহামানব —
বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে,
মদমত্ত পৃথিবীর বিষাক্ত উষ্ণ নিশ্বাসে,
তোমার " আফ্রিকার " নেকড়ের।
ধাবমান থাবার আক্রমণে,
ধরিত্রী আজ ম্রিয়মান।
শুভ পঁচিশে বৈশাখ,
তোমার ' মুক্তধারা ' ' গোরার ' মন্ত্র,
ধ্বনিত হোক প্রতিটি যুবকের হৃদয় তন্ত্রে,
তারপর —
সীমা থেকে, অসীমের পথে উত্তরণ।

—❖—

(ঘাটাল তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত পঁচিশে বৈশাখ উৎসবে পঠিত)

আমরা ভারতবাসী

ইতিহাসের অনেক পাতা
একটি একটি করে যুগ যুগান্তের অধ্যায়।
কত হাসি কান্নার, বিচ্ছেদ বেদনার,
অসহ্য যন্ত্রনার মাঝে,
তিল তিল করে গড়ে তোলা এ অখন্ড ভারত।

* * *

বিদেশী নেকড়ের থাবার দংশনে
মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায়
তোমার স্বাধীনতা ভু-লুন্ঠিত।

* * *

কত শহীদের তাজা রক্তে
অকালে ঝরে পড়া, কত যূঁই চামেলীর,
কত মহাপুরুষের সাধনার ধন - এ 'ভারতবর্ষ'।
আমরা ভারতবাসী।

শাশ্বত

মেরুর কাছাকাছি শুভ্র বরফ।
ফুলের কাছাকাছি আছে যত অলি।
হৃদয়ের কাছাকাছি মনের মানুষ।

* * *

সৌরভে সুচীতায়, হৃদয়ের টানে।
যুগে যুগে 'নবধারা' প্রাণ হতে প্রাণে।

তুমি কি তা বলতে পারো

শহরের বুক চিরে,
সভ্যতার শেষ রশ্মি,
ক্ষীণ থেকে, ক্ষীণতর হতে হতে,
কোথায় মিলালো,
তুমি কি তা বলতে পারো !

* * *

চার চাকার শকটে চড়ে,
কালো ধোঁয়ায় আকাশ ভরিয়ে,
অস্পরী, কিন্নরী বোঝাই নিয়ে,
কোথায় পালালো।
তুমি কি তা বলতে পারো।

* * *

নানান রং এর মুখোস পরে,
বিদ্যুতের ঝলসানি দিয়ে,
দেব শিশুকে হত্যা কবলো কে,
তুমি কি তা বলতে পারো।

* * *

প্রকৃতির অমিয়া মাখা,
গাছের, বাকল্ পরা
যুবক যবতী সব,
কোথায় হারালো।
তুমি কি তা বলতে পারো।

* * *

বোনের অপার স্নেহ,
রাখী বন্ধন মাঝে
স্মৃতিটুকু মুছে দিয়ে,
কে বিষালো।
তুমি কি তা বলতে পারো।

রাজপথ থেকে জনপথ

একটা অব্যক্ত বেদনা,
সমস্ত ধরিত্রীর পরে।
প্রচন্ড তাপদাহের ন্যায়,
জীবদেহে সংক্রমিত।

* * *

বহুমত, বহুপথে দ্বিধাবিভক্ত,
রাজপথ, সেতো আজ আর রাজপথ নয়।
জনপথ, জনগণের পথ।
যেন দধিচীর আত্মত্যাগ,
অসুরের সমাধিক্ষেত্র।

* * *

একদিন 'তার' ঔদ্ধত্যের রোষানলে,
অনেক নাম না জানা কুঁড়ি
নির্মল আলো বাতাস হতে বঞ্চিত,
ছুটন্ত অশ্বের, উড়ন্ত ধুলোর মাঝে,
অনেক তাজা যৌবনের অবলুপ্তি।

* * *

তারপর সবই ইতিহাস।
কোথাও বা তলিয়ে গেছে,
প্রশান্ত বা আটলান্টিকায়।
কোথাও বা নব অভ্যুদ্বয়।
সুমেরু বা কুমেরুতে,
শুভ্র হিম শীতল বরফের দেশে,
নবীন উষার আলোয়, প্রাণের উন্মেষ।

* * *

সেও কি আজ শুধু ইতিহাস।
আশার আলো কি পাব না কোন দিন?
ঘন কুয়াশায় আবৃত থাকবে কি
তোমার আমার শুভ চেতনা?
রাজপথ, জনপথের মিশ্রন,
দেবে নাকি নূতন পথের দিশারী?

ইতিহাস নীরব দর্শক

কালের করাল গ্রাসে ম্রিয়মান —
হরপ্পা মহেঞ্জোদাড়োর সুদৃঢ় সভ্যতা।
ইতিহাস দু-একটা নিদর্শন রেখেছে মাত্র।

* * *

পৃথিবীর উত্থান পতনে,
মানব জাতির কত গাল ভরা গল্প!
প্রচন্ড গতিতে চন্দ্রকে অতিক্রম করে,
মঙ্গল শুক্রের পানে ধাবমান রকেট।
আর ওরা??
বিশাল শুন্যে মিট মিট করে হাসে।
অনাদি অনন্তকালের 'এ' হাসি
আমাদের বিদ্রুপ !!
না এগিয়ে চলার পথে উৎসাহ ব্যাঞ্জক!!
অনুমানের উপর ভিত্তি করে,
যোগ বিয়োগে সাময়িক সাফল্যে আমরা গর্বিত।
তারপরে প্রাণবায়ু পঞ্চভুতে লীন হলে
তোমার আমার দেহ,
সেও কি শুধু ইতিহাস নয় !!
গভীর রাতের বিরাট শুন্যতার মাঝে
অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যত সব-ই একাকার,
তবু বর্ত্তমান কশাখাতে জর্জ্জরিত।
ভাঙ্গা গড়ার খেলায়, ইতিহাস নীরব দর্শক মাত্র।

প্রিয়াকে

দীর্ঘ দিন পরে পত্র লিখছি,
জীবন সায়াহ্নে এসে তোমায় পত্র লিখছি,
পত্র লিখছি, তুমি ভাল আছ তো?
অতীতের সুখময় দিনগুলি,
দুঃখের আবরণ দিয়ে, মুড়িয়ে রাখতে চাই না।
শুভ নববর্ষে, এগিয়ে চলার পথকে
কন্টক দিয়ে বিপদ শঙ্কুল করতে চাই না।
মধুময় মুহূর্ত্তগুলি,
হৃদয় কন্দরে আলোড়ন সৃষ্টি করলেও —
কর্ত্তব্যের খাতিরে দুই মেরুর দুই প্রান্তে
তুমি আর আমি।
আষাঢ়ে নূতন মেঘের সঞ্চরণে,
হৃদয় উত্তাল হলেও,
দূত করে পাঠাতে চাই না মেঘকে।
তুমি যে কষ্ট পাবে,
একথা ভেবেই তো,
সব পাপড়িগুলি খসিয়ে দিয়ে,
আজ আমি রিক্ত, নিঃস্ব।
তুমি আমায় মধুর আলাপনে
যে স্মৃতির বাঁধনে বেঁধেছিলে
তা আজও তো মুছে যায়নি।
এ স্মৃতি যুগ যুগান্তের।
পৃথিবীর জন সমুদ্রের মাঝে,
আমি হারিয়ে যেতে চাই।
হাউই এর মত সমস্ত আকাশটাকে আলোকিত করে।
আর সে আলোয় দেখতে চাই —
তুমি বসে আছ,
আমার পর্ণ কুটিরের দাওয়ায়।

ছেড়ে যেতে আর কষ্ট হয় না।
আমার অস্তিত্ব তুমি রেখেছ,
আমার বীজের লালন পালনের,
শুভ কর্ত্তব্যের মাঝে।
বিদায় প্রিয়া, বিদায়।
শুক তারা হয়ে,
তোমার আকাশে আমি জ্বলছি, জ্বলব।
যুগ যুগ ধরে।

নির্বাসন

এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত,
কয়েকটা নরকঙ্কাল।
কোন এক দানবের —
পৈশাচিক সূক্ষ্ম কারুকার্য।
থুবড়ে পড়া ভাস্কর্য্য, স্থাপত্যের
করুণ চাহনি।
এ্যাটমিক যুগের —
গর্বিত, সুদৃঢ় পদক্ষেপ।
বিশ্বব্যাপী প্রকৃতি জয়ের
নারকীয় উল্লাস।
হোক আজ নির্বাসন তোমার আমার।
স্বাগত জানাই,
মঙ্গল, তুমি বৃহস্পতি,
সভ্যতা —
তোমার নিঃসঙ্গ বাসর হোক
গোবি কিংবা সাহারায়।

———❖———

মিনতি আমার

আমরা সবাই চিন্তিত,
সবাই আমরা ব্যাথিত।
শুভচেতনা, শুভকামনা
প্রকাশ্য দিবালোকে আজ ধর্ষিত।
যা কিছু হচ্ছে, যা কিছু করছি
সব-ই প্রগতির ধুয়া দিয়ে।

*　　*　　*

ক্ষুধার তাড়নায়,
বন্যপশুর জন্যে মানুষ দলবদ্ধ।
চকমকি ঠুকে, রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে,
হিমশীতল বরফের মাঝে,
প্রিয়র বুকে, প্রিয়ার উষ্ণতার প্রলেপ,
তারপর কত বসন্ত —
নানান বাহারে, নানান ভঙ্গিতে
ছন্দময় গতিতে আগামী প্রজন্মের
ভিতকে করেছে সুদৃঢ়।
প্রগতির আবর্ত্তনে,
মানুষ প্রস্ফুটিত তাজা গোলাপের মত।
'চরৈবেতি' প্রগতির অপর নাম।
সে কত সুন্দর, কত মধুময়।

*　　*　　*

মিনতি আমার —
স্থবির বিকলাঙ্গ বিংশ শতাব্দী,
তোমার অশুভ উদ্ধত রথের চাকার অবর্ত্তন
একবিংশ শতাব্দীর ঊষালগ্নকে
যেন না করে কলঙ্কিত।

আমি সুখী

নানান বাধা, কন্টকাকীর্ন পথ,
ক্ষণিকের তরে জীবনকে দুর্বিসহ করে।
অমাবশ্যার গাঢ় অন্ধকার,
পথ চলতে সুখময় নয়।
তবুও জীবন সুন্দর, মধুময়।
দয়িতের অফুরন্ত ভালবাসা,
চুম্বনের মাদকতা —
নিশুথী রাতের ঘুম পাড়ানী গান,
ভোরের আলোয়, শিশুকন্যার কোমল হাতের স্পর্শ।
মধ্যাহ্নে কর্মক্লান্ত জীবনে,
পিতা মাতার অভয় বানী।
গোধুলী বেলায় দিবাকরের রক্তিম আভায়,
প্রিয়ার মৃদু হাসি,
আলতা পায়ে প্রদীপ হাতে.
শঙ্খের গুরু গম্ভীর নিনাদ।
সব নিয়ে আমি সুখী
আমি চির সুখী।

——❖——

ক্ষুদিরাম স্মরণে

এগারই আগষ্ট ফাঁসির মঞ্চে দন্ডায়মান
তুমি নির্ভীক ক্ষুদিরাম,
যে মন্ত্র উচ্চারিলে,
তা কি আজ পাহাড়ে পর্বতে
গহ্বরে কন্দরে প্রতিধ্বনিত!!!
পাড়ায় পাড়ায়,
অলিতে গলিতে
তোমার সেই কলের বোমা কি
তাজা রক্তস্নাত যুবকদের পথ প্রদর্শক।
কল্পনায় দেখি --
ফাঁসির মঞ্চে তোমার গর্বিত বলিষ্ঠ বাহুযুগল।
ভারতবাসীর মুক্তির মন্ত্রে,
তুমি উৎসর্গিত।
চক্ষে তোমার আনন্দের ফল্গুধারা,
সে ধারায় ওরা কি আজ স্নাত!!!

* * *

এক রাশ লজ্জা —
তুমি যে এদেশে জন্মেছিলে,
তা বলার সাহসও বুঝি বা আমাদের নাই।
তথা কথিত স্বার্থান্বেষী লম্পটের দল,
তাজা সবুজ প্রাণগুলোকে
গাঢ় অন্ধকারের মাঝে ঠেলে দিচ্ছে।
শুধু বোমা, বোমা আর বোমা
একরাশ ধোঁয়া —
তারপর মেকি সভ্যতার প্রশাসন,
কাঁদুনে গ্যাস,
শূন্যে দু-রাউন্ড গুলি।

নীট ফল, যৌবনদীপ্ত
কচি কাঁচা কিছু গোলাপের দল বৃন্তচ্যুত।
আজ আর ফাঁসিতে উঠতে হয় না,
লেবেল আঁটা —
এ আমার, ও তোমার।

* * *

ঊনিশশ সাতচল্লিশ —
খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে,
আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে,
শুধু চাওয়া পাওয়ার নেশায় মশগুল।
সভ্যতা কবে বিলীন হয়ে গেছে,
তাজা যৌবনের বেহাল্লাপানায়,
সূর্য্য আজ অস্তমিত।
গাঢ় অন্ধকারের পদধ্বনিতে,
পল্লীতে পল্লীতে তাই ক্রন্দনের রোল।
তোমার কর্ষিত ফসলের,
ন্যাহ্য দাবীদার যারা,
তারা আজ সর্বস্তরে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত,
বোমার ঘায়েও জর্জ্জরিত।
ক্ষুদিরাম —
তুমি কি আর আসতে পার না!!!
প্রাণবন্ধু প্রফুল্ল চাকী,
বিনয়-বাদল-দীনেশ,
আরও অনেক তাজা প্রাণ।
আমি আশাবাদী —
তুমি আসবে, নিশ্চই আসবে।
আশা রেখে বিদায় নিলাম —
আর শুনিয়ে গেলাম ভাবি প্রজন্মের,
তোমার শুভ আগমন বার্ত্তা।

তোমরা সবাই ভাল

তোমরা সবাই ভাল
সবাই আমার প্রিয়।
সুখে দুঃখে সব সময়ে
সোহাগ আমায় দিও।
সবাই আমার প্রিয় —
সংসারেতে চলতে গিয়ে,
ভুলের পাহাড় নিয়ে —
মিছে মিছি রাগ করো না
সোহাগটি না দিয়ে।
ভুলের পাহাড় নিয়ে —
দাদা, বৌদি, মা বোনেরা
একটি ফুলের মালা।
পিতা আছেন তারি মাঝে
সংসারে নাই জ্বালা।
একটি ফুলের মালা।
যে কাজেতে, যে জন আছ
সেই কাজেতে থেকো।
তারি মাঝে যে জন ছোট,
লক্ষ্য তারে রেখো।
সেই কাজেতে থেকো।
দিনের শেষে, রাজার রাজায়,
একটি প্রণাম দিও।
তোমরা সবাই ভাল
সবাই আমার প্রিয়।

তপস্যা

মায়ের স্নেহ, বোনের ভালবাসা, প্রিয়ার আদর
সবার আধার তুমি।
এত সুখ, এত আনন্দ,
ভাবতেও অবাক লাগে।
মাঝে মাঝে মনে হয়,
যদি ভেঙে যায় মনের গ্লাসটা।
ক্ষত বিক্ষত করবে না তো —
আমার স্পর্শকাতর মনটাকে।
গান্ধারীর হাতের ছোঁয়া —
দুর্যোধনকে রক্ষা করতে পারে নি।
অহল্যার নিখাদ ভালবাসাও
পাষাণে রূপান্তরিত হল।
রাজপুত রমনীর রাখী বন্ধনও
মুসলিম ভায়ের জীবন ফেরাতে অক্ষম।
মনটা উদাস হয়ে যায় —
এত পেয়েও যদি হারিয়ে যায়।
তোমার তপস্যা যুগ যুগ ধরে,
সবার মঙ্গল লাগি —
প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখবে তো!!

——❖——

উত্তরণ

সমগ্র মানবজাতি পাপে নিমজ্জিত।
তবুও বসুন্ধরা মাধ্যাকর্ষণের মাঝে
আলিঙ্গনা পাশে বদ্ধ।
পানাসক্ত স্বামীর লাগি,
সতী সাধ্বী রমণীর নিশি যাপন,
সাহারার বুকে মরুদ্যান সৃষ্টির ব্যাকুলতা মাত্র

* * *

দিকে দিকে বিধ্বংসী কামানের গর্জন।
এ্যাটমিক বিস্ফোরণের সুদক্ষ মহড়া,
স্ফীত গর্বিত মানবের রকেট অভিযান,
বিষাক্ত বায়ুমন্ডল।
অচিরে বিনষ্ট করে সুপল্লবিত কিশলয়।
মনটা বিদ্রোহ করে —
আসুক আর্মেনিয়ার ভূমিকম্প।
ভিষুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাত,
মিছে করুণার ডালি নিয়ে,
পিছে হিংসার মহড়া।
প্রতিটি মানুষের চোখে
জিঘাংসার সুপরিকল্পিত নক্সা,
নন্দী ভৃঙ্গীর অত্যাচার, দক্ষরাজের বর্বরতা,
মাতা সতীর প্রাণত্যাগ—
সব কিছু তো শুধু ইতিহাস নয়।
বসুন্ধরা —
খুলে দাও তব বাহুবন্ধন,
মুখোশ পরা সভ্যতার হোক অবলুপ্তি,
ছিটকে পড়ুক গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে,
সীমা থেকে অসীমের পথে
মানব জাতির হোক উত্তরণ।

নীল আকাশটা ধূসর হয়ে আছে।
জীবনের সুপল্লবিত কুসুমগুলি,
ধোঁয়াটে কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরের বেলায়,
আগামী কালের সূর্য্যের আরাধনায়
নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চায়।
ভাবিকালের যা কিছু উন্মেষ, যা কিছু সৃষ্টি,
তা কি অহল্যার সাধনায় পূর্ণতা পেতে চায়।
ইন্দ্রের লালসার আগুনে,
অহল্যা কি প্রস্ফুটিত।
না- যুগপুরুষ রামের পাদপর্শ তার আকাঙ্খিত।
সৃষ্টি ও ধ্বংসের মাঝে,
ভাবিকালের অহল্যা।
কোন যুগপুরুষের সাধনায় ব্যস্ত?
নীল আকাশটা কি তার কোন পুর্বাভাষ দিচ্ছে!!

আগামী প্রজন্ম

পথের ধারের ফুটন্ত গোলাপ,
যৌবন উদ্বেল উচ্ছল,
তোয়াক্কা না করেই, নিজের গরবে গরবিনী।
কখন যে ঝরে যাবে,
বোঝেনি, বোঝার চেষ্টাও করেনি,
অলিকুল আসে যায়,
ভালবাসার চুম্বনে, চুম্বনে,
রঙিন পাপড়ির সুশীতল হাওয়ায়
গোলাপ কি বাধা পড়ে!!
সব দিয়ে ঝরে যাওয়া,
নুতনের আহ্বানে,
শেষ হাসিটুকু রেখে যায়
আগামী প্রজন্মের মাঝে।

চির নবীনা

মনের নির্যাস দিয়ে,
যুগ যুগ ধরে, তিল তিল করে,
গোড়ে তোলা মানস প্রতিমা।
রূপে রসে গন্ধে চির নবীনা।
উদাসনয়নে, চকিত চরনে,
বাঁধিতে চাও আরও কত জনে।
ছলছল, কলকল —
মনের সাগরে ঢেউ তুলে,
পাহাড় পর্বত, কত জনপদ,
কখনও ধুসর কখনও সবুজ,
কখনও প্লাবিত, তোমার জোয়ারে।
অনাদি অনন্তকাল ধরে,
তুমি চির নবীনা। —
তারপরে কখন যে চুপিসারে,
লাল চেলী পরে,
মহাসাগরের বুকে বিলীন।
প্রকৃতি, পুরুষ মিলে মিশে একাকার।
আষাঢ়ে প্রথম লগ্নে —
নূতন সৃষ্টির লাগি,
মেঘদূত হয়ে,
রামগিরী পাহাড়ের চুড়ায় আছড়ে পড়।
সেখানেও আমি।
আমার মানসী আবার —
বারে বারে ফিরে আসে, নব নব রূপে।

—— ❖ ——

লেখনী আমার

লেখনী আমার থেমে গেল বুঝি,
শুষ্ক মরুর দেশে।
মরিচীকা পিছে, মিছে ঘুরাফেরা,
পিয়াস মিটে কি তাতে?
তবু মনে রং বারে বারে লাগে,
ছলনার বেড়া জালে।
আশার হাতছানি,
নিয়ে চলে যায়, সাহারার বুক চিরে।
প্রেমের জয় গান?
সে তো কবে শেষ,
পড়ে থাকা কাটা লাস।
ধুসর পৃথিবী, শুধু নিতে চায়,
মন কি জিনিষ, বারেক না শুধায়,
শত মাথা কুটে একটি গোলাপ
যদি পেতে চাই, বিদ্রুপও তায়।
শত বরষের, শত ফাল্গুন,
কভুতো হবে না শেষ।
লেখনী আমার, থেমে ছিল বুঝি
ক্ষণিকের মোহ পাশে,
শাশ্বত যা, চির শাশ্বত
মরণ কি তার আছে!!
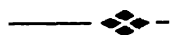
রূপসী রাজকন্যা

রূপসী রাজ কন্যা,
পাতাল পুরীর দেশে
বন্দি, চির বন্দী।
কখন যে কোকিল ডেকে যায়,
বসন্তে দখিনে হাওয়ায় —
ভ্রমরের আনাগোনা।
মাধবী লতায় চুমু দিয়ে যায়,
ভিনদেশী এক রাজা।
দৈত্যপুরীর দেশে,
রাক্ষস বেষ্টিত রাজকন্যা।
স্বপ্নের দেশে দেখা হয়ে যায়।
রাজকন্যার সাথে রাজপুত্রের!
যেন আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব,
ভালবাসে একে অপরকে।
বাঁচতে চায়, বাঁচাতে চায়।
বসন্তের জোয়ার আসে হৃদয় কন্দরে।
কিন্তু হায় মানুষের গন্ধে,
রাক্ষসের লক লকে জিহ্বা,
তোলপাড় করে পাতালপুরী।
রাজপুত্র পালিয়ে বাঁচে।
কিন্তু মন যে চুরি হয়ে গেছে,
পাতাল পুরীর দেশে —
রূপসী রাজকন্যা রাজপুত্র সাথে
আবার কবে মিলবে কোন স্বপ্নের দেশে।

* * *

স্বপ্নের জগতে যাহা সত্য
বাস্তবে তা কি সত্য হবে?
আমার মনের মানস কন্যা,

দিবারাত্র কেঁদে চলে,
সংসার মাঝে অসংখ্য রাক্ষস,
নিঃশেষ করে দেয় মনের প্রতীমাকে।
রাতের আঁধারে দুফোটা চোখের জল,
সাধ জাগে, গড়িয়ে যাক্
তার ললাট মাঝে।
এও তো স্বপ্ন, তবে স্বপ্নই থাক।
সুখী হোক, আমি যারে ভালবাসি,
আমার হৃদয়ের চেয়ে।

শেষ কথা

মানুষের মন, দেওয়া নেওয়া মাঝে
সময় বয়ে যায়।
পড়ে থাকে স্মৃতি, অজস্র ঘটনা।
দু-একটা তুলে নিই তার মাঝে,
ভুলে যাই, ভুলে যেতেও হয়,
আগামী দিনের শুভ্রতার লাগি।
পথের ধারের ফুটন্ত গোলাপ,
কত না আকুতি ধরে রাখিবার।
সম্মুখে চলার পথ —
ক্ষণিকের বাসর সজ্জা।
পড়ে থাকে শুধু বুক ভরা ব্যাথা।
তুমিও এস, আমিও চলে যাই।
চলাই যে আমাদের সবশেষ কথা।

—ঃ মা ঃ—

শীত, গ্রীষ্ম বর্ষা
মাতৃত্বের জোয়ারে —
নদী শতত প্রবহমান
তুমি মমতাময়ী মা।
শীতের প্রচন্ডতায় নদী ও বরফ,
এক হয়ে যায় যেন দুই সহদরা।
গ্রীষ্মের তাপদাহে নদী জীর্ন শীর্ন।
তোমার ফল্গুধারা তবু,
সবারে মানায়ে হার
বয়ে যায় প্রাণ হতে প্রাণে।
হয় না কখনো খর্ব,
শীত গ্রীষ্ম বর্ষায়,
একটি শঙ্খের তরে,
আমার পিতার দারে,
বঞ্চিত হয়েও তুমি,
মমতাময়ী মা —
শত অবর্জ্জনা মাঝে
তুমি যে পঙ্কজ।
ঠোটে হাসি মুখে মধুর ভাষা,
নয়নে করুণার বারি।
তুমি গান্ধারী —
তুমি কুন্তী, ত্যাগের মূর্ত্ত প্রতীক।
আবার - কান্নায় পড় ভেঙ্গে,
কর্নের জীবন অবসানে।
তুমি অহল্যা —
স্বামী শাপে জীবন্ত পাষান বেদী।
তোমার আশীষে মা,
চলমান এ বিশ্ব সংসার।

এক রাশ আনন্দ

সেই কবে কোন দিন,
কখন যে বাঁধা পড়ে গেছি।
মনের অঙিনায় শুধু চলা ফেরা,
এত শুধু নিছক নয়।
উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে কাছে আসি।
কি যে পাই, তাতো বুঝি না,
তবে বলতে পারি —
একরাশ আনন্দ, শুধু আনন্দ।
অনাবিল আনন্দের স্রোতে,
ভেসে যাই, ভেসে বেড়াই।
কিছু না বলার মাঝে,
অনেক বলা হয়ে যায়।
আমার হৃদয়ের মানিক,
কোলজুড়ে আছে, বুক ভরে আছে,
ওদের মাঝখানে তুমি আর আমি।
কি যে সুখ, কি যে আনন্দ,
পৃথিবী এত সুন্দর, এত মধুময়,
রূপময় মাঝে, তুমি আরেক অরূপ।

স্বাগতম্

স্বাগতম্ চৌদ্দশত দুই সাল।
কি বারতা এনেছ তুমি,
অনাগত ভবিষ্যতের জন্য।
অতীতের মহিমা মণ্ডিত দিনগুলি,
স্বপ্নের জগতে যেন সুখ বিচরণ,
নবান্নের উৎসবে মেতে উঠা দিনগুলি,
প্রদীপ হস্তে তুলসী তলায় রাঙা বউ।
সাঁঝের আলোয় আলতা পরা রূপসী কন্যা।
কোকিলের কলতানে, ভোরের আকাশ।
প্রবাসী বধুর লাগি, নব বধূর দিনগোনা।
সরল অনাড়ম্বর গ্রামবাসীর, মধুর আলাপন,
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে, রাখালিয়া বাঁশি,
সবুজ ধানের ক্ষেতে দখিনে বাতাসের নাচন
সব নিয়ে, সব দিয়ে, সে এক মধুর মিলন।
বর্ত্তমান ধূসর, পিঙ্গল, যেন মৃত প্রায়
সব ছিল, সব আছে, নাই শুধু প্রাণ।
আর তো বাজে না শঙ্খ, গোধুলী বেলায়,
আলতা তো পরেনা মা, দিব অবসানে।
কোকিলের স্বর বুঝি শেষ হয়ে গেছে,
দখিনে বাতাস বয় সাহারার বুকে।
এক ফোঁটা মেঘ নাই বৃষ্টি কোথায়,
সভ্যতার পোষাকে যুবতী উলঙ্গ।
নানান বিকট শব্দে, অলির দৌরাত্ম্য।
আগামী প্রজন্ম দিশে হারা হয়ে,
হেথা নয় অন্য কোথা মাথা কুটে মরে।
কেউ নাই, পথ হেথা গভীর অন্ধকার।
আলোর বর্ত্তিকা আনো, নবীনের দূত,
ঘরে ঘরে প্রাণের জোয়ারে
হোক রাখী বন্ধন।

সমাধি

তোমার আমার মাঝে ব্যবধান হবে,
এমনতো কথা ছিল না।
সূর্য্য উঠবার আগে কোকিলের কুহুতানে,
তোমার হৃদয় তটে ঘুমিয়ে ছিলাম।
ব্যথা, দুঃস্বপ্ন, কোন চিন্তা ছিল না আমার
তোমার ঠোঁটের স্পর্শে শিহরণ জাগে,
আচমকা ঘুম ভেঙে যায়,
দেখি ভীরু চোখ দুটি আমার পানে তাকিয়ে।
শান্তনা দিয়ে বলি —
ভয় কি রজনী আবার আসবে তো,
জীবনে চলার পথে অনেক অনেক রজনী,
অনেক অনেক ঝোড়ো হাওয়া নিয়ে এসেছে,
তোমার আমার মিলনে ভয় পেয়ে,
চলে গেছে কোন পথ দিয়ে, —
হিসাব রাখার তার নাই প্রয়োজন
তুমি, আমি আছি এই কথা জেনে।
কিন্তু আজ। —
বুঝতে পারি না, বীনার তার ছিড়ে গেছে বুঝি,
মধুর কলতানে বেসুরে বাজিছে আজ।
তাই যদি হয় শেষ করে দিই মধুর দিনগুলি
হৃদয় তটে মিছে মিছি কেন,
সবুজ সবুজ চারা, আরো সবুজ হয়।
কিছু নোনা জল, আরো নোনা হোক,
সবুজ চারাগুলি পিঙ্গল হয়ে যাক,
সংসার হোক আরো মরুভূমি,
তপ্ত বালু তটে —
তোমার আমার হোক চির সমাধি,
এই বালুকা বেলায়।

দুটি মুখ

কোন এক গোধুলী লগ্নে,
কি অপরূপ সাজে,
দেখা হয়েছিল তোমার সাথে।
সুখে, দুঃখে, ব্যাথা বেদনার মাঝে,
জীবন সঙ্গিনী হয়ে,
অহরহ আছ আমার পাশে।
পথ চলতে গিয়ে ক্ষণিকের তরে
পথের দুধারে দেখি অনেক ছবি,
বিদ্যুৎ প্রভা মাঝে তারা ঝলসিয়ে উঠে,
মাঝে মাঝে উঁকি দেয়,
আনাগোনা করে মনের আঙিনায়।
নাম না জানা ফুলগুলি,
ঝরণার তরঙ্গের ন্যায় উচ্ছল, উদ্বেল।
মনটা আনমনা হয়ে যায়,
নিশুথী রাতে তোমার সুন্দর মুখখানি,
আমায় সংযত করে।
তবুও হৃদয়ের পর্দায় চোখের মণিতে,
দুটি মুখ শুধু ভেসে উঠে।
আকাশের "ধ্রুবতারা"র ন্যায়
তুমি, আরও অনেক নাম না জানা ফুলের মাঝে
সেও ঠাঁই করে নেয় আমার হৃদয় কন্দরে।
একাধারে সে আমার কন্যা,
আমার ভগ্নী, চির অভিমানী।
আমায় ভালবেসে —
তুমি তারে বরণ করে নিও,
তোমার আঙিনায় সর্বকালের তরে।
শুভ হোক, সুন্দর হোক —
তোমার আমার শাশ্বত প্রেম।

মন

মন আছে, তাই মন খুঁজি,
মন বিহনে নাই পুঁজি।
যা দেখি সব মন দিয়ে,
জগৎ শুন্য সব নিয়ে।
মনের মত মন যদি হয়,
জ্ঞানের কথা বলতে সে কয়।
দুষ্ট মনের দুষ্ট কথা,
জগৎ জনে দেয় যে ব্যাথা,
মনের নেশায় মনকে মাতায়,
মনের খোঁজে, মন কি তা পায়?
অবাধ্য মনে, বাধ্য কর,
চলার পথে সবকে ধর।
দেখবে তুমি মনের মাঝে
কর গোলাপ সকাল সাঁজে
বসিয়ে হাট বৃন্দাবনে,
জয় করেছে অনেক জনে।
সবার শান্তি সবার মনে,
বিরাজ করে আপন মনে।

অনুভূতি

জীবনের প্রতিটি স্তরে,
অনুভূতির নানা দিকগুলি,
নানান রঙিন সাজে,
তোমাকে আমাকে অচ্ছন্ন করে
কারণও হাসির জোয়ারে
উচ্ছৃঙ্খলতায়, উদ্দামতায়, —
ভরিয়ে তোলে, মাতিয়ে দেয়,
নিজেকে, আরও অনেক অবুঝ মনকে।
মধ্যাহ্নের প্রচন্ড তাপদাহে,
নরম নরম কচি মনগুলি,
গলে যায় —
কিম্বা আরও শক্ত হয়
গ্রানাইট পাথরের ন্যায়,
শত মাথা কুঁড়ে—
মদনও ভস্মিভূত, মহাকালের প্রচন্ড রোষে।
জীবন সায়াহ্নে এসে,
আসার সংসার মাঝে,
দেনা পাওনার হিসাব নিকাশে
শূন্য, শুধুই শূন্য।
দু ফোঁটা চোখের জলে,
অনুকম্পা আদায়ে,
মৃদু হাসির মোড়কে

সে এক করুণ পরিনতি।
মাঝে মাঝে মনে হয়,
সব জেনে, সব বুঝে,
কেন এমনটি হয়।
এ প্রশ্ন অনাদি অনন্ত কালের।
উত্তর পাওয়ার আশায়,
যোগীরা তপস্যায়।
ভোগীরা কর্মের মাঝে
একে অপরকে
বিচারের কাঠ গোড়ায় দাড় করিয়ে দেয়।

-❖-

ভাবতে অবাক লাগে

ভাবতে অবাক লাগে,
মানুষ আজ মানুষ মারে।
গভীর জঙ্গল মাঝে,
হিংস্র পশু ক্ষুধার তাড়নায়,
আরেক পশুর পরে ঝাঁপিয়ে পড়ে।
কিন্তু মানুষ। —
খাদ্যের অভাব তো নাই।
প্রকৃতির অপার করুণায়,
সবুজ সবুজে ফসলের জোয়ার।
শুষ্ক মরুভুমিতে প্রাণের উন্মেষ।
কেন তবে পৃথিবী ব্যাপী এত হাহাকার।
আনবিক শক্তির প্রচুর মহড়া।
রাবণের মৃত্যুবান সযত্নে গচ্ছিত,
প্রিয়া মন্দোদরীর কাছে।
হায় — হতভাগ্য মানুষ,
মৃত্যুবান পিঠে নিয়ে জেতার হুঙ্কার।
প্রাণ থেকে, মন আজ কোথায় উধাও,
উদভ্রান্ত বিকলাঙ্গ সভ্য সব জাতি।
একে একে অভিসার গভীর রজনী।
রমনীয় তিলোত্তমা, উলঙ্গ সভ্যতা।
মানুষের বুকে তীর, বেশি কিছু নয়,
তবু চাই, আরো চাই, প্রচুর সম্পদ।
কফিনের মাঝখানে যদি যেতে হয়,
রেখে যায় পেয়ালায় শেষ চুম্বন।

মরণেও সুখ

আবেগ অনুভুতি ছেলে খেলা যেন,
বাস্তবে বাঁচার তরে নিয়ত লড়াই।
সমাজের মাপকাঠি কোনটা যে হবে,
ভাবার সময় নাই বিস্তীর্ন যে পথ।
ফুলের তোড়া নয়, কাঁটার বেড়া।
মাঝে মাঝে মনে হয়, শেষ হয়ে যাক!
পৃথিবীর গতিপথ স্থির কিনা,
জানা নাই, জানতে গিয়েও বিপদ।
মাঝে মাঝে এসে যায় ধুমকেতু,
আকাশের কালো মেঘ, আরো কালো হয়।
বরষণে শান্তি, সব তত্ত্ব ভুল।
বৃদ্ধা পৃথিবী সবুজের পাড়ে
রূপময়, মোহময় হাসির কলতান,
বাস্তবে বাঁচার তরে হোক না লড়াই।
আবেগ অনুভূতি প্রেমের দ্যোতক।
নিতে গিয়ে ধরা পড়ে অসার এ জীবন,
লোভ ঘৃণা, হিংসা দুর হয়ে যাক,
ভালবেসে বেঁচে থাক সকলের মাঝে।
আসুক না ধুমকেতু ক্ষতি কিবা তাতে
মরণেও সুখ আছে ভেবে নিও তুমি।

ছিল-আছে-থাকবে

কত মহাপুরুষের জীবন বলিদানে,
এই সমাজ সুন্দর থেকে সুন্দরতম।
সুখে দুঃখে হাসি কান্নায়,
বুঝতে পারিনা সমাজের ভীত কত সুদৃঢ়
টাইফুন, হ্যারিকেন, সাইক্লোন,
বন্যা, খরা ভূমিকম্প সব ম্লান হয়ে গেছে।
হৃদয়ে হৃদয়ে রাখী বন্ধনে।
মানুষের অন্তিম যাত্রার পথকে,
ক্ষণিকের তরে নয়নের জলে, পিছল করলেও,
আগামী প্রজন্মের কাছে,
নূতন ঊষার আলো, আরো উজ্জ্বল হয়।
অনেক অনেক মানুষ,
অনেক অনেক দূরে হারিয়ে যায়।
ইতিহাসের পাহাড় —
স্তরে স্তরে আরো জমা হয়।
কিছু কচি কাঁচা ছোট ছোট হাতে-
লোহার মানবে আঁচড় কাটতে চায়।
শত ছিন্ন হাতে, রক্তের ধারায়,
তারা ভেসে যায় দূরে, অনেক দূরে।—
লোহার মানবের ঠোটে মৃদুহাসি।
ছিল, আছে, থাকবে।

বৃন্তচ্যুত ফুল

তুমি স্বর্গ হতে বৃন্তচ্যুত ফুল,
তুমি নন্দনের পারিজাত।
অসার সংসার মাঝে, তুমি শাশ্বত।
তুমি রূপসী বহ্নি।
রূপের ধারায়, জনে জনে মধুদানে তুমি অদ্বিতীয়া।
করুণা রসে তুমি সিক্ত,
ঘন অন্ধকারে তুমি আলোর বর্ত্তিকা
পাপের জগতে তুমি ভয়ঙ্করী।
তোমার সেবায় কান্না ভুলে যায়,
কোলে নাও শিশুরূপে, তুমি করুণাময়ী।
একাধারে তুমি অহল্যা,
স্বামীর সেবায় তুমি পাষান বেদী,
গান্ধারী রূপে তুমি সর্বত্যাগী,
পৃথিবীর রূপ রস সব ঠেলে তুমি, যোগিনী ভৈরবী।
আবার কখনো প্রিয়ারূপে তুমি
বাসরের রজনীগন্ধা।
মাতারূপে তুমি পার্বতী,
জগতের তরে, শ্যামলে শ্যামল তুমি
নীলিমায় নীল।

মিলন

কোন ভাষা নাই, কোন কথা নাই,
শুধু হৃদয়, আর হৃদয়।
হৃদয়ের ফল্গুধারা হতে,
যে অমৃত রস নিসৃত হয়,
তা তোমার, শুধু তোমার জন্যে।
কথার ফুলঝুরি দিয়ে,
নানান বাহারের মালা,
বেমানান তোমার গলায়।
ভালবাসি —
মধুময় একটি শব্দ।
মন ওতে ভরে না,
যদি থাকতো, আরো অনেক অনেক হৃদয়!
শুধুই হৃদয়ের মালা গেঁথে,
তোমার প্রতিটি অঙ্গে ঝুলিয়ে দিতাম।
অবাক নয়নে দেখতাম,
তুমি কত সুন্দর, মধুময়, মোহময়।
ভোরের দুর্বার মাথায়,
ঊষার আলোকে তিলোত্তমা হয়ে ছুঁয়ে যাও।
তারপর গোধূলি বেলায়,
আবীর রঙে মন রাঙিয়ে দাও।
নিশুথী রাতে দাও ঘুম পাড়িয়ে।
তারপর —
সে এক আরেক জগত।
প্রাণের জোয়ারে প্রাণ ভেসে যায়,
এক প্রাণ হতে আর এক প্রাণে।
ভাষা নাই, কথা নাই,
মিলন, শুধুই মধুর মিলন।

সাধনা

গভীর থেকে গভীরতর, গভীরতম্,
হৃদয় তটে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাও,
আমার তুমি প্রিয়তম।
সীমা থেকে অসীম পথে,
নিত্য দিনের হাতছানি,
বারে বারে ভূল হয়ে যায়
তোমার কথা শতেক মানি।
হৃদয় যদি শুকিয়ে যায়,
মনের কুসুম ফোটে না।
কি ফুলে পুজিব তোমায়,
এ কথা কি বলবে না।
তোমার দেওয়া অনেক কাজে,
ভুলের বোঝা বয়েই চলি,
নিত্য দিনের সাধনা হোক,
তোমার হৃদয় চরণ ধূলি।

খেলা ঘরে

তোমাকে নিয়েই আমার স্বপ্ন।
তোমাকে নিয়েই আমার বাস্তব।
তোমাকে নিয়েই আমার বাঁচার সংগ্রাম,
তোমাতেই আমার মৃত্যু।
জীবন মৃত্যুর খেলাঘরে,
তুমি আমি বিশ্ব চরাচর,
তাকিয়ে নীল আকাশের প্যানে,
বাঁচতে চাই, বাঁচাতে চাই,
আরো অনেক জনে।

নূতন ফসল তুলব

মিষ্টি মুখে, দুষ্টুকথা, কেমন করে বললে,
হেসে হেসে মুখ ফিরিয়ে তুমি কোথায় চললে।
মনের ব্যথা মনেই থাকে, যায়না তারে দেখা,
অতীতের স্মৃতিগুলি মনের পাতায় লেখা।
প্রতিদিনের কর্ম তোমার এক একটি ছবি,
প্রেমের রসে সিক্ত হয়ে, পূব আকাশের রবি।
ভোরের নিদ্রা ভাঙে, তোমার কলতানে,
যাত্রা শুরু হবে এবার নূতন উদ্যমে।
কর্মে যখন হাঁপিয়ে উঠি পাশে থাক তুমি,
মুখের ঘাম মুছিয়ে দিয়ে, আলতু করে চুমি।
মধুর মধুর দিনগুলি সব কেমন করে ভুলব,
কথা দাও থাকবে পাশে নূতন ফসল তুলব।

—❖—

লুকোচুরি

সবুজ বনানী মাঝে, আমার অবুঝ মন,
তোমায় খুঁজিয়া ফিরে সারা ত্রিভুবন।
মরুদেশে মরীচিকা পথিকে ধাধায়,
না পাওয়ার বেদনায় আমারে কাঁদায়।
এই ছিলে, এই নাই শুধু লুকোচুরী,
প্রাণের প্রতিমা আমার, হয়ে গেছে চুরী।
মাঝে মাঝে মনে হয় খুজিব না আর,
বিশ্বমাঝে, তোমায়, খুঁজে পাওয়া ভার।
সাতপাকে বাঁধা তুমি আমার জীবনে,
শুভদৃষ্টি হয়ে গেছে সেই সন্ধিক্ষণে।
তবে কেন বঁধুয়া, আমায় কর ছলনা,
হৃদয়ের মাঝে থেকো, কিছু আর বলো না।

—❖—

শাশ্বত প্রেম

তোমাকে যে যেতেই হবে,
এটাতো ঠিক কথা নয়।
না জানা, না শোনার ভান করে,
নিজেকে নির্দোষী করার,
অহেতুক জাল বোনা।
জীবনের সঙ্গী হয়ে সাতপাকে বাঁধা,
তবু শেষ বাসর সজ্জায় তুমি আমি একা।
জীবন মধ্যাহ্নে শুধু ভালবাসার অভিনয়,
একে অপরকে কে কতটা শোষণ করতে পারে।
একদিকে রূপের ছটা,
অন্যধারে রুপোর থলি,
ভারসাম্য কোনদিন থাকতে পারে না।
তবু দেঁতো হাসি হেসে,
বলতে হয় তুমি আমার।
যা সত্য স্বীকার করতে ভয়,
আনুগত্য, বিশ্বাসের মালা,
শুভদৃষ্টির প্রথম, প্রধান অঙ্গীকার।
হস্তবন্ধন প্রেরণার দ্যোতক।
তবু দেখ —
এটা ভাল নয়, ওদের সাজের বাহার,
তুমি কোথায় ছিলে,
আমার ভবিষ্যত, আরও কত কথা।
অহেতুক সন্দেহের তীর হেনে,
জীবন দুর্বিসহ।
শিল্পী মনের রঙে, প্রতীমা সাজায়,
ভালবেসে, ভাল করে অপরূপ সাজে,
নিজের প্রতিচ্ছবি বঁধুয়ার মাঝে,
চোখ বুঝে ভাল দেখা যায়।

বাস্তব সত্য মেনে নিতে বাধা থাকে কেন,
অহেতুক নানা রঙের ছোপ টেনে,
সং সেজে পৃথিবীকে কুৎসিত করার স্পর্দ্ধা,
ক্ষতি কি তোমার আমার নয়?
আয়নার সামনে নিজেকে মেলে ধরো,
নিজেকে ভাল করে দেখ,
যা কিছু কুৎসিত ধরা পড়বেই।
আসলে ভয় পাই, স্বচ্ছ আয়নার পাশে দাঁড়াতে।
মন যে কলুসিত;—
অত্মকেন্দ্রিকতার যূপকাষ্ঠে অর্ধমৃত।
প্রয়োজন নাই পথের পাশে তাকাবার।
এখনও সময় আছে —
নিজে বাঁচো, অপরকে বাঁচাও।
নাই বা সঙ্গে থাকলে।
মৃত্যুর পর, আমাদের স্মৃতি,
সে কি শুধুই স্মৃতি?
রাতের স্বপ্ন, শুধু কি দুঃস্বপ্ন?
তোমার আমার প্রেরণা,
দ্যুতি হয়ে দিক আলো,
জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাক,
সমাজের সব জঞ্জাল।
শুধু রূপের ছটা, নানান রঙের বাহার,
তোমার পার্থিব সান্নিধ্য,
অভিনয়ের অভিনয়,
হোক পরিসমাপ্তি।
একটা গোলাপ ফুটে উঠুক,
যা তোমার আমার,
তথা সমাজের শাশ্বত প্রেম।

সেবা

সেবা আমার ধর্ম, সেবা আমার কর্ম,
সেবা বিনে মন টিকে না,
জানবে কি তার মর্ম।
ছোট বড় সবার মাঝে,
তিনি থাকেন সকাল সাঁঝে।
চরণধুলি পেতে হলে,
দাও না মন তারি কাজে।
সুখও আছে, দুঃখও আছে।
তারি মাঝে তিনিও আছে,
ভবে খেলা, খেলতে এসে,
বিপদগামী হওনা পাছে।
মনের মাঝে পেতে হলে
সেবার মাঝে যাওনা চলে।
আমার সাথী আমার কোলে,
দিবারাত্র দোলায় দোলে।
কি যে সুখ আমি জানি,
সেবা দিয়ে পূজা মানি
সেবায় আমার জগৎ স্বামী,
আমার কাছেই থাকবে।
শেষের দিনে তিনি আমায়
চরণে তার রাখবে।

শুধু তোমার জন্য

নিশিভোর জেগে আছি,
কান পেতে শুনি, কখন তুমি ডাকবে,
কখন তোমার চলার রথ,
আমার আঙিনার পাশে থামবে।
সব কাজ ফেলে বসে থাকি,
মালা গাঁথি আনমনে,
চেয়ে থাকি শুধু তোমার জন্য।
লোকে আমায় মন্দ বলে।
কাজ ভুলে যাই ক্ষণে ক্ষণে,
তোমার বাঁশরীর স্বর, মনকে উতলা করে।
তোমার বেদনা, আমার বেদনা হয়ে,
বুকে আমার তীর বিঁধে।
শুধু তোমার জন্য কি যে করি।
কখন তুমি মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে,
অনেক অনেক আগে, অনেক অনেক কথা
সাজিয়ে রাখি সযতনে।
তোমার আমার পথে, পাছে ভুলে যাই।
শুধু তোমার জন্য সব দিতে পারি,
সোহাগ ভরে তুমি যদি কাছে ডেকে নাও।

মালা হাতে

ভোরের বেলায় দুয়ার খুলে দেখি।
মালা হাতে দাঁড়িয়ে আছ, তুমি আমার একি।।
যখন তোমায় ডেকেছিলাম, পাইনি তখন সাড়া।
আজ সকালে এমনি করে হৃদয় দিলে নাড়া।।
তোমায় আমি রাখব কোথায় ছোট আমার ঘর।
হৃদয় মাঝে স্থান করে নাও, নয়তো তুমি পর।।
এলে যখন দেরী করে দেওয়ার কিছু নাই।
সব মালা শুকিয়ে গেছে কোনটা দেব তাই।।
নিজেই তুমি পরে নিও, লাগে যেটা ভালো।
তোমার লাগি দিতে পারি, আমার দীপের আলো

——❖——

তোমায় ভালবেসে

তোমায় ভালবেসে, দিইনি কিছু,
সারাটা জীবন শুধু নিয়েছি।
যৌবনের প্রথম লগ্নে, ফুলের সব পাপড়িগুলি,
একটি একটি করে মেলে ধরেছিলে।
ঠিক তার মাঝখানে মধ্যমনি হয়ে,
সাজিয়ে ছিলাম বাসর সজ্জা।
হয়ত বা সহজাত প্রবৃত্তি বসে,
ফুলের সব পাপড়ি দিয়ে,
ঢেকে দিলে আমায়।
আকণ্ঠ মধুপান করে তৃপ্ত আমি।
তুমি শুধু দিয়েই গেলে,
বিনিময়ে কয়েকটি অমূল্য রতন।
তোমার কোল আলো করে এল।
তাদের চাঁদমুখ দেখে,
তোমার গরবে গর্বিত আমি,
ঘর বাঁধার মধুর স্বপ্নে বিভোর।
হারিয়ে গেলাম তুমি, আমি, ওদের মাঝে।
তখন তো বুঝিনি, ভাবিনি এমনটি হবে,
তোমার অমূল্য রতণ, মূল্যহীন হয়ে,
তোমাকেই শোষন করবে।
রাতের গভীরে দুঃস্বপ্নের মাঝে,
নিজেকে হারিয়ে ফেলি।
তোমার প্রথম দিনটির মোহময় চাহুনি,
কাছে এসেও, দূরে সরে যাওয়ার ভান,
সব মনে হয়েছিল, কি অপরূপ খেলা!
তোমার না বলা কথা, অনেক কথা বলেছিল।
তার সাক্ষী সেদিনের আকাশের তারা।
আজকে তোমায় দেখে, আমার ভয় হয়।

আমার চোখের মনি, হৃদয়ের ধন,
পশ্চিমাকাশে হারিয়ে যাওয়ার পথে
মনে ভরসা জাগে; —
কালরাত্রি অবসানে, নূতন ঊষার আলোকে,
আবার ভরিয়ে দেব তোমার মন।
নূতন সাজে পরিয়ে দেব নূতন বেনারসী।
মনের ফাগুনে, তোমার আগুনে,
খাদহীন সোনা হয়ে —
নূতন দিনের হব আমরা যাত্রী,
আর কাঁদবে না, সব চলে যাবে।
থাকবে তোমার আমার প্রেম।
শাশ্বত প্রেম, সাতপাকে বাঁধা প্রেম,
জীবনে মরণে, অনাদি অনন্ত কালের প্রেম।

" এখানে স্বর্গ "

দিতে চেয়েছিনু আমি, তোমায় অনেক,
পারনি নিতে, তোমার অক্ষমতা।
দ্বিধা, সংশয় ফেলে, নিজেকে প্রস্তুত করো,
ঠিক আসবে সফলতা,
তোমার তৃপ্তি, আমার তৃপ্তি,
উভয় তৃপ্তি মিলে।
স্বর্গ এখানে নামিয়া আসিবে,
এই কথা জেনো ঠিক।
স্বর্গের চেয়ে পৃথিবী সুন্দর,
সবার প্রেমের ফুলে।
তোমার আমার শাশ্বত প্রেম
প্রবহমান নদী।
ঠিক চলে যাবে, সঠিক ঠিকানায়,
হাতে হাত রাখ যদি।

সবার আধার তুমি

তোমাকে নিয়েই আমি কবিতা লিখি।
তুমিই আমার কবিতার উৎস।
যা কিছু সুন্দর, মধুময়, মোহময়,
সবার আধার তুমি।
প্রকৃতির মাঝে তুমি আরেক প্রকৃতি।
যুঁই চামেলির মাঝে ছোট ছোট কুঁড়ি।
ফুটন্ত গোলাপ ছুটন্ত হরিণীর বেগে,
পূবে, পশ্চিমে তুমি ধাবমান।
রূপের পসরা নিয়ে তুমি মোহিনী,
মন হারিনী;—
ছলকে ছলকে, ঝলকে ঝলকে।
তুমি ঝরণার ন্যায় উচ্ছ্বল, উদ্‌বেল।
শুষ্ক মরুতে তুমি প্রাণদায়িনী।
ফুলের ডালি নিয়ে তুমি অভিসারিকা,
সাগরের পানে দয়িতের টানে, তুমি উন্মাদিনী।
আবার সুশীতল কোলে টেনে নাও তুমি।
তুমি মাতৃরূপিনী।—
সোহাগে তোমার মধু ঝরে,
তুমি সংসার মাঝে সেবার মূর্ত্ত প্রতীক।
জনে জনে সেবাদানে তুমি কল্পতরু।
অবাক নয়নে শুধু দেখি,
দেখি আর ভাবি, কি রূপে আঁকিব ছবি!
যে তুলির টানে, যে রঙ মানাবে,
তার চেয়েও তুমি আরও সুন্দর,
সুন্দর তুমি প্রিয়তমা। —

হৃদয় রাঙিয়ে দেবে

সূর্য্য ডোবার সাথে ঘরে ডোবার পালা,
চামেলি ধবলীর হাম্বা হাম্বা রব।
একঝাক বলাকার নীড়ে, ফেরার ব্যাকুলতা।
শালিক, ফিঙের স্নানের ঘাটে নাচন।
কলসী কাখে গ্রাম্য বধুর পথে আনাগোনা।
পথ হারিয়ে বিদেশিনীর চলার ব্যাস্ততা।
রাতের আঁধারে নির্ভরযোগ্য নীড়ের সন্ধান।
তুলসী তলায় আলতা পায়ে, লালপাড় শাড়ী।
কপালে সিঁদুরের টিপ, হাতে পঞ্চ শঙ্খ ।
দেব মন্দিরে মন্দিরে কাঁসর ঘন্টার শব্দ,
খেলা ছেড়ে ছোট শিশুর মায়ের কোলে ফেরা।
কাজ ছেড়ে শ্রমিকের মন আনমনা।
সবকিছু ঠিক আছে, সকলের কাছে
গভীর রজনী এসে সব ঢেকে দেয়
আমি শুধু একা জেগে বিরহ ব্যথায়।
না পাওয়ার বেদনায়, ভারাক্রান্ত মন।
না দেখার যন্ত্রনায়, চিত্ত উদবেল।
ওগো প্রিয়ে শবরী আমার,
ঘুম নিয়ে আসুক শান্তির প্রলেপ।
স্বপ্নের জগতে অপরূপ সাজে —
ফিরে ফিরে বারে বারে, মানসী আমার,
সূর্য্য উঠার আগে হৃদয় রাঙিয়ে দেবেই।

ক্ষমতার দম্ভ

ক্ষমতার অলিন্দে বসে,
সাপের পাঁচ পা যদি দেখ।
ক্ষমা নাই, প্রকৃতির আপন আপন নিয়মে,
ধ্বংস অনিবার্য্য।
ক্ষমতার দম্ভে কংস জ্ঞান শূন্য হয়ে,
লোহার গারদে রাখে নিজ ভগিনী।
ফল তার বড়ই করুণ।
ইতিহাস নীরব হয়ে বয়ে চলে।

* * *

" বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।"
দম্ভ ভরে রাজা দুর্যোধন পান্ডবে শুধায়।
অলক্ষ্যে থাকিয়া অন্তর্যামী মৃদু হাসে
একে একে রথী মহারথী, ভুতলে শায়িত।
সত্যের জয়ধ্বজা উড্ডীয়মান বিশ্ব সংসার মাঝে।

* * *

দেবব্রত নিজ গুণে ভীষ্ম নাম ধরে।
জগতে মহিমান্বিত যুগ যুগ ধরি।
দম্ভ ভরে নিয়ে যায়, অম্বা অম্বালিকা।
ইচ্ছামৃত্যু তীর হয়ে বুকে তার বিঁধে -
কি করুণ পরিণতি শিখন্ডীতা জানে।

* * *

দানবীর মহাকর্ণ, দানে বিশ্বখ্যাত।
অগ্র পশ্চাৎ না ভেবে দান করে যায়।
ছিল কিনা জানা নাই —
মনের অলিন্দে গর্ব।
জয়ের রথের চাকা মেদিনীর গর্ভে
যুগে যুগে এ সংশয় সবাকার মনে।

প্রহ্লাদে শুধায় পিতা, কে তোমার ঠাকুর,
আমি নিজে ভগবান, এই কথা জেনো।
দম্ভ ভরে লাথি মারে প্রাসাদের গায়।
সেও পায়নি ক্ষমা, বিধির বিধান।
সব কিছু জেনেও ভুল হয়ে যায়।
সহজ সরল ভাবে তোমার সংসারে,
কর্ম মাঝে পারি যেন নিজেকে সঁপিতে,
দীনতার অহংকার, সেও তো অহংকার।
আমি অতি দীন প্রভু ক্ষমা করে দিও।

নব কিশলয়

বর্ষ শেষের ক্লান্তি,
চৈত্রের বিদায় সম্ভাষণ,
ভারাক্রান্ত মন আমার।
অতীতের জমে থাকা ব্যথার পাহাড়,
মধুময় দিনগুলি ফ্যাকাশে পিঙ্গল।
যারে আমি চেয়েছিনু নিকটে আমার,
দূরে দূরে ভাসমান নীল আকাশের গায়,
কতনা, না বলা কথা, ইতিহাসের পাতায়,
থরে থরে জমা পড়ে, সে এক করুণ কাব্য।
আগামী দিনের সম্ভাবনা,
উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতম্ হোক।
যেখায় থাক না তুমি, এসে হাত ধর,
ভাবি প্রজন্মের তরে ফুলশয্যা রচি,
ধরিত্রী আরো চায়, আরো অনেক কিছু।
জীবনের অর্জিত সম্পদ, তোমার আমার,
দিয়ে যাব নব কিশলয়ে।
দখিনে মলয় বাতাস যদি ঠাঁই দেয়,
তুমি আমি ভেসে যাবো,
সীমা থেকে অসীমের পথে।

গোলাপ

তোমার দিকে চেয়ে আমি বলি,
তুমি সুন্দর, সুন্দরতম্!
আমি বলতে পারি, তুমি বাগানের শিউলি নও।
নও তুমি রক্ত জবা, কিংবা টগর।
তুমি জুঁই, রাতের রজনীগন্ধা সুচিশুভ্র,
সকালের ফুটন্ত গোলাপ।
তুমি হয়ত বলবে, তোমার স্তাবক হয়ে গেছি।
কথাটা নিন্দুকের মুখেই শোনা যায়।
তার ঢেউ হয়ত তোমার মনকে আলোড়িত করে।
যা বাস্তব তাই চিরসত্য।
সত্যকে তুলে ধরতে আমরা ভয় পাই।
মিথ্যার প্রলেপ দিয়ে, নিছক চাটুকারিতা যাদের বেসাতি,
তারাই পারে নানান রঙের ফুলঝুরি দিয়ে,
সুন্দরকে আরো কুৎসিৎ করতে।
রমণীর রমণীয়তা, তার কমনীয়তার মাঝে,
রাতের রজনীগন্ধা অন্ধকার রাতেও,
ভ্রমরকে পথ চিনিয়ে দিতে ভুল করে না।
জুঁই ক্ষুদ্র হলেও সুগন্ধ তার, মন ভরিয়ে দেয়।
তুমি তাদের চেয়ে কোন অংশে কম নও।
প্রদীপ নিজে নিঃশেষ হয়ে, সবারে আলো দেয়।
তোমার হৃদয়ের ফল্গুধারায়,
সিক্ত আমার দেহ, মন প্রাণ,
তোমার কর্মের আন্তরিকতা, হৃদয় ভরিয়ে দেয়।
তোমার চলন, গজেন্দ্রকে হার মানায়,
কখনও বা চকিত হরিণীর ন্যায় তুমি চঞ্চলা।
সেবার মূর্ত্ত প্রতীকে তুমি অদ্বিতীয়া।
রাহুগ্রস্ত হয়েও তুমি অখন্ড।
চারিদিকে তোমার কালনাগিনী।
তাদের মাঝে তুমি বেমানান হতে,
নিজের আলোচ্ছটায় সবায় আলোকিত কর।
শত যুগের, শত ব্যথা বেদনা ভুলে।
তোমার মুখছবি আঁকা হয়ে থাক,
আমার অন্তরে, সকালের ফুটন্ত
তাজা গোলাপের মত।

বরণ করে নিব

সুখের দিনে হাজার বাতির আলো,
সানাই বাজুক তোমার চিলে ছাতে।
হাসির জোয়ার বন্যা আনুক মনে,
ভাসিয়ে দিয়ে আপন আপন জনে।
কেমন সাজে সেজেছ কেই বা জানে??
পাশে তোমার অনেক স্তাবক পাবে,
তাদের মাঝে জাঁকিয়ে তুমি থাকো,
ভুলেই যাওয়া দোষের কিছু নয়,
টগবগিয়ে মনটা ছোটে, তেজী ঘোড়ার মত।
পাহাড় সাগর তেমন কিছু নয়,
সুখে আছ ষোল আনার মাঝে,
সূর্য্য এখন মাঝ আকাশে জ্বলে,
ভয় বা তুমি কাকেই পাবে বলো??

* * *

একে একে সবাই যখন চলবে অন্য পথে.
হারিয়ে যাবে, ফুরিয়ে যাবে,
জীবন মরুময়, —
করুণ সুরে বাজবে সানাই যখন,
মনের জানালা খুলব তখন আমি,
অকপটে আসতে তুমি পার।
হাজার বাতি নাই বা জলুক ঘরে,
শুভ্রমনে তাকাও আমার পানে,
রইল দুয়ার খোলা তোমার লাগি,
দুখের দিনে তখন তোমায় আমি,
প্রদীপ জ্বেলে বরণ করে নিব।

অভিমন্যু বধ

মায়ের গর্ভে থেকে পুত্র অভি
সর্ব জ্ঞানে সর্বজ্ঞ।
প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে,
তিলে তিলে সব কিছু,
বাড়ে, প্রস্ফুটিত, হিল্লোলিত হয়।
হঠাৎ ধুমকেতুর মত ঝকমকিয়ে,
সারা আকাশটা আলোকিত।
লাভ কি তাতে?
সূর্য্য চিরদিনের পূব আকাশের।
পশ্চিমাকাশে ডুব দেয়,
লজ্জাশীলা বধুর মত।
অস্বাভাবিক নিয়মে বেড়ে উঠা,
অভির মৃত্যুর কারণ কিনা,
ভেবে দেখার সময় খুবই কম।
ঠিক সময়ে মা যে ঘুমিয়ে পড়বে,
সেটাই স্বাভাবিক।
বিশ্ব সংসার মাঝে, নানা পর্যায় ক্রমে,
নানা জনের, নানা স্থানে অবস্থান।
কেউ কোন দিন স্থান বদল করে না।
করাও উচিত নয়।
হাওয়ার বদল, ধুয়া তুলে,
একে অপরকে দেখে মুচকি হাসে,
প্রতিবাদ করার সাহস নাই।
হয়ত প্রতিবাদ করার ভাষাও গেছে ভুলে,
কিম্বা নিজেই করেছে স্থান বদল।

অকাট্য যুক্তি দর্শিয়ে,
নিজেকে সাচ্চা রাখার কতই না কৌশল।
অভির মৃত্যু যে হবেই,
ভুলেই গেছে হয়ত।
গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করা,
খুবই আরামপ্রদ।
যতই অন্ধকার হোক না কেন
রোমান্সের টানে সুন্দর মুখমন্ডলে,
কালির আঁচড় দিয়ে,
আয়নার পাশে যুগল মূর্ত্তিগুলি,
সভ্যতার নব সংস্করণ।
নব বধুর সলজ্জ ভাব,
আধ ফোটা পদ্মের মত,
অনেক না বলা কথার দ্যোতক!
হঠাৎ জন্মিয়ে যদি চলতে থাকে,
শিশুর যে কোমলতা,
মায়ের কোলের স্পর্শ,
কি মধুর, কি মিষ্টি!
স্বাদ কি তার পাওয়া যায় ক্ষণিকের তরেও।
যাক না হারিয়ে যা কিছু সনাতন,
সভ্যতার অগ্রগতি যদি হয়,
সব কিছু বে-নিয়ম।
অভি যে মরবেই —
প্রকৃতির এটাই অমোঘ নিয়ম।

মনের খেলা

ঘন কুয়াশা, মনে কু-আশা
তফাত তো কিছুই নয়।
মানুষের মাঝে হানাহানি তাই
মানুষ, মানুষে কয়।
কত নরনারী, শুধু মনোহারি
মন কেড়ে নিতে চায়।
মন কি সহজ, মন পাওয়া ভার
মনের পিছনে ধায়।
রসিক যে জন, সেই মন চেনে
মন অমূল্য রতণ।
কু-আশার মাঝে মন হাবুডুবু
কি ভাবে নিবে মনের যতন।
রসগোল্লা পাতলা রসে
খেতে খুবই ভাল।
কাঁচা রসে যদি মন ডুবে যায়
সবই তোমার গেল।
মন নিয়ে শুধু লুকোচুরি খেলা,
আদি রসের ছড়াছড়ি।
এখানে ওখানে যেখানেই যাও
মন নিয়ে হুড়োহুড়ি।
কুয়াশার মাঝে, কু-আশার খেলা
নিত্য দিনের চিত্র।
কু-আশায় পড়ে সব হারিয়ে
জীবন হবে যে রিক্ত।
পতঙ্গ যে ধায় আলোর শিখা মাঝে
মনকে করে চুরি।
অকালে প্রাণ ঝরে পড়ে হায়
পাবে না তাদের জুড়ি।
মন বলে তাই মনকে বাঁচাও
কু-আশায় ডুবো না মন।
চোখ বুজে দেখ তোমার মনেতেই
রাধার বৃন্দাবন।

রাখবো কোথায়

পুরানো দিনের স্মৃতি বুকে নিয়ে,
বর্ত্তমানের দিনগুলি,
হাসিকান্নায় ভরিয়ে দিল,
জীবন নহে ফুল কলি।
ঘরে আমার অবুঝ প্রিয়া,
সবুজ তাহার প্রাণ,
বাহিরে এসে হাত বাড়ায়ে,
বন্ধুর কলতান।
পথে যখন চলতে থাকি,
মায়ের দৃষ্টি পাশে,
খাওয়ার সময় খাইয়ে দিল,
বধু, আমায় ভালবেসে।
আমার আছে ছোট বোন,
কন্যা রূপেও বটে
সজাগ দৃষ্টি আমার পরে,
অধিক যত্নে রাখে।
এদের আমি রাখবো কোথায়,
ছোট আমার ঘর।
পাছে এদের হারাই আমি,
সদাই লাগে ডর।
প্রভু এদের সবায় সুখে রেখো,
এরাই আমার প্রাণ,
হাসিমুখে এদের তরে,
জীবন করব বলিদান।

প্রেয়সী

তোমার পদধ্বনি আসছে আমার কানে।
রাত্রি তখন গভীর,
গভীর নিদ্রা আমার চোখে।
তখনও তুমি দাঁড়িয়ে থাক,
মায়ের চক্ষু নিয়ে।
তাকিয়ে থাক সজল নয়নে,
নিদ্রা আমার গভীর হল কিনা।
সূর্য্য তখন উঠতে অনেক বাকি,
পাখীর নীড়ে উঠেনি কলতান,
মায়ের কোলে জাগেনি শিশু তখন।
নূতন বধু স্বামীর সোহাগ পেতে,
গভীর রাতে চিমটি কাটে পায়।
তখন তুমি ব্যস্ত কাজের মাঝে,
তোমার দেবতা উঠবে কখন জেগে।
হয়নি পূজার জোগাড় তখনো,
মনটা তোমার শুকিয়ে গেছে
অজানা আশঙ্কায়।
আমি তখন অন্য স্বর্গে আছি,
কখন আসবে মায়ের ডাক।
মিষ্টি মধুর সুরটি আমার কানে,
ছল করে তাই নাক ডাকিয়ে থাকি,
ভাববে তুমি অঘোর ঘুমে আছি,
খাবার হাতে আমার শিয়রে,
মিষ্টি সুরে ডাকছে আমার মা।
কত যুগের কত সুধা, আছে তোমার হাতে,
কে রাখে তার সঠিক ঠিকানা।
খাওয়ার পরে বেড়িয়ে পড়ি,
কর্মযজ্ঞ মাঝে।
তোমার হাসি শক্তি জোগায় প্রাণে।
কর্ম যত কঠোর হোক না কেন,
জানি আমি অভয় পাব, আমার গৃহকোনে।
ভানু তখন মাঝ আকশে
জ্বলছে দারুন তেজে।

ঘর্ম তখন গড়িয়ে পড়ে আমার সারা দেহে,
ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরি,
শান্তি লাভের তরে,
পাখা হাতে দাঁড়িয়ে তুমি
আমার পথের লাগি।
শীতল হাওয়ায় জুড়িয়ে দিলে,
উড়িয়ে দিলে সব।
কোমল হাতের স্পর্শে আমার,
শীতল হল প্রাণ।
তোমার সেবায় মন ভরে যায়,
উদর ভরার আগে।
বলতে পার কোথায় ছিলে তুমি?
এত সোহাগ, এত ভালবাসা।
জীবন আমার ধন্য হল,
তোমার প্রাণের ছোঁয়ায়।
তোমার কোলে ঘুমিয়ে থাকি,
সারা জীবন ধরি।
স্বর্গ থেকে ডাক যদি দেয়।
অপ্সরা কিন্নরী।
তাড়িয়ে দেব, ফিরিয়ে দেব,
রিক্ত হাতে তাদের।
স্বর্গ আমার ঘরের কোনে,
আছে পারিজাত।
তারি গন্ধে ঘুম এসে যায়,
দুইটি নয়ন ভরি।
প্রদীপ হাতে সন্ধ্যেবেলা,
তাকিয়ে আকাশ পানে,
কাহার লাগি মানত কর,
কে বা তাহা জানে?
আমি কিন্তু বলতে পারি,
আমার শুভ লাগি
তোমার চোখে ঘুম আসে না,
সারা রাত্রি ধরি।

তোমায় ভালবেসে

শুভ নববর্ষের প্রথম দিনে,
ভোরের বেলায়, তোমার হাসিমুখ,
দেখার বড়ই সাধ।
সে সাধ পূরণ হয়েছে আমার,
হাসি মুখে তুমি বললে,
নূতন দিনে, নূতন কথা কিছু শুনবে?
পুরাতনের মাঝে, নুতনের আহ্বান, অভিনব কিছু নয়।
জীবনের নতুন খাতায়, নূতন পাতার মাঝে,
আসে সব নূতন আশা, নব নব রূপে।
যা কিছু অকল্যান, কুৎসিত, ভয়ঙ্কর,
পুরাতনেরও শেষ প্রান্তে ঠেলে দিয়ে,
নবীনের আহ্বানে তোমার বন্দনা,
আকাশ বাতাস মুখরিত হোক,
সবায় ভালবেসে, তোমার আঙিনা,
বিশ্ব আঙিনায় সেজে উঠুক, মেতে উঠুক।
তুমি অন্নপূর্ণা হয়ে,
সব কিছু বিলিয়ে দাও তোমার সন্তানদের মাঝে।
তোমায় ভালবেসে, আমার নূতন কথা,
নূতন গল্প হয়ে ধ্বনিত হোক,
তোমার হৃদয় কন্দরে।

মনকে রাঙাও

উদাস নয়নে, তোমার শয়নে, তৃপ্তি আমার নাই।
শুধু দেখে দেখে নয়ন ক্লান্ত লাজে আমি মরে যাই।।
রাতের গভীরে, তোমার তনুতে, আমার হৃদয় জাগে।
প্রাণের পরশে, প্রাণ জেগে উঠে, নূতন উষার ফাগে।।
কি দারুন ব্যথা, এখানে ওখানে শুধুই নগ্নতা।
পথের দুধারে বাহারী রঙের কত না ব্যর্থতা।।
রঙ দিয়ে যদি মন ভুলে যায়, মনের মূল্য নাই।
আসল যে মন, কবে রেঙে আছে তোমার পরশ পাই।।
উলঙ্গ শিশু কত মনোহর, কি অপূর্ব তার রূপ।
প্রিয়ার উরুতে, প্রিয়র চুম্বন, গভীর রজনী চুপ।।
যেখানে যেমন, সেখানে তেমন, প্রকৃতির লীলাখেলা।
এখানে ওখানে, শুধু রঙ দিয়ে করো না ছেলে খেলা।।
মনকে রাঙাও, সব রেঙে যাবে চোখের জগত ভুয়া।
তুঁতে দিয়ে যদি পাকাও কাঁঠাল মিষ্টি লাগে কি কুয়া।।

—❖—

ভাললাগে

তোমাকে কাঁদাতে আমার ভাল লাগে।
তোমার ঐ নোনা চোখের জলে,
আমার হৃদয় তটে সোনা ফলে,
সেই সোনার মায়া জালে,
বাঁধা আমি সর্বকালে।
বলবে তুমি এ কিরূপ খেলা,
আমায় করে অবহেলা,
বুঝতে নারি তোমার লীলা।
হৃদয়ের কপাট খুলে,
গভীর রাত্রে নিদ্রা ভুলে
কানটি যদি রাখ খুলে।
শুনবে আমার গান।
তোমার আমার হৃদয় জোড়া
দিয়ে সোনার পান।

—❖—
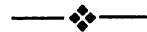
সূর্য্য উঠবার আগে

সংসারের প্রতিচ্ছবি সমাজের মাঝে,
সমাজের নগ্নতায় সংসারও কাঁদে।
সংসার উদ্যানে একটি গোলাপ,
রূপে গুণে মাধুর্য্যে ভরপুর।
সোহাগের দোলনায় সবারে দোলায়।
নগ্নতা যেখানে অঙ্গের ভূষণ,
একটি সোনার ডিমে মেটে না ক্ষুধা।
অনেক পাবার আশায় ছুরি হাতে কষাই,
মিট মিটে চোখ দুটি সোহাগ জানায়।
ছলনায় পড়ে হাঁস মেলে দিল পাখা।
অকপটে ছুরি চলে, যুবতী ধর্ষিতা।
আরব্য উপন্যাসের একটি রজনী,
বিকৃত মস্তিস্ক রাজা, সারা রাত ধরি,
কত না সোহাগ দিল প্রাণের প্রিয়ারে।
যত ছিল মধু তার, সব পান করে,
সূর্য্য উঠার আগে ছেড়ে দিল তারে।
জল্লাদের শানিত কৃপান,
ভালবেসে শেষ চুম্বন, ভোরের শয্যায়,
সংসার সমুদ্র মাঝে অনেক তরণী,
নানান রঙের যাত্রী নানা দিক হতে,
পসরায় পরিণত, দিতে আর নিতে।
প্রাণের স্ফুলিঙ্গ যেন হাসির জোয়ার।
ঢেউ তুলে কূলে কূলে কত কলতান,
সব কিছু মিছে হয় নগ্ন মৈথুন,

গোলাপ কি বেঁচে রবে কামনার টানে,
সেও তো ধর্ষিতা হল, উলঙ্গ সমাজে।
ভাই-বোন, মাসী- পিসী রূপকথার গল্প।
খড়ের পুতুল পরে, রঙের প্রলেপ।
নর-নারী আদি তত্ত্ব এই কথা সার।
রাতের আঁধারে, সমাজ, অতি ভয়ঙ্কর।
প্রাণ বলে কিছু নাই, শুধুই নগ্নতা,
মুরগীর মাংস হার মেনে যায়।
কচি কচি নগ্নতা কতই মধুর।
পান করে বিষন্ন, আসে অবসাদ,
জেগে উঠে নাগিনী সহস্র ফনায়।
রাত্রি গভীর হল, আরেক পেয়ালা।
দিতে হবে, নিতে হবে, এই তো সমাজ,
দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ প্রতি ঘরে ঘরে।
দুর্যোধন, দুঃশাসন, মিলে মিশে আছে।
শকুনীর পাশা খেলায় ভগ্ন সমাজ।
শান্তি এখানে নাই সুখ অঢেল।
দোষ বা কারে দিবে, ষোড়শী তন্বী।
সমাজ তো সেজে আছে বাসর শয্যায়।
দুর্যোধন দুঃশাসন সঙ্গী তাদের।
দ্রৌপদীর কান্নায় কিবা আসে যায়।
বাসুদেব মৃত আজ, উলঙ্গ বাহার।
কি সাজে সেজেছে বধু প্রতি ঘরে ঘরে,
গোলাপের মৃত্যু এখুনি আসুক,
সূর্য্য উঠবার আগে, লাজ পাবে সে যে।

-❖-

মৃত্যু

মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়ায়ে
বীর দর্পে আমি যেন বলতে পারি
তুমি অতি তুচ্ছ। —
তোমার ভ্রুকুটি কুটিল অশনি শংকেত।
আমার অদম্য ইচ্ছা শক্তির কাছে,
সামান্য রজ্জু মাত্র।
'ও' আমার গলার মালা।
ফুলের মালা, —
ওকে আমি ভালবাসি,
ধরণীর বুকে, কর্মের তরী বেয়ে,
এঘাটে, ওঘাটে পণ্যের ডালি,
কিনি, বিচি তারুণ্যের কড়ি দিয়ে।
মৃত্যু; —
সেতো আমার বাসর ঘরের প্রিয়া
গ্রীবায় অলতু চুমু দিয়ে,
কবে কোন মধুর লগ্নে -
মিতা আমার সাত পাকে বাঁধা।
'ও' যতই ভীষণ হোক না কেন,
তবু ওকে ভালবাসি।
আমার কর্মের শেষ লগ্নে,
আমায় মধুর চুম্বন দিয়ে, আপন করে নেয়।
এত মধুর মিলন পার্থিব জগতে
কেউ পেয়েছে কিনা, ইতিহাস নীরব।
ধর্মের পথ বেয়ে কর্মের ডালি নিয়ে,
সবায় যদি বাঁধতে পারি,
সে বাঁধন দৃঢ় মধুর, মধুরতম।
বিদায় বেলার মৃত্যু,
আমার অন্তিম পথের আলোর দিশারী।

—— ❖ ——

শান্তির নীড়

তোমার শান্তির নীড়ে, হৃদয় আমার,
এতটুকু বাসা চায়।
ভেবে থাক যদি, আকাশের ধুমকেতু
হঠাৎ ঝড়ের বেগে, সব ভেঙে দেবে,
সংশয় শান্তি ভঙ্গের ভীতি।
কোন কিছু অমূলক নয়।
তবে ধুমকেতু আপন বেগে,
নিজ কক্ষপথে, আলো বিচ্ছুরিত।
সবার বিস্ময়, ভাবাবেগ,
আকাশের পানে, অজস্র নয়নের ভীড়।
কিবা আসে যায়!!
ধুমকেতু ক্ষণিকের অতিথি এ ধরিত্রীর।
প্রেম যদি হয় ধুমকেতু।
তোমার হৃদয় বিশাল আকাশ।
ঘর বাঁধে, ঘর ভাঙে, নিত্য এ খেলা।
দেওয়া নেওয়া, জীবে প্রেম, অমূল্য সম্পদ।
প্রেম দিয়ে ধরে রাখা, আকাশের লীলা,
ধুমকেতু চলে যায়, দীর্ঘ বছর তরে।
নীলাকাশ তারে ডাকে ফিরে এস তুমি।
ভোরের রজনীগন্ধা সবার হৃদয়ে,
ঝরে যাওয়া, পড়ে যাওয়া গন্ধ শাশ্বত।
যেটুকু সময় তুমি আমার কাছে থাক,
ঘর যেন মধুময়, শুধুই বিস্ময়।
তোমার শান্তির নীড়, শান্তি অটুট,
সাগরের জলরাশি, কয়েকটি কলস।
ভাবে যদি শেষ হবে, মিছে সে ভাবা।
তোমার প্রেমের আধার, আরো সুবিশাল।
সহস্র ধুমকেতু, অতি নগন্য।
আলোর ফল্গুধারা, পূর্নিমার জোয়ার,
তোমার শান্তির নীড়ে, বারে বারে আসি,
লোভাতুর মন শুধু কিছু পেতে চায়।
বিলীন হওয়ার আগে, তোমার পরশ।
কানে কানে ধুমকেতু কি বারতা দিল!!

-❖-

মানুষকে চেনা দায়

মানুষকে চেনাই দায়।
মনের পশুটা কখন যে কি বলে,
বনের পশুকে হার মানায়।
সমাজের বুকে বিচিত্র সাজে,
বিচিত্র মনের লীলা।
কেউ কোনদিন আসল মনের,
দেয় না পরিচয়,
রাতের গভীরে চুপিসারে,
একে অন্যের পানে।
দু-টাকার হাসি, হেসে নিল
নয়নের জল চেপে।
ধীরে ধীরে আসে গভীর রজনী,
আরও গভীর হল,
বসন খোলার পালা শুরু শেষে,
জীবন হারায়ে গেল।
দোষ দিবে কারে, মায়ের পরনে
বিচিত্র রঙের বাহার
কি অপরূপ সাজে নগ্নতা তার,
আরো নগ্নতা বাড়ায়।
তবুও মানুষ বহুরূপী সেজে,
মন কেড়ে নিতে চায়।
চোখের ঈশারা, শানিত কৃপান
ছুরি খুজে পায় মনের নিশান।
এখানে ওখানে গানের জলসা,
সুর খুজে পাবে না তো।
আদম-ইভের, জ্ঞানবৃক্ষের ফল
খায়নি তখনো তারা।
অতি অনায়াসে বুকের কাপড়,
তাই খসে পড়ে যায়।

মনের পশুটা, বনের পশু হয়ে,
নিভে দিল সব বাতি।
মা, বোন, মাসী , বৌদিরা সব
হয়ে যায় এক নারী।
সাম্যবাদের অপরূপ ছবি,
পৃথিবীতে আর নাই,
জলসা ঘরেই সম্ভব,
সমাজ ডুবিছে তাই।
তারি প্রতিচ্ছবি ঘরে ঘরে আজ
হাসির অট্টরোল,
আমরা সবাই সভ্য মানুষ
মানুষকে চেনাই দায়।

ভোরের কোকিল

এখন ভোর চারটে,
অনেক আগে নিদ্রা গেছে টুটে।
ভোরের কোকিল ডাক দিল বুঝি।
মধুর স্বরে ঘুম পাড়ানি গান,
ঘুমের আমেজ আর গভীর নয়।
এখন তুমি আমার পাশে নাই।
কাঁচের চুড়ির মিষ্টি মধুর গান।
কখন কবে হারিয়ে গেছে,
তার ঠিকানা শেষ।
এখনও আমি জেগে উঠি,
ঠিক সময়ের আগে।
চায়ের কাপটি আসে না আর
তুফান ঝড়ের মতো —
করুণ সুরে বাজছে বাঁশি
আমার আকাশ ফাঁকা।

লুকিয়ে তোমায়

লুকিয়ে তোমায় নিলাম হরে,
টের পাওনি কখন আমি,
চুপিসারে চোরের মত,
যা কিছু ধন ছিল তোমার।
বুকের পরে আঁচল খানি সরিয়ে দিয়ে,
মুগ্ধ চোখে নয়ন ভ'রে,
তৃপ্তি আমার হৃদয় জুড়ে।
চোখের নেশা, মনের নেশা,
চুলগুলো সব উড়িয়ে দিয়ে,
কখন আমি হারিয়ে গেছি,
অলির মত গুনগুনিয়ে,
মধু খেয়ে মাতাল আমি।
মুখের পরে মুখটি রেখে,
চুপটি করে দুষ্টু হাসি, হাসলে তুমি।
ঘুমিয়ে ছিলাম বুকের পরে
কোমল হাতের পরশ পেয়ে,
মধুর স্বপ্ন গেল ভেঙ্গে।
চেয়ে দেখি —
পাপড়ি গুলি খসিয়ে তুমি,
নিরাবরণ দেহে,
কিসের নেশায় তাকিয়ে আমার পানে।
আবেগ ভরে একটু চুমু,
আমার ঠোঁটের পরে।
আর মানে না, আর থামে না
ভাঙলো আমার সব।
নদী এবার উত্তাল হল,
উঠল প্রাণে ঝড়।
মাতন হাওয়ায় হারিয়ে গেলাম।
হল, সব কিছু নিথর।

এত টুকু বাসা

দেবতার আসন দিয়েছ পেতে।
ফুল চন্দন মালা,
হাতেতে বরন ডালা,
যোগিনীর বেশে, তুমি তপস্বিনী।
জীবন সার্থক তোমার।
আমি যে মানুষ।
সে কথা ভুলেই গেলে।
রক্ত মাংসের শরীরে।
লালসার গনগনে আগুনে,
অনেক কামনার পোকা,
আমায় খাচ্ছে কুরে কুরে।
নির্ভয়ে আনন্দেই আছ,
নিশ্চিত আশ্রয় পেয়ে।
শিশুর মত খেলতে খেলতে।
হাসতে হাসতে ঘুমিয়ে পড়।
শকুন্তলা, শকুন্ত পাখীর ডানার নীচে,
যেমন করে ঘুমিয়ে ছিল।
তার চেয়ে আরো অধিক।
দেবতা হতে চাই না।
এত টুকু বাসা দিও,
তোমার ডানার নীচে।

সাহারার বুকে

নূতন সূর্য্য আমার আকাশে
নূতন প্রভাত দিল।
সাহারার বুকে সবুজের ঢেউ,
প্রাণের প্লাবন এল।

বসন্ত বেঁচে রবে

জীবনে যেদিন এল, প্রথম বসন্ত,
কি যে আলোড়ন, কি যে শিহরণ,
মন জানে শুধু, সব মধুময়।
আকাশে বাতাসে কার ধ্বনি শুনি,
কর্নকুহরে মধুর গান,
শুধু ভাললাগা, ভালবাসা শুধু।
তোমারে কি খুজেছিনু? তাতো জানি না।
তুমি এলে অনেক পরে,
অনেক পূজার শেষে।
ফুলটি তখন আবির রঙে,
গন্ধে মাতোয়ারা।
কি নিবে আর, কি দিবে তাই
কিছুই জানে না,
মুখের পানে, মিষ্টি হাসি,
রাতে ঝরা ফুল।
এমনি করে বাড়িয়ে দিলাম,
আমার যত কিছু।
দস্যু তুমি, ডাকাত তুমি
নিলে হরণ করে।
যা কিছু ধন ছিল আমার,
হৃদয় কন্দরে।
একে একে অনেক মানিক,
আমার কোলের পরে।
চাঁদের হাসির হাট বসেছে,
আমার আকাশ ভরা।
এদের নিয়েই সুখে আছি,
থাকব চিরকাল।
আমার জীবন হারিয়ে যাবে,
হারিয়ে যাবে তুমি।
বসন্ত ঠিক বেঁচে রবে,
ওদের প্রাণের মাঝে।

তুমি, আমি থাকব ফুটে,
তারায় চিরকাল।
তোমার সোহাগ, তোমার প্রীতি,
আমার গোপন প্রেম।
হারিয়ে তো যায়নি ধরায়,
জমা সবি আছে।
প্রথম দিনের, প্রথম ছোঁওয়া, প্রথম শিহরণ,
নূতনের প্রাণের মাঝে,
থাকবে চিরকাল।

কান্না

তোমার কান্নার মাঝে, আমার কান্না,
কোথায় যে লুকিয়ে ছিল,
তাতো জানি না।
যে ফুল ঝরে যাবে ফোটার পরেই,
তার লাগি কান্না কেন, মন জানে না।
হৃদয়ের বেদনা কান্নায় ঝরে,
কান্নাতে সুখ আছে
তাই আমি কাঁদি।
তোমার মলিন মুখ, কান্নার পরে,
আমার কান্নায়, ডুবে যায় হৃদয়ের তলে।
আমার বুকের মাঝে, তোমার নয়ন,
বর্ষার প্লাবনে আষাঢ় নদী।
দুকুল ভাসায়ে দিল, বাঁধ ভাঙ্গে সব,
আমিও তো ডুবে যাই,
তোমার নয়নে।
নয়নে নয়ন রেখে এতটুকু হাসো,
কি যে সুখ কান্নায় আমিই জানি।
ভোরের শিউলী তুমি আমার কোলে।

বিষ হয়ে যায়

নধর ছাগল ছানা,
মনিবের কোলে,
লোমে ঢাকা গলবন্ধে,
কেবল দুটি হাত।
অর্দ্ধ মুদ্রিত চোখে, সোহাগের ঘুম।
একে একে কোলে নেয়,
উষ্ণতার লাগি।
ভাবতে পার কি তুমি, রসুন পিঁয়াজ,
গৃহস্থের কর্ত্তার জমা খরচায়,
চোখ দুটি বড় হয় রূঢ় কথা বলে।

* * *

বর্ষার জোক তুমি, থাকবে দেখে,
গভীর জঙ্গল মাঝে, অতি সন্তর্পনে,
মানুষের গন্ধে, স্ফীতকায় দেহ,
ধরিতে পারে যদি, তোমার তনু,
জানবে না মধু খেয়ে, কখন পালাবে,
হায় হায় করে তুমি লাজ ঢাকবে।

* * *

তোমার বুকের দুধ, অমৃত সম।
পান করে জীবকূল জীবন ধরে।
যখন বুকের দুধে, সাহারার বান,
পূর্ণিমার রাত্রি, জোছনা হাসে,
মধুর মিলন বুঝি, বিষ হয়ে যায়,
কোমল শয্যাখানি কাঁটায় ভরা।

পলাশ ফুলের মালা

এ বৃক্ষের ফুল,
শুধু ফুল থেকে যায়।
কথা ছিল ফল আসার,
প্রকৃতির নিয়ম।
অনেক অনেক দেরী,
সহে নাতো আর।
শুধুই পলাশ ফুল
কত না বাহার।
তোমার দেহের ক্ষুধা
আপন জনের মাঝে।
রাতের গভীরে ডুব
নৈমিত্তিক খেলা।
তখন বোঝনি তুমি।
রূপের মোহে,
যে রূপ তোমার নয়,
মিছে মিছি খেলা।
মনের গভীরে নৃত্য
রাত্রি উলঙ্গ,
সেদিন ভাবনি তুমি।
এদিন কেমন হবে
তোমার সৃষ্ট গাছে অনেক পলাশ।
একবার চোখ মেলে তাকাও তুমি
হৃদয়ের ভালবাসা, শুধুই দেওয়া।
নতুবা পলাশ ফুলে, তোমার জীবন
সব কিছু কেড়ে নেবে,
ঘোর অন্ধকার।
আসিবে না কোন দিন অমৃত ফল।
তোমার সৃষ্ট বৃক্ষ।
বিষবৃক্ষ রূপে।
আকণ্ঠ ভোজন করে
দেহ নিয়ে থাক।
পলাশ ফুলের মালা,
গলায় পরেছ।
মোহের নরক তোমার
বাসর শয্যা,
তিলে তিলে ক্ষয় রোগে
মৃত্যু সুনিশ্চিত।

দ্রৌপদী

লোকে আমায় দ্রৌপদী বলে।
মা কুন্তীর আদেশে, পঞ্চ পান্ডব
স্বামী হোল দ্রৌপদীর।
মন যে কারে দিল, অর্জুন না সহদেব?
জিজ্ঞাসার নাই কোন পথ।
ইতিহাসের বুক চিরে —
দ্রৌপদীর করুণ আর্ত্তনাদ,
আমায় স্পর্শ করে।
কুন্তী তখন ছিল,
নারীত্বের অবমাননা।
যতই সোহাগ থাক না,
প্রেম যে প্রিয়া, প্রিয়কেই দিবে,
সে দিনেও বুঝেছিল কুন্তী।
মাতৃত্বের অবমাননা—
সে যে মৃত্যুর সামিল,
ধ্রুব সত্য প্রতিষ্ঠার তরে,
দ্রৌপদী হোল শেষ।
ইতিহাস নীরব, —
আমি দ্রৌপদী —
বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা,
আমার মনের গভীরে,
ক্ষত সৃষ্টি করে।
তার চাপান উতোরে।
আমি ব্যূহ মাঝে অভিমন্যু।
কুন্তী এখন নাই।
স্বর্গেরি চেয়ে বড়
আমার পরম পিতা।
আমার মনের ছোঁয়া পেয়ে,
আমায় দ্রৌপদী করে নি।
নিজেকে দ্রৌপদীর চেয়ে,
বড় করতে চাই না।
ভালবাসা অঙ্গের ভূষণ,
সবায় আপন করে ভালবাসি।
আজকের নকুল সহদেব,
ভালবাসার মূল্য বোঝে না।
নেকামী, আহ্লাদী, অপ্সরা ভেবে
আমার বস্ত্রহরণ করে,
সমাজের কুটীল আবর্ত্তে।
বস্ত্রহরণ যে হয় নি
এ ধ্রুবসত্য অস্বীকার করি কেমন করে।

বস্ত্র হরণকারী কি পেল?
দেহ তো কয়েক টুকরো,
কাঁচা মাংসের সমষ্টি।
ভালবাসা, সে তো স্বর্গীয়,
আমি মন দিয়েছি —
আমার প্রাণের অর্জুনে।
নকুল সহদেবেরা আমায়
মা বলে ডাকুক,
কোল পেতে দেব তাদের তরে।
মাতৃত্বের জোয়ারে,
ভাসিয়ে দেব তাদের জীবন।
দ্রৌপদী প্রতিহিংসা পরায়না।
ভীম তার দোসর।
ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির নির্বাক দর্শক।
ক্ষমা সুন্দর চোখে,
দ্রৌপদীর প্রাণবল্লভ অর্জুন
মূক ও বধির।
সবার অন্তরে আমি দ্রৌপদী।
প্রেমের পরশে, পুন্য আলোকে
ভালবাসি আমি প্রতি জনারে।
মনের পর্দা খুলে যাক,
ভেসে যাই সবার অন্তরে।
প্রাণে প্রাণে হোক রাখীবন্ধন।
সেকালের দ্রৌপদী - একালের আমরা
কোনটা আমি সংশয় জাগে।
সব হারিয়ে ফেলি,
পথে নামি।
আজকের দ্রৌপদীদের বস্ত্রহরণ করতে হয় না।
নিজেরাই বস্ত্রহরণ খেলায় মেতেছে।
ওগো অর্জুনের প্রিয় সাথী—
আমার অর্জুনে তুমি ফিরিয়ে দাও।
আমি কুরু পান্ডবের যুদ্ধ চাই না।
নকুল, সহদেব যদি আসে,
ভাই বলে দেব হাত বাড়ায়ে।
ওদের মাঝেই আমার স্বর্গ।
তোমার বস্ত্রহরণ যারা করেছিল,
তারা আজও আছে।
দ্রৌপদী —
রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে, ভীমকে সঙ্গে নিয়ে
পারতো একালের কৌরবদের
সংহার লাগি —
কুন্তল খোলা রেখ।

ভাল আছ জেনে

নয়নের জল বুঝি শেষ,
ব্যথার পাহাড় আরো উঁচু।
কি দিয়ে মোছাব তোমার নয়ন,
উপকরণ খুজে মরি শুধু।
আরো আরো আরো বেশি করে,
হৃদয়ে বজ্র হানে, তবু ম্লান মুখ।
ফোটাতে পারিনি হাসি, তোমার মুখে।
কাজে মন নাই,—
যন্ত্রনা বিদ্ধ হয়ে, বৃক্ষের নীচে,
রক্তের ফল্গুধারা, ঝলকে ঝলকে।
আমায় ব্যথিত করে।
হৃৎপিন্ডের স্পন্দন বুঝি থেমে যায়
প্রভাত হওয়ার আগে তুমি জেগে উঠ,
দুঃস্বপ্নের হোক অবসান।
ঊষার রক্তিম আলো, তোমার কপালে,
হাসিটুকু লেগে থাক, ঠোঁটের ডগায়,
এই ভাল, ভাল আছি,—
ভাল আছ জেনে,
শুনিতে চাই না আমি, করুণ রাগিণী।
আমার হৃদয় তটে, তোমার তরণী।
কল্লোলে, হিল্লোলে, ছলাত্ ছলাত্।
বিদায় বেলায়, তোমার রঙিন চিঠি,
ক্ষণিকের তরে পথ পিছলে দিল।
এখনো অনেক বাকি, পথ বহু দূর।
অনেক দিয়েছি তোমায়,
আর বেলা নাই।
এবার ছাড়ল তরী, আমি চলে যাই।

স্বপ্নের মাঝে

দুষ্টু মুখে, মিষ্টি হাসি, বৃষ্টি আনে মনে।
নানাছলে, নানা খেলা, খেলি তোমা সনে।।
ভোরের বেলা পূব আকাশে, সূর্য্য ওঠার আগে।
তোমার ডাকে জেগে উঠি, মন রাঙায়ে ফাগে।।
চায়ের কাপে গরম ঢেউ, শীতল তোমার হাত।
কর্মে আমায় দেয় প্রেরণা, মিলব সবার সাথ।।
ঠিক দুপুরে, ক্ষুধার জ্বালা, মনের জ্বালা আসে।
কাছে এসে বসলে তুমি, আমায় ভালবেসে।।
তেলের পাত্র, জামা কাপড়, যথাস্থানে রাখো।
সোহাগ দিয়ে ক্ষুধা আমার এমনি করে ঢাকো।।
পেটের ক্ষুধা মনের ক্ষুধা সকল ক্ষুধাই জল।
সারা জীবন কাছে থেকো, করো না কোন ছল।।
দুপুর রোদে, তন্দ্রা যখন, আসে আমার চোখে।
ঘুমের মাঝে হারাই তোমায় সুদূর স্বপ্নলোকে।।
বিকেল বেলা, দিনের শেষে, কর্মে হল ছুটি।
মনের নেশায়, তোমার নেশায় করেছি লুটোপুটি।
প্রদীপ হাতে সন্ধ্যেবেলা, তুলসী তলায় তুমি।
প্রণাম খানি পাঠিয়ে দিলে সন্ধ্যা আকাশ চুমি।।
এমনি ভাবে দিন হল শেষ, রাত্রি গভীর হল।
তোমার কোলে রাখব মাথা দুয়ার এবার খোল।।
মনের দুয়ার, ঘরের দুয়ার, বিশ্ব দুয়ার আমার।
অবুঝ মনে, সবুজ মনে, পূর্ণ আমার খামার।।

অশান্ত মন সমুদ্র

তোমার অশান্ত মন সমুদ্রে
আমার ছোট শান্তির তরী-
পারবে কি কোন দিন,
সঠিক ঠিকানায় নোঙর বাঁধতে ?
তবুও মুর্খের মত,
আবেগে বিহ্বল হয়ে,
ছোট বৈঠা নিয়ে,
সমুদ্র পাড়ি দিতে চেয়েছিনু।
নোনা বানের ঢেউ।
হারিকেন, টাইফুন - কি প্রচন্ড।
প্রচন্ড তার গতি, প্রচন্ড তার ভয়ঙ্করতা।
তোমার দুয়ার গোড়ায়,
নতজানু হয়ে বলছি —
ফিরিয়ে নাও তোমার প্লাবন।
ভূল যে আমার,
বুঝতে অনেক দেরি হয়ে গেছে।
আমার ছোট তরীখানি অক্ষত রেখো।
জীবনের সব মূলধন, স্নেহ ভালবাসা,
তিল তিল করে গড়ে ওঠা,
এ তরী আমার তিলোত্তমা,
স্পর্দ্ধাভরে বাঁধতে চেয়েছিনু তোমায়
কোমল শুচি শুভ্র, চাঁদের মত মুখমণ্ডল।
আলতা পায়ে আমার মায়ের স্পর্শ,
ভোরের বেলায় মুখে মধুর হাসি,
আমায় পাগল করে , মোহিত করে,
কাজের প্রেরণা আসে,
অন্তরের অন্তস্থল থেকে।
দিনগুলি হয় মধুর থেকে মধুরতম্।
তখন বুঝিনি কি ভয়ঙ্কর ! !
ভয়ঙ্কর তোমার গতি।
যেখানে আমার জীবন তরী খুবই ছোট।
আমায় ফিরতে দাও।

তোমার প্রচন্ডতার মাঝে,
যদি আমি ডুবে যাই,
আমার পৃথিবী আমায় ভুল বুঝবে।
পাব না ক্ষমা কোন দিন।
তোমার তপ্ত বালুচরে,
আমার প্রেমের বীজ, আমার প্রাণের বীজ
অঙ্কুরিত হওয়ার আগে, ফিরিয়ে নিলাম
ক্ষমা করে দিও। —
ভয়ে ভীত আমি,
চুপিসারে তাই পালিয়ে এলাম।
আমার ছোট তরীর, ছোট বৈঠা নিয়ে।

অমৃতে সন্ধান

যে অমৃতের সন্ধান পেয়েছি আমি,
হলাহল বলে তারে বিষিয়ে দিও না।
কোনটা অমৃত, কোনটা হলাহল,
প্রয়োগবিধি তার শেষ ফলাফল।
কোনটা শ্লীল, কোনটা অশ্লীল
বলতে পারে শুধু তারই রূপকার।
অমাবশ্যা রাত্রি, বিপদের সংকেত,
সরল শিশুর, সরল মনে।
পূর্ণিমার জোছনা রাত্রি কত মধুময়,
প্রিয়া ঘুমিয়ে পড়ে, প্রিয়র বুকে।
আসে অমৃত, হৃদয় মন্থন করে।
রাতের রজনীগন্ধায় অলির আনাগোনা,
মধু খায় উড়ে যায়, দংশে না তারে।
শুধু সোহাগ ভরে স্বীকৃতি রেখে যায় ফলের পরে।
ভালবাসা যদি হয় সমুদ্রের ঢেউ,
মাতিয়ে দেয়, নাচিয়ে দেয় সবাকার মন।
ভালবাসা যদি হয় আবদ্ধ পানি,
পঙ্কিলতায় গ্লানিতে ভরে; —
বিশ্ব সংসারে হয় হানাহানি।

পীড়ন

পীড়ন হওয়া, পীড়ন করা,
দুটি বিপরীত শব্দ।
প্রয়োগের তারতম্যে
মধুময় কিম্বা ভয়াবহ।
চৈত্রের শেষে, রুদ্রবেশে
আসে কালবৈশাখী।
প্রকৃতি বিধ্বস্ত —
দুফোঁটা শীতল বারি,
দখিনে শীতল বায়ু,
প্রাণের স্পন্দন আসে
আকাশে বাতাসে।
গাছে গাছে কচিপাতা,
কচিফুলে ভরে যায়,
সবার হৃদয়।
তুমিও তো প্রকৃতি।
রাতের গভীরে মনের অলিন্দে,
আসে না কি তুফান?
তুলে না কি ঢেউ?
অবিন্যস্ত কেশরাশি
ফাগুনে আগুন লাগে, মনের গভীরে।
লাল গোলাপী, সবুজ।
রেঙে যায় কচি কাঁচা মুখ।
াজ অঙ্কুরিত হয় হৃদয় তটে।
ফুল থেকে ফল হয়,
পুরুষের নির্মম ঠোঁটের ছোঁয়ায়!
এ পীড়ন, পীড়ন নয় —
নবীনের অগ্রদূত, সে যে দেবদূত।

———❖———

অরক্ষিত যোনী

অরক্ষিত যোনী,
মধুর ভান্ডার,
মত্ত অলিকুল,
শুধু গুনগুন।
পলাশের মত রঙ।
নানা সাজে নানা ঢঙ্।
প্রাণের পরশ তাতে নাই।
বিদ্যুৎ সমপ্রভা
আকাশে ঝিলিক মারে,
না বুঝে পতঙ্গ রাশি,
অকালে পুড়িয়া মরে।
উর্বশী মেনকা থাকে,
নন্দন কানন,
অরক্ষিত যোনি নিয়ে
মর্ত্তে আগমন।
কতরূপে, কত সাজে
মজিয়া পলাশ ফুলে
লক্ষ্যভ্রষ্ট মুনিবর,
জীবনের মূলধন সবই হারায়।
ক্ষণিক সুখের লাগি,
সৃষ্টির আদি স্থানে
কামনার বাতি জ্বেলে,
কত না রোশনাই
না বুঝিয়া বিষপান,
কি করুণ, কি বেদনা
মৃত্যু আসার আগে।
অরক্ষিত যোনি —
পুড়িয়া মারিতে চায়,
নিজেই পুড়ে।

হৃদয় দুয়ারে হৃদয় আসে

সেদিন ছিল ফাগুনের শেষ,
রাতের আগুনে, ফাগুনের ফাগে,
মন রেঙেছিল আরেক সাজে।
হৃদয় দুয়ারে, হৃদয় আসে।
লুণ্ঠন করে নিব কি তারে?
গভীর রাত্রি চুপিসারে কানে কানে কয়,
আশ্রিতকে আশ্রয় দাও,
হউক পুরুষকারের জয়।
কি অফুরন্ত আনন্দ।
আমার হৃদয় পরে, আরেক হৃদয়।
এতটুকু সোহাগ, ভালবাসা শুধু।
অনেক থাকার পরে ও, কিছু তার নাই।
আমার দুয়ারে তাই, পাবে কিনা ঠাঁই,
এ প্রশ্ন বারে বারে, আমার হৃদয় দ্বারে।
নয়ন মেলে তাকাই তাহার পানে,
বক্ষ তাহার ভিজে গেছে, অনেক ব্যথার জলে,
ক্ষত তাহার সারা দেহ, মলিন তাহার মুখ,
পা-দুখানি রক্ত জবা, সেথাও কাঁটার আঁচড়।
গভীর রাত্রি সাক্ষী থেকো, নিলাম বুকে তুলে,
ব্যথার পাহাড় মুছিয়ে দিব, আমার জীবন দিয়ে,
কখন সে তো ঘুমিয়ে গেছে, আমার বলার আগেই।
কি অপূর্ব, কি মোহময়, কি যে তাহার রূপ।
নয়ন ভরে দেখি আমি, রাত্রি থাকে চুপ।

যদি আমি চলে যাই

আমার প্রশস্ত বক্ষের মাঝে,
তোমার শুচি শুভ্র নির্মল হৃদয়,
যে বৃক্ষের চারা রোপন করল।
সে বৃক্ষ ফলে ফুলে পল্লবিত
হওয়ার আগে, যদি আমি চলে যাই।
তোমার দু-ফোঁটা চোখের জল,
আমার হৃদয় বৃন্তে গড়িয়ে যে পড়বে,
সে আনন্দে, মরণে ও ভয় নাই।
রাতের 'তারা'দের ভিড়ে,
তোমার কচি মুখখানি, শুধু ধ্রুবতারা নয়।
আমার আকাশে নয়ন তারাও বটে।
তোমার সহস্র কাজের মাঝে,
ধূমকেতু হয়ে, তোমায় ভাবিয়ে দিই।
তুমি ভয় পাবে না তো?
তোমার প্রজন্ম, আমার ধারক বাহক হয়ে,
আমার আঙিনায় তোমায় পৌছে দিবে।
তখন তুমি অভিমানে মুখ ফিরায়ে,
চলে যাবে না তো?
জানি আমায় মাড়িয়ে তুমি যাবে না,
যদি কোন দিন যাও —
যাওয়ার আগে তোমার শুভ রাত্রি গুলি,
নিয়ে চলে যেও।
কোন খেদ থাকবে না,
স্মৃতিগুলি বুকে নিয়ে,
অমৃতের সন্ধানে দেব আমি পাড়ি।
সেখানে সমাজ নাই, নাই চার দেওয়ালের প্রাচীর,
আমি নিশ্চিত, সেথায় তুমি আমায়,
ফাঁকি দিতে পারবে না।
অনাদি অনন্তকাল ধরে,
আমার বক্ষের মাঝে,
তোমায় ধরে রাখবই।

নীরব সাক্ষী

চলন্ত কফি হাউস,
উড়ন্ত প্রেমিক যুগল,
ফুটন্ত চায়ের কাপে,
হাসির জোয়ার।
ক্ষণিকের মেলামেশা,
বিদ্যুতের শিহরণ।
হাজার বাতির আলো,
আকাশ উজ্জ্বল।
মনেব গভীরে দাগ,
কাটে না কোন দিন,
এ প্রেম, দেহের প্রেম।
শীতল হলে কাপ,
চায়ের তাতে স্বাদ
কিছুই পাবে না।
সব কিছু জেনে শুনে,
না জানার ভান করে,
তুলির আঁচড় শুধু মুখের পরে।
ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে,
উলঙ্গ শাড়ীর নীচে,
ফুটন্ত যৌবনের বেহায়া পানা।
তারপর সব শেষ,
এদিক, ওদিক চেয়ে,
দেঁতো হাসি বিনিময় একটু সময়।
মন ছোটে গৃহপানে,
শান্তির আবাস ভূমি,
ক্ষণিকের বন্ধু কফি-হাউস।
সূর্য্য উঠার পরে,
সব কিছু ঠিক ঠাক,
যেখানে যেমন ছিল,
তেমন আছে।
রাতের সঙ্গীরা, রাতের বন্ধু।
নীরব সাক্ষী থাকে কফি-হাউস।

স্মৃতি-বিস্মৃতি

ঘরের মাঝে দরজা দিয়ে,
বসেছিনু আমি,
হঠাৎ কাহার স্পর্শে আমার,
মন হল আনমনা,
তাকিয়ে দেখি হাস্য মুখে,
মনের দুয়ার খুলে,
তখন তুমি বেরিয়ে এলে,
আমার নয়ন মাঝে।
কত দিনের কত স্মৃতি,
ঝাপসা হয়ে এল।
চলতে গিয়ে হারিয়ে গেছে,
কত আপন জন,
তাদের মাঝে খুজে মরি,
সেথায় আছ কিনা,
কে আমি, পেলাম নাতো,
তুমি আমার কে?
তবে কেন তোমায় দেখে,
হৃদয় আমার কাঁদে।
অন্ধকারেও তুমি কেন।
এতই উজ্জ্বল,
কিসের গন্ধে মন ভরে যায়,
স্পর্শ পাওয়ার আগে।
তবু কেন স্মৃতি আমার
বিস্মৃতির মাঝে।
অনেক অনেক দেরি হলে,
তর সহে না আর।
তখন তুমি মুখ ফিরায়ে
নয়ন বারি মুছে।
ধীর গতিতে পিছু হাটো,
দরজা খানি খুলে।
ঠিক তখনি আমার প্রাণে,
উঠল প্রবল ঝড়।
তুমি আমার মানস কন্যা,
কচি পাতায় লেখা।
কচি পাতা সবুজ পাতা,
হারিয়ে কখনো যায়?
বুকে তোমায় নিলাম তুলে,
তুমি মনের ছবি।
বুকের মাঝে জমা বরফ,
শীতল বারি হয়ে,
হৃদয় আমার ভিজিয়ে দিলে,
উষ্ণ বায়ু পেয়ে।
কচি মুখে, মিষ্টি মুখে,
অনেক অনেক চুমু
অমৃতের ফল্গুধারা,
তোমার আমার মাঝে।

প্রেম

প্রণমি শরৎবাবু, প্রণমি তোমায়।
হৃদয়ে হৃদয় রেখে, শুধুই কান্না।
মানুষের সব ব্যথা, ব্যথার পাহাড়,
তোমার তুলিতে আঁকা, নয় সে নিছক।
কি প্রবল ঢেউ আসে, মনের গভীরে।
অনেক অনেক তরী ফুটো হয়ে যায়।
সমাজের বন্ধন বড়ই করুণ।
অকালে ঝরিয়া পড়ে ফুটন্ত গোলাপ।
'চরিত্রহীনের' সাবিত্রী সতীশের বুকে,
দু-জনেই কেঁদেছিল দুজনের তরে।
অকালে ঝরিয়া গেল দুটি তাজা প্রাণ।
নিয়তি নিষ্ঠুর অতি বাধ সাধে তায়।
উপেনের কোলে ঠাঁই, শীতল বারি।
প্রেমের সমাধি হল সমাজের বুকে।
'গৃহদাহে' অচলার অফুরন্ত প্রেম।
মহিম, সুরেশ তার সম দাবিদার।
কোথায় কাহারে রাখে, উদ্ভ্রান্ত নারী।
ঝরনার কল্লোল, সাগরের ধ্যান।
দুই-ই জীবনে শুধু, ফিরে ফিরে আসে।
প্রেমের দ্বন্দ্বে হত, সুরেশের প্রাণ।
অচলাও শুকিয়ে যায়, তিল তিল করি।
মহিমও দেয়নি কোল, অচলার তরে,
প্রেমের পবিত্র দ্বীপ নিভে গেল তাই।
প্রেমের অবাধ গতি হৃদয় মাঝে।
কোথায় কি রূপ নেয়, যায় না বোঝা।
রমা আঘাত হানে, রমেশের বুকে
আমার শত্রু তুমি, তুমি ভ্রষ্টাচার।
তারে তাই শাস্তি দিল, মিথ্যা সাক্ষী।
রাতের গভীরে কিন্তু শুধুই কান্না।

কি যে চায় মন তার, সেও বোঝে না।
হাসি মুখে মেনে নেয়, রমেশের প্রাণ,
জেলের জানালা খোলা, দূরে নীলাকাশ।
সেথায় দাঁড়ায়ে রমা, রমেশের চোখে।
গুপ্ত প্রেমের লীলা, হৃদয় উত্তাল।
বিদায় বেলায় তাই, রমেশের হাতে,
দিয়ে ভার নিশ্চিত, যতীনের দায়।
কান্নায় ভিজিয়ে দেয়, রমেশের প্রাণ,
ক্ষণিকের তরে শুধু, দুটি জোড়া চোখ,
কি কথা বলেছিল নয়নে নয়নে,
তাহারি ফল্গুধারা প্রবাহমান নদী।
আজও গাঁথিছে মালা দুটি তাজা প্রাণ,
রমেশ, রমার বিচ্ছেদ, বাজ হানে বুকে।
প্রেমের জয়ধ্বজা সমাজের বুকে।
প্রেম নেয়না কিছু, শুধুই কাঁদায়,
কান্নাতে কি যে সুখ, বুঝেছি ও আমি।
যুগে যুগে, রূপে রূপে, নবরূপে প্রেম,
তোমারে, আমারে কাঁদায় নয় সে নিছক।
তোমার প্রেমের মালা, আমার গলায়,
তোমার ঠোঁটের ছোঁয়া, আমার ঠোঁটে,
তোমার নয়ন রাখো, আমার নয়নে।
যা কিছু তোমার ধন, ভিতর বাহির।
নিঃস্ব হয়েছ প্রিয়া, আমায় সঁপিয়া
সতীশ, সাবিত্রী যেন আমাদের প্রাণে,
প্রেমের ফল্গুধারা চির অম্লান।
আমার বেদনা আমারি থাক্।
সেটাই আমার অলঙ্কার।
নাই বা তুমি মাখলে গায়ে,
সেটাই আমার পুরস্কার।

জীবন মরীচিকা

যখন তুমি আমার কাছে থাকবে না।
মধুর স্মৃতি আমার বুকে কঠিন হয়ে বাজবে।
তখন আমি কোথায় পাব,
তোমার কচি মুখ,
ভোরের বেলায় যখন তুমি,
তোমার আবরণে।
লজ্জা দিয়ে শরম দিয়ে,
আমার হৃদয় বাঁধবে।
তখন আমি হারিয়ে যাব,
তোমার কচি মুখে,
আজ বেদনায় ঝড় উঠেছে,
উতাল আমার মন।
শান্তি আমার হরণ করে,
কোথায় গেছ তুমি।
প্রতিদিনের কত আশা, কত ভাষা
কত মধুর ক্ষণ।
শত ব্যথায় দিনগুলি সব,
শুধুই মরুভূমি।
আর পারি না থাকতে আমি,
জীবন মরীচিকা।

রাত্রের ধ্রুবতারা

আমাকে দেওয়ার জন্য,
তুমি উন্মুখ হয়ে থাক।
আমি কি পাওয়ার যোগ্য আছি?
সেই সকালে যুঁই চামেলি,
সন্ধ্যায় রাতের 'তারা'।
আমার পরাণের হারানো মানিক,
তুমি যে 'ধ্রুবতারা'।
দেখি, নয়ন ভরে দেখি।
দেখার নাই তো শেষ।
না পাওয়ার বেদনায় ,
প্রাণ কাঁদে শুধু,
কাছে এলে ভাবি,
এই তো আছি বেশ।
ভোগের লালসায় দেহের শান্তি,
মনের শান্তি সোহাগে।
বারে বারে তুমি, কাছে এস প্রিয়া
হৃদয়ে নূপুর বাজায়ে।
মরেছি, প্রেমের সাগরে ডুবেছি,
মানিক খোজার তরে।
আমার মানিক, আমার হৃদয়ে,
যাও বধু ঘরে ফিরে।
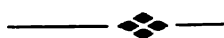
তুমি ভাল আছ

কথা ছিল আসবে তুমি,
রাত্রি তখন গভীর।
রাতের 'তারা' সাক্ষী ছিল
সবাই ঘুম ঘোরে।
তোমার আসার পথটি ছিল
খুবই মসৃণ।
মনটি আমার পেখম তুলে
শুধুই নাচতে চায়।
যেমন করে নাচে ময়ূর
আষাঢ় রজনীতে।
কেমন করে অভিসারে,
তোমার যাত্রাপথ।
ঝরনার কল্লোলে, প্রাণের জোয়ার।
দেখবে বলে রাতের প্রাণী
কতনা ব্যকুল।
আমি একা প্রহর গুনি,
ফুলের মালা গেঁথে।
যখন তুমি আসবে কাছে,
একটি একটি করে।
সারা অঙ্গে সাজিয়ে দিব,
মনের মত করে।
নয়ন ভরে দেখব তোমায়,
দেখব তোমার রূপ।
কি অপরূপ সাজে তুমি,
আসবে আমার কাছে,
এমনি করে ঝড় বহে যায়,
বৃষ্টি অনেক দূরে।
আকাশ ঘন কালো মেঘে,
বিদ্যুতের ছটা।
এমনি করে রাত কেটে যায়,
তোমার পথটি চেয়ে।

নিরাশ হয়ে রাতের 'তারা'
মেঘের আড়ালে,
আমার পানে মুচকি হেসে
সরে দাঁড়ালে
ব্যথায় আমার হৃদয় খানি
নয়ন জলে ভাসে।
ফুলের মালা ভাসিয়ে দিলাম,
তোমার ঠিকানায়,
পৌছে গেলে খবর দিও,
তুমি ভাল আছ।

—— ❖ ——

মন হল ভরপুর

এখানে যে রূপ, ওখানেও সেইরূপ,
দুইরূপে মন মজেছে আমার,
হৃদয় রয়েছে চুপ।
বাহিরে বন্যা, অন্তরে শীতল।
দুয়ের স্পর্শে প্রাণ যে বিকল।
তবুও উচ্ছাস, এতই প্রবল
মন হল ভরপুর।
দুঃখ বেদনা জেনে, তবু তারে নিই কিনে,
আমি তো দেখেছি পারিজাত,
আছে এই ধরাধামে।
তাই ভালবাসি, পৃথিবী সুন্দর,
নাই বা থাকুক, অপ্সরা কিন্নর,
গোলাপের কুঁড়ি, ভ্রমরের টানে,
সোহাগের মালা দিতে সে জানে,
সেই মালা গলে, অভিসারে চলে,
চাই না আমি যেতে,
অন্য স্বর্গধামে।

- ❖ -

ভালবাসার দ্বন্দ্ব

যদি ভালবেসে, দ্বন্দ্বে তুমি পড়,
তবে থাকনা এখানে,
রাঙা পা-দুখানি।
যদি তোমার তণু অবশ হয়ে যায়,
নিঃশ্বাস যদি পড়ে ঘনঘন,
ভয়ে হৃদপিন্ড যদি কাঁপে থরথর,
তবে 'রজনী' আমার কাঁদুক,
সুখে থাকবে এই কথা জেনে।
ফোটাতে চেয়েছিনু ফুল,
সাহারার বুকে নূতন মরুদ্যান।
অজানা অচেনা পথিক,
জীবনের শেষ লগ্নে,
তোমার ছায়ায় এসে,
কি জানি কখন, কোন শুভ লগ্নে
হৃদয় ভরিয়ে নিল তোমার সৌরভে।
তুমি তারে ভুলে যেও,
পাড়ি দিতে হবে, পথ বহুদূর।
তোমার আপন জনে,
হৃদয় মন্থন করে অমৃত তুলে দিও।

নিশুতি রাতে

সেদিন রাতে নিরাভরণ দেহে,
দাঁড়ালে আমার পাশে,
একি তব রূপ।
নওতো কামনার বহ্নি, নওতো ডালিয়া,
পবিত্র গোলাপ তুমি, যুঁই চামেলি।
সুগন্ধে হৃদয় আমার, আষাঢ়ে ময়ূর।
আমার পবিত্র প্রেম, তোমার দেহে,
শীতল বাতাস দিক, হৃদয় জুড়াক।

পূর্ণ জীবন

যখন তুমি আমার দুয়ার গোড়ায়,
প্রেমের বাতি জ্বালালে সমারোহে।
তখন আমি হারিয়ে গেছি,
কোন্ এক অচিন দেশে।
পারবে কি গো আনতে আমায়।
তোমার স্বপ্নালোকে?
মনের মাঝে ফুলের কুঁড়ি,
কখন ফুটেছিল,
টের পাইনি হারিয়ে গেছি,
ফুরিয়ে গেছে সব।
ফাগুন হাওয়ায়, আগুন নিয়ে
যখন কাছে এলে।
মনের আগুন, দ্বিগুন হয়ে,
হানল বুকে বাজ,
সইতে আমি আর পারি না,
রাতের অন্ধকার।
কত রাত্রির, কত নিদ্রা, শুধুই দুঃস্বপ্ন।
শেষের দিনে প্রেমের বাতি,
মধুর আলাপন,
এত মধু, আমার বুকে,
লুকিয়ে কোথায় ছিল,
তোমার ছোঁয়ায়, মাতন হাওয়ায়
ফুরিয়ে যেতে চাই,
অমৃতের আস্বাদনে, জীবন পূর্ন আমার।

—— ❖ ——
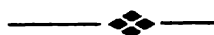
অমৃতের আস্বাদে

অমৃতের ভান্ড নিয়ে, যেদিন লক্ষী,
সাগর মন্থন করে বিশ্ব দুয়ারে,
সেদিন কি এমন ছিল- দেবতা, অসুর।
কে তারে আশ্রয় দিবে সোহাগ ভরে।
দৈহিক শক্তিতে অসুর ভোগের লালসায়,
মত্ত হস্তীর ন্যায় ছিন্নকমল।
শুড়ের অগ্রভাগে ঠাঁই করে নিবে।
সেদিন দেবতা সব নয়নের জলে,
সুন্দরের পানে দুফোঁটা অশ্রু।
কিছু আর দেওয়ার নাই,
শুধু ভালবাসা।
সোহাগের প্লাবনে, লক্ষীর বন্দনা।
হাসি মুখে লক্ষীর, অভয় বানী।
সেদিন স্বর্গরাজ্যে শান্তির বাতাস।
মর্ত্তের ঘরে ঘরে প্রাণের জোয়ার।
অসুর বঞ্চিত হল, অমৃত পানে।

* * *

তুমি তো আমার প্রিয়া লক্ষী স্বরূপা।
অমৃতের ভান্ড নিয়ে, হৃদয়ে বিরাজ
সোহাগের বন্ধনে, তুমি জীবন সঙ্গিনী।
রূপের আলোক ছটায়,
মত্ত হাতির ন্যায়, ছিঁড়ব না আর।
তোমার পাপড়ি গুলি আমার জীবন।
থবে থরে জামা থাক হৃদয় কোঠায়।
হৃদয় মন্থন করে, দেহের টানে,
তোমায় আনব আমি, গভীর রজনীতে।
অমৃতের ভান্ড নিয়ে, তখন আসবে,
পারবে না ফাঁকি দিতে, —
বাসর রজনী, এমন সাজাব আমি।
পাপড়ি খুলবেই তুমি সোহাগের টানে।
যা কিছু তোমার দেওয়া, সব নিয়ে নিও,
সোহাগের চুম্বন আমার ঠোঁটে —
অমৃতের আস্বাদে হৃদয় ভরাবে।

কচিকাঁচা

কান্না যাদের অস্ত্র,
তারা কচিকাঁচা।
তাদের হৃদয় বুঝতে হলে,
মায়ের মনটি নিয়ে,
আদর দিয়ে, যত্ন দিয়ে, সোহাগ দিয়ে ঢাকো।
জোৎস্না রাতে চাঁদের হাসি,
তাদের মুখের মাঝে,
মনটি সবার ভরিয়ে দেবে,
আনন্দের ধারা,
ছোট ছোট হাত দুখানি,
শক্ত দুটি পা,
পটল চেরা চক্ষু দুটি,
স্বচ্ছ সরোবর।
বিশ্বমাঝে নিজের দাবি,
সবার দাবি লয়ে,
মায়ের কোলে ঘুমিয়ে গেল
শান্তি পাবার তরে।

—❖—

কুঁড়ি

সম্ভাবনায় পূর্ণ থাকে ছোট শিশুর মন।
যেমন করে ছোট কুঁড়ি তাকিয়ে আকাশ পানে,
কত জনের কত কথা, আপন বক্ষ মাঝে,
সূর্য্য উঠার পরেই কুঁড়ি আপন সৌরভে —
মাতিয়ে দিল, ভরিয়ে দিল, বিশ্ব জনারে।

—❖—

মানিক

যেমন করে মায়ের কোলে শিশু,
মেরীর কোলে যীশু,
জোৎস্না রাতে তোমার কোলে,
আমি তোমার কে?
আলতো করে চুমু দিয়ে,
বললে তুমি —
সাত রাজার ধন মানিক আমার,
জগৎ জুড়ে খুজে ছিলাম যারে,
তুমি আমার সে।
ঘুম আসে না তোমার কোলে,
দেখছি নয়ন পানে।
কাঁদছ কেন, এই তো আমি,
খেলছি তোমার সনে।
আবার যদি কাঁদ তুমি
হারিয়ে আমি যাব।
নইলে আমি তোমার হৃদে
সব সময়ে রব।

প্রেমের আঁচলে

ফুলের পাপড়ি গুলি,
একটি একটি করে।
খসিয়ে দিলাম সব,
নিরাবরণ দেহ।
সুগন্ধ তোমার স্নেহ
যত মধু ছিল।
আকণ্ঠ পান করে,
মাতাল ভ্রমর।
পথ ভুলে নীড়ে যেতে,
বড় অসহায়।
তারে তুমি কোলে নিলে,
ডাকাত যে জন।
বাসর সাজায়ে তারে,
হৃদয় মন্দিরে,
তুমি কি চন্দ্রাবতী,
রাধার প্রিয়রে,
বাঁধতে পার কি তুমি,
প্রেমের আঁচলে।

——❖——

পড়ন্ত আপেল

কদিন কাটিয়ে গেলাম,
ভালই আছি।
ভোর পাঁচটায় যখন, প্রথম সাইরেন।
দিনের যাত্রা শুরু, সূর্য্য ওঠেনি।
আমার নয়ন তখন ঘুমের ঘোরে,
তন্দ্রা দেয়নি ছুটি, শেষ চুম্বন।
একটু দাঁড়াও প্রিয়া স্বপ্নের মাঝে।
জাগার পরে তুমি চলেই যেও।
আমার আত্মজ সব এখুনি জাগবে।
কর্ম্মের ঢেউ এসে সব মুছে দেবে।
আমিও হারিয়ে যাব, ওদের মাঝে।
কি আনন্দ পরিপূর্ণ, আমার জীবন।
নূতন সৃষ্টির মাঝে তোমার সন্তান।
আমার প্রেরণা ছিল মধুর পাথেয়।
নব নব সৃষ্টি সবার বিস্ময়।
আসতে চাওনি তুমি কর্ম্মযজ্ঞে।

* * *

আজ আমি ফিরে যাব, ভোরের ট্রেনে।
তুমিও তো বসে আছ, আমার লাগি।
যেমন পৃথিবী টানে পড়ন্ত আপেল।

একটু শোন

এই শোন, একটু দাঁড়াও,
ভিড়ের মাঝে তুমি যেওনা চলে।
কতনা রঙিন সাজে, কত জনপদ,
নাট্য মঞ্চ শুধু চোখের নেশায়,
তোমারে ধাঁধায় রাতে, দিনের আলোতে ও,
কাছে বসো, কথা শোন, চোখ খোলা রাখো।
কখন পড়বে ঘাড়ে, হায়নার দল,
নখগুলো বড় বড় চোখটা হিংস্র
যখনি সুযোগ পাবে, নাভির নীচে,
দাঁতটা বসিয়ে দেবে রক্তের স্বাদ
নোনা, নোনা, কচি কচি মাংসের ডালা।
সেদিন ওদের পাড়ায়, উলঙ্গ যৌবন।
ওরা কি ভাববে তখন তোমার প্রিয়।
পথ চেয়ে বসে আছে, বাসর সাজায়ে।

মিতা আমার সুখী

মত্ত হাতির, শক্ত হাতে, নষ্ট যৌবন।
সোহাগ বিনে আদি রসের, রিক্ত মৌ-বন।
গভীর রাতে পেঁচার ডাকে এস্ত বিধুমুখী,
ভোরের আগে উষার ফাগে, মিতা আমার সুখী।

মেঘদূত

নীল আকাশের মাঝে,
কালো মেঘের দল,
কখন কাহার প্রাণে,
হানবে ভীষণ বাজ।
আমি অনেক দূরে,
তোমার খবর নিতে।
বাতায়নে বসি।—
তখন তুমি আমার লাগি,
কেশ গুচ্ছ খুলে।
উড়িয়ে দিলে মনের ভাষা,
সাদা মেঘের ভাঁজে,
ফেরার পথে বৃষ্টি হয়ে,
আমার বুকের মাঝে,
তোমার পরশ মাখিয়ে দিল,
ভাসিয়ে দিল সব,
গোপন আশা, গোপন ভাষা,
পেলাম খবর তার।
তোমার রাত্রি সুখের তরে,
বুকের কাছে টানি,
সোহাগ ভরে মিষ্টি চুমু,
মেঘের পরে রাখি।
যখন তুমি ঘুমিয়ে রবে,
জানালা খানি খুলে,
ভোরের আকাশ বৃষ্টি হয়ে,
তোমার ঠোঁটের পরে,
রাঙিয়ে দিবে, ভরিয়ে দিবে,
তোমার পরাণ খানি।

ফুটবে কুসুম

কর্ম যখন শেষ,
বর্ম তখন খুলে
হাসি মুখে বিদায় দিও,
সবাই যাবে চলে।
স্মৃতির পর্দা যত,
করবে তোমায় হত।
একে একে উড়িয়ে দিও,
পুড়িয়ে দিও সব।
হাসিমুখে ভরিয়ে দিও,
বিশ্ব জনপদ।
ভোরের আকাশ যদি,
মুচ্‌কি হেসে কয়।
তোমার এবার সময় হল,
লজ্জা সারা গায়।
চুপি চুপি আমার পানে
সজল হাসি হেসে।
একটি চুমু রাঙিয়ে দিলে
আমায় ভালবেসে।
আরও কত খেলা, সব মধুময়
সবার তুমি ইতি টেনো,
একটি ফোটা দিয়ে।
ঐ ফোটাতে ফুটবে কুসুম,
তোমায় আমায় ঘিরে।

মনের বৈঠা

তোমার আমার মাঝে প্রাচীর!!
জীবনে জীবন দিয়ে ভিত্।
ভেঙে যাওয়া, পড়ে যাওয়া, অলিক স্বপন।
তুমি কিগো মনে কর খেলার পুতুল?
ছেলে খেলা, বালুচরে বালির পাহাড়।
সাতপাকে বাঁধা প্রাণ, গোধুলী বেলায়,
আসবে না কোন দিন বিচ্ছেদ পাহাড়।
মরণের পর শুধু চিতার আগুন।
তখনও তোমার আমার মনের ফাগুন।
সময় সমুদ্রে মনের বৈঠা,
যুগে যুগে বয়ে চলে, মহাকাল ভেদি।

—❖—

নেশা

মদের নেশা, প্রেমের নেশা,
নেশার নানা রূপ।
ঐ নেশাতে মজলে পরে।
ফাটবে তোমার বুক।
পা টলে যায় মদের নেশায়,
মন টলে যায় রূপে।
আসল নেশায় মজরে মন,
থাকবে তুমি সুখে।

জেহাদ

সব ঠিক ঠাক ছিল,
যখন আমরা আসিনি মায়ের কোলে,
তারপর —
স্বরূপ গেছে মুছে।
দেহের চামড়ায় পড়েছে ভাঁজ।
অপ্রত্যাশিত ভাবে আমরা পাঁচ।
নাম আমাদের যাই হোক না কেন।
আমাদের দেহেও এসেছে যৌবন।
এসেছে চোখ ধাঁধানো রূপ।
পিতা পলাতক —
দুঃখিনী মা হৃদয় দিয়ে বুঝেছে,
কে যেন কুরে কুরে খাচ্ছে তার সত্বা।
তবুও শেষ হয়েও, হয়নি নিঃশেষ।
আদর করে, সোহাগ করে।
আমাদের হৃদয় কন্দরে ঝড় উঠে।
রাস্তায় নেমে পৃথিবীকে জেনেছি,
চিনেছি অনেক কে।
হিংস্র পশুর দল, ঝোপের আড়ালে
নখগুলো তাদের বড় বড়,
দাঁতটা কি ছুঁচালো।
চোখ দুটো শানিত ছুরিকে, হার মানায়।
মিষ্টি কথার ফুলঝুরি দিয়ে,
তাক করে থাকে।
কখন বঁড়শির ফত্‌না উঠবে নড়ে,
হেঁচকা টানে বুকের কাছে, লুটিয়ে পড়বে।
রূপ যৌবন নিয়ে। —
তারপর —
আমরাও হব পাঁচ, সাত কন্যার স্বীকার।
হায় বিধাতা।
তোমার বিচার আমরা মানি না।
পিতা স্বর্গ, নরক যে কোথায়,

চিঠি লিখে জানিও —
রাধা প্রেমে যদি সব ভুলে থাকো
এসো আমাদের নিরক্ষরতার পাঠশালায়,
বিড়ি, মদ খেয়ে, তুমি হবে আরেক জগৎপিতা।
অনেক অনেক রাধা এখানে।
নিষ্কাম প্রেম তাদের নয়,
সকাম প্রেমে হাবু ডুবু খেতে খেতে,
পালালে চলবে না।
আমরা আজ আর বোকা নই,
মার খেতে খেতে পিঠ যখন দেওয়ালে
শেষ আঘাত আমরা হানবই।
দুঃখিনী মায়ের রাতের কান্না,
ঝড় তুলেছে হৃদয় কন্দরে,
আর আসবে না পাঁচ, সাত।
তোমার জগৎ যদি শেষ হয়ে যায়,
যাক না।—
নূতন সৃষ্টির মাঝে, যদি তুমি পারো
এসো না ব্রজের দুলাল, মোহন মুরলী বেশে।
সাগর মন্থনের পর, অমৃত বন্টনে,
তোমার মোহিনী রূপ দেখুক না দানব কুল।
'তিলোত্তমা' রূপে ধ্বংস কর না, শম্ভু নিশম্ভুকে।
আমার মা যে কাঁদছে। —
তুমি মা যশোদার দুঃখ মোচনে,
কংস বধ করেছ।
আমরা কি তোমার কেউ নয়?
এস, প্রভু এস।
আমরা ললিতা, বিশখার দল কাঁদছি
কাঁদছে আমাদের মা।
আমরা আজ পাঁচ সাত কন্যার স্বীকার।
তোমার উদ্দেশ্যে,
হাজারো চিঠি, হাজারো জেহাদ।
তাই আমাদের।

-❖-

জগৎ মধুর

ভাবের জগতে রাই, সব একাকার।
জাত কুল, মান ভুলে কৃষ্ণ নামে,
সাগরের পানে ছুটে, ক্ষুদ্র সে নদী।
মোহনার দূরে আছে জগৎ পিতা।
কাহারও সখা সে যে, কাহারও মিতা।
কেহ বা কোলের মাঝে বসায়ে তাহারে,
বিশ্বরূপ দেখিবারে পাগল পারা।
কৃষ্ণ প্রেমে পাগলিনী, ভাবের জগতে।
পতিরূপে রাধারাণী, হৃদয় মন্দিরে।
সোহাগে, সোহাগে বাঁধে, প্রেমের জালে।
সবশেষে, সবশেষ, অনন্ত সাগর।
কে রাধা, কে কৃষ্ণ, শুধু জলরাশি,
কল কল, ছল ছল, নামেই বিভোর।
অনাদি অনন্তকাল সৃষ্টির মোহে,
পুনরায় ফিরে যায় পর্বত শিখায়,
অনন্ত প্রেমের বাতি, গৌরী তপস্বিনী।
হোক না ভস্মীভূত মদন আবার।
জগত সৃষ্টির তরে, জাগে বিষ্ণুপ্রিয়া।
আর জাগে, শিব ঘরণী, মেনকার উমা।
নবরূপে, নবসাজে, একই পুরুষ।
রাধার প্রেমের মাঝে, জগত মধুর।

ভেসে যায়

সব ভেসে যায়।
ঘন কালো মেঘ,
ঘন শুভ্র কুয়াশা,
ফুটে ফুটে জোৎস্না।
মধ্যাহ্নে রবির কিরণ,
সাজানো গোছানো তোমার আমার জীবন।
ভাসবান পৃথিবী।
ভাসমান সৌর জগতে —
উল্কা, ধুমকেতু, ছায়াপথ।
বিরাট শূন্যের মাঝে,
শুধুই বিরাট ভাসার পথ।
ক্ষুদ্র প্রাণের মাঝে,
ক্ষুদ্র বেদনা ভাসে।
শরতের শিশির বিন্দু
দুর্বার মাথায় ভাসে।
জীবন জীবনে ভাসে,
ভাসে প্রেম, অনন্ত জগতে ভাসে।
মায়ের কোলেতে ভাসে,
শিশুর জগত।
যৌবন ভেসে যায়, আরেক যৌবনে।
কচি কাঁচা ভেসে যায় প্রাণ হতে প্রাণে।
সুন্দর ভেসে যায়, সুন্দর জীবনে।
তুমি আমি ভেসে যাই জীবনের টানে।

—❖—

কিশলয়

ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর,
ক্লান্ত পৃথিবী।
তোমার মুখের পানে শুধু বিস্ময়।
কি কথা দিয়ে ছিলে,
কি বারতা এনে দিলে,
অস্থিরতার মাঝে ক্ষণিক ছোঁয়া।
কতটুকু দেওয়া নেওয়া তোমার আমার।
প্রচন্ড গতির মাঝে জীবন তরী,
হাল দাঁড় একাকার ঘূর্ণাবর্ত্তে,
ডুবিবে না, যন্ত্রনায় শুধু বাঁচার তাগিদ্।
শুষ্ক প্রাণ গুলি, চাতক পাখীর মত
নীলাকাশে বারি বিন্দু অমৃত সম।
ঢলে পড়ে সূর্য্য, রক্তিম আভায়।
মৃদু হেসে ডেকে যায় আয় চলে আয়।
আমার শান্তির নীড়ে গভীর রাত্রি।
ক্লান্ত পৃথিবী শীতল হাওয়ায়,
সোহাগের চুম্বনে শান্তির প্রলেপ।
আবার উঠিবে সূর্য্য ভোরের বেলায়।
নবরূপে, নবসাজে, শুধু কিশলয়।
দখিনে হাওয়ায় জাগে, নবীন জগৎ।

সাত পাক ঘুরে

এই তো সেদিন —
সাত পাকে ঘুরে, হৃদয় জুড়ে,
তোমার প্রেমের চাকা,
চলার পথে, জীবন রথে,
আমায় দিলে যে ঢাকা।
সারথী হয়ে, জীবনের গান গেয়ে,
হেটেছি দু-জনে, অনেক অনেক পথ,
জীবনের শেষে, ভালবাসা রেখে,
থামল এবার রথ।
বাকি দিনগুলি, শুধু ইতিহাস,
শুধুই রোমন্থন।
আরো আরো বেশী,
দৃঢ় হবে জানি,
আমাদের বন্ধন।
কি জানি কখন, ছেড়ে যেতে হবে,
জানেন সে কথা প্রভু।
হেসে খেলে তাই, শুধু ভেসে যাই,
ভুলি না তোমায় কভু।
একই বৃন্তে দুইটি কুসুম,
তোমার আমার প্রাণ —
মরণেরও পরে, আমাদের ঘরে,
বহিবে প্রেমের বাণ।

এমন তো ভাবিনি কোন দিন

এমন তো ভাবিনি কোন দিন।
শুধু পলায়নি মনোবৃত্তি।
বসুন্ধরা !
তুমি উদ্দীপনার দ্যোতক।
জীবনের প্রতিটি ক্ষণ,
আশার বাতি,
তোমায় আমায় করে মহিমান্বিত।
আজ শুধু হতাশা।
ব্যর্থতায় জীবন পূর্ণ।
আজ তুমি রিক্ত নিঃস্ব।

* * *

ভোরের আকাশ —
সবুজের থানে মোড়া,
লাল পাড়ের বাহারী রূপ,
যুঁই চামেলীর সোহাগ মাখানো,
দখিনে মলয় বাতাস
ভবিষ্যতের সুখ শয্যা,
বর্ত্তমানে আশার জালবোনা।
ম্রিয়মান, সব-ই ম্রিয়মান,

* * *

পিঙ্গল ধুসর বর্ণ ধোঁয়াটে আকাশ।
কোকিলের নীড় বুঝি, কাকের দখলে,
শেষ হয়ে গেছে সব, যা কিছু সুন্দর।
বসুন্ধরা !
আজ আমি পেতে চাই,— এতটুকু বাসা
তোমার বুকের মাঝে অমৃতের খনি,
আমায় বাঁধিয়া রাখো, কিছুকাল ধরি।
পারি যদি এনে দিতে তোমার স্বর্গ,
আবার হাসিবে চাঁদ নীল আকাশে।
ভোরের রজনীগন্ধা, তোমার কোলে,
শুচিতায় শুভ্রতায় আমার রাণী।
নূতন সৃষ্টির তরে হবে তপস্বিনী।

প্রীতির বাঁধন

সবুজ মনে সবুজ পথে
আর হবে না আসা।
সবুজ খামে পাঠিয়ে দিলাম
আমার ভালবাসা।
প্রীতির বাঁধন শেষ করে দিই
শেষ করে দিই সব।
চোখের জলে সব মুছে দিই
তোমার স্মৃতি পট।
বিদায় বেলায় তোমার কাছে
চাইব না আর কিছু।
যা চেয়েছি যা পেয়েছি
থাকবে মনে পিছু।
হৃদয় তুমি ভরিয়ে দিয়েছ
অনুরাগের মালায়।
বিদায়ের সুর প্রাণের মাঝে
আমার পরাণ জালায়।

যেতে যেতে

বাসে যেতে যেতে,
আমার পাশে বসে।
অবশ তনুখানি,
হয়ত না বুঝে,
কিংবা মনের গহনে,
ফাগুনের আগুনে
যে সাজে, সেজেছিলে তুমি।
তাহারি জোয়ারে,
বুকের পরে, তুমি ঘুমিয়ে গেলে।
দুষ্টু কুন্তল, উড়ে উড়ে,
পেখম তুলে নাচে হৃদয় পরে।
বাসের কলাহল, জনতার হলাহল,
হারিয়ে যায় সব পথের ধারে।
প্রকৃতির রূপ, জানালা দিয়ে
তোমার কাছে এল মিষ্টি হেসে।
কি কথা বলে যায়
তুমি জানতে চাও না।
নির্ভয়ে শুধু ঘুম,
মনের গহ্বরে চুম,
বারে বারে আমি তারে,
সহস্র চোখের পরে,
কথা বলি কানে কানে,
ঘুমিও না, জেগে উঠ কুসুমকলি।
সৌরভে ঢুলু ঢুলু,
জোয়ারে মন কুলু কুলু
মনের ওড়না দিয়ে,
মুখ দিলে ঢেকে।
দ্রুতগামী বাসখানি
ক্ষণেক দাঁড়াল বুঝি।
চলকে পড়া রূপে,
মন ডুবিয়ে নিতে।

মনে মনে শুধু ভাবি,
বাস যেন নাহি থামে,
পথ যেন নাহি হয় শেষ।
অনাদি অনন্ত কাল,
ঘুমাও বুকের পরে,
দেখুক না সহস্র লোক,
তুমি আমার কত কাছে।
হিংসায় পুড়িয়া যাক, তাদের হৃদয়।
বাস শুধু ছুটে চলে,
মনে মনে কথা বলে,
প্রেমের নিবিড় জালে, সবারে বাঁধো।
কখন চলিয়া যাবে,
আর নাহি খুঁজে পাবে,
যত পার নিয়ে নাও হৃদয় ভরে।
তবুও থামিল বাস, নিজের মনে,
লোকজন যত ছিল,
ভিড়ের মাঝে সব হারালো।
উদাস নয়নে আমি,
তাহার হৃদয় চুমি, —
আমারেও নেমে যেতে হল।
কখন হারিয়ে গেছে,
তার ঘুম, তার কাছে।
সংশয়ে মন ভরপুর।
আমিও কি ঘুমিয়ে ছিলাম,
স্বপ্ন-না সত্যি।।—
পৃথিবী স্বপ্নের দেশ।
আকাশটা শুধু নীল,
মাঝে মাঝে বোবা বনে যাই,
যাক না হারায়ে সব।
বাসের ভীড়ের মাঝে তাহার পরশ,
তখন তো পেয়েছিনু এটাই সত্যি।

-❖-

ঝড় বহে

ঝড় বহে —
সমুদ্রে ঢেউ এর মাঝে,
মরুভূমির তপ্ত বালুচরে,
বনাঞ্চলের মাথার পরে,
শস্য শ্যামল প্রান্তরে ঝড় বহে।
ঝড় বহে, তোমার আমার অন্তরে।
যেখানে আগুন — সেখানে ঝড়।
প্রচন্ড বৃষ্টির মাঝে ঝড়ের ঘোড়া,
নয় সে তো খোঁড়া।
সংসার - সমাজে, ঝড় বহে।
ঝড়ের দাপাদাপি, মনের মাতামাতি,
ধ্বংস করে, সৃষ্টি করে।
কাঁদে, অপরকে কাঁদায়।
ঝড় বহে যায়, যুগ হতে যুগে।
প্রিয়ার মনের ঝড়, তোমার হৃদয়াকাশে,
দখিনে হাওয়ায় যখন, সৌরভে সৌরভে,
ভরে দিবে আরেক হৃদয়।
সব ঝড় থেমে যাবে,
কালীর তান্ডব নৃত্য থমকে দাঁড়াবে,
মহাকালের বুকের উপর।

—❖—

নানা রূপে নারী

মা-ভগিনী-স্ত্রী
নারীর তিনটি রূপ।
পুরুষ সেখানে অতি সামান্য,
গন্ধেই ভরা ধূপ।
আতর বাতির নিঃশেষ হওয়া
পুরুষ সেখানে একা,
নারী সব বুঝে সাজিয়ে রাখে,
এটাই ভাগ্য লেখা।
রাতের গভীরে মনের কিনারে,
নারী কেবল স্ত্রী।
ভোজনের কালে, মোহন মুরতী
মায়ের অপূর্ব শ্রী।
হাতে হাত রেখে, মুখে মধু মেখে,
নারীর অন্যরূপ —
পুরুষ শুধুই খুঁজিয়া বেড়ায়,
হৃদয় থাকে চুপ।
সৃষ্টির তরে নারী —
নানা রূপে, নানা ছলে,
পুরুষেরে বাঁধে, রজ্জু সোহাগে,
প্রেমের বাহুবলে।

সূর্য্য তোমার খেলা

সূর্য্য উঠার পরেই,
ফুটল অনেক কুসুম।
ফুটল কমল কলি,
আমি তাদের কথাই বলি।
প্রতিদিনের যাওয়া আসা,
সূর্য্য-তোমার খেলা।
নবরূপে, নবসাজে —
ওরা সাজায় বরণ ডালা।
তোমার রশ্মি মাখিয়ে দাও,
সবায় সমান করে।
বাঁধতে ওরা চায় তোমারে,
আপন মায়ার ডোরে।
নিজের নিজের রূপের মাঝে,
নিজেই মাতোয়ারা।
মাঝ আকাশে দিপ্তী তোমার
করল ঘর ছাড়া।
পরশ তোমার পাবার তরে,
পাঁপড়ি গুলি খুলে,
মৃদু হাসি, হেসে তুমি
পশ্চিমে যাও ঢলে।
আবির রঙে রাঙিয়ে দিলে
মাতিয়ে দিলে মন।
আপন আপন বাসর ঘরে
রচিল বৃন্দাবন।
সবার হৃদয় পূর্ণ করে,
বসন্তের গান গেয়ে,
কাল প্রভাতে আসবে যারা
তাদের মুখটি চেয়ে,
বললে তুমি ফিস ফিসিয়ে,
এবার ঘুমাও প্রিয়া।
ফলের মাঝে বাঁচবে তুমি,
জাগবে তোমার হিয়া।

কাম ও ভালবাসা

এই আকাশ, এই বাতাস —
সুন্দর পৃথিবী।
ভগবানের সৃষ্টি সুন্দর মানুষ।
জ্ঞান বৃক্ষের ফল খেয়ে,
মরে আদম - ইভ।
কাম- লোভের বশবর্ত্তী হয়ে
একে অপরের আলিঙ্গনা পাশে বদ্ধ।
সৃষ্টি হল আরেক পৃথিবীর।
উলঙ্গ আদম-ইভ ভাবেনি তখন,
ব্যাভিচারে ভরে যাবে সুন্দর পৃথিবী।
কাম যদি হয় সৃষ্টির বীজ,
ভালবাসা থাকে কোথা মানুষ বোঝেনি।
নানা সাজে, নানা রূপে, নানা ব্যাভিচার
তবুও তৃপ্তি নাই, হেথায় হোথায়,
শুধু চাই, আরো চাই, আরো উলঙ্গ।
মেটেনি অনেক আশা, অনেক কিছু।
সৃষ্টির আদি স্থান রঙের বাহার।
সুন্দর পৃথিবী আনো ঝঞ্ঝা,
হ্যারিকেন - টাইফুন কোথায় রেখেছ,
দাওনা সব কিছু ওলট্ - পালট করে,
ভরিয়ে দেবে তো আবার অনেক পারিজাত।
ভ্রমরের গুন গুন মধুর সে ধ্বনি।
ভোরের সূর্য্য পড়ুক দুর্বার মাথায়।
মানুষের মাঝে কাম হোক না ভাজা,
ভালবাসার রসে তুমি ডুবিয়ে দিও।
আসুক না আদম - ইভ্ মনের উদ্যানে।
সুন্দর পৃথিবী সুন্দর হোক।
মানুষ বাঁচিয়া থাক মানুষের মনে।

প্রণাম

প্রণামকারী ধন্য জগতে,
প্রণম্যর ঋণের বোঝা।
দ্রৌপদী প্রণমি বাসুদেবে,
সহস্র অতিথীর মিটায় ক্ষুধা।
ভীষ্ম প্রণমি গুরুদেবে,
যুদ্ধে যে দিন লিপ্ত হল,
অম্বা তখন স্বপ্নের ঘোরে
আশার সংসার বেঁধেছিল।
বুঝেনি অম্বা ভীষ্ম-প্রণাম,
কত শক্তি, তেজের আধার,
কয়েকটি বানে নিভে গেল,
গুরুদেবের শত হুংকার।
এখনো কাঁদিছে অনেক অম্বা,
প্রণাম যারা শিখেনি।
জগতের মাঝে ধন্য তারাই
প্রণাম যাদের অলংকার।
সংশয় ত্যাগি ভালবেসে বাঁধো,
তোমার প্রাণের ঠাকুরে,
ধুয়ে মুছে যাবে প্রাণের জ্বালা,
প্রণাম দিও সবারে।

নবীন বরণ

বক্ষে অনেক তৃষ্ণা নিয়ে,
বেড়াও যদি ঘুরে।
কিছুই পাবে না হেথায়।
কামনার বহ্নি জ্বেলে —
আগুনের ছোঁয়ায় তুমি
নিজেই মরবে পুড়ে।
যদি হয় প্রেমের বাঁধন,
নাচবে পরাণ, নাচবে মদন,
নতুবা তোমার মরণ
হবে হেথায় নবীন বরণ।
আসবে ফিরে বারে বারে
নাচবে তুমি সবুজ নাচন।

ভালবাসার হার

মেঘটা ছিল গুমোট হয়ে,
শীতল বায়ু পায়নি।
বাতাস ছিল এলোমেলো,
সঠিক জায়গায় যায়নি।
ভোর সকালে তোমার পালে
আমার হাওয়া লাগল।
দুই নয়নে নোনা বানে —
অশ্রু শুধুই নামল।
মুখটি তোল এবার হাস
আকাশ পরিষ্কার।
নয়ন মেলে তাকাও তুমি
পর ভালবাসার হার।

-❖-

প্রাণের দেবতা

দুঃ শালা।
জগতে সবাই কালা,
নয় তারা জন্মান্ধ,
তবে সবাহ অন্ধ।
যদি কান খোলা রাখ,
শুনবে অনেক কথা,
কিছুতে পাবে না ব্যথা,
জগত পাল্টে গেছে।
স্বাধীনতার অপর নাম,
তোমার আমার ধাম,
হয়ত কফি - হাউস।
নয়তো রঙিন লজ।
কিংবা সমুদ্র সৈকত।
পাহাড়ের চূড়া।
যদিও জীবন ঝুকি,
সেখানেও মারছে উঁকি।
নীট ফল তবে?
ব্যথার পাহাড় —
শুধু হাহাকার।
জীবনের স্বপ্ন রঙিন,
কখন যে মুছে গেছে ।
অবস্থা খুবই সঙ্গীন।

* * *

চোখ যদি হয় স্বচ্ছ।
অনেক অনেক ছবি,
ভাবাবে তোমায় কবি।
নগ্ন মানুষের মন,
থাকুক না অনেক ধন।

সংসারে শুধুই স্বার্থ,
সোহাগের নাহি লেশ।
কিছু পেতে হলে,
কিছু দিতে হয়।
বলিলেই তুমি শেষ।
এখানে সবাই সাজে,
রয়েছে যে যার কাজে।
পান থেকে চুন,
খসলেই খুন,
প্রাণের মুল্য নাই।
ভালবাসা কারে কয়,
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই
স্বার্থের লাগি হয়েছে কসাই।
যত কালি আছে
ছুড়ে দিবে পাছে।
পবিত্র ফুলের সাঁজি,
বিচারে বসেছে কাজী।
মিছে কাঁদ তুমি, দেবতার লাগি,
সব দেখে শুনে - দেবতাও পাজি।
তাই বলি মন —
অন্ধ - কালা - ই ধন।
চোখ কান বুজে,
প্রাণের দেবতা খুঁজে।
সোহাগের মালা দিও।
প্রাণের পরশ নিও।

এই সেই বিছানা

এই সেই বিছানা —
যেথায় তোমার ছোঁয়া,
আমার জীবন তরী,
হৃদয় দিল ভরি,
সারারাত কি যে করি
শুধু স্বপ্নের জাল বোনা।
যৌবনের রাত্রি প্রথম
তোমার আমার মিলন।
অজানা - অচেনা মন
নয়নে নয়ন রেখে
তুমি দেখ, আমি দেখি
একে অপরের মন।
অনেক রজনী আসে
অনেক ঝঞ্ঝা।
তোমার বিছানা পাতা,
হৃদয় পাতায়।
সেথায় আমার নিদ্রা
সুখের খনি।
আজীবন বাঁধা তুমি, চোখের মনি।

মন দেখে না কেউ

মন্দ বলে পাড়ার লোকে, মন্দ কথা কয়।
মন্দ কি যে তাই বোঝে না, তাদের করব কেন ভয়?
তারা শুধু বাহির দেখে, মন দেখে না কেউ,
সোহাগ কি যে কেউ বোঝে না, বোঝে না মনের ঢেউ।
সাগর দিয়ে জাহাজ চলে, ঢেউ আসে তার তীরে,
উথাল - পাথাল মনের ঢেউ, তোমায় থাকে ঘিরে।
ছল ছল - কল কল ঢেউ এর ঝিলিক আসে,
তারি মাঝে হৃদে আমার, মুখটি তোমার ভাসে।
বর্ষাকালে শুষ্ক নদী, যৌবনে ভরপুর,
সাগর ডাকে আয় চলে আয় মিলনে মধুর।

সোহাগের রজ্জু

আমায় পাইতে চাও আপন করে,
আমি তো রয়েছি বাঁধা তোমার দোরে।
সোহাগের রজ্জুতে হৃদয় বাঁধা,
বাহিরে কোথায় পাবে, গোলক ধাঁধা।
অনেক ফুলের মাঝে ফুটন্ত গোলাপ,
কাঁটায় ঘিরিয়া রাখে নিজের আলাপ।
সৌরভে সৌরভে স্নিগ্ধ বাতাস,
ভ্রমরার গুন গুন প্রীতির আভাস।
হৃদয়ের পাপড়িগুলি রেখেছ খুলে,
তারি মাঝে বসে আমার, হৃদয় দুলে।
শেষ করে সব কাঁটা, তুমি মধুময়,
ধরা ধামে তোমার আমার অভিন্ন হৃদয়।

-❖-

পুতুল খেলার ঘরে

পুতুল খেলার ঘরে,
ছিল সুখ - শান্তি - ভালবাসা।
ছোট হাতে ছোট মনে,
সবাই ছিলাম আপন মনে।
মুচকি হেসে মায়ের সনে,
পাল্লা দিয়ে বলি,
তোমরা সবাই ঝগড়া কর,
রাতের নিদ্রা আমার হর,
এই দেখনা খেলার পুতুল,
আমার ছোট ঘরে।
পাশা পাশি ঘুমায় তারা,
ঝগড়াটি না করে।
মা হেসে কয় দুষ্টু মেয়ে,
সুখেই তুমি থাক,
এই পৃথিবীর সকল জনে,
আগলে তুমি রাখ।
ক্রমে ক্রমে মায়ের সনে,
হয়েছি অনেক বড়।
পুতুল খেলার সঙ্গীরা সব,
হারিয়ে কোথায় গেছে।
স্বপ্ন দেখি রাতের বেলা,
নীল সাগরের মাঝে,
আমার তরী পথ হারিয়ে,
ডুবল বুঝি এখন।
স্বপ্ন ভেঙে পুব আকাশে —
যখন দেখি চেয়ে,
দিনের আলো আমার প্রাণে,
নূতন খেলার জয়গানে।
মাতিয়ে দিল, ভরিয়ে দিল -
ছিনিয়ে নিল সব।

এখন আমি 'মা' হয়েছি,
এই পৃথিবীর সব জেনেছি,
পাওয়ার নেশায় সকল মানুষ,
হৃদয় — হারিয়ে।
নিজেই কখন হারিয়ে গেছে,
রাতের গভীরে।

-❖-

শুধুই কল্পনা

তোমার কোলে মাথা রেখে,
সূর্য্য ডোবার সাথে সাথে,
শান্তি আমার নীবিড় রাতে।
স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা জীবন,
এ নহে শুধু কল্পনা।
তোমায় নিয়ে, আমার খেলা,
জীবন শুধুই জল্পনা।
অনেক কিছু, অনেক আশা,
অনেক ব্যথা, ভালবাসা,
মায়ের কোলে ছুটে আসা —
এ - নহে তো কল্পনা ?
খেলা নিয়ে বাঁচতে হবে,
খেলার মাঝে জীবন পাবে।
এই খেলাতে সব হারাবে,
তুমি আমি থাকব না,
তীর বিদ্ধ হয়ে পাখী,
যন্ত্রনায় জীবন ঢাকি,
শান্তির নীড়ে তোমায় রাখি,
কাটবে জীবন মন্দ না।
জীবন খেলা, তোমার খেলা,
তোমার কোল-ই আমার মেলা।
এ মেলা আজ, পূর্ণ হল,
হৃদয় দুয়ার রইল খোলা।

-❖-

প্রিয়া

তুমি অচলা - তুমি চঞ্চলা।
তুমি ফুলে ফুলে মধু মাতিয়ে।
ভ্রমর আসে কাছে - পাপড়ি গুটিয়ে পাছে,
মাথা কুটে মরে তারা তোমার দ্বারে।
তুমি ঝরণা —
ছল ছল - কল কল,
ভাঙ্গে কুল, একুল, ওকুল।
নৃত্যের তালে তালে, তুমি কর পথ ভুল।
বাঁধিতে তোমায় নারে,
যাও তুমি কার দ্বারে,
কার ঘর আলো করে, বাঁধলে চুল।
তুমি উর্ব্বশী —
জগৎ সৃষ্টির তরে হলে তুমি ঘরণী,
কে তোমায় বাঁধিতে পারে,
তুমি বাঁধা নিজ করে,
সবারে মাতায়ে দিয়ে —
ছেড়ে দিলে তরণী।
মহাকাল পেতে দিল বুক।
ক্ষণকাল থাক তুমি চুপ।
চলার গতির মাঝে —
তব পদ ধ্বনি বাজে।
অতি নগন্য আমি,
হয়েছি তোমার স্বামী।
নিয়ত বাঁধিতে চাই, সকাল সাঁঝে,
ওগো প্রিয়া, ওগো বধু,
দাও না সকল মধু,
ধরণী মধুর হোক, শ্যামল সবুজ,
সৃষ্টির মঙ্গল তরে, মন হবে না অবুঝ।

-❖-

তুমি আমার রাণী

যেদিন আমি চলে এলাম
তোমার নিলয় থেকে,
সেদিন তুমি সোহাগ দিয়ে
দাও নি হৃদয় ঢেকে।
চোখে তোমার জল দেখেছি,
হৃদয়ে ছিল বান।
পথে বাধা দাওনি তুমি,
ছিল কি পিছুর টান?
হতেই পারে, বাঁধবে কারে,
আকাশ সুবিশাল।
অনেক পাখি সেথায় আসে,
থাকে না চিরকাল।
মনের খাঁচায় বাঁধবে যারে,
সেই তো আপন জন।
যাওয়া আসা ভবের খেলা,
মন, হোক না উচাটন।
তোমার স্মৃতি, তোমার গীতি,
তোমার সকল কাজ।
সকাল সাঁঝে, মনের মাঝে,
তুমি হৃদয় রাজ।
আসতে পারি, ভুলতে নারি,
তুমি আমার রাণী।
সকল ব্যথা ভুলিয়ে দিবে,
তোমার হাতছানি।

প্রেমের ভেলায়

এই তো সেদিন।
জীবন যেদিন,
আনমনে, খোলা বাতায়নে,
কি জানি কাহার সনে,
মনের সঙ্গোপনে,
চুপি চুপি কথা কয়।
লোক লজ্জা ভয়,
চকিত হরিণীর মত,
দূরে সাগরের কিনারে,
কিংবা আকাশের পানে,
কারে খুঁজে ছিল।
মনের মানসী, নবীনা ষোড়শী,
নিত্য কালের সঙ্গী।
লুকোচুরি খেলা,
জীবন ছন্দময়,
কখনো হারাতে হয়,
কখনো গোধুলী বেলায়,
মনের ভেলায়,
সাজায়ে বাসর শয্যা,
আমারে খেলায়।
কখনো নিবীড় রাতে,
দু-জনে, দুজনার সাথে,
ফাগুনের আগুন নিয়ে,
মদনে দগ্ধ করি —
নিজেরা মরি।
সব ছেলে খেলা,
জীবন যখন হারায়ে যাবে,
তোমার বালুকা বেলায়,
তবু কারে মন খুঁজে।

পাওয়ার পরে, হারানোর ব্যথা,
জীবন দুর্বিসহ, —
বাঁচতে হবে যে তবু।
জীবন যদিও ধু-ধু।
এখানে - ওখানে খুঁজি,
জীবনে এটাই পুঁজি।
কি জানি কখন পরশ তাহার,
আমার আঙিনায় ফোটাবে বাহার
তাই খুঁজে চলা,
এবেলা - ওবেলা।
জীবন ছন্দময় - প্রেমের ভেলায়।

বন্যা

হঠাৎ যখন বন্যা আসে,
নদী নয় প্রস্তুত।
দুকুল ভেঙ্গে গ্রামের মানুষ
মরে হয় ভুত।
হয়ত্ মরে, তারেও ডরে,
সব-ই ধ্রুব সত্য।
সবুজ আঁটি, পরিপাটি
ফসল পাকাপোক্ত।
প্রবল বানে, অবুঝ মনে,
বন্যা তখন স্মৃতি।
প্রাণে প্রাণে হাসির জোয়ার
নবান্নের গীতি।

তোমায় ফিরিয়ে দিলাম

তোমায় ফিরিয়ে দিলাম —
হৃদয় কাঁদিছে তাই।
কত ব্যথা নিয়ে, দিন সমাপন,
সব মনে ভাসে ছবির মতন
তাই মন হয় উচাটন।

* * *

খরস্রোতা নদী —
পথ হারালো যদি,
মিছে ছুটা সাগরের পানে।
সেখানে বসিয়া থাকে,
মনে মনে বর্ষায় ডাকে,
দূরের সাগর তাহা জানে।

* * *

মাঝে মাঝে মনে হয়,
এই আছ, এই নাই।
ক্ষণিক তোমার ছোঁয়ায়,
তোমাতে হারাই,
প্রেয় ছেড়ে, শ্রেয় চাই,
হৃদয় বলিছে তাই।

* * *

তুমি তো যাওনি চলে,
আমার হৃদয় খুলে, যখন তাকাই।
সেখানে আমার রাণী,
সাগরে মিশেছে জানি।
কাহারে ফিরায়ে দেব,
মনের সাগরে নিব।
প্রাণে প্রাণে মিলন মধুর
বাহিরে দেখার নাই।

ঝরে যায় ফুল

কত ফুল ঝরে গেছে,
কত ফুলে হয়নি যে ফল।
অনেক ব্যথার ইতিহাস,
জমে থাকা পাহাড় সমান।
যুগে-যুগে অনেক কবি, —
হৃদয়ের ফল্গুধারায়,
কখন হারিয়ে গেছে
ইতিহাসের শেষের পাতায়।
তখনো হৃদয় ছিল, এখনো আছে।
এখনো অহল্যা কাঁদে, সকাল সাঁঝে।
অনেক পাষাণ বেদী পায়নি পরশ।
লাশ কাটা ঘরে ঠাঁই, শৃগাল কুকুর।
তাদেরও বাসর ছিল সুখের রজনী।
কোথায় হারায়ে যায় সেও ইতিহাস।
অতীতের পদধ্বনি বারে বারে আসে,
বর্ত্তমান সুখের নয় শুধু ভালবেসে।
স্বার্থের দ্বন্দ্বে, পান থেকে চুন,
কম বেশী হলে, হতে হবে খুন।
চোখ বাঁধা গান্ধারী এখনো আছে,
সবার সুখের তরে রাত্রি সে জাগে।
সবারে সোহাগ দিতে প্রাণ উন্মুখ।
প্রতি পদে বাধা পায়, সমাজ বিমুখ।
তারাতো পায়নি স্থান সবার হৃদয়ে।
মত্ত হাতির শুঁড়ে কোমল পরাণ,
যুগে যুগে কাঁদে তারা ঝরে যায় ফুল।

কাঁকুরে পথ

ঐ কাঁকুরে লাল পথটা,
ওর সাথে দীর্ঘদিনের মিতালী আমার।
পাশে সারিবদ্ধ সবুজ গাছ।
ওরা শুনে আমার অনেক কথা।
হাসি কান্নার অনেক স্মৃতি, —
পায়ে পায়ে কখন যায় হারিয়ে।
এই পথ চলা, নিত্য কালের খেলা।
গ্রীষ্মের প্রচন্ড তাপ প্রবাহে,
বর্ষার অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মাঝে,
ও সঙ্গ দিয়েছে আমায়।
আমার গেপন কথা, গোপন ব্যথা,
ওর কিছুই অজানা নয়।
একদিন অভিমানে, অন্য বাসার সন্ধানে,
সূর্য্য উঠার আগে ভাগে,
চুপিসারে, দিয়েছিলাম পাড়ি।
হোঁচট খেয়ে, বুঝিয়ে দিল, —
ঘরে তুমি ফিরে চল,
যাবার সময় হয়নি এখন,
এখনো অনেক বাকি।
কতকালের কত সঙ্গী, কতই ঠিকানা,
সবই তোমার জমা আছে, রুক্ষ বিছানা,
হৃদয় তোমার কোমল জানি,
শক্ত তোমার দেহ।
ঐ দেহেতে কাঁটার আঁচড়,
মুখে হাসির বান।
পথ দিয়ে যাই, যখন চলে,
অনেক কথা বলবে,
তোমার সাথে আমার মিলন,
অনাদি কাল চলবে,

মাঝে মাঝে অন্য পথে, —
অন্য কোথাও আসি।
ঘুরে ফিরে হয় যে দেখা —
কখনো তুমি নয়তো একা,
হাজার লোকের পায়ে পায়ে
নিত্যে ধুলো মাখছো গায়ে,
ঐ ধুলোতে জন্ম আমার,
ঐ ধুলোতে মৃত্যু।
এখন আমার সময় হল,
এবার আমি আসব।
তোমার কাছে রেখে গেলাম
আমার খেলার সঙ্গী।

রঙের খেলা

এবার দোলে, তোমার কোলে থাকব না।
এমনি করে হারিয়ে যাবে, এই পৃথিবীর ঠিকানা,
রঙের খেলা, মনের খেলা,
হৃদয় নিয়ে ছেলে খেলা,
শূন্য মনে সন্ধ্যে বেলা,
খেলবো না আর হোলি খেলা।
আকাশ মাঝে চাঁদের খেলা,
তোমার মুখে হাসির খেলা।
খেলা শেষে হৃদয় পুড়ায়
তাই খেলা আর খেলব না।
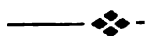
কৃষ্ণনামে

দেহের দাবিদার ছিল তার স্বামী,
মন সে দিয়েছিল, কৃষ্ণ নামে।
কি স্বাদ - মধুর স্বাদ - জীবন মধুর।
যদিও হাজার খড়্গে জীবন সংশয়।
পারে না ফেরাতে তারে সাগর মুখী,
কি দাম দেহের বল, যতই সাজাও।
প্রাণ পাখী উড়ে গেলে, জ্বেলে দেয় চিতা,
যদি মণ রেঙে যায় কৃষ্ণ নামে,
যতই ঝঞ্ঝা আসুক থাকে না সে থেমে।
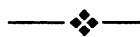
ঝাল-টক-মিষ্টি

লঙ্কা লাগে ঝাল,
আখ খেতে মিষ্টি।
নিম স্বাদে তিতো,
তেঁতুল লাগে টক্।
ধরিত্রীর যা কিছু সম্পদ,
তোমার বুকের সুধা,
মিটিয়েছে তাদের ক্ষুধা।
ভিন্ন গাছের ফল খেয়ে
ভিন্ন স্বাদের গান গেয়ে,
সব শেষে ফিরে আসে
তোমার ছায়ায়।
একই অঙ্গে কতরূপ
দানব- দেবতা চুপ।
. ঝাল - টক - মিষ্টি
যে যেমন চায় পেতে
তারে সে রূপ সৃষ্টি।

-❖-

তুমি আছ জানি

ফুলে- ফলে সজ্জিত পৃথিবী।
কত না রূপের বাহার।
আকাশ তারায় খচিত।
পাহাড় থেকে বহে আসা,
চপলা নদী। —
গভীর অরণ্যে সবুজের হাতছানি।
মরুভূমির তপ্ত বালুকা রাশি।
মহাসাগরের বুকে জলের কল্লোল।
সুন্দরে ভয়ঙ্করে অপূর্ব মিশ্রন।
মানুষের হৃদে চেতনার উন্মেষ।
নর- নারীর অকৃত্রিম ভালবাসা।
সোহাগের সেতু বন্ধনে, যামিনী মধুর।
সব-কি সুপ্ত ছিল, তপ্ত পিন্ডে?
প্রথম জীব যদি ক্ষুদ্র শৈবাল।
আজ দেখি নানা সাজে, নানা বৃক্ষরাজি।
হ্যারিকেন - টাইফুন- টর্নেডো ভয়ঙ্কর।
কাহার সৃষ্টি এরা? কে আছে পিতা!
সবাই নিরুত্তর — ধোঁয়াটে আকাশ।
তুমি আমি বেঁচে থাকা, বিচিত্র ঘটনা।
তোমার সৃষ্টি প্রভু, তুমি সুন্দর।
নিবাস জানি না কোথায়, নাই প্রয়োজন।
সুন্দর পৃথিবী, আরো সুন্দর।
তোমায় প্রণমী পিতা —
তুমি আছ জানি।
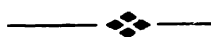
প্রেমের রঙে

জীবনের প্রতি পলে পলে,
নূতন হে চির নূতন।
মোহন মুরতী তোমার,
আমার শিয়রে, রাতের দুয়ারে,
যে বাঁশী বাজাও বারে বারে।
সাড়া তো পারি না দিতে,
লোক লজ্জা ভয়ে।
ডেকে ডেকে অবশেষে,
এলে তুমি হেসে হেসে,
ভোর সকালে পূব আকাশে।
মনের মাঝে যে রং ছিল।
তোমার রঙে সব হারালো,
প্রেমের রঙে মন মাতালো।
দুটি প্রাণের উৎস দুটি,
উল্লাসে মন গুটি গুটি
রাতের তারা মিটি মিটি
হৃদয় দিয়ে, হৃদয় পেল।
বিভিন্ন উৎসে নদী ঘুমিয়ে থাকে,
সাগরের প্রেমে নদী সবায় ডাকে।
একা একা লীলা খেলা,
সে শুধুই ছেলে খেলা,
সবার হৃদয়ে ভেলা, ভাসলো রাতে।
তোমার আমার মিলন, আজ প্রভাতে।

———❖———

সোহাগ

তোমার উষ্ণ নিশ্বাসে,
আমার মনের বিশ্বাসে,
যে স্বর্গ নামে ধরাধামে,
সে শুধু তোমার আমার।
আদম-ইভ —
সুখী - চিরসুখী,
এক বৃন্তে দুটি কুসুম।
জ্ঞান বৃক্ষের ফল,
যদি হৃদয় আকাশে আসে,
কোন দিন, কোন কালে,
যাব না স্বর্গের উত্তরাঞ্চলে,
সোহাগের সেতু বন্ধনে,
জীবনের গানে।
ভেসে যাওয়া সাগরের টানে,
দুটি হৃদয় এক হয়ে জাগে,
ফুটন্ত গোলাপের সুগন্ধ নির্যাসে।
সোহাগ বেঁচে থাক,
পৃথিবীর মধুর কলতানে।

শেষ সম্বল

আমার পরাণ ঘুমায়ে ছিল,
তোমার পরশে উঠিল তান,
কি জানি হঠাৎ মেঘ গর্জ্জন,
প্রবল বর্ষণ, ভুতল - আকাশ।
কখন দিয়েছে ভাসায়ে আমায়,
বোঝার তুমি দাওনি অবকাশ।
ঠিক মনে পড়ে, বাসর ঘরে,
তন্দ্রা ভাঙার পর।
তোমার আলোয়, আমার জীবন,
একে একে দুই, অভিন্ন হৃদয়।
যদি চলে যাই, মনে রেখো তুমি,
ঐ শুভ রাত আমার একার।
প্রতি বরষের ফাগুনের শেষে,
দুফোটা চোখের জল,
তোমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিব,
জীবনের শেষ সম্বল।

হলেম ঘরের বাহির

আমি যেদিন তোমার তরে,
হলেম ঘরের বাহির।
তুমি তখন আপন মনে,
কাহার লাগি সঙ্গোপনে,
জানালা গুলির বাতায়নে,
দিয়েছো কখন খুলি,
সকল কথা ভুলি।
এই যদি হয় নিত্য খেলা,
সকাল হতে সন্ধ্যে বেলা,
সময় কাটে নানা আছিলায়।
তখন তুমি বালুকা বেলায়,
মনের পাপড়ি খুলে,
আমায় গেলে কি ভুলে?

——❖——

বছর কুড়ি আগে

তুমি যদি আসতে আরও,
বছর কুড়ি আগে,
তোমায় রাঙিয়ে দিতাম ফাগে।
ফুটিয়ে দিতাম সকল কুঁড়িগুলি,
সৌরভে মন মাতিয়ে দিতাম,
তুমি করতে জলকেলি।
বটবৃক্ষের ক্ষুদ্র বীজ,
যায় না চোখে দেখা।
এই ধরণীর সোহাগ পেয়ে,
আকাশ পানে যায় সে ধেয়ে,
সব ফাগুনে আগুন লাগায়,
সবায় মাতায়, সবায় হাসায়।
তাহার কোলে শ্যামল দোলে,
জীবন তাহার ধন্য।
মাটির নীচে ঘুমিয়ে ছিলে,
শক্ত মাটি, নীরস মাটি,
হোক না যত পরিপাটি।
তোমার 'কোমল' যা কিছু সব,
করেনি কোন কলরব।
অহল্যার পাষাণ বেদী,
কান্না শুধু অভ্রভেদী।
আসবে কখন প্রাণের পরশ
ফুটবে কুসুম - উঠবে সরব।
আমার হিয়ায় রাখো হিয়া
নূতন করে, বাঁচার নেশায়,
ঘুমের দিলাম ছুটি।
তোমার আমার প্রাণ দুটি আজ
করছে লুটোপুটি।
নূতন করে সাজিয়ে তোমায়,
আমার হল ছুটি।

ক্ষুধা

ক্ষুধা তো মেটে না কারও,
দেহে প্রাণ থাকে যত দিন,
ক্ষুধা সব বাড়ে অহরহ।
পেটের ক্ষুধা, মনের ক্ষুধা,
ক্ষুধার বিষম জ্বালা।
রাধার ক্ষুধা না মিটিয়ে,
কাঁদায় তারে কালা।
টাকার ক্ষুধা, মানের ক্ষুধা,
সবাই ক্ষুধার কাঙাল।
দেশের তরে অনেক নবীন,
ফাঁসির মঞ্চে দামাল।
বিশ্ব জুড়ে ক্ষুধার দ্বন্দ্ব
বাচ্ বিচারে ভালমন্দ।
নানা ক্ষুধায়, নানা ধন্দ্ব,
সবশেষে বিশ্ব বন্ধ।
ক্ষুধার নেশায়, ক্ষুধার পেশায়,
মরছে মানুষ, হেথায় হোথায়।
ক্ষুধা মন্দা হলে পরে,
দেহের শান্তি তখন হরে।
সব ক্ষুধাকে শাসন কর,
ঠিক সময়ে খাদ্য ধর।
ক্ষুধার নানা প্রকার ভেদে,
দূরে থেকো, ধরবে ছেঁদে।
তোমার শান্তি , তোমার কাছে,
সুস্থ ক্ষুধা দেহেই আছে।

নয়নমণী

তুই আমার নয়ন মনী,
নয়ন অভিরাম।
চাঁদমুখে হাসি দেখে,
জুড়ায় আমার প্রাণ।
ঠাকুরমার 'প্রিয়' যে তুই,
আমার প্রাণের 'প্রিয়া'।
এক মুহূর্ত্ত না দেখে ভাই,
আমার কাঁদে হিয়া,
অনেক কিছু আশা আমার,
অনেক পাবার তরে।
তোর জীবনের পাপড়িগুলি,
ঝরবে না, রাতের ঝড়ে।
সোহাগের প্রাচীর দিয়ে,
জীবন দিব গড়ে,
হৃদয় আমার ভরিয়ে দিবি,
রাখবি তোর দোরে।
শক্ত সবল দুটি হাতে,
সবুজ প্রাণটি নিয়ে,
সব অবুজে, বুঝিয়ে নিস ভাই,
প্রাণের পরশ দিয়ে।

১৬ই বৈশাখ, নাতনীর মুখেভাত উপলক্ষ্যে।

কিছুই রবে না হেথায়

মানুষ বোঝে না কেন?
কিছুই রবে না হেথায়।
পৃথিবীর শ্যামল প্রান্তর,
মায়ের অপার স্নেহ,
পিতার অফুরন্ত ভালবাসা,
প্রিয়ার ফুটন্ত যৌবন,
সায়াহ্নে পশ্চিমাকাশ,
ধীরে ধীরে গ্রাস করে,
কালোর আকাশ।
কালোর মাঝে যে আলো,
জীবন প্রদীপ জ্বালো,
সবায় বাসবে ভালো,
যুগে যুগে এই বারতা,
তবুও মরেছে সত্য এখানে,
মানুষের শঠতায়,
আমরা সকলে আসি দলে দলে,
ঝরে যায় ফুল, সকালে বিকালে।
পায়ের চিহ্ন ঢেউ এর আঘাতে,
নিঃশেষ হয় বালুকা বেলাতে,
তবু ধরে রাখি, প্রাণ পনে ঢাকি।
মানুষ মরিছে, মানুষের বানে।
বলে যাই কথা, সব কানে কানে,
প্রেমের সাগরে ঢেউ তুলে সবে,
মানুষের স্মৃতি, মানুষেতে রবে,
সাগরের তীরে ঢেউ এর সমাধি.
লাখ - লাখ ঢেউ, তবু নিরবধি।

নিত্য শুধুই খোঁজা

সবুজ বনানী মাঝে,
আমার অবুঝ হিয়া।
কি যেন খুঁজিয়া ফেরে,
তুমি জান কি প্রিয়া?
পাতা ঝরে পড়ে, বছরে বছরে,
তুমি চির নূতন —
তোমার যা কিছু ধন,
প্রকৃতির মাঝে সদাই বিরাজে,
শুধু চেয়ে থাকা।
তোমার পরশে, মনের হরষে,
হৃদয় দিও গো ঢাকা,
ফুলে ফুলে, মন যায় ভুলে,
নবীণেরে নাও তুমি তুলে।
রূপসী কন্যা, হৃদয়ে বন্যা,
প্রকৃতির মাঝে তুমি অনন্যা।
ধরা দিয়ে কাছে, দূরে চলে যাওয়া,
অনেক পেয়েও, থেকে যায় পাওয়া।
লাখ লাখ যুগে, লাখ লাখ মন,
সবুজের মাঝে লুকানো যে ধন।
পরশে তাহার মন উনমন,
নিত্য শুধুই খোঁজা।
সাজানো বাসরে প্রেমের প্রদীপে,
তোমায় করিনু পূজা।

বাতাস

বাতাস বহিয়া যায়।
উষ্ণতায়, শীতলতায়,
দেহ তার পরশ পায়।
নয়ন খুঁজিয়া বেড়ায়,
তারে দেখার তরে।
নীলাকাশে শুভ্র মেঘ,
ছুটে চলে পূব দেশ।
কখনও ফিরিয়া আসে,
দুয়ার গোড়ায়।
তখনও পায়নি নয়ন,
কে তারে নিয়ে এল,
কিবা রূপ ছিল তার।
না চেয়েও পেয়ে যায়
সোহাগ তাহার।
সবুজ বনানী মাঝে,
তানপুরা মর্ম্মরে বাজে,
কি সুর মধুর সুর,
কে করেছে ভরপুর,
হৃদয় জুড়ায়ে যায়
তাহার খেলায়।
ভেলায় তুলিয়া পাল,
পার হয় সকাল বিকাল,
একই রূপ চিরকাল।
বহে যুগ যুগ,
নিত্য, অনিত্য মাঝে,
তুমি থাক নব সাজে,
দেখার নেশায় মোরা
তোমায় হারাই।
পৃথিবী ব্যপিয়া থাক,
সবার হৃদয় রাখ,
নিঃশ্বাসে - প্রশ্বাসে তুমি
সবার রাজা।

শান্ত পৃথিবী তাই,
তোমার হদিশ পাই,
মনে রেখো, সুখে রেখো
আমরা তোমার প্রজা।

যাত্রা এবার শুরু

নাচরে হৃদয়, নাচরে মন,
পেয়েছি আমার পরম ধন।
এ ধন আমার অমূল্য রতন,
কণ্ঠে হীরের মালা,
করে সোনার বালা।
সব কামনার, সব বেদনার,
ক্ষণিক ছোঁয়ায় পরাণ ভরায়!
প্লাবন এলে, হৃদয় দোলে,
তরী আমার যায় যে চলে।
কখন আমি পৌঁছে গেছি,
প্রিয়ার ঠিকানায়।
এখানেই রথ থমকে গেল
হৃদয় আমার হল এলোমেলো,
এই হৃদয়ই ঘুমিয়ে গেল
প্রিয়ার শীতল কোলে,
অনেক কথাই বলে।
এবার শুধু স্বপ্ন দেখা,
দুটি প্রাণের সীমারেখা।
সীমা থেকে অসীম পথে
যাত্রা এবার শুরু,
একে অন্যের গুরু।

ছুটছি

ছুটছি আমরা সবাই,
ছুটছি কোথায়?
পৃথিবী ছুটছে জোরে,
সূর্য্যের চারিপাশে।
যখনি থাম্‌বে ছোটা,
নামবে প্রলয়।
আমাদের ছোটা তবে
কিসের লাগি।
মা ছুটে তুলে দিতে
অন্নের স্বাদ।
কচি কাঁচা শিশু তার
বড়ই রুগ্ন।
পারেনি ফোটাতে হাসি
পূর্ণিমা রাতে,
প্রেমিক প্রেমিকা ছোটে
ছোট নীড় লাগি।
কোথায় বাঁধিবে বাসা
সহস্র কীট
কুরে কুরে শেষ করে,
শুধু প্রাণ টুকু।
তবুও বাঁচিতে চায়,
অন্যের মাঝে।
তাইতো তাদের ছোটা,
শান্তির লাগি।

মুখে মুখ, চোখে চোখ,
দুটি প্রাণ এক হোক।
ছোটায় ক্লান্তি নাই,
ছুটছে সবাই।
ট্রেন ছুটে, বাস ছুটে,
ছুটছে বাতাস,
বে-লাইনে ছুট যদি
মরবে হঠাৎ।
নদী ছুটে তীর বেগে,
সাগরের পানে।
মানুষ ছুটিছে সদা
কর্ম্মের টানে।
সংসার বাঁধা আছে,
ছুটার মাঝে,
না পাওয়ার বেদনা
প্রিয়ার বাজে।
আবার ভোরের বেলা
ছুটতে হবে,
সূর্য্য বসিয়া আছে,
কেউ কি দেখছ কবে?

কানু যদি থাকে পাশে

সরে যায়, ঝরে যায়,
জীবন হারিয়ে যায়।
মোহময়, মধুময়,
সকলি বিফল হয়,
তবুও বাঁচার তরে,
মৌচাকে মধু হরে।
অনেক নেওয়ার পরে,
তৃপ্তি আসেনি ঘরে।
মরুচিকা - মরুদেশে,
প্রাণ যায় অবশেষে।
অপ্সরী, কিন্নরী,
রূপের বাহারে মরি,
সেও তো বোঝে না ভুল,
ঝরে যাবে সব ফুল,
বাসি ফুল, পচা ফুল,
ছুঁড়ে দেয় নাই কুল।
ভালবেসে চলে যেও,
মধুর স্মৃতি বুকে নিও,
মরনেও সুখ আছে,
কানু যদি থাকে, পাশে।

চাইতো কায়া

তোমায় শুধু দেখি।
তুমি কি শুধুই ছবি।
আকাশে বাতাসে —
ঘন নিশ্বাসে,
সুরভি তোমার ভাসে চারিপাশে।
পাহাড়ের গায়ে,
ঝরনা যে বহে,
তোমার চকিত চলা,
হৃদয়ের কথা বলা,
কখনো সুপ্ত, কখনো গুপ্ত
তুমি চির চঞ্চলা।
দাঁড়ায়ে ছিলাম —
ক্ষণিকের তরে,
পাব কি অন্তরে?
উচ্ছল প্রাণ —
সব-ই টা ন টান।
দিবে না, দিবে না ধরা,
এখানে পাষাণ কারা
চিরকাল ছবি হয়ে,
ঠোঁটের হাসিতে, মনের বাঁশিতে,
যাও তুমি গান গেয়ে।
সমুদ্র সৈকতে —
দাঁড়ায়ে ছিলাগ, হৃদয়ে পেলাম,
তুমি আছ পশ্চাতে।
রাশি - রাশি শুধু ঢেউ,
ছলকে ছলকে, ঝলকে ঝলকে।
হৃদয় তটে পলকে পলকে,
ভাঙ্গা ভাঙ্গা শুধু ছবি।
আমি কি কেবলি কবি?
এখানে এসেছি, ভালতো বেসেছি
পূর্ণ দাবি আমার।

ছবির মাঝে যে প্রাণ,
যেখানেই তুমি, থাক না লুকায়ে,
আমার হৃদয়ের টান,
নয়তো ছায়া, চাইতো কায়া,
আমি যে ভিখারী প্রেমের।
হাত দুটো ধর, কোল পেতে দাও।
শিয়রে আমার একা তুমি রও।
জীবন্ত ছবি, পেয়েছি যখন
তোমাতেই 'ইতি' আমার জীবন।

আমি-না-সে

কারে তুমি মন দিলে?
সাজালে ফুলের ডালি,
কার লাগি পূজা তুমি,
কর সকালে।
আমি - না - সে?
উত্তাল - উদ্বেল হয়ে,
কার বুকে খেলা ছলে,
মন হারালে।
আমি-না, সে?
সূর্য্য ডোবার আগে,
মন রাঙে কার ফাগে,
আমি-না, সে?
গভীর রজনী যখন,
খুলে দেয় সব বসন,
তোমার মনের দ্বারে
উঁকি মারে কে?
আমি-না, সে?

রঙীন স্বপ্ন

রসকুন্ড মন্থন করে,
কেউ আনে বিষ,
কেউ পায় অমৃত।
ঝরণার সহস্র কল্লোলে,
তীরে নীড় ভাঙ্গে যদি,
প্রেম গাঢ় হয়।
শক্ত ডানায় চড়ে,
বায়ু নেয় প্রাণ ভরে,
আবার মাতিয়া উঠে,
রঙীন স্বপ্নের দেশে।
ঝর্না শান্ত যেথায়,
সবুজ শ্যামল সেথায়।
নীড় বাঁধে, ঘর বাঁধে,
সুখের রজনী সাজে,
ওদের মন্থন মাঝে,
শঙ্খ সেখানে বাজে।
প্রহ্লাদ ভগীরথ —
মর্ত্তে আনিবে রথ।
আসুক না ঢেউ যত,
বাধা দিবে শত শত।

* * *

প্রাণকূল, জীবকূল,
হিংসায় মশগুল।
তাদের মন্থন মাঝে,
বিশ্ব সদাই কাঁদে।
পারে না সহিতে আর,
সুন্দর ছারখার, —
নীলকণ্ঠ নাই আজ
মর্ত্তে পড়িছে বাজ।

চাওয়া-পাওয়া

সব কিছু চাওয়া, সব কিছু পাওয়া,
জীবনে আসে না সমান।
সকলের সাথে, এক পায়ে হাঁটে,
সে তো পৃথিবীর মহান।
তবু মাঝে মাঝে, বক্ষে বেদনা বাজে,
বেশী কিছু চেয়ে থাকি।
সে চাওয়া যে ভুল, যখন বুঝে যাই,
নয়নের জলে হৃদয় ঢাকি।
পৃথিবীর মাঝে সদাই বিরাজে,
বিচিত্র রঙের ফুল।
সাদা, কালো, নীল. গন্ধ বিহীন,
জীবনটাই শুধু ভুল।
তবু বেঁচে থাকা, প্রেমের আশায়,
পাইলেও পাইতে পারি।
তা যদি না পাই, সবই হারাই,
ফিরে দিই সব তারি।

রাত্রি হবে ভোর

রাত্রি গাঢ় হয়, ভোর হবে বলে,
অজস্র কুঁড়ি ফোটে ছোট ছোট ডালে,
সৌরভে সৌরভে মাতাবে সে মন।
আসুক না ঝড় যত, থাকে কতক্ষণ।

পৃথিবী কথা বলে

পৃথিবী কথা বলে।
নানা রূপে, নানা ঢঙে,
জীবনের প্রতিক্ষণে,
কখনো মধুর আস্বাদনে,
বিষাদের বিষপানে,
নয়নের নোনা জলে
পৃথিবী কথা বলে।

* * *

যেদিন উষার আলো
জীবনে প্রথম এল
ওয়াঁ – ওয়াঁ ধ্বনি দিল
পৃথিবী শপথ নিল
চলবে দুজনে।
তাই মনে মনে,
কথা হল কানে কানে,
শুনে শুধু হাসি হাসি,
মরমে বাজায় বাঁশি,
একে একে দুই হলে,
পৃথিবী কথা বলে।

* * *

জীবনে চলার পথে,
চড়াই উতরাই রথে।
হয়ে যাই দিশেহারা।
তীর বিদ্ধ বসুন্ধরা।
চেয়ে চেয়ে শুধু দেখা,
হৃদয়ের সীমারেখা,
কখন যে হয়ে গেছে স্তব্ধ।

পারি না করিতে কাজ,
মান অভিমান লাজ,
সবই হারিয়ে যায়,
মিছে বলা হায় হায়,
যা কিছু আমার ছিল লব্ধ।
* * *
এরি মাঝে করে পথ,
পৃথ্বীর বিজয় রথ,
বলে যায়, ছুঁয়ে যায়,
সকলের প্রাণ,
যখন জাগিয়া উঠি,
রবি আসে গুটি গুটি
পূবাকাশে পাই তার ঘ্রান।
বলে যায়, চলে যায়,
পৃথ্বী বলে আয় আয়,
চলা তো জীবনের ধর্ম।
পৃথিবী কথা বলে,
যেখানে থাক না তুমি ;
করে যাও মহৎ কর্ম।
তাকাবে না পিছু ফিরে,
অশুভ আছে ঘিরে,
মন্ত্র হোক জীবনের সেবা।
* * *
পৃথিবী কথা বলে,
সব কিছু খেলা ছলে,
ভাসাবে সোনার তরী
চিরকাল মর্ত্তে থেকেছে কেবা ?

মানুষ খুঁজিছে মানুষের মন

মানুষ খুঁজিছে, মানুষের মন।
ছুটন্ত পৃথিবী ঢাকা দিল বন।
সবুজের রেখা, হৃদয়ের দেখা,
সে তো আজ শুধু স্বপ্ন।
মহড়া চলিছে, আকাশে বাতাসে,
মৃত্যুর পরোয়ানা সবার নিশ্বাসে,
কখন কি জানি, হবে হানাহানি,
হারাবে মায়ের রত্ন।
নাই ভালবাসা, পসরায় ঠাসা,
হৃদয়ে হৃদয়ে শুধু বিচ্ছেদ।
কাঁদিছে গোপনে, বসি বাতায়নে
সংসারে পড়ে ছেদ।
ওগো প্রিয়া, ওগো বধু,
মায়ের যতনে, বোনের শাসনে,
ঢালো প্রাণে শুধু মধু।
ঠিক ভরে যাবে, মন খুঁজে পাবে,
বাগানে ফুটিবে ফুল,
যত সব বিষ, হবে নিরবিষ,
ভাঙ্গিবে সবার ভুল।

জীবনে জীবন যোগ

একাকী বসে থাকা,
আকাশে 'তারা' গোনা,
চেনা-চেনা মুখ —
তাতে নাই দুখ্।
বিষাদে নোনা নদী,
মনের আঙিনায়,
সকলে আসে যদি
ফেরাতে পারি না।
শুধুই বসে থাকা,
আমিও দিন গুনি,
আকাশে 'তারা' হব।
সবারে ভালবেসে,
স্মৃতিতে আমি রব।
সবি-ই তো স্বপ্ন।
আষাঢ়ে ভরা নদী,
সেও কি ভেবেছিল,
সাগরে পাড়ি দিতে,
এত জল ঢেলে দিবে,
তাহার আঙিনাতে।
রাতের স্বপ্ন, ভোরের আকাশে,
শুভ্র রজনী, সুগন্ধ বাতাসে, —
সবার আঙিনায়, নিত্য চলাফেরা,
চিনেছি তারে আমি—
সকাল সন্ধ্যা বেলা।
হোক না যত কঠিন,
তবু সে সুন্দর।
জীবনের যত কিছু,
তাহারি রচনা।
বসিয়া তাহার ভেলায়,
খেলেছি প্রাণের খেলা,
জীবনে জীবন যোগ,
মৃত্যু বাসরে দোলা।

আসে শশী ভালবেসে

সূর্য্য ডোবার পরে,
রাতের জোনাকী ভরে।
ঝিকি মিকি - ঝিকি মিকি।
গাছে গাছে থিকি থিকি,
জগত ডুবিয়া যায় ঘন অন্ধকারে।

* * * *

আলোর পসরা নিয়ে, —
গাছে গাছে গান গেয়ে
ফোটাতে পারে না হাসি,
জোনাকি গেল তো ভাসি,

* * * *

আকাশে তারার দল,
হাসে তারা খল খল।
. দেখে যাও, রেখে যাও,
ক্ষণিক দাঁড়ায়ে লও,
দেখিলে দেখিতে পারো,
পথে যেতে নাহি হারো.
শুধু পথ - জনপথ,
আসে না আলোর রথ।
তাতেই 'তারা'রা খুশী,
মুছে দিবে কালো ভুষি।
একে একে ছেয়ে যায়,
আকাশ তারা'য়।
আলোর বিহনে পৃথ্বী
প্রিয়রে হারায়।

* * * *

গরবে গরবিনী, —
জোনাকী - 'তারা' রাণী,
বুঝিতে চায় না,
তাদেরি আয়না,
পারে না দিতে আলো,
পৃথিবী থাকে কালো।
সবুজ - অবুঝ মন
ভ্রমরার গুঞ্জন।
কার লাগি চেয়ে থাকা —
তার তরে মালা গাঁথা।
পূবের আকাশ হাসে
আসে শশী ভালবেসে,
ঝলমল - টলমল,
রজনী ফোটায় দল।
হাসি হাসি, ফুলরাশি,
জানাল স্বাগত তারে
এস প্রিয় ভালবাসি।
জোনাকি - তারা'র আলো,
জ্যোৎস্নাতে ভেসে গেল।
নীলাকাশ শুধু আলো,
মনের দ্বীপ জ্বালো।
আমি একা সব পারি,
এ দাবি মনের অরি।
সব-ই প্রভুর দান,
গাও তার জয় গান।

ছবি

আজ তুমি হয়ে গেছ ছবি।
জীবন সমুদ্রে, অনুকূল, প্রতিকূল,
চড়াই - উতরাই পথে —
তোমার জয়ধ্বজায় নাই কোন ভুল।
জীবনের প্রতি পলে পলে,
হাসালে, কাঁদালে, ভাসালে
সোনার তরী, গঙ্গায় ডুবালে।
যাবে জানি, সব মানি।
থাকে না, থাকব না,
তুমি - আমি - বিশ্বজনা।
তবু কাঁদে প্রাণ।
তুমি কি বিমুখ হলে?
রাতের তারার দলে,
চুপি চুপি দিয়ে ফাঁকি,
আমায় কাঁদালে।
মাগো — যদি হয় কিছু ভুল,
তোমার সন্তানে, সময়ের কানে কানে,
আমার জীবন তরী, তোমার সন্ধানে।
বাকি কটা দিন,
অমি অতি দীন।
চরণে আশ্রয় দিও,
শোধ করি ঋণ।

(মাতৃ স্মরণে — ২০শে ভাদ্র ১৩০৫ সাল, রবিবার রাত্রি ৩টা)
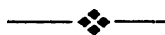
কানু হেন গীত নাই

মৌচাক দেখেছ নিশ্চয়।
থরে থরে জমা থাকে,
চাপ চাপ মধু।
পাশ দিয়ে যাওয়া আসা,
সুখকর নয়।
অনেক অনেক শ্রমিক
নিশ্ছিদ্র পাহারা।
মধু চুরী - রাণী চুরী,
মন যদি জাগে।
কখন ফুটাবে হুল,
টের নাহি পাবে।
তবু রাণী উড়ে যায়,
অন্য বাসায়।
কেন উড়ে - মন পুড়ে,
মন শুধু জানে।
অঢেল অঢেল মধু,
ঢেলে দেবে প্রাণে,
সে 'প্রাণ' খুঁজিয়া মরে,
এখানে - ওখানে।
কানু হেন গীত নাই
রাধা মনে জানে।
কাঁদে রাণী - আমি জানি,
শ্রমিক মাছি,
জমা রাখে শুধু মধু,
বড় বড় হুল,
জীবনে বাঁচার তরে
প্রাণের অগোচরে;
চুরি করে নেয় মন
প্রাণের ঠাকুর।
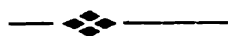
তোমার আমার মিলন বাসর

আমার যদি পাখনা এমন থাকত,
যেতাম উড়ে তোমার নীড়ে,
দরজা খুলে, সবার ভীড়ে,
গোপন স্থানে রাখতে আমায়,
আঁচল দিয়ে ঢাক্‌তো।
বর্ষারাণী কানা কানি,
গভীর রাতে মুচ্‌কি হেসে।
আমি যখন তোমার পাশে,
ঝম্‌ঝমিয়ে বৃষ্টি এসে,
তোমার বুকে রাখতো।
তোমার কোলে মাথা রেখে,
সোহাগে মুখ দিয়ে ঢেকে,
তোমার আমার মিলন বাসর,
এই ভাবে রাত কাটতো।

সমর্পন

যারে ভালবাসি, --
যে কোন মূল্যে তারে, হৃদে রাখি।
দেহ তো কোনছার।
দেবতার পদে,
সে তো পূজা উপচার।
গোলাপের পাপড়ি একটি একটি করে
বৃন্ত হতে যায় ঝরে
ভ্রমর আসার পরে,
বেদনার ঝোড়ো ঘরে,
তৃপ্তির প্রলেপ - আসে।
বিধ্বস্ত ঊমার পাশে।
বাজে বাঁশী যমুনার কুলে —
থাকিতে পারে না রাধা,
সংসার যায় ভুলে।
জটিলা - কুটিলা—
সমাজের পরচুলা,
প্রেমের ফুটন্ত তুলা।
দয়িতের পদ ধুলা
মিলে মিশে একাকার।
এ দেহে তুমি আমার
এ তনু রাখিতে নারি,
তোমাতেই রাখ হরি।
যা কিছু আমার ধন,
তোমাতেই সমর্পিলাম।

——❖——

বাঁচতে হয় - বাঁচাতে হয়

বৃষ্টি পড়ে, ছাদের পরে,
কালো কাকটা ভিজে মরে।
খাদ্য নাই, গন্ধ আসে,
ক্ষিধের জ্বালায় নয়ন ভাসে।
তারে দেখে দুষ্টু ছেলে,
বাজায় কাঁসি হেলে দুলে।
হায়রে বিধি বিষম জ্বালা,
সবাই ওরা হয়েছে কালা।
দেখেও ওরা দেখেনা কিছু,
ভিজ্‌ছি মোরা - ছুটছি পিছু।
মোদের ছোটা - মোদের ক্ষুধা,
ওদের ঘরে রয়েছে সুধা।
বৃষ্টি আসুক ওদেরও ঘরে,
বুঝুক ওরা কেমন করে,
বাঁচতে হয় - বাঁচাতে হয়।
নহিলে জীবন কিছুই নয়।
একের জ্বালা - একের ক্ষুধা,
সবারে দাও সমান সুধা।
বাঁচবে তুমি, বাঁচবো আমি।
জগত পিতা সবার স্বামী।
আসুক বৃষ্টি মুসল ধারে।
সবার প্রণাম পাঠাই তারে।

মানসী

মনের মানসী —
কায়া হয়ে এলে,
ছায়া রূপে ছিলে দূরে।
আজ প্রভাতে - রঙিন প্রাতে।
শুভ পরিণয় তোমার সাথে।
শুভ মিলনের বাসর রাতে,
কাছে এলে মোর প্রিয়া -
চুরি করে নিয়ে হিয়া।
আবরণ খোল, আভরণ দিয়ে,
সাজাবো তোমায় বুকে তুলে নিয়ে,
অনেক বসন্ত গেছে গান গেয়ে,
তখন ভাঙেনি ঘুম।
হৃদয় আজিকে উত্তাল
পেয়ে মিষ্টি চুম।
না বলা অনেক কথা,
হৃদয়ে আমার জমা হয়েছিল
পাছে পাও তুমি ব্যথা,
ভুলি তাই সযতনে।
মনের কুসুম, প্রাণের কুসুম
ফুটুক না মিলনে।
আকাশের 'তারা', হয়ে দিশাহারা
মিটি মিটি দেয় আলো।
এ ঘোর রজনী - বল না সজনী,
বেসেছ আমায় ভালো?

আশার মালা

দিনের আলো - কাজেই ভালো,
কাজেই মেতে থাকি।
কাজ ফুরালো - সূর্য্য গেল
দিলে তুমি ফাঁকি।
আবার কখন মনের মতন
আসবে আমার কাজ
কাজের মাঝে হারিয়ে যেতে
নাই তো কোন লাজ।
আঁধার যখন আকাশ ছেয়ে
নামলো আমার ঘরে,
বড়ই একা - সবই ফাঁকা
তুমি সেজেছ কার তরে?
অনেক দূরে পাহাড় চূড়ে,
তোমার ঠিকানা।
হারিয়ে গেছি, পারিয়ে গেছি
পথের নিশানা।
তোমার স্মৃতি মধুর স্মৃতি,
গভীর রাতের সাথী।
তাই নিয়ে মন কাটিয়ে জীবন
আশার মালা গাঁথি।
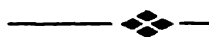
ফুলদানি

তোমার সাজানো ঘরে,
ফুলদানি ছিল ভরা।
সাতরঙে রামধনু —
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেত তনু,
সৌরভ তার ছিল না কখনো,
সম্পদে ঘর ভরা।
খেলা ঘর ছিল শুধু খেলা ঘর,
ছিল না সেখানে মনের বাসর।
আনমনে বাতায়নে,
কত কি যে - কত কথা,
কে দিল তোমায় দখিনে হাওয়ায়,
জীবনের বারতা,
সাজানো ফুলদানি। —
ফুলগুলি এবে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল
হৃদয়ে পরশমনি।
নাই তার সম্পদ।
সৌরভে শুধু ভরে দিতে পারে,
তোমার জীবন রথ।
জীবন - যৌবন,
রাণী থেকে মহারাণী।
কে তোমারে জাগালো এখন,
সেকি তব ফুলদানি।
তারে যদি ভাল লাগে
দুফোঁটা চোখের জলে,
ফেলে দিও খেলা ছলে।
নিশুথী রাতের মাঝে,
বুকে যদি ব্যথা লাগে।
দিও ফেলে ফুলদানি।
তোমার সুখের রাতে।

❖

প্রতীক্ষা

পৃথিবী ঘুরছে তার আপন গতিতে।
ঘোরার মাঝেও তবু, ঘটছে অঘটন।
হচ্ছে বিনিময় লক্ষ প্রাণের,
আপন - আপন - মতের খোরাক পেতে,
কে কাহার গলায় ছুরি কখন বসাবে।

* * *

কোপত কোপতী দুটি কখন জেগেছে,
কখন ভোরের বেলায়, বাতায়ন খুলে,
তাদের গানের সুর, সবার প্রাণে।

* * *

আজ নিরালয় - প্রাণের খেলায়,
বড়ই একাকী - দিয়ে গেছে ফাঁকি,
দীর্ঘ সময় বসে - শুধুই প্রতীক্ষা —
ভোরের কুসুম কলি কখন ফুট্‌বে।

——❖——

পদচিহ্ন

জীবন সমুদ্রে তরী —
সব ঘাটে নেয় ভরি,
রেখে যায় শুধু পদ চিহ্ন।
তারি মাঝে মাঝে,
হৃদয়ে বিরাজে,
দু-একটি কুসুম কলি।
তাদের কি কখন ভুলি।।

——❖——

মাটি

মাটিতে জন্ম মোদের,
মাটিতেই যাই মিশে।
মাটির এই ভালবাসায়,
পৃথিবীতে দ্বন্দ্ব কিসে।
কলসীর সৃষ্টি হল,
মাটিরই নূতন রূপ।
কলসী ভাঙলে পরে
মাটিতেই অন্ধ কূপ।
ফুলে ফলে ভর্ত্তি গাছে
মাটির মায়ের গন্ধ আছে,
রূপের বাহার - গন্ধে তাহার
মাটির ছেলে পায় তো কাছে।
অন্তরে ভালবাসা —
সেও তো মাটির দান।
তারি রসে পুষ্ট হয়ে,
তোমার আমার নাড়ীর টান।
মায়ের বুকে দুগ্ধ আসে
নারীর হৃদে প্রেম,
মাটির মাতো চামর বুলায়,
স্পর্শে - সুশীতল হেম।
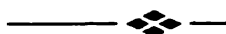
রূপের মাঝে অরূপ যিনি

নাম না জানা এক পাখী,
নীল আকাশের গায়,
ভোরের সুখ 'তারায়'
আপন মনে যায় সে গেয়ে,
ভালবাসি সবার চেয়ে,
মাটির মানুষ, প্রাণের মানুষ
আপন আঙিনায়।
আমরা কখন ভুলে গেছি,
রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি।
রূপের মাঝে অরূপ যিনি,
তারে আমরা নাই বা চিনি,
ভোগের মাঝে মত্ত সবাই
জলসা ঘরে বিকি কিনি।
ভোরের বেলা, ঘুমের খেলা,
ভাঙলো যখন শেষে,
সবার পানে সবাই তাকায়,
আছে সে কোন্ বেশে।
মাটির ছেলের প্রাণের খেলা,
হারিয়ে গেছে সকাল বেলা,
অচিন পাখী এই অবেলা,
গাইছে উদাস গান!
উড়ছি দেখ নীল আকাশে,
সবাই এসে ভালবেসে,
প্রাণের টানে, প্রাণ আকাশে
আসবে মধুর ঢেউ। —
সবার মাঝে সব হারাবে
থাকবে না পিছে কেউ।

হীরে

কোটি কোটি মানুষের ভীড়ে,
দু-একটা খুঁজে পাবে হীরে,
জনস্রোত উচ্ছাস - বিষাইছে নিশ্বাস,
মানুষে মানুষে হারাইছে বিশ্বাস।
থরে থরে কচি প্রাণ শুধু জমানো
নীলাকাশ গাঢ় রঙে শুধু সাজানো,
নীল শাড়ী সবুজ পাড় - গলায় মুক্তার হার
সকাল সন্ধ্যায় সাজো প্রকৃতি তুমি কার।
বিশ্ব বিধাতার জমানো সম্পদ,
হয়নি তো চুরি থামেনি জীবন রথ।
হারিয়ে মানুষ প্রাণ, জীবনে শুধুই টান,
মরেও বেঁচে থাকা নয়তো প্রভুর দান।
চোখ খোল - দোর খোল - হৃদয়ে ঝড় তোল,
আপন আঙিনায় প্রভু - তুমি তারে কেন ভোল।
এ বাতাস, এ - আলো, ঝরণার কলকল
নানা সাজে - নানা রঙে প্রকৃতি টলমল।
ছড়ানো রয়েছে হীরে - তাঁর সংসার ঘিরে
যিশু - রাম - চৈতন্য বাঁধে তরী ভব তীরে।
ছুঁইতে পরশমনি - উঠে এস নায়ে ধনি
এখুনি ছাড়িয়া যাবে - সময় তো নাহি পাবে,
লক্ষ হীরা হৃদয়ে তোমার, তুমি তো
আসল খনি।

ভালবাসা

অনেক দেখেছি, অনেক বুঝেছি,
তবু তো হয়নি বুঝা,
তোমার আঙিনায় ফুটেছে যে ফুল,
তায় হবে কি তোমার পূজা?
পাঁকেতে জন্ম পঙ্কঁজ সে যে,
মায়ের চরণ তলে।
তুমিতো গেঁথেছ মনের মালায়,
লোকে কত কি যে কথা বলে।
মীরাবাঈ আসে হয়ে রাজরাণী,
কৃষ্ণ প্রেম তারে দিল হাতছানি।
শুভ - অশুভের সংঘাত খানি,
সূর্য্য উঠার মত।
আজও মীরাবাঈ, বেঁচে আছে তবু
হোক না প্রলয় যত।
অহল্যা হল পাষাণ বেদী,
পূজায় ছিল কি ত্রুটি?
ভালবাসা তার মর্ত্তে নামালো
রামের চরণ দুটি।
কুন্তীর প্রাণ করে আনচান
কর্ণ বিদায় বেলায়।
ভালবাসা তারে কর্ণ শিয়রে,
মায়ের চামর বুলায়।
লঙ্কাব রাজা মত্ত হস্তী,
কুসুম দলিল পায়।
রাম শিরমনী - সীতার সে মণি
লঙ্কা ডুবিল হায়।
যুগে যুগে প্রেম সবারে কাঁদায়,
সবারে ভাসায় জলে।
তবু ভালবাসা শান্তির নীড়
হৃদয়ের কথা বলে।

অখণ্ড ভালবাসা

খন্ড খন্ড মেঘে হয় না বৃষ্টি,
খন্ড খন্ড ভালবাসায় বাঁচে না সৃষ্টি।
এক ঝলক হাসি, অন্তরে বাজায় বাঁশি,
আলোর বিচ্ছুরণ নয় তো খন্ড রাশি।
এক বিন্দু জল, সে তো বিন্দু নয়,
তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের প্রাণে কথা কয়।
অখন্ড ভালবাসা - অখন্ড আলোর মত,
সমগ্র মানব কুল হয় উদ্ভাসিত।
বাদল মেঘে বাদল হাওয়ায়,
বৃষ্টি নামে শীতল ধারায়,
অনন্ত প্রেম আকাশ তারায়,
প্রেমের বাঁশি মন যে ভরায়।

কখন কি জানি কি হয়

এই তো সে দিন এসে —
তোমাদের ভালবেসে,
গড়েছি নূতন স্বর্গ।
ছেড়ে যেতে মায়া লাগে,
শিয়রে সবাই জাগে,
কি করে মিটাই এই পর্ব।
সূর্য্য ঢলে গেছে - দীর্ঘ ছায়া এসে,
চুপি চুপি কথা কয়।
যা কিছু করার আছে,
এখুনি করে ফেল,
কখন কি জানি কি হয়।

প্রিয়া

যা পেয়েছি, ঢের পেয়েছি —
বেশী আশা নয়।
বেশী আশা থাকলে পরে,
মিছে জীবন ক্ষয়।
প্রিয়ার পরশ, প্রিয়ার সোহাগ
প্রাণ দিয়েছে ভরে।
যত দূরে থাকিনা কেন
ভুলবো কেমন করে।
চোখ বুজলে প্রিয়া আসে
প্রিয়া আমার পাশে।
আমার প্রাণে তাকিয়ে প্রিয়া
মিটি মিটি হাসে।
" দুষ্টু তুমি - মিষ্টি তুমি",
প্রাণের দেবতা।
আমি বলি মিছে কথা,
তুমি কবিতা।
বধু বেশে - ভগ্নী বেশে,
মায়ের রূপটি নিয়ে।
জীবন আমার ভরিয়ে দিলে
প্রাণের পরশ দিয়ে।
মুখটি তোল - কোলটি মেলো.
এখন ঘুমাবো।
শেষের দিনে - একটি চুমে,
প্রদীপ নিভাবো।

বিন্দু

নীল আকাশের মাঝে —
ছোট একটি বিন্দু।
তুমি কি ভাবতে পারো —
জগতে সৃষ্টি তাহার সিন্ধু।
সিন্ধু দেখে বিন্দুর কথা ভুলে সবাই যায়,
জগৎ সৃষ্টি তাহার খেলা সন্দেহ কি তায়।
মায়ের কোলে শিশু যেমন,
প্রিয়ার বুকে প্রিয়।
একই টানে বাঁধা আছে - গ্রহ উপগ্রহ,
রাতের আলো - জোৎস্না ভালো,
পূর্ণিমার চাঁদ।
প্রিয়ার কপালে টিপ - ভালবাসার বাঁধ।
সবারে আপন করে, বিন্দু দিয়েছে ভরে,
সে টানে মধুর টানে, নিজ কক্ষে ঘোরে,
সকাল থেকে সন্ধ্যে হয় —
যুঁই চামেলি কথা কয়,
সবার প্রাণে আলোর জোয়ার,
বিন্দু - সে তো বিন্দু নয়।
আকাশ রাণী ঘোমটা টানি,
নিত্য তারে ডাকে।
সোহাগ দিয়ে চুমু দিয়ে
বুকে তারে রাখে।

——❖——

জ্ঞানের প্রদীপ

ঠিক সূর্য্য উঠার মত —
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালি,
হৃদয় মাঝে যত অজ্ঞতা
এক লহমায় ঝড়ের প্রবল বেগে,
জানালা কপাট মনের দুয়ার খুলে,
আলোয় আলোয় ভরিয়ে আমার প্রাণ।
আজ বাতাসে হৃদয়াকাশে —
পাই যে তোমার ঘ্রান।
জ্ঞানের আলো - মনের আলো —
তোমার আদেশ সবই ভালো,
ওই আদেশে প্রাণ জুড়ালো।
এবার বিদায় বেলা।
তোমার শিক্ষায় - তোমার দীক্ষায়,
খেলব জীবন খেলা।
শেষ লগনে - বিদায়ক্ষণে,
দেওয়ার কিছু নাই,
সামনে দাঁড়াও পরাণ ভরে,
প্রণতি জানাই।

———❖———

জীবনের পথ চলা

ফিরে তো যাব একদিন।
তবু দুদিনের তরে, বিশ্ব সংসারে,
মধুর আলাপন অন্তরে অন্তরে।
কত ফুল কত ভুল,
অলি হয় মশগুল।
যে যার আপন নীড়ে,
খুঁজে পায় আসল হীরে।
তবু তারা ক্ষণেকে ক্ষণেকে
জিজ্ঞাসে জনেকে জনেকে।
আমার আপন জন—
লুকায়ে রেখেছে ধন।
মিছে খুঁজা - করি পূজা,
পাই তার আলিঙ্গন।
জীবনের পথচলা —
সব-ই তার ছলা কলা,
বুঝেও বুঝিতে নারি,
কি করে তোমায় ছাড়ি।
মধু বিষ মিলে মিশে-
পান করি নির্বিশেষে-
হরষে বিষাদে ঢাকা
মধুময় এ পৃথিবী,
তুমিতো নয় তো একা।
সবারে আপন করে-
দাও না হৃদয় ভরে।
তারপর ভালবেসে-
চলে যাও হেসে হেসে
কিছু স্মৃতি ক্ষণিকের —
সব কিছু ফেলে আসা।

দেওয়া নেওয়া

সেদিন বাসর শয্যা। —
চঞ্চল মনে অধীর আগ্রহে,
শুনছিলাম তোমার পদধ্বনি।
চঞ্চলা চপলা নদীর মত —
সাগরের টানে মোহনায় তুমি লীন।
পরণে লাল পাড় শাড়ী।
মুখে অফুরন্ত আনন্দ।
হৃদয়ে যৌবনের প্লাবন।
সেদিন বুঝেছিনু —
হৃদয়ের টানে - আরেক হৃদয়ের
আগমন বার্ত্তা।
পবিত্র ভালবাসা, নিস্কাম ভালবাসা,
মানুষকে উত্তরণ করে অমরাবতীতে।
তুমিও করেছ তাই।
উঝাড় করে দিয়েছ প্রতিটি মুহূর্ত্ত।
আছড়ে পড়েছ —
আমার প্রশস্ত বক্ষের মাঝে,
ঢেউ যেমন লীন হয় সমুদ্র সৈকতে।
মহাকালের বুকে চিহ্ন থাকে না কিছু,
তবুও মাতা বসুমতী ধরে রাখে,
ছোট ছোট গুল্মগুচ্ছে।
তুমি আমি হব একদিন শেষ,
তবুও বেঁচে থাকার ফুলশয্যায়,
তোমার ঠোঁটের আলতু চুম্বন,
দৃষ্টির শুভ বিনিময়,
হৃদপিন্ডের জল তরঙ্গের শব্দ,
চাঁদমুখে মিষ্টি আহ্বান,
দূরে কেন - কাছে এস প্রিয়।
আকাশে বাতাসে অনাদি অনন্তকালে,

এ-বারতা চলে প্রাণ হতে প্রাণে।
দেওয়া নেওয়া শেষে,
যেমন মিশিছে নদী সাগরের বুকে,
তুমিও স্মৃতি হয়ে - স্থান করে নিলে
আমার হৃদয় পিঞ্জরে ঢুকে।

আশা হাসায় - আশা কাঁদায়

আশায় জীবন লাগে ভালো,
আশাতে দিন কাটে ভালো,
আশায় আমার মন জুড়ালো।
আশায় বেশী ভালবেসে —
আশা আমায় পথে বসালো।
আশায় জগত - আশায় বাসা,
আশার গানে বাজায় প্রাণে
পুরাণো স্মৃতি ফেলে আসা।
আশা হাসায় - আশা কাঁদায়,
আশা জীবন তরী ভাসায় —
মাঝে মাঝে আশার তরী —
জীবন দেয় সোনায় ভরি।
বেশী আশায় মজিলে মন
শূন্য জীবন - এই ত্রিভুবন।

রাসলীলা

জীবনের সাথে জীবনের যোগ,
প্রেম রসে ডুবে হয়না বিয়োগ।
রাসলীলা মাঝে ষোড়শ গোপিনী —
একা কৃষ্ণ সেথা মাঝে তটিনী।
কলকল - ছলছল প্রেম হয় উচ্ছল,
কৃষ্ণ আগমনে হৃদয়ে জ্বলে আলো,
শারদ পূর্ণিমা রাতি রাধা জ্বেলেছে বাতি,
সহস্র গোপিনী সাথে কৃষ্ণ কাটাল রাতি,
যমুনার কুলে - ঘর গেছে ভুলে,
গোপিনী সহ রাধা উঠিবে কি কূলে।
নাই নাই-নাই প্রয়োজন নাই।
অন্তরে যার কৃষ্ণ, কি হবে তার ঠাঁই।
ভজরে কৃষ্ণ নাম - দেহ তো তাঁরি দান
দীন নাথ কৃপাময় তাহাতে থাকে না কাম,
প্রেম প্রেম খেলা - খেলিছে দুবেলা,
কৃষ্ণ বিরহে রাধা বড়ই একেলা,
জ্ঞানী - গুণী যোগী পৃথিবীর ভোগী
না বুঝে রাসলীলা শুধুই হয়েছে ত্যাগী।
ব্রজের গোপিনী সব - পেয়ে কৃষ্ণ কলরব,
জগত ভুলিয়া যায় - জীবনে কৃষ্ণই সব।

প্রথম চলা

বাইশে মাঘের শুভ সকালে,
প্রথম চলা মায়ের কোলে,
তুমি এখন বেরিয়ে এলে,
চড়াই উতরাই পথে।
কন্টক পথ- ফুল ছড়ানো —
চলার পথে মন হারাণো,
সংসার মাঝে উড়িয়ে কেতন,
চড়বে বিজয় রথে।
যাত্রা শুরু - বার্ত্তা শুরু,
বেছে নিও সঠিক গুরু,
চলার মাঝে পথের পাশে,
তাকিয়ে শুধু নীল আকাশে,
বেঁধে সবায় ভালবেসে,
মনটি গড়ে নিও।
আপন জনের ছায়ায় বসে,
বিশ্ব মাঝে কাজের শেষে,
প্রাণের ছোঁয়া দিও,
সবায় আপন করে নিও।

কোকিলের ডাক

হায়রে কোকিল ডাকলি কেন,
বইছে হিমেল হাওয়া,
তোর মিছেই গান গাওয়া।
ভোর সকালে জাগলি কেন
এখনো অনেক বাকি,
সূর্য্য দেয় না ফাঁকি।
তোর বিরহে আমিও মরি,
খুঁজি আপন জনে,
ফাগুন আসে আগুন নিয়ে,
তারে পাব কতক্ষণে,
মিষ্টি সুরে ডাকরে কোকিল,
যদি প্রিয় আসে,
অভিমানে আমার প্রিয়,
আসে না আমার কাছে।

তোমার পথের পানে

তুমি পথ দিয়ে যাও যখন,
বদ্ধ ঘরের জানালা খুলে,
হৃদয় আমার নাও যে তুলে,
নীল আকাশে তোমার সাথে,
পাখনা দিলাম মেলে।
তোমার যাওয়া - তোমার চাওয়া,
এতেই আমার অনেক পাওয়া,
সৌরভে মন মাতিয়ে দিয়ে
মাড়িয়ে আমায় গেলে।
এতেই যদি শান্তি আসে,
আসুক তোমার মনে।
না হয় আমি হারিয়ে যাব;
তোমার ছায়ার সনে।

শুধুই আমার

শয়নে স্বপনে, নিশী জাগরণে,
তুমি আমার সাথী জীবনে মরণে।
দেখা হয়েছিল গোধূলী লগনে।
নয়নে নয়নে প্রাণ বিনিময়ে,
এক-ই তারে বাঁধা, আমরা দুজনে।
যৌবন টানে - হৃদয়ের বানে,
জীবন তরণী ছুটে এখানে ওখানে।
কখনো উদবেল, কখনো উচ্ছল,
কখনো শঙ্কা - তরণী টলমল,
হাতে হাত - ধরে হাত,
চলেছি তো সারা রাত
ক্লান্তি আসে না মনে।
পাশে আছ তুমি মোর,
এখুনি হবে যে ভোর।
নূতন ঊষার আলো,
সবারে বাসিবে ভালো।
আমিও মিলিত হব, তোমার সনে,
নয়নে নয়ন রেখে,
লাজে তুমি মুখ ঢেকে,
আমারে শুধাও বারবার।
জগৎ চলিয়া যাক,
গোলাপ ফুটিয়া থাক,
জীবনে মরণে তুমি —
শুধুই আমার।

প্রভুর দান

হারিয়ে যাওয়া - পারিয়ে যাওয়া
লক্ষ জনে ছাড়িয়ে যাওয়া,
তাহার মাঝে তোমায় পাওয়া,
এ-তো প্রভুর দান।
হৃদয় মাঝে - নানা সাজে,
দিনে রাতে সকল কাজে,
নয়ন মনি সোনার মনি।
গাইছে তোমার গান।
মিষ্টি হাসি - দুষ্টু হাসি
ধরায় তুমি বাজাও বাঁশি।
বাঁশীর ঐ মধুর তানে,
বিশ্বজুড়ে সবার গানে,
উঠুক ঐক্যতান।
হারিয়ে আবার কুড়িয়ে পাওয়া,
তোমার দেওয়া - তোমার নেওয়া,
প্রতিদিনে ভোরের বেলা,
তোমার সাথে সবার খেলা,
বইছে আলোর বান।

পাতার খেলা

যেদিকে যখন বাতাস বহে,
পাতার নৃত্য সেই দিকে,
ডালে ডালে হাসছে তারা,
যুগে যুগে যায় টিকে।
চৈত্র শেষে ঝরে পড়ে,
বৈশাখে কিশলয়।
ধরায় এসে ধরার সাথে,
সবার পরিচয়।
ছয়টি ঋতু - আমরা ভীতু,
বেঁচে থাকার সংগ্রাম,
গাছের পাতা কচি পাতা,
সোহাগ দিয়ে জীবন গাঁথা,
মেঘলা দিনে ঝড়ের রাতে
কোলাকুলি সবার সাথে,
আনন্দের ফল্গুধারা বইছে অবিরাম।
তোমরা মানুষ নেই কোন হুশ,
আত্ম সুখে থাক দিলখুস।
তোমার পাশে আরো মানুষ,
তারা তোমার ভাই।
এই সত্য ভুলে সবাই,
হয়ে গেছি মস্ত কসাই।
দেখছে মানুষ পাতার খেলা,
করছে তবু অবহেলা।
ওদের ঘরে সুখের মেলা,
আসবে না কোনদিন।
ঝরে যাবে - পড়ে যাবে,
ভবের খেলা সাঙ্গ হবে,
তবু থাকবে ওদের ঋণ।

-❖-

নীল আকাশ

উড়ন্ত পাখীর চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত, —
নীল আকাশ তার লাগে না ভালো।
বকেদের সারি উড়িতে পারে না,
নীড়ে বসে থাকা এই ভালো।
কবে যে কখন, ডানা দুটি তার
মুক্তার মালা - গলে চন্দ্রহার,
সব-ই তো মেকি, মেকি সভ্যতা।
সেজে নবরূপা, হোক না কুরূপা।
তাই তো নীল আকাশ,
শুধু হা - হুতাশ,
কখন কি করে উড়ে।
প্রিয় বাসা - সে যে তার সোনার খাঁচা,
ভুলে গেছে পাখী, ডালে বসে থাকা,
দখিনে হাওয়ায়, পাতার ছায়ায়,
প্রাণের স্পন্দন - শুনিবে যে জন।
শিকলে বাঁধা যে তার, রাঙা শ্রীচরণ,
পাখী তুই ফিরে আয় —
নীল আকাশ গান গায়,
সোহাগের বেড়ী দিবে,
নীড়ে দিবে দখিনে হাওয়া,
প্রাণ তোর ভোরে দিবে,
প্রভাতে মধুর গান গাওয়া।

মান-অভিমানের খেলা

মান অভিমানের খেলা, —
খেল না বেশীদিন,
জীবন ক্ষয়ে ক্ষয়ে,
এক দিন হবে তো বিলীন,
অভিযোগ - অনুযোগ,
জীবনে যোগ বিয়োগ
সব তো বাঁচার তরে।
এপারে - ওপারে, জীবন তরণী পরে,
প্রেম - প্রীতি - ভালবাসা,
দেওয়া - নেওয়া চলে আসা,
ঝর্ণায় তনু ভাসা,
এই তো জীবন।
মেনে নাও, নিতে হবে,
জীবনে স্থিতি পাবে।
নতুবা চোখের জলে,
হৃদয় যে কথা বলে,
ছেলে খেলা, বেলে খেলা,
সমাজের অবহেলা,
তোমার জীবন বেলা,
হবে মরুভূমি।

—❖—

নারীর মন

নারীর মন পেয়েছে যে জন,
সে জন পেয়েছে অমূল্য রতন।
কি যে মধুময়, মধু মুখে ঝরে,
সদাই হাসি খুশী প্রাণ দেয় ভরে।
লাজে মরে যায় লজ্জাবতী,
বুকে তারে রাখি শরম ঢাকি।
সে আমার প্রিয়া, প্রিয় তার আমি
কত ভালবাসি জানে অন্তযামী।
পরশে আমার জেগে উঠে সে,
তোমার চুম্বনে জাগে, বল দেখি কে?

—❖—

দুচোখ দিয়ে দেখা

দুচোখ দিয়ে, বিশ্ব নিয়ে, অনেক ভাব্‌ছি ভাই,
এই ভাবনার খেই পাবনা, মিছে জীবনটাই।
দেখছি যত ভাবছি তত, ফুলের বাহার শত শত,
পরাগ মিলন, মনের মিলন, থাকলে পরে ভালই হত।
হায়রে পরী, খুঁজেই মরি মনের ঠিকানা,
তোমরা সবাই পাতলে কেন কাঁটার বিছানা।
ফুলগুলো সব ঝরে যাবে,
মনের মানুষ কোথায় পাবে।
বিষ দিয়ে মন বিষিয়ে দিলে,
সুস্বাদু ফল কোথায় মিলে।
সবার মনে, সবার ধনে,
কাটছে পোকা আপন মনে,
এই কথাটি বিশ্বজনে, বলার মানুষ নাই।
দুচোখ দিয়ে দেখার পরে,
বেদনায় মন যায় যে ভরে।
সোহাগ দিয়ে শাসন দিয়ে,
প্রীতির মালা পরিয়ে দিয়ে,
সঠিক মানুষ, মাটির মানুষ,
সৌরভে যার ভর্ত্তি ফানুস।
পারি যদি গড়তে মানুষ, তবেই শান্তি পাই,
নইলে - মিছে দেখা, মিছে ভাবা, মিছে জীবনটাই।
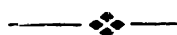
নারী

নারী নহে শুধু ভোগের বস্তু,
নারী প্রেরণাদায়ী, রঙের বাহারী,
এক হাতে সুধা - অন্য হাতে ক্ষুধা,
নারী মাতা স্বরূপিনী, —
নারী জায়া - ভগ্নী - মিতা
নারী পুরুষ হৃদয়ে চিতা,
কামনা বহ্নি, সুরভিত মন,
দুই রূপে নারী রাখে ত্রিভুবন।
নারী স্বর্গের পারিজাত।
কখনো বা নারী হয়ে উলঙ্গ,
মহাকাল বুকে দিয়েছে সঙ্গ।
নারীর পূজাতে কি আনন্দ
বুঝেছেন রামকৃষ্ণ।
নারী সৃষ্টির আদি।
নারী অনাদি অনন্ত,
নারী বাঁধে ঘর,
নারী উত্তাল - উদ্দাম্।
সাগরের ঢেউ ভেঙ্গে পড়ে তীরে,
মোহিনী রূপে নারী জনতার ভিড়ে।
সোহাগের বেড়ী পুরুষের পায়ে,
নানা সাজে নারী সৃষ্টির দায়ে।
যুগে যুগে নারী সবার আপন জন,
নারী হয় অমূল্য রতন।

-❖-

আমার স্বর্গ

বেশ তো আছি ভালো,
এই নিয়ে থাকব্।
আমার স্বর্গ, আমি নিজ হাতে গড়ব।
বৃহৎ বট বৃক্ষ শত শত ডাল।
মাঝে মাঝে কাল বৈশাখী
হরে নেয় কাল।
সময়ের ব্যবধানে, সুখ দুঃখের মাঝখানে,
তবু তো বসন্ত আসে, ফাল্গুনে ফাল্গুনে।
আমার আত্মজ যারা,
তাদের শরীরে আমার রক্ত ধারা,
প্রকৃতি এমন হয়ে সর্বহারা
সে রক্তে দিয়েছে টান।
বাহুতে নাই আর বল,
ভেঙ্গে গেছে মনোবল,
যতই থাক না হৃদয়ের টান।
তা বলে কি সুখ নাই,
শান্তি নাই মনে,
মিছে কথা —
আমি তো জানি, আমার আপন জন।
আছে আমার সনে,
ভাঙুক না ডালগুলি, আসুক না ঝড়,
আমার শান্তির নীড় চির অক্ষয়।

সে কি তুমি

ঈশানে পুঞ্জিভুত মেঘ।
এখুনি আসবে কি ঝড়?
ধরিত্রী সাজায়ে বাসর —
কার তরে আছে ঃ
সে কি তুমি?
অবিন্যস্ত পৃথিবী চুম্বনে চুম্বনে,
মেঘের গর্জনে হয়নি তো ভীত।
আগাম বারতা পেয়ে,
লাজ কুল মান,ভেঙ্গে খান খান,
প্রিয় সখা তারে জানায় আহ্বান।
নূতন সৃষ্টি, আনবে বৃষ্টি।
গাছে গাছে ফুল, পাখীর কুজন,
যেখানে যেমন, —
পূর্ণতায় ভরে যায় সবাকার মন।
সে কি তোমার আগমন।

চুরি

দেহ চুরি, মন চুরি, —
পেনের ডগায় টাকা চুরি।
সুস্থ মনে - সবার সনে,
চুরির খেলা ভুরি ভুরি।
নন্দদুলাল কৃষ্ণ রাজা
চোরের দালাল পায়নি সাজা।
ননী চুরি - মন চুরি,
গোপীদের বস্ত্র চুরি
ভক্তের হৃদয় চুরি —
কৃষ্ণের নাইকো জুড়ি।
চোরের শাস্তি দেওয়ার তরে,
বিধান আছে ঘরে ঘরে।
তবু কেন প্রিয়ার তরে,
হৃদয় চুরি বাসর ঘরে।
চোরের সাজা - দিচ্ছে রাজা,
দিচ্ছে ফাঁসি - নয়তো শুল।
মনচোরা মন চুরি করে,
ভবের ঘরে পায়নি কূল।
ঠাকুর তোমার একি বিচার,
তুমি একটি মস্ত চোর।
আমরা চুরি করলে পরে,
বন্ধ কেন তোমার দোর!

দুটি পাখী

তখন দুটি পাখী দু ডালে বসে ডাকি,
প্রাণের কাছাকাছি এল দুজনে,
ভাবেনি তারা কেউ - হৃদয়ে আসে ঢেউ,
ডুবছে দুজনে, ঢেউ এর মাঝখানে।
ফিরে না গৃহপানে দুজনে তারা কেউ।
হৃদয় ভরে গেছে মনতো রেঙে গেছে,
আকাশ ছেয়ে গেছে পাখীর ভিড়ে।
সোনার খাচাতে মনতো ভরে না,
ওখানে থাকনা ভরা, অজস্র চিড়ে,
কখন কি জানি, হল কানাকানি,
হৃদয়ে হৃদয়ে রাখী বন্ধন।
আকাশ নেমে আসা, সবারে ভালবাসা,
ফেরাতে পারে না তারে, নীড়ের ক্রন্দন।

মহাজন

এখানে থামাও খেয়া —
আছে কিছু কেনাকাটা,
জীবন তরণী ছুটে বন্দরে বন্দরে।
পসরা সাজায়ে ধনি,
ডাকে মহাজন।
কি নিবে এখানে এস সঠিক মূল্য।
জীবনে দিইনি ফাঁকি, সেবার ব্রতে।
মূল্য পাইনি কিছু, শুধু দিয়ে গেছি।
* * * *
অনেক অনেক কেনার, সাধ আছে মনে।
তোমার পসরা যে গো, শুধুই শূন্য,
তবু তুমি ডাকো কেন, - 'এস মহাজন'।
কি দিবে আমায় বল, কি আছে তোমার,
তখন চোখের জলে পরাণ ভাসালে,
অমূল্য রতন দিয়ে, আমায় মাতালে।
চেয়ে দেখি - তুমি একি, অনেক সম্পদ।
যাহা আছে - তোমার কাছে অত মূল্য নাই।
কি দামে তোমায় কিনি, ভেবে মরে যাই,
শুধালে আমায় তুমি, সজল নয়নে,
যাহা আছে তোমার ধন - দিও আমার প্রাণে।
তাজা প্রাণ - ফাঁকা প্রাণে - পূর্ণ তোমার ধনে
তাই বসে আছি।
আমারে করুণা কর —
তোমার খেয়ায় ভর।
তারপর যেথা খুশি যেও মহাজন।
আমার জীবনে তুমি অমূল্য রতন।

-❖-

এক

এক ফাল্গুনে অনেক বসন্ত,
যুঁই-চামেলি-গোলাপ, ছোট ছোট কুঁড়ি।
কখন যে ভরে গেছে ডালে ডালে অলি,
পায়নি টের বুঝি মন হল চুরি।
জীবন তো বয়ে যায়, ধরে রাখা তারে দায়,
ফোটা ফুল ঝরে যায়, মধু স্মৃতি রেখে যায়।
কালের কপোল তলে - ফুলমালা দিয়ে গলে,
নূতনের কোলাহলে সুখের বাসর।
প্রতিটি ফাল্গুনে বসন্ত ডেকে আনে,
সৃষ্টির অমোঘ টানে জেগে উঠে প্রিয়া।
গাছের প্রতিটি ডালে - ফুলেরা খেলাছলে,
যুগে যুগে ফুটে উঠে, রচে প্রেমের আসর।
নিত্য কালের এই খেলা, বসন্তের হোলি খেলা,
তোমায় - আমায় রাঙায় সকাল থেকে সন্ধ্যাবেলা।

———❖———

মা - নাই

পাখী তুই আসিস্ কেন,
মা যে আমার নাই,
তুই মিছে, করিস্ খাই খাই।
রোজ সকালে মায়ের কোলে
নিত্য তোর আসা,
মা আমার ফাঁকি দিয়ে,
ভাঙল, সবার বাসা,
পাখী তুই বলতে পারিস্
কোথায় গেল মা।
কোথায় গেলে পাব তারে,
চলবে আমার পা।
পা চালিয়ে - আগ বাড়িয়ে
অনেক খুঁজেছি।
মা যে আমার হারিয়ে গেছে
এখন বুঝেছি।
পাখী তুই আসবি না আর
একা যদি আসিস,
অনেক খাবার দিব তোরে
মাকে আমার আনবি ধরে।
যদি আমায় ভালবাসিস।

তৃষ্ণায় বারি

এত নির্দয় কেন করুণাময়ী পৃথিবী।
তোমার করুণায় শ্যামল প্রান্তর,
দেখে দেখে মাঠ, হাসে অন্তর,
বৃষ্টি বিহনে জ্বলে পুড়ে শেষ,
তোমার করুণা বিনে, সব নিঃশেষ।

চাষীরা কাঁদিছে মাঠে,
ক্রেতারা ফিরিছে হাটে,
শূন্য কলসী বধু নিয়ে কাঁখে
ফিরে আসে ঘাটে ঘাটে।

তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে - জল বিনে মাঠ ফাটে,
মাছেরা আসিছে হাটে জেলের জাবায়,
হয়ে বিকি কিনি প্রাণ দিল শেষে
বধুর বঁঠির থাবায়।
সারি সারি গাছ - করে হাঁক ডাক
পাতা যায় সব ঝরে।
এত নির্দয় সব দেখে তুমি,
দিবে না মাঠ ভরে?
পাখীদের সারি - তৃষ্ণার বারি,
গাভীদের হাম্বা রব।
শশ্মানে আসিছে কাতারে কাতারে
নারী পুরুষের শব।
ওগো করুণাময়ী, বারি নিয়ে এস,
বাঁচাও সবার প্রাণ।
তোমার করুণায় সবার হৃদয়ে,
আসুক আনন্দের বান।

মানুষ

মানুষ !!
তুমি কি হারালে হুঁশ?
সকালে - বিকালে —
প্রতিটি পায়ের তালে,
তুমি নিজের খেয়ালে,
নিজের কবর খুঁড়ো।
প্রকৃতির খেলা- করে অবহেলা,
স্বর্গ গড়িয়া কর ছেলে খেলা।
তোমার স্বর্গ - স্বপ্নের দেশে,
গড়ে উঠেছিল মধুর আবেশে।
ভোরের আকাশে - সূর্য্যের দেশে,
যখন পাখীরা ডাকে।
স্বপ্ন তোমার ভেঙে খান খান,
প্রকৃতির খেলায় আনন্দের বান,
মানুষ সেখানে হয়ে সন্দিহান,
নিজের বড়াই করে,
নিজে নিজে মানুষ, নিজের জয়গানে
অন্য সবারে হরে।
অগ্নুৎপাত - ভূমিকম্প - কিংবা প্রবল ঝড়,
তুমি কি পেরেছ ঠেকাতে তাদের,
দিয়ে পায়ে ভর।
ভুলে গেলে তুমি - তুমিও সম্পদ,
প্রকৃতির ধুলিকনা।
মিছে কেন তুমি একা বাঁচিবারে,
তুলেছ সহস্র ফনা।

কি জানি কখন - কোন মহাজন—
'মানুষ' দিয়েছে নাম।
সেই নামে খ্যাত - পৃথিবী বিখ্যাত,
জগতের শ্রেষ্ঠ জীব।
আজ কেন তবে - হারায়ে হুঁশ,
হয়ে গেছ তুমি ক্লীব।
উঠে এস ভাই - হাতে হাত ধর,
মিছে দ্বন্দ্ব করি।
প্রকৃতির দানে - তাঁর জয়গানে
আমরা হৃদয় ভরি।

ওকে ভালবাসি

'ভাবনা' যদি হয়, মস্তিস্কের সুস্থতার কারণ,
তবে ওকে করো না বারণ।
ওকে ভাবতে দাও।
ভাবনার ফল - কুফল - সুফল।
বাড়ে মনোবল - নয়তো বিফল।
ভাবনায় জীবন টলমল,
ভাবনা আমার প্রিয়ার মল।
ওকে ভালবাসি —
জীবনে মরণে ভাবনার সনে,
গাঁটছড়া বাধা প্রতিটি ক্ষণে।
তবু মনে মনে ভাব্না বিহনে
জীবন মরুভূমি।

ঈর্ষা

ঈর্ষা মানুষের ধর্ম, ঈর্ষায় জগৎ,
পৃথিবী প্রলয় হয়, ঈর্ষার মদত।
পৃথ্বীর সম্রাট কংস মহারাজ,
কৃষ্ণকে ঈর্ষা করে ধ্বংস হল আজ।
দেহের প্রয়োজনে অম্বা ভীষ্ম বরণ,
ঈর্ষায় সমর্পিয়া মন হল তার মরণ।
কুন্তীকে ঈর্ষা করে মাদ্রী সতীন,
নকুল - সহদেব নয়তো পান্ডুর জীন।
পান্ডবে ঈর্ষা করে কৌরব কূল,
সমুলে ধ্বংস হল জীবনটাই ভুল।
দানবীর কর্ণ দানে বিশ্বখ্যাত,
অর্জুনে ঈর্ষা করে সেও হল হত।
প্রহ্লাদে ঈর্ষা করে মরে তার পিতা,
মনে প্রাণে জানে প্রহ্লাদ কৃষ্ণ তার মিতা।
ঈর্ষার অপূর্ব লীলা বিশ্ব সংসারে,
মানুষে - মানুষে ঈর্ষা সুখ নেয় হরে।
রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ঈর্ষা ধ্বংসের কারণ,
শ্যামল পৃথিবীর রূপ করেছে হরণ।
ঈর্ষা অঙ্গের ভূষণ যে জন করেছে,
ঠাঁই নাই পৃথিবীতে - সেজন মরেছে।
ইতিহাস কথা বলে, ঈর্ষা অবহেলে,
নদের চাঁদ নিমাই সবারে নিল কোলে।

সাজাতে চাই

তোমায় সাজাতে চাই —
যেখানে যা পাই।
রেনু রেনু রাম ধনু,
সাত রঙে তব তনু,
খোঁপায় গোলাপের কুঁড়ি,
নয়নে কাজল।
চরণে নুপুর দেব,
মনে দেব ফাগ।
কপালে টীপ দেব,
সিঁথাঁয় সিন্দুর।
গলায় মতির মালা
হাতে কঙ্কন।
তবু তো মানে না মন,
কি জানি কখন,
তোমারে হারাই।
ঠোঁটের কম্পন,
আর নয়নের জল,
জীবনে অনেক রাত
পড়ে অবিরল।
ওখানে ফোটাব হাসি,
হৃদয়ে বাজাব বাঁশি।
তারপর শেষ রাতে,
আমায় ফেলে দিও
নবীন প্রভাতে।

———◆———

ডাকলে পরে

আকাশ ভর্ত্তি মেঘ।
বিশাল জল রাশি,
তাকিয়ে তার পানে,
উলঙ্গ বণরাজী।
মুসল ধারে বৃষ্টি,
প্রেমের বন্যা সৃষ্টি।
সোহাগ ভরা আঁচল দিয়ে,
তৈরি করে কৃষ্টি,
পেটের ক্ষুধা, মনের ক্ষুধা,
বৃষ্টি আনে পরম সুধা।
দোষ কি বল ভিজিয়ে দিল
সবার বেনারসী।
ডাকলে পরে - সোহাগ ভরে,
আসবে কোলে তোমার ঘরে,
সবার হৃদয় ভরিয়ে দিতে,
মর্ত্তে আসে শশী।

চন্দ্রিমা

পূর্ণিমা রাতে প্রকৃতির সাথে
চাঁদের মিলন স্বর্গ।
যুগে যুগে মানুষ রূপ রস নিয়ে,
গড়েছে নূতন পর্ব।

ছোটদের কবিতা

এক এক দুই,
জলে থাকে রুই।
দুই দুই চার,
হবে না ঘরের বার।
তিন তিন ছয়,
মিছে কথা কয়।
চার চার আট,
মুখে শুধু বাত।
পাঁচ পাঁচ দশ,
সবারে কর বশ।
ছয় ছয় বার,
কাজে নাহি ডর।
সাত সাত চৌদ্দ,
দাদু লিখে পদ্য।
আট আট ষোল,
দুখী জনে তোল।
নয় নয় আঠার,
পুকুরে কাট সাঁতার।
দশ দশ কুড়ি,
মেয়েদের বলে বুড়ি।

সে কি আমি

কারে দিলে মন, করেছ আপন।
সে কি আমি?
মনের গহ্বনে - প্রেমের বাঁধনে,
কারে বাঁধ তুমি।
সে কি আমি?
একলা যখন - খুলি বাতায়ন,
তাকাও পথের পানে।
সে কি আমার টানে?
কুন্তল খুলে - সব কথা ভুলে,
চকিত হরিণীর মত।
তোমায় করেছে কে হত?
পথে যেতে যেতে - সৌরভে মেতে,
নয়ন কারে খুঁজে।
সে কি আমি?
পুকুরের ঘাটে - নীল শাড়ী ছেড়ে,
জল শাড়ী যখন পর,
তুমি কারে আলিঙ্গন কর।
সে কি আমি?
রাতের বাসরে - ফুলের আসরে,
তুমি মালা গাঁথ কার তরে।
সে কি আমি?

—❖——

অনাবৃষ্টি

সবুজের পাড় হল ছারখার,
প্রকৃতি নির্দয়।
ধুলা বালি উড়ে - মন যায় পুড়ে,
সবারে গ্রাসিছে ভয়।
খাল বিল সব ফেটে চৌচির,
মাছ রাঙা কাঁদে ডালে।
শূন্য কলসী, লয়ে কাঁখে - কাঁখে,
বধুরা ফিরিছে হালে।
ব্যাঙেদের দল নাহি কোলাহল,
পেয়ে মৃত্যুর পরোয়ানা।
ফুলেদের মধু না পেয়ে অলিরা
নাড়িতে পারে না ডানা।
পুড়ে গেছে পাতা রৌদ্রের ছাতা,
প্রকৃতি নিয়েছে হরে।
ক্লান্ত পথিক শ্রান্ত দেহে -
স্থান খুঁজে দোরে দোরে।
মরীচিকা ভ্রমে জলের সন্ধানে,
রাখাল ছুটিছে মাঠে।
বকেদের সারি করেছে আড়ি,
তারাও পুকুর ঘাটে।
নাই - নাই - নাই হাটে লোক নাই,
পথগুলি সব ফাঁকা।
যদি না পায় জল - সব টলমল,
বন্ধ হৃদয় চাকা।

অন্বেষণ

তোমায় ছুঁয়ে এলাম।
তোমার ঘুম ভাঙিয়ে এলাম,
পাতাল পুরী ঘুমের দেশে,
ফাগুন আসে কোন আকাশে,
হৃদয় আকাশ ধুলায় মেশে,
তোমায় তুমি নাই।
সেদিন প্রভাতে - দখিনে বাতাসে,
তোমার বারতা এসে, —
দিয়ে গেল পাখী।
তারে ডাকি। বলনা পাখী,
কে আমায় দিয়েছে ফাঁকি?
মনের জানালা খুলে,
তোমার এলো চুলের,
গন্ধ যখন পেলাম।
পাখী তখন অনেক দূরে,
নদী - সাগর - পাহাড় চূড়ে,
মনটি আমার এল ফিরে,
রিক্ত হৃদয় আকাশ জুড়ে —
শুধুই অন্বেষণ।
চড়াই - উতরাই পথে,
এলাম যখন তোমার পাশে,
তখন তুমি রামধনু পাড়,
গলায় ছিল মুক্তার হার,
হস্ত তোমার কঙ্কনে ভার।
কোটিদেশ নগ্ন ছিল,
দুষ্টু অলি গোলাপ পেল।
মধু পানে বিভোর হয়ে,
বুকে তোমার আলতু ছুয়ে,
ডাকছে শতেক বার,
জীয়ন কাঠি - মরন কাঠি,

পাশেই ছিল পরিপাটী।
পাতাল পুরীর রাজা,
দেয়নি তাদের সাজা,
পাতাল রাজা বলল তাদের
বাজনা তোরা বাজা।
রাত্রি গভীর হলে
সবাই গেল চলে।
এলাম তোমার মনের কোনে,
জীয়ন কাঠির হাতের টানে-
তোমায় দিলাম ছুয়ে।
তুমি উঠলে গান গেয়ে।
আঠের বসন্ত জাগে,
আমার রাঙানো ফাগে।
এক নিমেশে দেওয়া - নেওয়ায়
উঠলো তুফান তোমার ছোঁয়ায়।
হাতটি ধরে বললে তুমি,
আমায় নিয়ে চল।
দস্যু আমায় ঘুম পাড়িয়ে,
মনের আগুন দেয় নিভিয়ে,
মরণ কাঠি দেয় ছুঁইয়ে,
এমনি কাটে কাল।
দিচ্ছি কথা - মনের ব্যথা,
হৃদয়ে নিব তুলে,
যাব না তোমায় ভুলে।
তোমার তরে রচি বাসর,
তোমায় নিয়ে প্রাণের আসর।
জোৎস্না লোকে তোমার সাথে।
মিলন আমার দিনে রাতে,
ঘুম ভাঙিয়ে এই বারতা,
তোমায় দিয়ে গেলাম,
তোমায় ছুঁয়ে এলাম।

আসতে যদি পার

আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি,
শুভ্র মেঘের আনাগোনা,
মাঝে মাছে বৃষ্টি এসে
আমার প্রাণে দিচ্ছে হানা।
আরব থেকে উড়ে আসা,
মরুভূমির ভালবাসা।
আফ্রিকার জঙ্গলে-
হিংস্র পশুর কোন্দলে,
সবুজ গাছের সবুজ টিয়া,
ময়না পাখীর অবুঝ হিয়া,
সবার ছবি রেখেছি কবি,
তাকাও আমার প্রাণে।
আসতে যদি পার, আমার ডানায় চড়,
তোমায় আমি ঘুম পাড়াবো,
পরীর দেশের গানে।

পাই যেন

তোমার চরণে নিবেদিত আমি,
আমায় করুনা কর।
তোমার আশ্রয়ে স্থান দিও মোরে.
আমার হাতটি ধর।
পূজা উপাচার জানি না কিছুই,
তোমারেই শুধু জানি।
জীবনে মরণে সমরাঙ্গণে,
তোমারেই শুধু মানি।
কাম-ক্রোধ-লোভ তমশায় ভরা,
আমার পঙ্কিল দেহ।
তুমি বিনা মাগো রক্ষা করিতে,
পারিবে না আর কেহ।
যা কিছু কাজ - তোমারি কাজ,
এই ভেবে যেন করি।
ভব সংসারে পাঠায়েছ মোরে,
বহিতে তোমার তরী।
শয়নে-স্বপনে-নিশি জাগরণে,
তুমি করুনাময়ী মা।
শেষের দিনে তোমার মন্দিরে,
পাই যেন তব পা।

গন্ডী

লক্ষণ দিয়েছিল গন্ডী,
সীতার তরে।
লঙ্কারাজ - ত্যাজি লাজ,
ধারণ করে ছদ্মবেশ
সীতারে হরণ - নিজের মরণ,
বরণ করি হল শেষ।
দাঁড়াল থমকি - গন্ডী পাশে আসি।
ধর্মে বেসাতি করে,
থেকে গন্ডীর পারে —
ভিক্ষা ত্যাজি - সন্ন্যাসী আজি,
কাটাবে অনাহারে।
সীতার অন্তরে —
প্রতিধ্বনি বারে বারে,
সন্ন্যাসী ফিরে যায়,
গন্ডীর ওপারে।
তখন বোঝেনি সীতা,
গন্ডী পরম গীতা।
পঠনে - শ্রবনে - প্রতি জনে জনে,
জীবনে শান্তির বারি, অমৃত সিঞ্চনে।
হাতে লয়ে ভিক্ষা পাত্র,
ডিঙাইলে গন্ডীগাত্র,
তারপরে অহরাত্র শুধুই ক্রন্দন।

মানুষের মঙ্গল তরে,
গন্ডী আছে প্রতি ঘরে।
যেমন শিশুর তরে,
গন্ডী মায়ের অন্তরে।

শিক্ষার আলোর গন্ডী, দিয়েছে ভালো,
জ্ঞানের প্রদীপ খানি গুরু গৃহে জ্বালো।
সুস্থ সমাজ বাঁচে, অসংখ্য গন্ডীর খাঁচে।
যুগে যুগে ইতিহাস
গন্ডী ভেঙে সর্বনাশ,
আমরা খেলেছি তাস
করে দিব বাজি মাত।
গন্ডীতো সমাজের বাঁশ,
প্রয়োজন নাই।
ভবঘুরে তাই - সংসার নাই,
বোঝে না গন্ডীর মর্ম্ম।
পরাজিত সৈনিক —
বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে,
দেহে থাকে যদি লৌহ বর্ম।
তোমার আমার জীবন —
চাহে সুস্থ মরণ।
ছদ্মবেশী রাবন আছে
প্রত্যেকের কাছে কাছে।
লক্ষণের গন্ডীর পাশে,
থামাও জীবন রথ।
নতুবা মরণ কালে,
পড়িয়া চেড়ীর দলে,
হায় রাম - হায় রাম বলে,
পাবে না খুঁজে পথ।

চিঠি

তোমার চিঠি পেয়েছি আমি,
ভোর সকালে।
আমার উঠার আগেই —
তোমার সানাই বাজে।
রাগ - রাগিনী বুঝি না কিছুই
তবু হৃদয় জাগে।
তোমার যারা পিওন,
চিঠি বিলি রোজ নামতা
আছে তো সব নিয়ম,
আমি পিওন হতে চাই,
তোমার চিঠি দ্বারে দ্বারে,
প্রিয় - প্রিয়া আড়ে - আড়ে,
আমার তরে জানালা খুলে
মারবে উঁকি ঝুঁকি।
তাদের খবর, মনের খবর,
রাখো তুমি অনেক খবর।
ছয়টি ঋতু রঙিন খামে,
আসে চিঠি যে যার ধামে।
আমার চিঠি আমার নামে,
আমার ঠিকানায়।
ভোর সকালে উঠে দেখি,
আমার বিছানায়।
হেমন্তের হিমেল হাওয়ায়
আমার চিঠি মিইয়ে যাওয়া
তাইতো আমার পিওন হওয়া
আমার গরজেই।
তোমার চিঠি করি বিলি,
অতি সহজেই।
শীত - বর্ষা - গ্রীষ্ম ঋতু,
কোন কালেই নয়তো ভীতু,
আমায় তুমি দেখে নিও -
ভোর সকালে। —
তোমার চিঠি পড়িয়ে আমায়,
আমায় মজালে।

অপচয়

মনের আলো যদি জ্বালতে পার,
পথের আলোর মাঝে তুমি বেমানান —
আলোর অপচয়ে নিঃস্ব হবে দেশ,
জ্ঞানের আলোয় যদি, না আঁকি আলপনা।
হয়ত ভাবছ তুমি গাঢ় অন্ধকার,
কি করে চলব পথ - অশুভ সংকেত,
আলোর ঝলসানি মাঝে - কালোর বেসাতি,
পথের আলোয় কি তা হতে পারে শেষ।
মন যদি শুভ হয় পবিত্র নির্ম্মল,
পথের আলো দিয়ে বাড়বে না বল,
জ্ঞানের আলো যদি হয় সম্বল,
মিছে অপচয় কেন, গরমে কম্বল।

উন্মেষ

নিজেকে নিঃশেষ করে,
আমায় দিয়েছ ভরে,
যেমন করে ধূপ হয় শেষ।
গন্ধে মাতোয়ারা - হরিণী সর্বহারা,
তবুতো মৃগনাভী হয়নি নিঃশেষ।
বসন্তে ডালে ডালে —
নাচে ফুল তালে তালে,
তারপরে ঝরে যায়,
নিঃশেষ হয়ে যায়,
কচি ফলে রেখে যায়
প্রাণের উন্মেষ।

বৃষ্টি এল

আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামে —
শীতল হল পৃথ্বী।
আমার প্রাণে তোমার ছোঁয়া
গড়বে নূতন সৃষ্টি।
প্রবল বেগে ঝড়ের দাপট
মাথা নোয়ায় তরু।
আমার প্রাণে তোমার হাসি
সিক্ত হল মরু।
ডাকছে ভেক মাঠের মাঝে
সাথীর পরশ খোঁজে
বর্ষা রাতে তোমার পরশ
দাও না চোখটি বুজে।
জোনাকিরা জ্বালছে আলো,
গাছের ফাঁকে ফাঁকে
সন্ধ্যা নামে তোমার ধামে,
শৃগাল নদীর বাঁকে।
বৃষ্টি রাণী ঘোমটা টানি
সাগর পানে ধায়।
প্রদীপ জ্বেলে পাঠিয়ে দিলে
মিষ্টি হাসি তায়।
মাঝে মাঝে আকাশ চিরে
আলোর শিখা আসে।
পৃথ্বী শীতল- আমিও শীতল
তোমায় ভালবেসে।

বলে ঘড়ি

সময় তো বহে চলে,
তুমি তারে অবহেলে,
কাটাও খেলাছলে
জীবন তরী।
বোঝনা কেন তুমি,
প্রেম আকাশ চুমি,
জ্বালায়ে দীপ প্রাণে,
পুলকিত তার গানে,
শুনিলেও শুনিতে পার
জীবন দিয়েছে ভরি।
দুপাড়ে বাঁধা নদি
সাগর ডাকে।
পেছনে ফেরে না নদী
সময় ঢাকে।
টিক্ - টিক্ ঘড়ি ঠিক,
সময় নয়তো বেঠিক,
ভোর হয়-রাত আসে,
জীবন সেখানে ভাসে,
সময়ের খেয়াখানি,
দেয় সবে হাতছানি
তোমার জীবনখানি —
ভাসাও তাতে।
টিক্ টিক্ - বলে ঘড়ি,
উঠে এস তাড়াতাড়ি,
নতুবা হারাবে সব,
গভীর রাতে।

একদিন

তুমি কি মনের ভাষা বোঝনা।
তুমি কি প্রাণের কথা শোন না।
তুমি তো বলেছিলে, জনতার কলাহলে,
আমাদের প্রাণের সুর যাবে না বিফলে।
বাগানে ফুল তুলি, মাথাটি দুলি দুলি।
পায়ের নপুর খুলি, অতি সন্তর্পনে,
আমার কাছে এসে, চোখ দুটি দিতে ঢেকে,
বলতে বাঁশির সুরে - বল দেখি কে?
আমার প্রাণের মাঝে - যার ছবি সদা জাগে,
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে ঘ্রাণ, মেতে উঠে যার প্রাণ,
কোমল হাতের ছোঁয়ায় - ঘুম ভাঙে ভোরে,
তুমি তো হিয়ার হিয়া, তুমি আমার সে।
এখন অনেক দুরে হারিয়ে গেছ,
অন্যের সাথে, মন দিয়েছ।
ফেলে আসা দিনগুলি,
একে একে সব ভুলি,
নিয়েছ নূতন তুলি, ভোর সকালে।
তোমার কথাগুলি - আমার মনের কলি।
একে একে রূপ নেয়, গানে ও কথায়।
আমার চোখের ভাষা, মনের গোপন কথা,
দিন দিন লিখে যাই - জীবন পাতায়।
নয় এ কবিতা - জীবন ছবিটা,
একদিন তুমি দেখবে।
তখন হারিয়ে গেছি - জীবন পেরিয়ে গেছি,
তখন কি তোমার তরী ঠেকবে?

-❖-

যেও না চলে

শোন না - বলি আমি,
যেও না চলে।
জীবনে চলার পথে-
কথা না বলে।
এখানে ফোটে না ফুল,
রাশি-রাশি শুধু ভুল।
সুখে - দুখে ভরা আছে,
পূর্ণিমায় জোছনা যাচে।
ঘটনা প্রবাহে-মরুর তাপদাহে -
তোমার সুশীতল কোলে,
আমার হৃদয় দোলে।
তখনো ডাকেনি পাখী -
আমি যে তোমারে ডাকি।
যাত্রা শুরুর আগে —
রাঙিয়ে দিয়েছ ফাগে।

হোক না দূরের পথ,
আমার জীবন রথ,
সোনার হরিণ লুকোবে কোথায় —
হাতে ধনুর্বান, - তোমার স্মৃতি,
এই তো জীবন - মধুময় গীতি,
বেদনা - বিচ্ছেদ, আসে মাঝে মাঝে।
করুণ রাগিনী হৃদয়ে বাজে,
তবুও জীবন স্বপ্নময়।
গভীর রজনী যখন সাজে !
সাত পাকে বাঁধা বাসর রজনী,
ছেড়ে যেতে তুমি, পার না সজনী,
সহস্র ফুলে গাঁথা - জীবন মালা,
যদিও প্রয়োজনে - বৃন্দাবন ধামে,
ক্ষণিকের তরে গিয়েছিল কালা।

-❖-

রূপান্তর

এক সাথে এতদিন —
কাটায়ে জীবন, বিশ্ব ভুবন
কেন এত উদাসীন।
সূর্য্যের পাশে - গ্রহতারা আসে,
নিত্য নৈমিত্তিক খেলা।
তাহাদের গতি-যুগে যুগে যতি
হারায়নি তো এই বেলা।
জন্ম যখন - মৃত্যু পিছে,
জেনেছ অনেক পরে।
তাই উদাসীন - স্বপ্ন বিহীন
থাক না আপন ঘরে।
মৃত্যু তোমার-মৃত্যু তো নয়,
নূতন রূপান্তর।
সকলের তরে সকলে আমরা
ফুটুক অন্তর।

———❖———

সূর্য্য

সূর্য্যের একবিন্দু কনা —
হৃদয় ভরিয়ে দেয়,
মন জুড়িয়ে দেয়,
কারও তরে তুলে নাই ফনা।
সতেজ বলিষ্ঠ চারা —
সূর্য্য বিনে সর্বহারা,
প্রাণে জোয়ার আনে—
তপ্ত রৌদ্র বানে।
সমুদ্রের জল শোষনে,
মেঘের মেলা।
শ্যামল প্রান্তরে,
আষাঢ় রজনীতে-
বৃষ্টির খেলা।
তোমার চুম্বনে
প্রকৃতি উনমনে,
নদী ফুলে উঠে,
মন দুলে উঠে,
মাঝিরা পাল তুলে,
ভাসায় ভেলা।
তোমার করুণায়,
ঝরনা গান গায়,
তৃষ্ণার্তের দুঃখ ভুলায়।
প্রতিদিন ভোরে,
সকলের দোরে,
তোমার স্নেহের পরশ
চামর বুলায়।
নমঃ নমঃ নমঃ
হৃদয়ে তুমি মম,
শক্তির উৎস ভুমি।
তোমার গান গাই —
তুমি বিনে গতি নাই,
তোমার কিরণ থাক্
আকাশ চুমি।

নয় ভুল

যখন যেখানে ফোটে ফুল,
সেখানে সে দেয় মধু,
সে নয় তার ভুল।
অলির দলেরা এসে,
ফুলেদের ভালবেসে,
প্রকৃতির রূপরসে,
হয় মশগুল।
সেও নয় ভুল।
প্রকৃতি নিয়মে বাঁধা,
না জেনে গোলক ধাঁধা
ফুল ফোটে - ফল ধরে,
গ্রাম্য বধুর ঘরে,
হাসির মেলা।
তারপর একদিন —
সব রং হয় বিলীন,
শূণ্যতায় ভরে যায়,
বালুকা বেলা।
তখনও ফুল ফোটে
নবীনেরা নেয় লুটে।
সৌরভে - গৌরবে সে তো গরবিনী।
সে শুধু দিয়ে যায় -
ভালবাসা নিয়ে যায়,
অনাদি অনন্তকাল আমরা ঋণী।

-❖-

খেলার শেষে

খেলার শেষে - ভেলায় ভেসে
ঘরের প্রাঙ্গনে।
সেখানে প্রভু - ভোলেনি কভু,
মলয় চন্দনে।
পরায়ে মালা তোমারে বালা
তোমার বাসর ঘরে।
কর্ম্মের মাঝে- ধর্ম্মের সাঁঝে
থাক যদি তার তরে।
যাবে না বিফলে তার ছোঁয়া পেলে,
স্বর্গ তোমার দ্বারে।
সঁপে দিয়ে মন তাহার চরণ
বন্দিও বারে বারে।
মানিক রতন করিও যতন,
ভব হাটে তব, হবে না পতন।
সংসার মাঝে মনের মতন
খেলার সঙ্গী পাবে।
দিনের শেষে সূর্য্য এসে
তোমার সাথে যাবে।

অনুভূতি

অনুভূতি রসে,
মন যদি বসে,
সুস্বাদু ফল স্বর্গ হতে খসে।
প্রেম তো কাঁদায়,
জন হিতে ধায়
ত্যজিয়া সংসার নিজেরে ভাসায়।

* * *

ডুবিয়া কৃষ্ণ নামে —
হরিদাস নাই ধামে,
সহস্র বেত্রাঘাতে রক্তাক্ত তনু।
নিশীথে ‘লক্ষহীরা’,
চেয়েছিল দিতে পীড়া,
পাপিয়সী দিশাহারা-বন্দিল চরন।
ঠাঁই দাও প্রভু মোরে,
মরিব তোমার দোরে।
কাঁদিল প্রভুর হিয়া,
তুলসী নাম দিয়া,
নিজ বক্ষে করিল বরণ।

* * *

ইতিহাস ঘটনা বহে —
অনুভূতি কথা কহে,
সমাজের যত বেত —
নিমাই এর মাথা হেট,
সহস্র ক্ষতের চিহ্ন পিঠের পরে।
ছাড়িয়া শচীমাতা —
বিলাইতে প্রেম-গাঁথা,
লক্ষীপ্রিয়ার ব্যথা কে নিল হরে?

* * *

গঙ্গা বক্ষে তরী —
দাঁড়টানে নিজে হরি,
বিনাদোষে মার খেয়ে, তার ঠাঁই নাই।
তীরেতে রামকৃষ্ণ —
ধ্যানে ছিলেন নিমগ্ন,
বালকের চড় -
পিঠের উপর।
অনুভূতি রসে পুড়ে হল ছাই।

* * *

মায়ের কোলে শিশু,
অনুভূতিতে যীশু।
ব্যকুলিত প্রাণ সব-ই টান টান।
বদ্ধ ভূমিতে ডাকাত —
যীশুর সাক্ষাত,
তারেও সাথে নিল অনুভূতির বান।

* * *

কলিঙ্গ যুদ্ধে —
বধ করে বুদ্ধে,
দেখিয়া রক্ত স্রোত,
অশোকেব কণ্ঠ রোধ,
অনুভূতির পবিত্র লীলা,
অশোকের রাজ ভিলা,
স্বর্গ নামিয়া আসে,
প্রাসাদের চার পাশে,
শান্তির খেলা - অনুভুতির মেলা
সেথায় রাজাধিরাজ 'অশোক হৃদয়'
স্বর্গে বুদ্ধ - হয়নি ক্রুদ্ধ।
অসি ছেড়ে বাঁশি হাতে,
সবাকার মন সাথে,
তখন গাঁথিল মালা হৃদয়ে-হৃদয়।

* * *

পিতার শ্রাদ্ধ করি —
অনুভুতি মন ভরি,
ঝড় রাতে হ'ল ঘরের বাহির।
নদী বক্ষে প্রবল বান —
রয়েছে প্রিয়ার টান,
শব দেহে ভর করে,
ছিল সে কাষ্ঠ পরে,
প্রিয়ার বাসরে এসে প্রেমের জাহির।
বিস্ময়ে হতবাক —
এখানে কাটাবে রাত ?
ষোল আনার - এক আনা।
কৃষ্ণ ভক্তি খাঁটি সোনা।
জীবনে এই অনুভব —
তুলে যদি কলরব,
পাইলে পাইতে পার গোপাল সন্ধান।
তাকায়ে প্রিয়ার পানে —
অনুভব শিহরণে
'বিল্ব মঙ্গল' নামে জগৎ খ্যাত।

* * *

কি প্রবল ঝড় - অনুভবে ঘরপর-
পৃথিবী সুখের আসর-স্বর্গ অঙ্গনে।
অনুভব রসে - মন যদি বসে —
স্বর্গের পারিজাত সবার প্রাঙ্গনে।

পথিক হয়ে যাই

পথের ধারে বসে,
শুধু পথিক দেখি।
নানান রঙের সাজে,
যে যার আপন কাজে,
যায় সে চলে-কথা না বলে।
চলে যায় কেউ দ্রুত,
কেউ বা ধীর পায়ে।
হাসিকান্না - পথের খেলা,
গাঁয়ের শিশু হাঁটছে মেলা,
পদ চিহ্ন তাদের বেলা —
ছোট, কিন্তু দৃঢ়।
জগৎ মাঝে - সবার কাজে,
পদ চিহ্ন ভীড়ের মাঝে,
কিছু হারায় - কিছু দাঁড়ায়।
দেখি আমি আকাশ তারায়।
পথিক হাঁটে - সময় হাঁটে
দেখে দেখে রাত্রি কাটে,
কখন আমি সবার সাথে
পথিক হয়ে যাই।

দেহ যাদের পুঁজি

যাদের যেমন উচিৎ ছিল হওয়া,
তারা তেমন হলনা কেন জানো।
কাদের তরে এমন হয়ে সাজা,
তুমি কি তাদের মনে প্রাণে মানো।
নিজের দেহ পরিপাটি —
পোষাক দিয়ে ঢাকা,
ফুলের পাপড়ী ছিঁড়ে ছিঁড়ে
ঘুরায় মনের চাকা।
হয়ত বোকা - নয়ত চালাক
দেহ যাদের পূঁজি —
নিজেও নাচে - পরকে নাচায়,
মনের মানুষ খুঁজি।
ঘষলে পরে-কাঁচের ফানুষ,
চক চকে হয় ভালো।
রূপের তাপে, ঠান্ডা পাণি
যখন নামে আকাশ ভাঙি,
তখন তাদের দেহখানি,
দেখতে ভীষণ কালো।
তবুও তারা নিজেরে ঢেকে
অপরে করে উলঙ্গ।
নিজের চোখে নিজেই ধরা
সে চায় শুধু কুসঙ্গ।
হায়রে বোকা- ঘুরবে চাকা
তৈরী কর নীড়।
পথের মাঝে কারে খুঁজো
এখানে নগ্ন ভীড়।

হোক না ভীষণ

মধুর আবেশে- চৈত্র শেষে,
তোমায় যখন খুঁজি।
শুকনো পাতা উড়ায়ে দিয়ে,
শূণ্য তোমার পুঁজি।
মেঘ গর্জনে - বাতাসের সনে,
তোমার দাপাদাপি।
আমি নিরালায়- ভয়ে মরে যাই,
তোমারে কোথায় রাখি।
কোমল কঠোর- কর্মে বিভোর,
নূতন সৃষ্টি লাগি,
প্রতি বরসের চৈত্র শেষে,
থাকতো তুমি জাগি।
গাছ ভরে যায় নব কিশলয়ে,
তোমার বারতা পেয়ে,
আমি শুধু জাগি - প্রভাতের লাগি,
তব মুখপানে চেয়ে।
এস তুমি প্রভু - হোকনা ভীষণ,
তোমারে চিনেছি আমি,
জীবন মরণে - সর্বক্ষণে
তুমিই আমার স্বামী।
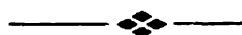
কত কি যে ভাবি

১

কত কি যে ভাবি,
ভাবনাই পাজি,
ভাবনা নামায় গর্ত্তে।
সুচিন্তিত ভাবনা,
পবিত্র কামনা,
সৌরভ ছড়ায় মর্ত্তে।

২

ভালবাসি যারে —
ছেড়ে দিতে তারে,
সায় দেয় মন,
হাসি মুখে।
দেহ অপরূপ —
শুধু চায় সুখ,
তাই তো থাকে সে দুখে।

৩

মানুষ মরে না ভাই,
জীন হতে - জীনে,
নিয়েছে তারে কিনে।
এ-কেনার ক্ষয়ক্ষতি নাই,
বুঝলে মানুষ ভাই।

ঐক্যতান

মানুষের কথা লিখতে গিয়ে,
মানুষ খুঁজে চলি।
বিশ্ব জুড়ে যুদ্ধ আজিকে
মানুষ হয়েছে বলি।
সবার ধারনা - সবাই সভ্য
অসভ্যেরা বনে।
নিজেরা কখন রাতের আঁধারে
উলঙ্গ মনে মনে।
নীলাকাশ আজি কলঙ্কিত
ধর্ষিত ধরণী।
যুদ্ধ বিমান- দাগিছে কামান,
ডুবে গেছে তরণী।
বোঝে না মানুষ হারায়ে হুঁশ
সৃষ্টি কর্ত্তা তারাই।
এ্যাটমিক বোমা থরে থরে জমা
নিজেরা নিজেকে হারাই।
বুঝিবে তখন শিবের মতন
বর পেয়ে ভস্মাসুর,
বিষ্ণুর কোলে সেও গেল চলে,
গর্বে নিহত অসুর।
সাতরঙে মন চাই বৃন্দাবন
নর ও নারীর মনে।
নূতন ঊষার - আলোয় আকাশ
পূজীব দেবতা গনে,
যে মানুষ খুঁজি - তারাও আসিবে
গাহিবে প্রেম গান।
সবার পরশে - মনের হরষে
উঠুক ঐক্যতান।
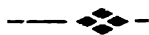
মা ও ছেলে

ছোট পায়ে - ছোট চলা,
ভাঙ্গা - ভাঙ্গা কথা বলা,
সবার হৃদয়ে দেয় দোলা।
কত আশা- কত ভাষা,
বুক ভরা ভালবাসা,
মায়ের অনেক আশা,
পিতার চাওয়া।
নৃত্যের তালে তালে,
ধরা পড়ে খেলা ছলে,
সন্তান মায়ের কোলে,
বাড়ে নিতি নিতি।
সবারে আনন্দ দানে,
সুপুরুষ মধ্যাহ্নে।
চড়াই-উতরাই পথে,
উড়ে যাবে বিজয় রথে।
তারপর একদিন রাতে,
মায়েরে শুধাবে।
চেয়ে দেখ মা-মনি,
এনেছি সোনার খনি,
দাওনা ঢেকে।
আনন্দে বিস্ময়ে,
সযতনে কোলে লয়ে,
বসালো রতনে।
যে ছিল তার শিশু,
আজ সে জগৎ যীশু,
ধরে না কোলে।
নয়নে নয়ন রাখি,
হারালো সকল স্মৃতি,
মা আজ - ছেলের মেয়ে।

-❖-

পুতুল

খেলা ঘরে খেলতে যখন -
পুতুল তোমার প্রজা।
তাদের দুখে - তাদের সুখে,
থাকতে তুমি মুখটি বুজে,
কেমন ভাবে কোথায় কারে,
রাখলে কেমন হয়।
এই নিয়ে দিন কাটিয়ে দিতে,
সুখের জোয়ার তোমার চিতে,
তারপরে এক গভীর রাতে —
নিজেই পুতুল হলে।
খেলা ঘরের পুতুল যারা,
গেলেই তাদের ভুলে।
হৃদয় কুসুম- মনের কুসুম,
ফোটে যখন- রাত্রি নিঝুম,
সৌরভে বন - মণের মতন,
রঙিন ডানা- অলির কনা,
কেন যে সব দেয় না হানা,
জীবনের সব শুভ পাওনা,
শুধুই শূন্য রয়।
কালো ভ্রমর - মণের ভ্রমর,
হুল ফুটিয়ে - দেয় লুটিয়ে,
সবুজ - সবুজ - চারা অবুঝ,
মনের খবব, প্রাণের খবর।
খুঁড়ছে তারা শুধুই কবর
পুতুল রাণী হারিয়ে যাওয়া,
থাকে না আর কোন খবর।
দেহের তখন সব আভরণ,
নিল ভ্রমর কেড়ে —
পথের ধারে রইল পড়ে,
নিজের গন্ধে নিজেই হেরে।
নীল আকাশে 'তারা'র পাশে,
খুঁজছো যখন ঠাঁই।

দেখে তোমায় মলিন বেশে,
হৃদয়ে আমার ক্লান্তি আসে,
তোমাতে তুমি নাই।
ভোর সকালে - তাই অকালে,
তোমায় নিয়ে যাব চলে,
আমার তুমি সাথী
আসল পুতুল- নকল পুতুল,
খেলা ঘরের দিয়ে মাশুল
এই পৃথিবীর সব কিছু ভুল,
রাখব না আর টানি।

কি যে ব্যথা

কীর্তির মাঝে তুমি,
নিজেরে হারাও।
তোমার কীর্তি তুমি
নিজেই মাড়াও।
গয়াসুর পাতি বুক
তোমার চরণ।
আজও ধরিয়া আছে,
হয়নি মরণ।
নবরূপে ফুলস্তূপে,
বন্দি বিষ্ণু - গয়াবুকে
ভক্তের অমোঘ ডাকে
নিজেরে হারাও।
দু নয়নে অশ্রু ঝরে
কি যে ব্যথা তার তরে,
হিয়ার মাঝেতে হিয়া
হিয়াতে হারাও।

মরণ-কালে

আমার মরণ কালে,
রাখিও সোনার থালে,
মনের কুসুমগুলি,
একটি একটি তুলি,
সযতনে পরিয়ে দিও,
বাতাস দিও পালে।
নৌকো হেলে দুলে—
ছাড়বে যখন কূলে,
সাগর পানে ছুটবে যখন,
যেও আমায় ভুলে।
এসেছে যারা - আসবে যারা,
তাদের ডাকে দিও সাড়া,
মরণ কালে তারা তোমায়
দেবে নৌকায় তুলে।
তাদের - তুমিও যাবে ভুলে।
এই নিয়মে বাঁধা-ধরায়,
আমরা সবাই আছি কারায়।
যাহার যখন ছুটি হবে,
যাবে সে তো ফিরে।
মৃত্যুকালে কেঁদো না তুমি
আমার পাশটি ঘিরে।

(প্রণতীর স্বপ্ন শোনার পর।)

ভোগের প্রাচীর

তোমায় - সবাই ভোগ করে।
থাক তুমি চুপ করে।
দৃষ্টি রাখ সবার পরে।
ভোগের নানা প্রকার ভেদে,
তাদের তুমি ধরছো ছেঁদে।
কেউবা রাজা - কেউবা উজীর,
কেউ বা হচ্ছে পথের ফকির।
টক্ ঝাল মিষ্টি মধুর,
পেতে ভাল সোহাগ বধুর।
'সুরা' চিনে দস্যু যারা
তাদের তরে আছে কারা।
খোদ্ বিষ্ণু মোহিনীরূপে,
সুধা বিলায় চুপে চুপে,
ভোগে বিনাশ - ত্যাগে শান্তি
ভোগ দিয়েছ, দিয়েছ ক্লান্তি।
তবুও মানুষ ভোগের তরে,
ক্ষুধার জ্বালায় ঘরে ঘরে,
ঘুরছে তারা দিশা হারা
ভোগেই মানুষ সর্বহারা।
ধরিত্রী তুমি রূপের খনি,
আছে তোমার অনেক মনি।
আছে যার সহস্র ফনী,
সেই তো পায় তোমার মনি।
ধড়া সাপের বাচ্চা যারা,
গর্ত্তে খুঁজে খাদ্য তারা,
ভোগের বস্তু সুধা - বিষ,
আসছে ঢেউ অহর্নিশ,
যে যেমন ব্যক্তি আছে,
বিষ - সুধা তাহার কাছে।
ভোগের প্রাচীর ডিঙায় যারা
মহাজন বিশ্বে তারা।

প্রকৃতি নিয়মে বাঁধা

মানুষের যত ব্যথা —
নয়তো দেবতার সৃষ্টি।
এক প্রজাপতি- বসে বহু ফুলে,
প্রকৃতি নিয়মে ফল,
ফুল নাহি ভুলে।
সমাজ মঙ্গল তরে,
মানুষের খরে ঘরে,
নানা বিধি - নানা উপাচারে,
একে অন্যে বেঁধে রাখে।
নিজের আপন করে।
মন তো সবার তরে,
এ- মন কি বাঁধা পড়ে,
সমাজের কারাগারে ?
ভালোবেসে উড়ে যায়,
কারো মন পুড়ে যায়,
দেয়া মন - নেয়া মন,
রচে হেথায় বৃন্দাবন।
কারো কারো দুষ্টু মন,
ফুল পাড়ে - ডাল ভাঙ্গে,
তাতে কি মন রাঙে।
ভালবাস সব নাও,
মধু হাসি দিয়ে যাও।
নতুবা ব্যথার পাহাড়,
কুরে খায় ছারখার,
ফুল দেখে শিখে নাও,
প্রকৃতির সমান হও।

সৌরভে দেয় ভরে,
ফুল তো নিজের তরে,
রাখে না কিছু।
প্রকৃতি নিয়মে বাঁধা,
সব কিছু আছে সাধা
মানুষ চায় শুধু - নিজের সৃষ্টি,
ব্যথার পাহাড়ে তাই,
নষ্ট হয় কৃষ্টি।

———❖———

মন রাঙে

মন দিয়ে মন, মন যদি পায়,
সে মন ফুলের মতন।
হরষে বিষাদে ঘাত প্রতিঘাতে,
নেবে সে তোমার যতন।
মন অপরূপ - বাহারী ফুলের স্তূপ,
গন্ধ বিলানো কাজ।
যে জন যে রূপ - গন্ধে সে রূপ
অনেকে হারায় লাজ।
নকল সোনা আসল হয়,
আগুনে সোহাগা দিলে,
মনের মতন, মন সে পায়
সোহাগ রসে ডুবিলে।
মনের ছোঁয়ায় মন যে জাগে
মন রাঙে - মনের ফাগে।
মিলন বাসর মধুর হল,
দুটি মনের গভীর লাজে।

———❖———

নূতনেরে করি আহ্বান

ছেড়ে যাওয়ার বেদনায়,
মন যদি ভরাক্রান্ত হয়।
তুমি তারে দিও না প্রশ্রয়।
নূতনেরে করি আহ্বান।
ঘুচাবে সব ব্যবধান।
তার পরে ভোর রাতে,
দিও তুমি তার হাতে,
তোমার গচ্ছিত ধন।
ঝরে যাওয়া - পড়ে যাওয়া,
চৈত্রতে শেষ হওয়া।
বৈশাখে নব কিশলয়।
ঠিক আগের মতন।
ভোর হয়- রাত আসে
আকাশেতে চাঁদ হাসে।
সবুজ ভেলায় ভেসে,
দখিনে হাওয়া।
নীড়ে পাখি ফিরে আসে
নীলাকাশে তারে ডাকে।
এ-প্রবাহ জমা আছে,
প্রকৃতি মেলায়।
মিছে কেন ভেঙ্গে পড়,
তাহারে স্মরণ কর।
এ- খেলা নিত্য খেলা,
আনন্দে উঠে এস,
উঠে এস এই বেলা।

চোখের জলে

তোমার চোখে জল আছে,
সেই জলে মন ভিজিয়ে দাও।
আমার হৃদয় শুকিয়ে গেছে —
তুমি কি তার খোঁজ নাও।
দিনের আলোয় মানায় ভাল
ফুলের বরণ ডালা,
গভীর রাতে রজনী ফোটে
ফোটে নিজের জ্বালায়।
তেমনি করে কাছে এস
নিজের প্রয়োজনে —
গভীর রাতে দাও কি সাড়া
আমার আয়োজনে।
ঝরে যখন পড়ব আমি —
তোমার বাগান থেকে,
তখন যদি চাও তুমি —
অশ্রু দিয়ে - দিও আমায় ঢেকে।

পথ

খোলা জানালার পাশে —
পথের রঙিন ছবি,
প্রতি নিয়তই ভাসে।
কত কুলবধু চকিত নয়নে।
ঠোঁটে হাসি গজেন্দ্র গমনে,
ছড়ায়ে আতর - হাঁটে দ্রুততর।
গৃহে বুঝি সখা চেয়ে পথ পানে।
ভোর সকালে - আকাশ চালে,
যখন রৌদ্র পড়ে।
পাখীদের সারি - আসে ঘর ছাড়ি,
পথেই খাদ্য ধরে।
মাথায় পসরা যুবক যুবতী,
দ্রুত পায়ে হাঁটে নয়তো হবে ক্ষতি।
সময়ের ব্যবধানে —
কম বেশী বেচে কিনে,
কেউ বা হাসিমুখে - কেউ বা মলিনে,
দুপুরে ফেরার পথে —
সবারে নেয় চিনে।
নানা জাত - নানা সঙ্,
পথে নেমে এক রঙ্।
গৃহের প্রচুর বাধা
সব নারী এক রাধা,
ছুটিছে সবাই তারা এক কৃষ্ণ অন্বেষণে।
ক্ষুধা নিদ্রা ভুলে যাই,
পথ পানে ফিরে তাকাই।
রাতের গভীরে হারাই,
আমার প্রিয়জনে।

অভিসারে চুপি চুপি,
যুবক - যুবতী দুটি
ভয়ে ভয়ে হাঁটে পথে,
খুঁজে নির্ভয় স্থান,
যেখানে মিলিত হবে
দুটি কচি প্রাণ।
চোখে আমার নিদ্রা নামে,
ফিরে যাব নিজ ধামে।
পথের আঁধার ক্রমে,
হয় আরো কালো।
পথের জোনাকি- পথকে দিয়ে ফাঁকি
গাছের পাতায় উঠে—
থাকে তারা ভালো,
রাত যায় - ভোর আসে,
পথ আমায় ভালবাসে।
পথের পরশে আমি —
আবার জাগি।
জগৎ ছুটিয়া চলে,
শিশু জাগে মায়ের কোলে,
আমি একা চেয়ে থাকি —
প্রিয়ার লাগি।
এই পথে কতজন —
ছুটে চলে প্রাণপন।
পায় কি তাদের ধন জীবন বেলায়।
আমারো হারানো নিধি,
ফিরে কি দিবে বিধি,
তারে কি ফিরে পাব পথের ভেলায়।
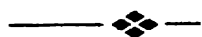
প্রতিদিনের ছবি

প্রতিদিন ভোর সকালে —
— সূর্য্য উঠে আকাশ কোলে,
রামধনু সাত রঙটি মেলে,
নিজে মেতে অন্যে মাতায়।
শিশু যেমন মায়ের কোলে,
নিজে হেসে মাকে হাসায়,

* * *

বাসা ছেড়ে - পাখী উড়ে,
হারিয়ে যায় সবার ভিড়ে,
আশায় আশায় ভালবাসায়,
প্রিয়ার টানে সন্ধ্যা বেলা,
পাখী ফিরে নিজের নীড়ে।

* * *

পড়ে থাকে সোনালী ধান,
মনে আনে আনন্দের বান
সবুজ মাঠে - অবুঝ প্রাণ,
ছুটো-ছুটি, লুটো পুটি
ভরিয়ে দেয় ঐক্যতান।

* * *

দুপুর বেলা লোকের খেলা,
পথ ভরিয়ে ভিড়ের ভেলা,
সাদা কালো রঙের মেলা,
প্রতিদিনের ছবি,

* * *

সন্ধ্যারাণী ঘোমটা টানি,
বাজায় যখন শঙ্খ খানি,
সবার দেহে ক্লান্তি টানি
বিদায় নিল রবি।

মন যাযাবর

মন্ যাযাবর - মনের খবর,
মনই রাখে না।
যেখানে মাটি - সেখানে খাঁটি
ফলে আসল সোনা।
মন বাঁধা পড়ে রূপে- শেষ হয় ধূপে,
মন গন্ধে ভরপুর।
এ-মন আবার - খুঁজে বার বার,
কোথায় বাজে নুপুর।
স্থির নয় মন - যেথায় যেমন,
সেথায় সে রূপ থাকে।
মনের মানুষ মন দিয়ে বাঁধে,
মনকে হৃদয়ে রাখে।
মন পুড়ে যায় মনের ছোঁয়ায়,
একি মনের খেলা।
মন যে হারায় - মনের ভেলায়,
সকাল সন্ধ্যা বেলা।

আসল সত্য

গ্লাস - ঘটি - :
দুধ আছে ভর্ত্তিতে।
সোহাগ পেলে নাচে ধনি,
নিজের মনের ফুর্ত্তিতে।
তুমি বোকা মন, আপন-আপন,
সবায় ভাবো নিজের মতন।
জানো না তুমি দুধের মতন,
তাপে বাড়ে যখন তখন।
তখন তুমি বাড়তি রতন,
পেতেও পার নিলে যতন।
জেনো — আবার ঠান্ডা দুধ,
ঘটির মাঝে থাকে নিশ্চুপ।
আসল সত্য জানার পরে,
ফিরে এস নিজের ঘরে।
নইলে কখন ঘুমের ঘোরে —
প্রাণটি তোমার যাবে উড়ে।

এল বুঝি প্রিয়া

কেন মন হয় উনমন্ —
কেন পথ চেয়ে বসে থাকি।
কেন বকুল, ফুলের মকুল,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।
কেন রাতের রজনীগন্ধা —
সৌরভে মন মাতিয়ে দিয়ে,
কেন এলনা মধু ছন্দা।
খোঁপায় তাহার গোলাপের কুঁড়ি,
কণ্ঠে মতির মালা।
নুপুর তাহার চরণ যুগলে,
মধুর সংগীত বালরে।
ওষ্ঠে তাহার মিষ্টি হাসি,
নয়ন কাহারে খুঁজে।
তার প্রতীক্ষায় বসে দিন কাটে,
তন্দ্রায় চোখ বুজে।
মনের কুসুমে সহস্র মালায়
সাজাবো তাহার বেনী।
এল বুঝি প্রিয়া নাচিয়া নাচিয়া
তার কলতান শুনি।

———❖———

বীজ থেকে বীজ আসে

সব যদি ঠিকঠাক থাকবে —
কি করে ফিরে আবার আসবে।
ফল যদি চিরদিন সবুজ থাকে,
পাকা হয়ে ধরণী কখন সে ঢাকবে।
বর্ষার জলধারা সাগর পারে —
এখানেই শেষ বুঝি পাবে না তারে।
সাগরের নোনা জল শোষণ করে,
সূর্য্য ফিরিয়ে দেয় সবার তরে।
ধূসর পৃথিবী হয় আবার সবুজ
ধ্বংস সৃষ্টির মাঝে আসে নূতন মুখ।
মৃত্যুতে মনে হয় - শেষ হল বুঝি,
হারায়ে মনের মানুষ কোথায় খুঁজি।
বীজ থেকে বীজ আসে, জীন থেকে জীন,
আনন্দে ভরে উঠে আসে শুভ দিন,
যৌবনে যৌবনে আবির ছড়ায়,
শেষ দিন রেখে যায় সন্তান ধরায়।

বাগানে ফুটে ফুল

বাগানে ফুটে ফুল
সৌরভে মস্‌গুল।
ভোরের সকালে —
রূপ দিয়ে রং দিয়ে
মৌমাছি মাতালে।
যার বাগান- তার ফুল,
কেন তবে ফুল আকুল।
মৌমাছি আড়ি পেতে
হারাবে কি সব কূল।
কানে কানে কথা কয়,
যার বাগান সেও রয়,
আয়নের ঘরে রাধা —
সারাক্ষণ কৃষ্ণময়।
বাগানের মালী শুধু
ফোটাতে জানে।
মন দিয়ে মন চিনে,
জগৎ কৃষ্ণ বিনে
হয় না বাসর।
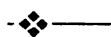
আলিঙ্গনে

আকাশ ভর্ত্তি কালো মেঘ -
ঠান্ডা বাতাস পেলে।
মুসল ধারে বৃষ্টি নামে,
জগৎ ভাসে জলে।
অভিমানের পাহাড় যখন,
বুকে চেপে বসে,
দুচোখ বহে অশ্রু ধারা,
হৃদয় ভর্ত্তি রসে,
জগৎ ভাসে - হৃদয় ভাসে
ভাসে দুটি প্রাণ।
দুটি প্রাণের আলিঙ্গনে,
শান্ত ধরাধাম।

দূরে থেকেও কাছে

সহস্র যোজন দূরে —
একা বেড়াই ঘুরে।
মন তো পড়ে আছে
তোমার অন্তঃ পুরে।
রাত্রি গভীর অন্ধকার,
বাতাস ছিল চুপ।
রাতের 'তারা' প্রদীপ হাতে
জ্বালছে আতর ধূপ।
তোমায় খুঁজে - চোখটি বুজে,
জানালা যখন খুলি —
দমকা হাওয়ায় চুলের গন্ধে।
হৃদয় আমার দুলি।
বুকের কাপড় সরিয়ে দিয়ে,
হৃদয় আমার ভরিয়ে দিয়ে,
রাতটি সুখের হবে।
এঁকলা বসে মনের খাতায়,
লিখছে তোমার প্রাণের ব্যথা,
আস্‌বে তুমি কবে?
আমি আছি যজ্ঞপুরে —
হৃদয় আমার যাচ্ছে পুড়ে,
তোমার সোহাগ - তোমার প্রীতি,
হৃদয় বীনায় বাজায় গীতি।
তোমার পরশ বুকে নিয়ে,
রাত্রি আমার কাটে।
ভোর সকালে দেখি আমি,
খুলে দিয়ে চুলের বেনী
জলকেলি করার তরে -
যাচ্ছ তুমি ঘাটে।

অনেক অনেক, অনেক ছবি
দেখছি বসে আমি কবি
দেহের গন্ধ চলার ছন্দ
আমায় মাতাল করে।
পাখনা যদি পেতাম আমি
নীল আকাশে পাড়ি দিয়ে
কখন আমি পৌঁছে যেতাম
তোমার বাসর ঘরে।

অন্তরের ভালবাসা

ভালবাসা নয় শুধু চোখ বিনিময়,
অন্তরে অন্তরে সে যে কথা কয়।
ভালবাসা ভালবাসা নয় খেলাঘর,
উদ্যানে ফোটা ফুল চাঁদের বাসর।
মন দিয়ে - মন নিয়ে লুকোচুরি খেলা,
জীবন জোয়ারে প্রেম ভাসায় ভেলা।
ভালবাসা দিতে জানে চায়না কিছু,
বিপদে ভালবাসা হটে না পিছু।
সোনায় সোহাগা দিলে আহ্লাদে গলে,
ভালবাসা পেয়ে তরু ভরে ফুলে ফলে

নিত্য দেয় হাতছানি

বসন্তের কচি-কাঁচা পাতা —
জীবন জোয়ারে ভাসমান প্রাণ,
মাঝে মাঝে হয় ম্রিয়মান।
গ্রীষ্ম - বর্ষা - শরৎ - হেমন্ত,
তারপরে আসে শীত —
ভেঙ্গে যায় সব ভীত্
জীবন শূণ্য হয় - হয় মরুভূমি।
আড়ালে বসন্ত হাসে —
মিছে কেন ভয় পাও,
মেঘ কি ঢাকতে পারে —
আকশের এপারে-ওপারে।
সূর্য্যের লীলা খেলা,
শাশ্বত সে সবার অন্তরে।
মাঝে - মাঝে ঝড় বয়,
প্রাণে কিছু ব্যথা রয়,
সে ব্যথা ঘুচিয়া যায়।
বসে থাকি নিরালায়।
ভোরের পাখী এসে—
উঁকি মারে জানালায়।
জীবন মধুময় —
মাঝে মাঝে কিছু ক্ষয়,
শীতের হিমেল হাওয়া
ঝরায় পাতা।
বসন্ত আসিবে জানি
সূর্য্য সবায় টানি —
ভোরের বাসরে রাজা
নিত্য দেয় হাতছানি।

প্রকৃতি-পুরুষ মিশে

দুকুল ভাসায়ে নদী —
যদি কথা বলে।
সে কথা প্রাণের ব্যথা,
দেয় না প্রলেপ।
নদীর পাড় দুটি প্রেমের বাঁধন,
ও বাঁধনে ধরা পড়ে হৃদয় নাচন।
সোহাগে চুম্বনে নদী কুলু কুলু বহে,
উতলা হয় না নদী, তীরেতেই রহে।
দখিনে মলয় বাতাস - প্রাণে তুলে ঢেউ,
সাগরে মিলন নদীর দেখে নাতো কেউ,
জল-জল-জল, শুধু জলরাশি,
প্রকৃতি - পুরুষ মিশে, ধরায় ফুটে হাসি।

—❖—

যুগল মিলন

খরস্রোতা নদী —
আমারে ভাসায় যদি,
সাগর কি কোল দেবে মোরে।
আলু থালু বেশে —
যৌবন রেশে,
প্রিয়া কি ঠাঁই দেবে দোরে।
সাগরের নোনা -
হৃদয়ের সোনা
পাইতে মানব কূল হয় উন্মন্।
অভিসার পরে —
যুগল মিলন,
রাধার প্রেমে কানু, বাঁধা ত্রিভুবন।

—❖—

জীবনের চড়াই-উৎরাই

দুঃখ থেকে যদি কবিতা আসে,
সে কবিতা - আমি আর লিখব না।
যে ফুলের পাপড়ি শুধু খসে যায়,
সে ফুল আমি আর তুলব না।
যে পথে চলতে গেলে—
ক্ষত বিক্ষত হয় চরণ যুগল,
সে পথ আমি আর মাড়াব না।
যে 'মন' ননীর মত গলে যায় শুধু
সে মন নিয়ে লুকোচুরি আর খেলব না।
হাসি কান্নার খেলাঘরে—
প্রিয় - প্রিয়া যদি কেঁদে মরে,
তাদের রূপ কথার গল্প —
আমি আর শুনব না।
সূর্য্য যখন উঠে,
শিশিরের দল - করে ঝলমল,
মধ্যাহ্নে বিলীন হয় —
বাজে না পায়ের মল
সেই তো বাস্তব।
প্রেম শুধু প্রেম নয় —
বাসরে সৌরভ।
কর্মে জোগায় তেজ
সে তো প্রেমীর গৌরব।
ভালবাসা !!
সে তো সূর্য্যের মত,
সকালে বাজায় বাঁশী —

মধ্যাহ্নে দুন্দুভি, —
সায়াহ্নে মাথায় আবির।
কোপত - কোপতী ফিরে
তাদের সুখের নীড়ে।
আমি তাদের মালা গাঁথি
যারা হাসে কাঁদে —
করে প্রেম বিনিময়।
জীবনের চড়াই - উতরাই পথ
হোক তাদের সুখময়।

স্মৃতি শুধু রয়ে যায়

দিন আসে - দিন যায়,
স্মৃতি শুধু রয়ে যায়, -
ঝংকার তোলে হৃদয় বীনায়।
কখনো করুণ, কখনো উল্লাসে,
দুর্যোগে ভালবেসে পথিকে চিনায়।
নদীর দুকুলে নীড় —
সন্ধ্যায় পাখীদের ভীড়।
গানে - গানে, সুরে ও তানে,
আঁধারে ঘুমিয়ে পড়ে শীতল হাওয়া।
মিটি মিটি জ্বলে আলো,
আকাশে তারারা ভালো,
বাসরে জ্বালিয়ে দীপ, বধুর অনেক পাওয়া।

তোমার আমার প্রেম

তোমার আমার প্রেম —
থাক না গোপন,
সারা নিশি দেখি শুধু,
তোমার স্বপন।
এলো চুলে ডানা মেলে
পরীদের দেশে,
তুমি আমি একাকার,
শুধু ভালবেসে।
ফুলের পাপড়ি যখন,
মেলে ধরে পাখা,
অলিদের আনাগোনা
দেয় তারে ঢাকা।
চাইনা - চাইনা - আমি
পাপড়ি খোল,
হৃদয়ের মাঝে তুমি
পাখনা মেলো।
সৌরভে - সৌরভে
হৃদয় মাঝে,
তোমার পায়ের নপুর
নিয়ত বাজে।

আমার পূজা তোমার পায়

ভোর সকালে - আমার পালে,
তোমার হাওয়া লাগল।
সেই হাওয়াতে আমার প্রাণে,
সুখের পুলক জাগল।
সৃষ্টি তোমার বৃষ্টি নিয়ে
করছে যখন স্নান,
সবুজ পাতা অবুঝ মনে
গাইছে তোমার গান।
শুনছি আমি - শুনছি আমি
সময় বহে যায়।
কখন আমি - আমার পূজা
দেব তোমার পায়।

পাকাফল

একটা গাছে সহস্র আম,
স্বাদে তারা সবাই সমান।
আম যদি সব গাছে পাকে,
মিষ্টি স্বাদে ভুবণ ঢাকে।
কার্বাইডে আম পাকালে পরে,
আমের স্বাদ পাবে না ঘরে।
তবুও আমের গরব বেশী,
বংশ গুনে হয় বিদেশী।
মায়ের কিন্তু পাঁচটি ছেলে,
একই স্তনে জীবন মেলে।
টক-মিষ্টি-ঝালে ঢাকা
প্রকৃতির নিয়ম হেথায় ফাঁকা।
সব নারীর সেবাই ধর্ম,
সংসারে দেখি নানা কর্ম।
ঠাকুর তোমার একি খেলা,
সব মানুষ কি তুঁতের ঢেলা।
নিজেও পাকে - পরকে পাকায়,
বাঁধা সবাই স্বার্থের চাকায়।
প্রেমের রসে ডোবার তরে,
মহাপুরুষ সব বারে বারে,
জীবন দিয়ে- কর্ম দিয়ে,
দেখিয়েছে পথ জগৎ নিয়ে।
তবুও মানুষ পাকে না গাছে,
রং মেখে ঢঙ্ - মুখটি ঢাকে।
পাকা আমের গন্ধ যেরূপ,
রং মাখ্‌লে মুখ - হয় কি সেরূপ?
মানুষ যদি - পাকা ফল হত,
সবার ঘরে - সবার তরে —
গন্ধে হৃদয় ভরিয়ে দিত।

চাই না স্বর্গ

স্বর্গের দ্বারে এসে দেখি —
পিছনে ডাকিছে যে,
নয় তো সে মেকি।
কি সুখ দেবে আমায় স্বর্গ?
'ও' আমায় দিয়েছে পূজার অর্ঘ।
সে ফুল প্রেমের ফুল —
সে ফুলে সোহাগ।
চাই না স্বর্গ আমি, ভালবাসা থাক।
সন্ধ্যা প্রদীপ হাতে - তুলসী তলায়
প্রেমের মালা প্রিয়া পরেছে গলায়।
সে মালার সৌরভে আমি মশগুল,
স্বর্গ চাওয়াটা কি - নয় অতি ভুল।

দাদু ভাই

দাদুভাই মোর নয়ন মনি,
নয়নে ভাসে ছবি।
নির্মল হাসি প্রভাতের ফুল,
সৌরভে মন হয় মশগুল,
ভোরের বেলায় হৃদয়াকাশে
তুই যে মন রবি।
কচি হাত দুটি করে লুটোপুটি,
জড়ায়ে আমার গলা,
সারাদিন ধরি আহা মরি মরি
কতই না ছলাকলা।
কখনো কাখে - কখনো কাঁধে,
চলতে আমায় হবে।
স্থির হলে পা, সা-রে-গা-মা
কোলে আর নাহি রবে।
চলাই সত্য - দাদুও চলবে -
পায়ের দিশারী আলো,
দাদুভাই মোর পথের পরের
মুছে দেবে সব কালো।
আশায় আশায় ভালবাসায়,
দাদুর মুখ চাহি,
বড় হবে দাদু - সবার মাঝারে
তার জয়গান গাহি।

প্রেম

প্রেমের মালা গলায় যদি পর,
প্রেম জোয়ারে ভাসবে তুমি আরও।
কালী প্রেমে মাতোয়ারা গ্রামের বালক গদাই,
মায়ের তরে কেঁদে বেড়ায় - মাকে খুঁজে সদাই।
প্রেমের বাতি - আগর বাতি, অন্তরে ধূপ জ্বলে,
কৃষ্ণ প্রেমে ডুব দিয়ে মন, প্রহ্লাদ কৃষ্ণ কথা বলে।
রামভক্ত হনুমান - রামের প্রেমে পাগল,
সীতা বিহীন রামকে দেখে নয়নে ঝরে বাদল।
মা মনসা - চাঁদসদাগর, দুই দিকে দুই বিন্দু,
বেহুলা সতীর প্রেম সাগরে - অশ্রু সাগর সিন্ধু।
শিবের রোষানলে - মদন গেল চলে,
ঊষার প্রেমে বাঁধা শিব - সৃষ্টির কথা বলে।
যশোদা কুনাল - প্রেমের দুলাল, পুতনা রাক্ষসী,
কৃষ্ণ প্রেমের আস্বাদে, তারও হল গতি।
প্রেমে সৃষ্টি - প্রেমে কৃষ্টি প্রেম-ই জগৎময়
প্রেম জোয়ারে ভেসে রাধা হয়েছে তন্ময়।

বকুল

বকুল ফুলের মকুল
খেয়েছে দুই কূল।
মধু খেয়ে - পথ হারিয়ে
ভ্রমর হয়েছে মশগুল।
বকুল ভোরে ঝরে যাবে।
সূর্য্য উঠার পরে এলে,
বকুল কোথায় খুঁজে পাবে।
বকুল যদিও চলে যায়,
মিষ্টি গন্ধে - নপুর ছন্দে
বকুল সবার সোহাগ পায়।

মনের পাখী

কোথা থেকে এল নীল পাখী।
আমার জানালার পাশে —
চোখ দুটি তার ভাসে,
কি কথা শুনতে চায়
তারে কাছে আমি ডাকি!
যখন কবিতা লিখি বসে,
জানালা দিয়ে ফুড়ুৎ করে,
প্রবেশ করে আমার ঘরে,
তার কথা আপন করে —
লিখতে আমায় বলে।
পাখীর ভাষা - পাখীর আশা
পাখীর প্রাণের ভালবাসা,
কিছুই জানি না।
রোজ আসে সে ভোর সকালে,
প্রাণের কথা বলবে বলে —
আমিও কখন হৃদয় মাঝে
ঠাঁই দিয়েছি তারে।
পাখী আমার প্রেমের গুরু
ভালবাসায় জীবন শুরু।
কখন পাখী উড়ে গেছে
নিজের বাসর ঘরে।
সেই বাসরে খেলার ঘরে,
পাখী বসে আমার তরে,
ডানা আমার নাই যে পাখী
যাব কেমন করে।
প্রাণের পাখী মনের পাখী
তুই আমায় ভুলে যারে।

-❖-

ভাবনা

বসে বসে শুধু ভাবি -
ভাবনা বিরাট পাজি।
ভাবনা হাসায় - ভাবনা কাঁদায়,
ভাবনা দাঁড়ি - মাজী।
পাল তুলে নৌকা,
যদি ভাবে পৌছে যাবে
নাই প্রয়োজন বৈঠা।
একথা ঠিক জেনো —
দাঁড়ি - মাঝী বিনে নৌকা
চলবে না কখনো।
সকাল থেকে সন্ধ্যে হয়,
ভাবনা কিছু কাজের নয়।
তবুও ভাবি - ভাবছি কেন
ভাবতে গেলে অবাক হয়।
আমি অনেক দূরে —
প্রিয়া হৃদয় জুড়ে,
তবুও ভাবি প্রিয়া যদি —
আসতো হেথায় উড়ে।
এই রজনী সোনার খনি,
আলোতে ঝলমল,
প্রিয়া আমায় রাঙিয়ে দিত,
বাড়ত্ত মনের বল।
এই ভাবনার - খেই পাব না
ভাবতে অবাক লাগে,
এই ভাবনা আছে বলে -
মরুতেও মন রাঙে।
কখনো ভাবি নগর কাজী,
করল ঘোষণা।

আমার রাজ্যে - যে যার কার্য্যে
ফাঁকি দেবে না।
তবুও দেখি খুন ডাকাতি
নগরেই আছে।
ভেবে মরে যাই কোথায় রেহাই
আমিও খুন হই পাছে।
আবার ভাবি স্বর্গ যদি
আসত হেথায় উড়ে।
মানুষ গুলো উড়িয়ে ধুলো,
প্রেমের মন্ত্র হৃদয় দিয়ে
বিলাত জগৎ জুড়ে।
দিনের বেলা হঠাৎ যদি
রাত্রি হয়ে যায়,
ভাবনা মাজী বড্ড পাজি
চুরি করে মন্ডা মিঠাই
একা একাই খায়।
আবোল তাবোল ভাবছি আমি
ভাবনাই প্রাণ।
দই কে মুয়ে মাখন আসে
প্রকৃতির এই দান।
ভাবনা যদি শেষ হয়ে যায় —
জীবন হবে শেষ।
আজগুবি সব ভাবনা ভেবে
মানুষ আছে বেশ।
স্বপ্ন রঙিন জীবন জমিন
ভাবনা তার মূলধন।
ভাবনাতেই পায় যে মানুষ
অমূল্য রতন।

কঠিন-কোমল মন

সহস্র জনের সহস্র মন,
সব মন, খুঁজে কি ফুলবন?
কেউবা ফুলকে তুলে —
গন্ধ তার নেয়।
কেউ বা তুলে ফুল
ছুড়ে ফেলে দেয়।
ফুলকে বাসে ভালো নিজের প্রয়োজনে –
কেউ বা ফুলের সনে - মাতে কুঞ্জ বনে।
মনের ফেরে ফুলও হারে,
কঠিন - কোমল মন।
মত্ত হাতির শক্ত পায়ে নষ্ট ফুলবন।
জগৎ সেজে থাকে হরেক রকম ফুলে,
যে জন যেমন-সে জন তেমন
ফুলটি নেয় তুলে।
মনের খেলায়-মনের ভেলায়
যাত্রী জোড়া জোড়া।
গোলাপ ফুলে - পলাশ ফুলে
হয় না ভালো তোড়া।
জোর করে মন বাঁধবে যখন
হরেক রকম ফুল।
হোক না কঠিন - হোক না কোমল
জীবনটাই ভুল।

তোমাকে মানি

তুমি যদি সাগর হও —
আমি হব নদী,
তোমার বুকে মিলিত হতে
চলি নিরবধি।
তুমি যদি আকাশ হও
আমি হব পাখী,
তোমার প্রেমে বাঁধতে বাসা,
করি ডাকাডাকি।
তুমি যদি পথ হও
আমি হব যাত্রী,
পথের শেষে মিলব মোরা
হোক না গভীর রাত্রি।
তুমি যদি জীবন হও,
আমি হব ছন্দ —
বকুল শাখায় মুকুল সনে
ছড়াবো মধুর গন্ধ।
তুমি যদি প্রিয় হও —
আমি হব প্রিয়া —
দুজনে বাঁধব বাসা —
হৃদয়ে হৃদয় দিয়া।
তুমি যদি রাজা হও
আমি হব রাণী।
চরণে তোমার দিও ঠাঁই
আমি তোমাকে মানি।

অঙ্ক মেলে না

মনের বাতি জ্বেলে —
অঙ্ক কষে চলি,
মেলাতে পারি না কেন
বল না কুসুম কলি।
যোগ বিয়োগে সবাই মত্ত আছে,
শুনে ধন- বাড়ে মন,
ভাগে হয় না রাজি —
কিছু হারায় পাছে।
মায়ের কোলে শিশু
স্বামীর বুকে প্রিয়া।
কি জানি কি পাওয়ার তরে —
বলেছিল প্রাণ ভরে,
অভিন্ন তাদের হিয়া।
নিতি নিতি বাড়ে শিশু
কোল ছেড়ে যায় —
ছেলের আঘাতে মায়ে
শুষ্ক দেখায়।
কোথাও কাঁদিছে প্রিয় -
কোথাও কাঁদিছে প্রিয়া।
সেদিনের অঙ্গীকার —
কখন যে ভুলে গেছে
ছিন্ন - বিচ্ছিন্ন আজ তাদের হিয়া।
কেউ বা নিয়েছে বেশী—
কেউ বা নিঃস্ব।
মায়ের মেটাতে আশ
যৌবন হারায় ভীষ্ম।
মনে এঁকে ভীষ্মের ছবি —
অঙ্ক মিলবে না কবি।

এখানে সবাই যোগ,
নিতে সবাই জানে,
ভালবাসা নাই প্রাণে,
পেয়ালা ভরিয়ে নিতে,
আরও- আরও চাই ভোগ।
বাগানে একটা ফুল —
যদি ঝরে যায়।
যে ফুল বাসরে ছিল,
যে ফুলে, সে কথা দিল,
সে ফুল হারালে পাপড়ি,
আর খুঁজে না তায়।
অঙ্ক মেলে না হায়।

নিজের মুক্তি - মুক্তি নয়

সবাই বলি ভালবাসি,
বাগানে ফুল রাশি রাশি,
সব ফুলেতো হয় না পূজা
রাত পোহালে হয় সে বাসি।
ছুটছি সবাই - খেলছি সবাই,
ছাগল ছানা হচ্ছে জবাই,
তবুও তারে সোহাগ করি,
নিজের মনে শান্তি পাই।
হৃদয় দিয়ে স্পর্শ কর,
যুক্তি দিয়ে গ্রহন কর,
আয়না যেমন স্বচ্ছতর —
প্রাণ হোক তোমার অনেক বড়।
নিজের মুক্তি, মুক্তি নয়,
সবায় নিয়ে ভবের হাটে
নিজেকে তুমি করিও ক্ষয়।

-❖-

কল্পনা

এমন যদি হত —
পৃথিবীর সব ধন,
আমার প্রিয়া পেত।
বানিয়ে সিংহাসন,
মনের সুখে দিন কাটাতম
আমরা দুই জন।
রূপো-সোনা-হীরে-মানিক
আরও কত কিছু,
প্রেম বাসরে তারা সবাই
করত মাথা নীচু।
পক্ষী রাজের ঘোড়া
রোজ সন্ধ্যায় আসত সে যে
আমায় দিত তাড়া।
আমরা দুইজনে —
ঘড়ার পিঠে উড়ে যেতাম,
নীল আকাশের পানে।
মরুভূমির বুকে —
মরুদ্যানের পৌছে যেতাম,
কাটাতাম রাত সুখে,
সূর্য্য মাথার পরে —
এক বিন্দু জল ছিল না
মরুদ্যানেব তরে।
নীল সাগরের ঢেউ,
চারিদিকে আছড়ে পড়ে,
ধরতে নারে কেউ।
সে যে মরিচীকা —
সোহাগ বিনে জীবন শূন্য
হয় যে বাসর ফিকা।
কখনো পাহাড় চূড়ে,
আসি আমরা ঘুরে।
শুভ্র শীতল বরফ সেথায়,
আছে হৃদয় জুড়ে।
প্রিয়র আলিঙ্গনে,
প্রিয়া যেমন রেঙে উঠে,
মিলন সন্ধিক্ষনে।
ভোর সকালে সূর্য্য এলে,
বরফ গলে যায়।
প্রেমের বারি, হৃদয় বারি,
পাহাড় স্নাত তায়।
আজগুবি সব কল্পনা —
আরও কত জল্পনা,
স্বপ্ন ভাঙার পরে।
দেখি আমি শুয়ে আছি
নিজের ভাঙা ঘরে।

যুক্তি নয় - তর্ক নয়

বদ্ধ ঘরে জানালা দিয়ে —
বসেছিলাম সবায় নিয়ে,
ভালবাসার ফল্গুধারায়,
স্নাত সবাই জল ছিটিয়ে।
আমার সত্বা, সবার সত্বা,
মিলে মিশে এক আত্মা।
পথের পথিক আপনজনে,
চিনলে যখন মনে মনে,
যোগ বিয়োগের ফলাফলে
শূণ্য দেখি ত্রি- নয়নে।
যুক্তি নয় - তর্ক নয়,
আনুগত্যে সব হয়,
অহংবোধে - দ্বেষ হিংসা
জীবনটা হয় নয় ছয়।

আশ্রয়

খুঁজেছি সবাই আশ্রয়।
শান্ত - সুশীতল নীড়,
অজস্র জনতার ভীড় —
মাঝে তার না পেয়ে আশ্রয়,
মন হয় অস্থির।
প্রেমিকা খুঁজে বাসা
আছে যার ভালবাসা,
যদি না মেটে আশা,
সে আশ্রয় - আশ্রয় নয়
মিছে শুধু যাওয়া - আসা।
সন্তান খুঁজে মাকে
বুকে যে অমৃত থাকে।
সে নীড় সোনার স্বর্গ-
প্রেম-প্রীতি-সোহাগ বন্ধনে,
সে নীড়ে সবাই - সবারে দেয় অর্ঘ্য।
ধরণীর মাঝে ছোট গাছের চারা,
সেও তো আশ্রয় খুঁজে -
খুঁজে মজবুত ভারা।
না থাকুক ধন সম্পদ,
দখিনে মলয় বাতাস,
তার রবির কিরণ,
তার সাথে সোহাগের টীপ,
কবে যদি মন হরণ।
সে আশ্রয় কত যে মজবুত,
আসুক না আকাশে ঝড়,
কপোত কপোতী উড়ে -
আনন্দ হৃদয় জুড়ে,
ডানায় থাকে না কোন খুঁত।

-❖-

যাব তো চলে

আমরা যাব তো চলে,
আমাদের সময় হলে
যারা এল এই পৃথিবীতে
তারা কি কথা বলে?
তারা বলে অনেক কথা —
শুধু বলে যায়, শোনে না কিছু
নাই কোন মাথা ব্যথা।
তারা লাফিয়ে দাবিয়ে চলে,
কোন কথায় কষ্ট থাকে না —
দায়িত্ব নেয় না, কোন কালে।
গড়িতে নতুন রাজ্য —
চলনে বলনে মাথা ঘুরে যায়
এদের পতন অপরিহার্য্য।
বাগানের ফুল তুলিতে মশগুল,
এদের ফুলদানি নাই ঘরে।
ছিঁড়িয়া গোলাপ শুধু সংলাপ
দংশনে এরা মরে।
সুস্থ সবল সতেজ প্রাণ
বাঁচার তরে বিশুদ্ধ ঘ্রাণ।
বিষিয়ে চলে, মিশিয়ে চলে
এদের কারো প্রতি নাই টান,
সামনে অন্ধকার —
নাই কোন আর আলো।
এখনও সময় আছে
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালো।

এমন একটা দেশ

এমন একটা দেশে যেতে চাই —
যেখানে কোন কিছুর অভাব নাই।
যেখানে আছে শুধু স্নেহ ভালবাসা,
পর্ণ কুটীর কিম্বা ধনীর গৃহ —
সোহাগে রয়েছে ঠাসা।
যেখানে নাই দ্বেষ-হিংসা-হলাহল,
যেখানে প্রেমের বাঁশি বাজে অবিরল।
যেখানে ভোরের পাখী করে ডাকাডাকি,
দখিনে বাতাস সারা অঙ্গে দেয় মাখি।
যেখানে নব কূলবধু স্বামী সঙ্গ ছাড়ি,
সবারে রাঙায়ে দিতে উঠে তাড়াতাড়ি।
যেখানে সবুজ ক্ষেত অবুঝ মন,
মিলেমিশে খেলে সারাক্ষণ,
যেখানে ভ্রমরের দল করে কোলাহল
ফুলদল ছড়ায় সৌরভ অবিরল।
যেখানে মৌমাছি পথ ভুলে যায়,
মধু খেয়ে রেণু মেখে, গুন গুন গান গায়।
সে দেশ আমার দেশ, সে দেশ আমার স্বর্গ,
জীবনের প্রতি পলে পলে - তারে দিই আমি অর্ঘ্য।

শেষ ফাগুনে

শেষ ফাগুনে সঙ্গোপনে,
কিছু কথা থাক গোপনে।
ফুলের মাঝে অলির সনে
সন্ধি যেমন পুলক আনে।
তেমনি কিছু তোমার আমার,
থাক না তোলা নিজের মনে।
মেঘলা আকাশ, দখিনে বাতাস
যায় উড়ে যায় নেই হা-হুতাশ,
বর্ষারাণী আঁচল খানি —
করবে কখন টানাটানি,
তাই বলে কি পরশ তোমার
দেবে না আমায় সুধাপাণি?
হারিয়ে গেলে-পারিয়ে গেলে
নূতন পাখী ডানা মেলে
আবার আকাশ ভরিয়ে দেবে,
তোমায় নিয়ে হেসে খেলে।
আসছে নূতন - যায় পুরাতন
প্রথম রাতের সেই শুভক্ষণ,
সে তো শুধু তোমার আমার
দুর নয়নের মানিক রতন।

জিতবে

পথের কাঁটা মাড়িয়ে হাঁটা
জীবনে তার পড়ে না ভাঁটা।
শুষ্ক মাটি-লাঙল খাঁটি
চোষা হলে; ফসল পরিপাটি।
যোগ বিয়োগ, গুণ ভাগ
নামতা রপ্ত হলে শক্ত
নতুবা সবই ফাঁক।
ইঁট দিয়ে ইঁট গড়া
বিশাল প্রাসাদ - ঘটায় ফেসাদ
ভিত যদি হয় খঁড়া।
চৈত্রে ফাগুন মনের আগুন
পোড়ায় না কোন জনে।
যদি মন পাকে, মোহ নাহি থাকে
জিতবে সে রণাঙ্গণে।

নিভলে প্রদীপ

আগের মত বয়নি বাতাস
দেয়নি আলো অন্তরে,
এখন গাছ শুকিয়ে গেছে -
তান উঠেনা যন্ত্ররে।
কয়নি কথা আবেগ ভরে,
রাখে না আর সোহাগ ভরে
দেখা হলেই মুচকি হাঁসি
বর্ষা শেষ হলে পরেই
নদীর কূল আর শোনে না বাঁশী।
প্রাণের জোয়ারে ভাটা এলে,
বেনারসী শাড়ী মাথায় ফেলে
সুযোগ মত প্রণাম সেরে
নিজের বাগানে যায় সে চলে।
নগ্ন শিশু দেখতে ভাল
ঠোঁটের হাসি জ্বালায় আলো,
বাসর ঘরের উচ্ছলতায় -
দুটি প্রাণের জোয়ার এল।
নিভলে প্রদীপ অন্ধকার,
জীবন জোয়ার থামলে পরে
তুমি কার, কে তোমার।

সোহাগ বাঁধ

মায়ের স্তন - পিতার ধন,
শিশুর বড় আপন জন।
বাগান মালী কলসী খালি,
বাঁচবে কি গাছ দিয়ে তালি?
বাড়ে শিশু বাড়ে গাছ
পুকুর ভর্ত্তি থাকে মাছ,
ঠিক ঠাক সব রাখতে হলে —
সংসারে চাই সোহাগ বাঁধ।
বাঁচব আমি- সাজব আমি,
সব কিছু হবে নামী দামী,
ফোটে না ফুল জীবনটা ভুল
অলক্ষ্যে হাসে অন্তর্যামী।
মালীর সেবায় ফোটে ফুল
মায়ের সেবায় ভাঙে ভুল,
পিতার লাঠি পরিপাটি —
জীবনে ধরে অনেক মকুল।

সন্ধি হলে

মিলনে সোহাগে, কে কার আগে,
কে কারে কাছে নেয়; কে নিশি জাগে।
কার লাগি মন, হয় উচাটন,
মনও বুঝি জানে না, কে তার আপন।
ভালবাসা কি যে, কেন সবে খুঁজে,
ভালবাসা পেয়েও - থাকে মুখ বুজে।
কাঁচা ফল পাকা হলে, মাটিতে পড়ে ঢলে,
মিলনে স্বর্গ সুখ হৃদয় যদি কথা বলে।
আগে নয় - পরে নয় পরস্পরে সন্ধি হয়,
ইটের পরে ইট, বালি সিমেন্টে কথা কয়।

রূপান্তর

ঝর্ণা যেমন বহে চলে —
আজও ঝর্ণা বইছে,
বনের পাখী ডাকাডাকি,
মনের কথা কইছে।
ফুলের সাথে অলির খেলা
দখিনে বাতাস দিচ্ছে দোলা,
এখনো প্রিয়া প্রিয়র লাগি
বাসরে দিন গুনছে।
শুরু থেকে শেষ, শেষ থেকে শুরু
আকাশেতে মেঘ, করে গুরু গুরু।
এখুনি বর্ষা - আকাশ ফর্সা,
ধরণীর মাঝে ফুটছে তরু।
এসেছি আমি - যাব আমি,
ছিলাম আমি একদিন।
হয়ে রূপান্তর ভিন্ন অন্তর
দেওয়া নেওয়ায় হয় লীন।

—❖—
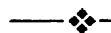
পুরুষের ধর্ম পুরুষকার

আগুন যদি আগুন হয়
তাতেই সবার ধর্ম রয়।
পুরুষ যদি পুরুষ হয়
তাতে সমাজ হয় না ক্ষয়।
লজ্জা হয় নারীর ভূষণ,
লজ্জা মরে, নারী মরে,
তাতে হয় সমাজ দূষণ।
মায়ের কোলে শিশু বাড়ে
মালির যত্ন পেয়ে গোলাপ
ফোটে উঠে সবুজ পাড়ে।
শুভ্র শীতল মায়ের কোল
শিশুর মুখে ফুটে বোল
কোল যদি হয় নোংরা,
শিশু মরে, পাতা ঝরে,
ফুটো করে কাল ভ্রমরা!
টক-ঝাল-মিষ্টি
সমন্বয়ের হলে অভাব
আসে না আর বৃষ্টি।
বস্তুর আছে ধর্ম
বস্তু করায় কর্ম
ধর্মচ্যুত হলে বস্তু
হয় না তাতে কোন কর্ম।
বর্ষা আসে-শেষ হয়
ছয় ঋতুর ছয় ধর্ম
'বর্ষা' তাতে বেঁচে রয়।
পুরুষের ধর্ম পুরুষকার
ধর্ম নষ্ট হলে-পুরুষ,
তাতেই হয় ছারখার।

ভাঙন

দ্বন্দ্ব ভাঙে ছন্দ, বীনা হারায় সুর,
জীবন বীনা ভাঙলে পরে নিকট - অনেক দূর।
স্বচ্ছ জীবন - ছন্দ জীবন, জীবন কচিপাতা,
দখিনে পেলে হিল্লোলিত ভক্তিতে নোয়ায় মাথা
নদীর বাঁধে ধরলে ফাটল নোনা জলের স্রোত,
লন্ড ভন্ড করবে সবায় - ভাঙবে জীবন পোত।

লাঠির মত

যতই তুমি কর না আপন
লাঠির মত নয়তো কেউ,
পুকুর মাঝে ডুবলে পরে
ক্ষণিকের তরে উঠে ঢেউ।
দারা পুত্র অনেক সূত্র —
ফুল বাগানে ফুলের বাহার,
কে যে কখন পড়বে ঝরে
খোঁজ রাখে না কেউ তো তাহার।
ক্ষণিক সাথী জীবন বাতি
তেল পেলে তা জ্বলবে,
লাঠির মত সঙ্গ দিলে —
মরুদ্যানেও ফল ফলবে।

গাছ্ লাগিয়ে ফল

গাছ লাগিয়ে ফল
বাড়ে মনোবল,
ফল বিহীন গাছ হলে পরে,
সব-ই নিস্ফল।
গাছের পাতা নড়ে
যে দিক পানে বাতাস বহে
পাতা তাহার তরে।
গাছের গুঁড়ি আকাশ ফুঁড়ি
তাকায় সূর্য্য পানে
যাক না পাতা ছিঁড়ুক খাতা
সোহাগে গাছ টানে।
সেই-ই গাছ হয় ধন্য
ফল-ফুল-আর পাতা দিয়ে
যে বিলায় নবান্ন।

ফাঁকি

খেলা যখন সাঙ্গ হল
বেলা অনেক বাকি,
অনেক আগে এগিয়ে গিয়ে
কারে দিলাম ফাঁকি।
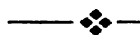
সহে না

একলা বসে আছি
তুমি কাছে নাই,
কি চায় মন এখন
তাতো জানা নাই।
বৃন্ত থেকে কুঁড়ি
কুঁড়ি থেকে ফুল,
ভ্রমর না কাছে এলে
ফোটা মহা ভুল।
দূরে আছ জুড়ে আছ
আছ হৃদি মাঝে,
মন-কি যে পেতে চায়
মনে- কি সুর বাজে,
সব কিছু জান তুমি
জেনেও জান না,
নিশীদিন একা একা
সহে না আর যাতনা।

———❖———

এবারে আমায় ফিরিয়ে দাও

ক্রমে ক্রমে দিন ঘনিয়ে এল
এবার ঝরবে পাতা,
হিসাব নিকাশ চুকিয়ে ফেল
বন্ধ কর খাতা।
এবার আমায় ফিরিয়ে দাও
আমার ঠিকানায়
প্রকৃতি যেথায় মিলেমিশে
রয়েছে আঙিনায়।
কৈশোরে মন মায়ের কোলে
লুটোপুটির খেলা,
যৌবনেতে - বাসর ঘরে
বসে প্রেমের মেলা।
কদম কুঁড়ি ফুলের ঝুড়ি
মৌমাছিদের ভিড়,
বার্দ্ধক্যে পৌঁছে শেষে
ধরেছে মনে চিড়।
তোমার ধ্যানে তোমার মনে
শেষের দিনে প্রভু,
পঞ্চভুতে বিলীন হতে
তোমায় ভুলিনা যেন কভু।

স্বাধীনতা দিবস

সাতান্ন বছর পেরিয়ে যাওয়া,
তার-ই মাঝে অনেক পাওয়া।
সবাই বলে দিয়েছি শুধু —
আমার নাইতো কিছু চাওয়া।
বিরাট অট্টালিকা —
নিচে বস্তি বাড়ী,
লজ্জা আর যায় না ঢাকা -
শতছিন্ন শাড়ী,
মস্করা আর চটুল হাসি
প্রাসাদেই বাড়াবাড়ি।
স্বাধীন দেশে আছি ভাল
পার্কগুলো সব ঠাসা,
চার দেওয়াল আর লাগে না ভাল
ফুচ্‌কা খেতে খাসা।
কাজ করব ভুরি ভুরি - আছি সবার পাশে
জনসভায় মালাবদল 'তন্বী' মুচকি হাসে।
শিল্প নিয়ে অনেক কথা
মউ চুক্তি হজার,
শিল্প মেরে শিল্প গড়া —
তাতেই চাঙ্গা বাজার।
খাদ্য আজ লাল পিঁপড়া,
স্বাস্থ্য সবার ভাল
ঔষধ বিনে মরে রোগী
জীবন হচ্ছে কাল।
পুলিশ ফাইল - ক্রাইম ডায়েরি
নিত্য নতুন ছবি,
টিভির মাঝে আঁকছে কারা
ফুটছে ভোরের রবি।

যা-ঘটার তা ঘটবে,
ওটা এমন কিছু নয়।
স্বাধীন দেশের নেতারা সব
সে কথাটাই কয়।
তবু মোরা আছি ভাল
স্বাধীন নাগরিক,
নেতারা সব অভয় দিয়ে
হাসে ফিক্ ফিক্।

——❖——

ধ্বংস ও সৃষ্টি

চলতে চলতে পথ, থমকে গেল,
জীবনের গতিপথ সাহারার বুকে,
এতটুকু জল চায় মরুদ্যান কোথায়
সব তো বাস্তব নহে মরুচিকা,
মেঘের আড়ালে চাঁদ হাসে অবিরাম।
কাল মেঘ ক্ষণিকের জীবন সুন্দর,
অতীতের কিছু ছবি বর্ত্তমানে আসে
সমুদ্রের বুদ বুদ ঢেউতে মিশায়।
ভবিষ্যত মধুময় নয় এ কল্পনা,
নূতন ঊষার আলোয় পৃথিবী সুন্দর।
তার মাঝে দুটি পাখী সুখে নীড় বাঁধে
দখিনে দমকা হাওয়া কাল বৈশাখী নাম
ধ্বংসে নূতন সৃষ্টি, রচে নব ধাম।

পৃথিবীর মাঝে নারী নমস্য

যুগে যুগে নারী শুধুই পসরা
দেহই তাদের মূলধন।
এ দেহ অসার - হয় ছারখার
দিতে হয় অনেক পণ।
কার্য্য সিদ্ধি তরে, হাতিয়ার নারীকে করে
ভোরের সানাই স্তব্ধ হলে
নারী শুধু কেঁদে মরে।
নারীকে অবলা বলে —
মেনকা হারাল রূপ যৌবন
বিশ্বামিত্র কোলে।
পুরুষ - প্রকৃতি নারীতেই স্থিতি,
মহাকাল বুকে কালী গায় গীতি।
সব বুঝে নারী, হয়ে আহামরি,
রূপ নিয়ে থাকে মাতি।
রূপ ও জলরাশি
কখন বরফ, কখন বাস্প,
আকাশে যায় ভাসি।
রূপ থেকে অরূপে —
যে নারী মজিতে পারে
স্থিতি হয় তার ধূপে।
সৃষ্টির তরে নারী ঘর বাঁধে,
এটাই নারীর ধর্ম।
পুরুষে বাঁধিতে ফুল ফোটায় চিতে,
মৌমাছি করে কর্ম।
পৃথিবীর মাঝে নারী নমস্য
সম্বোধনে মা।
রূপ সেখানে জলের তিলক
ধোয়ায় সবাই পা।

-❖-

ঝির ঝিরে বরষা

ঝির ঝির বরষা চাষী মনে ভরসা
তবু কেন মাঠ হয়ে আছে ফরসা।
ঝির ঝিরে হবে না চাই প্রবল বর্ষণ
বুক বেঁধে চাষীরা মাঠ করে কর্ষণ।
পাতা নড়ে, জল পড়ে চাষীদের মন ভরে,
সাঁওতাল পল্লীতে কামিনীরা গান ধরে।
ভোর হলে, গরু পালে চাষীদের হিল্লোলে,
কাদা হয়, সাদা হয় জলের কল্লোলে।
ছোট ছোট ধান গাছে কামিনীরা কচি হাতে,
ঢেউ খেলে মন দোলে সবুজের পাতে পাতে।
তারপরে ঝির ঝির, মন করে তির তির,
সবুজে সবুজে দোল শিহরণে সিরসির।
ভাঙা চাঁদ, ভাঙা মেঘ খাল বিলে ডাকে ভেক,
মত্ত কামিনী রাতে, প্রিয় বুকে হয় শেষ।
শরৎ হেমন্ত শেষে, দখিনে মলয় রেশে,
নবান্নের বারতা আসে আকাশেতে ভেসে, ভেসে।
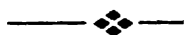
বলছে সবাই হচ্ছে কি ?

বলছে সবাই হচ্ছে কি ?
শুনবে কে কার কথা।
মাথা সবার বিকিয়ে গেছে,
নাই যে মাথা ব্যথা।
করতে যাওয়া, জানতে চাওয়া,
সর্বকালের সঠিক হাওয়া।
প্রকার ভেদে ভিন্ন মতে,
হবে না - কিছুই পাওয়া।
আগে সব ছিল ভাল
এখন সব নষ্ট,
ঠিক কথা নয়, যারা বলে
তারা পথ ভ্রষ্ট।
তবু যেন ঘটছে কিছু
ঘটছে ব্যতিক্রম,
ইচ্ছা করে ঘটালে পরে
শাস্তি যে নির্মম।
শাস্তি এখন উঠে গেছে
সুপারিশের জোরে,
অঘটন ঘটছে সদাই
প্রত্যেকের দোরে।
আগে যা খারাপ, এখনও খারাপ
হেরফের কিছু হয়নি।
মানুষ শুধু শুকিয়ে গেছে
তাই তো কথা কয়নি।
বিষাক্ত বায়ু, বিষাক্ত মন
বিষাক্ত বিষ কন্যা,
কচি কাচা মন বিষ জলে ডুবে
সৃষ্টি করে নোনা বন্যা।

সব ক্ষণিকের প্রকৃতি নিজের
রচিবে শ্যামল শয্যা,
মানুষ সেখানে দুদিনের তরে
ঘুরে মরে, হয়ে কুবজা।
কংস নিধনে কৃষ্ণ বলরাম
এসেছিল দারকায়,
কুব্জা প্রতীক্ষায়, করেনি হায় হায়
কাটে সুতা প্রেম চরখায়।
সখার ছোঁয়ায় জেগে উঠে প্রাণ
রেঙে উঠে মন বাসরে,
প্রতি জনে জনে শুভ মনে মনে
বাজাবে ঘন্টা কাঁসরে।

মন

মোম শক্ত, বরফ শক্ত, শক্ত পাথরের বাটি
আছাড় দিলে ভাঙে না যে-'মন' —
সে মন সোনা খাঁটি।

* * *

সোহাগ দিলে 'মন' গলে যায়
আগুন দিলে মোম?
গরম বাতাস পেয়ে বরফ
বাস্প হয়ে ব্যোম।

* * *

মন গলেনা যখন তখন,
মন থাকে খুব শক্ত।
চোখের জলে ভেঙে পড়ে —
মন হয় তার ভক্ত।

হারিয়ে যাওয়া

তোমা থেকে আছি অনেক দূরে,
ভাবছ তুমি হারিয়ে গেছি বুঝি।
দূরে আছি, কল্পলোকে করনা বিচরণ,
হেসে খেলে দিন কেটে যায়, শান্তি মনে মনে।
একদিন তো সত্যি হবে দূরে চলে যাওয়া।
আজ এখানে, কাল ওখানে হাসি খুশির মেলা।
নদীর স্রোত গড়িয়ে যায় ভাটার টানে টানে,
যে চলে যায় আর ফিরে না, মোহনা তা জানে।
তোমার আমার জীবন যদি নদীর মত হয়,
দুঃখ কেন হারিয়ে যাওয়া, কিসের এত ভয়।
সবার মাঝে মিলে মিশে, জীবন সত্যি হয়,
অকারণে কাছে চাওয়া, মিছেই শুধু ক্ষয়।
হঠাৎ যদি হারিয়ে যাই, হঠাৎ আসতে পারি,
মনের দুয়ার রাখবে খোলা, লাগবে না আর ভারি।

জীবনে জীবন যোগ

জীবনে জীবন যোগ হলে,
সৃষ্টি হাসে, বৃষ্টি আসে,
অঙ্কুরিত হয় বীজ, পলে পলে।

জীবন ছন্দময়
সুর হতে সুরে, দূরে বহুদূরে
দিবা নিশী কথা কয়।

নদীর কলতানে, ঝর্ণা হার মানে,
ছিটায়ে জল রাশি।
পারে না ফোটাতে হাসি।
পাথরের বুক চিরে
পায়না খুঁজে হীরে।
নদীতে হারায়ে যায়
কুলে কুলে গান গায়!
পাইয়া মাটির স্বাদ
জীবন যায়নি বাদ,
ঝর্ণার পূর্ণতা নদীর সঙ্গমে
জীবনে জীবন হাসে মনের জঙ্গমে

মা-মাটি

আকাশের দেশে, মেঘ ভেসে ভেসে,
কাহারে ধরিতে চায়,
সারাটি জীবন, খুঁজি সারাক্ষণ
কিছু কি সন্ধান পায়।
বিরাট শূন্য সৌর জগৎ ,
'গ্রহ - তারা' দের ভীড়।
মেঘ সেখানে রচিতে পারে না
তাহার ছোট নীড়।
মাটির মানুষ স্নেহ মমতায়
সবারে ধরিয়া রাখে।
'রবি-শশী-তারা' করিতে পালন
চুম্বনে তাদের ঢাকে।
যার যত ডানা হোক না শক্ত,
মাটি যে তাদের মা।
বৃষ্টি হয়ে শেষে মেঘ ফিরে আসে,
ধোয়াতে তাহার পা।

তিন

হৃদয় স্বচ্ছ, মন স্বচ্ছ, স্বচ্ছ নির্মল বায়ু।
এ-তিন স্বচ্ছ না হলে পরে, কমে পরমায়ু।
দাদুর কাঁধ, ঠাকুরমার কাঁখ, মায়ের শীতল কোল,
এ-তিন যার বরাতে জোটে, মুখে ফোটে তাব বোল।
বাঁশের বাঁশি, প্রিয়ার হাসি, হাসি ছেলের মুখে,
এ-তিনের সংযোগেতে, থাকে পরম সুখে।
দীক্ষা গুরু, শিক্ষা গুরু, গুরু মাতা পিতা,
ধন্য সেজন, মেনে চলে যে, এ-তিন তার মিতা।
কৈশোরেতে সুজন বন্ধু, যৌবনেতে প্রিয়া,
বার্দ্ধক্যে শক্ত লাঠি, এ-তি ন প্রাণের হিয়া
এ্যসিড - লবন - জল, তিনেই কলাহল,
কম বেশী হলে পরে জীবন বিফল।
পর্ণ কুটীর, শুয়ে যুধিষ্ঠীর মুখে কৃষ্ণ হরি,
এ-তিনের সংমিশ্রনে, আনন্দেতেই মরি।

নিমাই

পৃথিবী যখন ধুসর হয়, জীবন তখন শূন্য,
তখন তুমি নিয়গো কোলে যদি থাকে কিছু পূণ্য।
তোমার সাজে, তোমার কাজে, নিয়ত দিন কেটেছে,
তবু অজ্ঞানে, এখানে ওখানে কিছু হয়ত রটেছে।
নিজের মুক্তি, করেছি চুক্তি চার দেয়ালের মাঝে,
হইয়া নিমাই কিছু পারি নাই তোমার দণ্ড কাজে।
বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া, সমর্পিয়া তোমায় মন,
বন্দি শ্রীচরণ, করেছে হরণ, তোমার সকল ধন।
দীন অতি দীন, আমি অতি ক্ষীণ তোমাতেই আছি মজে,
এ-কথা জানি, পার হব আমি, তোমারই চরণ ভজে।

-❖-

বাজলে বাঁশী

চার দেয়ালের মাঝে
ঘুরছি আপন কাজে
কখন সময় ফুরিয়ে যায়
মৃত্যু ঘন্টা বাজে।

ভুঁই চরখী, আতস বাজী,
মনকে নাড়ায়, আস্ত পাজি
কখন আবার ফস্‌কে গিয়ে
কান্না কাটি, হল্লা বাজি।

সঠিক ঠিকানা আছে কজনা,
নীড় বাঁধে তবু, তারা
হয়ে আনমনা।
কাল বৈশাখী ঝড়ে
পাতা যখন উড়ে
উড়ে উড়ে যায় কি সে
হিমালয়ের চূড়ে?

আসা যাওয়া ভবের খেলা
তবু হেতায় বসে মেলা।
রং বেরঙের মুখোস পরে,
রাখতে নারি সবায় ধরে।
বাজলে বাঁশি খেলা শেষ,
এই কথাটি মনে রেখে —
চললে তুমি, থাকবে বেশ।

শেষের দিনে

শেষের দিনে নিয়েছি চিনে
তোমায় প্রভু প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
এও জানি তোমার সনে
নিত্য খেলা সঙ্গোপনে।
ভবের হাটে, শ্যামল মাঠে,
তখন দেখা পাইনি বটে
তখনো তুমি ছিলে কিন্তু
গভীরে আমার হৃদয় তটে।
আজ সকালে দেখা হলে
মুচকি হেসে খেলা ছলে
খেললে খেলা সারাবেলা
এবার তোমায় পাব বলে।
ডাকি হরি, দয়াল হরি
তুমি আমার শেষের তরী,
তন্দ্রা আমার আসুক চোখে
নিতে আমায় পাঠিও তরী।

তোমাতেই মতি রাখি

ঠিক এই দিনে, তোমার সনে,
দেখা হয়েছিল বৃন্দাবনে,
যমুনা সলিলে কথা দিয়েছিলে
আসিবে দ্বারকায় পুঃন, কাজ সাঙ্গ হলে।
যুগ যুগ ধরি পথে বসে হরি,
তোমার করুণা পেয়ে যদি মরি।
দিন চলে গেল, কার সাথে খেল,
আমি যোগ্য নই, তাই অবহেল?
রাক্ষসী পুতনা পেয়েও যন্ত্রনা
সেও তো করুণা পেল, এ কিসের শান্ত্বনা।
দ্বারকায় এসে কুবজা হেসে হেসে,
সেওতো করুণা পেল, জীবনের শেষে।
আমার অবেলায় পাই যেন ভেলা
তোমাতেই মতি রাখি সাঙ্গ করি খেলা।
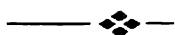
জীবনের প্রতি ক্ষণে ক্ষণে

জীবনের প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,
চিনি - নিত্য নতুন জনে,
তারা কেউ হেসে হেসে যায়
কেহ বা ক্রন্দনে পথ হারায়।
তাদের দেখাতে গিয়ে পথ,
আমার থেমেছে জীবন রথ।
আমি নিজে কান্ড যে রূপ,
ডাল পালা হয় না কেন সেরূপ!
জীবন বালুকা বেলায়,
যাদের পেয়েছি আমার খেলায়।
শুধু স্বার্থপরের ন্যায় -
খেলায় করেছি কিছু কি ব্যয়?
শেষ হোক এবার খেলা
ভাঙুক আমার মেলা।
যা কিছু মন্দ সহজাত হয়ে,
চিতায় আমার আসুক ধেয়ে।
শাখা প্রশাখায় দিয়ে শুভ ফল,
স্তব্ধ হোক এবে জীবন বল।

সংশয়

শতাব্দীর অবক্ষয়
মানব জাতির ভয়
কি জানি কি হয়।

জেনেছি সবাই
কিছু হবে নাই
তাপ্পি তাপ্পা দিয়ে
যদি কিছু পাই।

জীবন যে সংগ্রাম
চলে অবিরাম
সমুদ্রে বুদ বুদ
নাই কোন দাম।

হোক না ছোট নীড়
ওখানে শান্তির ভীড়,
গোলমাল হলে পরে
ধরবে জীবনে চিড়।

ছোট চারা ছোট গাছ
করে শুধু বাজিমাৎ
শক্ত কাজের মাঝে
হয়ে যায় কুপকাৎ।

মল্লারা দাঁড় টানে
মাঝি ধরে হাল,
দুয়ের সমন্বয়ে
আসে ঊষা কাল।

দেশ-জাতি, মত্ত হাতি
একরূপ হলে
শালবন, তালবন
যায় রসাতলে।

পৃথিবীর প্রাণ যারা
আকাশে অজস্র 'তারা',
কালো মেঘে ঢেকে দিলে
সাধ্য কার ভাঙে 'কারা'।

হারালে নদীর স্রোত
ভরে যায় সব পোত
মানুষের ছোট মন
সভ্যতার কণ্ঠ রোধ।

ছোট শিশু, ছোট ফুল
অশুভতে মশগুল,
কখন কাটে পোকা
হারায় সব কূল।

থরে থরে জমা ক্ষয়
এনেছে সবার ভয়
ঝেড়ে ফেলে উঠে এস
আসবে সবার জয়।

নাড়ীর টান

তোমারে কাঁদায়ে আমি—
কাঁদি সারাক্ষণ।
সারাটি জীবন ধরি,
তুমি নিয়েছ যতন।
কি পেয়েছ তুমি,
নিজেই জান।
সোহাগের বাঁধে — তবু
আমায় টান।
এ-টান নাড়ীর টান,
হৃদয় উত্তাল,
এটানে ছিঁড়ে না দড়ি,
এ-টানে আসেনা কড়ি,
এ-টানে তুমি প্রিয়া,
নিয়েছ আমার হিয়া
এ-টানে আসে বান
স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতাল।
ভাসায়ে জীবন তরী
দু জনে নিবগো ভরি,
সোনার ফসল তুলি
দিব জনে জনে।
তারপর শূণ্য হাতে—
একদিন শুভ প্রাতে,
দুজনে পাড়ি দিব
অজানা সন্ধানে।
প্রেমের অর্ঘ্য দিব
শ্রীহরি চরণে।

ভাঙ্গা গড়ার খেলা

যে দিন প্রথম উদয় হলে
তখন ছিল কে,
আজ প্রভাতে তোমার সাথে
দেখা করে যে?
স্বর্গ লোকে কল্প লোকে
অনেক রূপ কথা,
মৃত্যুর মাঝে হারিয়ে যাওয়া
থাকে অনেক ব্যথা।
ছিলে নূতন আজও নূতন
নূতন ঊষার আলো,
চির নতুন সবুজ পাতায়
তোমায় লাগে ভালো।
ভাঙা গড়ার কত খেলা
চির নূতন তোমার ভেলা
নীল সাগরে পাহার চূড়ে
দেখতে পাই তোমার মেলা।
গল্প শুনি, গল্প বলি,
নিত্য নূতন রচি 'কলি'
কে বা কারা কোন আলোতে
আঁকে ছবি নিয়ে তুলি।
ছিলে তুমি থাকবে তুমি
থাকবে চিরকাল,
তোমর মাঝে বিলীন হই
ভাসিয়ে তরীর পাল।
তোমার কায়া তোমার ছায়া
প্রথম দিনের ছবি,
অঙ্কন করে কেবা কারা
তুমিই তো সেই রবি।

শক্তি তুমি-দেখাও আলো
বিশ্ব সৃষ্টি কর,
মিছে মিছি ভেবে মরি
আমরা বোধ হয় বড়।
চার পাশে আছে যারা
তারা ভবিষ্যতের চারা?
শুষ্ক পাথরে বীজ ঝরে পড়ে
বর্ষা নামার আগে অকালে তারা মরে।

বীনাটা রাখিনু তুলে

বীণাটা রাখিনু তুলে
তোমায় যাবনা ভুলে।
ও বীণা আমার, হৃদয় বীণা,
ও বীণায় মন দুলে।।
আয়ান ঘরণী রাধা -
কৃষ্ণ প্রেমে আছে সাধা।
জটিলা-কুটিলা দিক না পাহারা
রাধা যায় না পথ ভুলে।
বীণাটা রাখিনু তুলে।
জানি তুমি রাধা নও,
কেন তবে তুমি অন্তরে অন্তরে
সোহাগের বীণা বাজাও।
তাই কেটে দিনু তার -
বীণা যে আমার।
থাক না হৃদয় তলে -
যাব না তোমায় ভুলে।

প্রেম হলে শেষ

প্রেম হলে শেষ
দেহে নাহি থাকে রেশ।
জীবন বিফল হয়
মৃত্যু শেষমেশ।
যে নদী হারায় গতি
সে নদীর সবই ক্ষতি।
চলমান ভীষ্ম,
সব হারায়ে নিশ্ব,
মৃত্যুতে থমকে যায়
চলমান বিশ্ব।
নদীতে জোয়ার যেমন
জীবনে প্রেম তেমন।
দুকুলে আছড়ে পড়ে.
প্রেমেতে সবায় ধরে।
শ্রীখন্ডী প্রেম বিহীন
ভীষ্ম মৃত্যুতে লীন।
নূতন বাজবে মাঝে,
অঙ্কুরের ঘন্টা বাজে।
মালীর সোহাগে ফুল
ভ্রমরেতে মশগুল,
প্রেমের মাঝেতে বাঁচে
ভাবি কালের সব কুল।

সে যেন থাকে সুখে

আকাশ যদি মেঘলা থাকে,
কোকিল যদি ভোরে না ডাকে,
মনের কথা- মনে থাকে,
মনের কথা বলব কাকে।
সারা রাত বসেছিলাম—
মনের চিঠি উড়িয়ে দিলাম,
ভোর সকালে সূর্য্য এলে,
তারে ডেকে বলব ফাঁকে।
আমার প্রিয়া-আমার রাণী,
জেগেছে রাত আমিও জানি
তারে তুমি খবর দিও
সে যেন সুখে থাকে।

———❖———

তোমার রূপ দর্শনে

যখন যে পাত্রে পড়,
তখন সেই রূপ ধর।
তোমার রূপ দর্শনে —
অনেকে হয়েছে অনেক বড়।
মর্ত্তে নীল জলরাশি —
উর্দ্ধে রবির নির্মল হাসি,
তোমার লীলায় তোমার খেলায়,
আনন্দে মাতে ব্রজবাসী।
দেবকী নন্দন- কপালে চন্দন,
বাসুদেব কোলে হৃদয় স্পন্দন,
যমুনা তটে হারালে বটে,
তব লীলা - খেলা - যমুনার বেলা
তোমার পরশে ধন্য যমুনা —
তারে দিলে ঠাঁই হৃদয় তটে।
মা যশোদা কোলে,
তুমি হেলে দুলে,
হাসিতে মুক্তো ঝরে—
গোপীরা নেয় যে তুলে
আহা-অপরূপ, পুতনা নিশ্চুপ,
তব রূপ দর্শনে, কাঁপে তার বুক।
রাধিকা সনে মাত, প্রেমিক প্রেমিকা হয়ে
ষোড়শ গোপিনী নাচে -
তব সঙ্গ পেয়ে।
কখনো অর্জ্জুন সখা - রথের সারথী,
বিশ্বরূপ দর্শনে, অর্জুন ছিল মাতি।

অরূপের মাঝে তুমি —
তুমি রূপের রাজা,
প্রণতি জানাই তোমায় —
মোরা তোমার প্রজা।
জ্ঞানচক্ষু দিও প্রহ্লাদের মত,
যখন যে পাত্রে থাক না,
তোমার সেবায় যেন থাকি রত।

পাকা মন

মনের কথা মনে থাকে —
মনের কথা বলব কাকে।
সবার মন যে শুকনো আছে -
কি রসে মন (আবার পাকে) মজ্‌লে পাকে।
পাকা মন - আর পাকা ফল,
পেতে হলে- চাই চোখের জল।
জল ফেলে জল, আনতে গিয়ে
বাজে কি রাধার পায়ের মল।
দ্বারকার রাজা কৃষ্ণ ধন,
বৃন্দাবনে রাধা উচাটন,
দুটি মন একই সনে
পেকে থাকে সারাক্ষণ,
রাধার মত পাকতে হলে,
ডুব দিয়ে মন উড়িয়ে কেতন,
বৃন্দাবনে যাও না চলে।

খেলতে সবায় দাও

এটা যে কতখানি পরাজয়,
বুঝতে যদি আগে -
হত না, তোমার এত ক্ষয়।
সব কিছু নিজে ধরে রাখবে,
অহমিকা দিয়ে সব ঢাকবে।
জানতো জীবের জীব, দেহের রাজা,
তবুও করলে ভুল—
দাঁত তারে দেয় কঠোর সাজা।
তুমি ভেবেছিলে,
কেউ দেবে না তোমায় ফেলে।
সারাটি জীবন-কাটবে এমন,
কাটবে হেসে খেলে।
খেলার মাঠ- জীবন হাট সঠিক যদি হয়,
নির্বিঘ্নে খেলতে পারো-
থাকে না কোন ভয়।
খেলতে গিয়ে ভাব যদি একাই গোল দিবে,
প্রতিপক্ষ যৌথ খেলে শীল্ড নিয়ে নিবে।
খেলার মাঠ- তোমার হাট রাখতে যদি চাও,
ঠিক সময়ে মাঠটি ছেড়ে খেলতে সবায় দাও।

মন ভ্রমরা

কেন তুমি এমন করে সাজ।
কেন তুমি এমন করে বাজ।
তোমার বীনার ঝংকারে মোর
প্রাণ যে কাঁদে আজও।
তোমার চলার ছন্দে—
তোমার চুলের গন্ধে,
মন ভ্রমরা হয়ে উতলা,
বাসর রচে আজও।

—❖—

মধুর মিলন

' পরে আসে অবসাদ।
পাই যদি প্রিয়ার কোল,
থাকে না যদি তায় কোন খাদ।
সে মিলন—মধুর মিলন
জীবন হোক না কঠিন—
আসুক না ঝঞ্ঝাপূর্ণ রাত।

—❖—
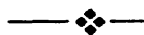
যীশু এখন যদি থাকতে

যীশু, এখন যদি থাকতে,
যুবক-যুবতীর নৃত্য দেখে
লজ্জায় মুখ ঢাকতে।
লাল-নীল-সবুজ,
হরেক রকম জল।
শীতের রাতে নৃত্য লাগি
বাড়ায় পায়ের বল।
মেরীর কোলে যখন তুমি
জ্বাললে প্রেমের আলো,
চাঁদমুখ দেখার তরে—
আস্তাবলের ছোট ঘরে,
সাধু-সন্ত সবার তরে
রাতটি ছিল ভালো।
প্রভু, কেন এমন হল,
দুই ডাকাতের মাঝে তোমার
ক্রুশে- প্রাণটি হরে নিল।
তুমি, তাদের করলে ক্ষমা ,
সেই ক্ষমা কি এখনও আছে
এদের তরে জমা।
বড়দিন আর, বড়দিন নয়,
নগ্ন ব্যবহারে —
প্রভু, মর্ত্তে তুমি এস একবার
এদের রক্ষা তরে,
শাসন কর- যতন কর.
বাঁচাও কিশলয়।
নইলে- এদের নৃত্যে তোমার মর্ত্তে
আসবে প্রলয়।

কোনটা আসল - কোনটা মেকি!

কখন কিরূপ দেখি,
কোনটা আসল- কোনটা মেকি।
সকালে রৌদ্রোজ্জ্বল - বিকালে শুষ্ক হাসি,
কখনো ছায়াবৃত্ত - কখনো মুক্ত আকাশ,
কখনো চলার পথে, দখিনে মলয় বাতাস।
কখনো গম্ভীর - কখনো উচ্ছাস,
কখনো গভীর রাতে ফেল দীর্ঘশ্বাস।
কখনো চপলা নদী - খরস্রোতা হও যদি,
বাঁধিতে তোমারে নারি, বয়ে যাও নিরবধি।
কখনো নয়নে জল - চোখ দুটি ছলছল,
উত্তাপে বরফ গলে ঝরনায় বাড়ে জল,
সোহাগের চুম্বনে পথ চল আনমনে?
তখন কি রেঙে উঠ? কারে খুঁজ মনে মনে,
কতরূপে - কত মুখে- কত কথা বল সুখে,
কখনো নেতিয়ে পড় কি যে ব্যথা পাও বুকে।
কারে খুঁজ, কেন খুঁজ, কি চাও তুমি বল না।
সাগরে মেলার তরে একি তব ছলনা।
দুই কুলে ফুলে ফলে, তরু সব হেলে দুলে,
পুরুষও জেগে উঠে তোমার পরশ পেলে।
কাছে নাও, দূরে ঠেল, কার সাথে কি যে খেল,
কখনো আবার দেখি নয়নে অশ্রু ফেল।
আঠার বসন্তে চার চোখ এক সাথে
যে রূপ দেখেছিনু সেদিন বাসর রাতে।
সে রূপ মোহিনী রূপ, সে রূপ থাক না,
আসল - নকল - মেকি আর সব যাক না।

দুটি পাতা

গাছের দুটি পাতা-
সবুজ রঙে ঢাকা,
বাতাসে হিল্লোলিত,
নাই যে তাদের পাখা।
উড়ে যেতে মন চায়,
কোকিল যেথা গান গায়,
অনন্ত আকাশে পাখী-
করে শুধু ডাকাডাকি।
কেন যে বুঝে না তারা,
মা-মাটি তাদের ভারা।
সুখে-দুখে এক সাথে,
বসন্তে মেতে থাকে।
আবার আসিলে শীত,
ভুলে যায় সব গীত,
ধরণী মায়ের কোলে
চিরশান্তি পাবে বলে,
একে একে ঝরে পড়ে
বালুকা বেলায়।
তখন তো-ইতি পড়ে
জীবন খেলায়।
কালবৈশাখী এসে —
শুকনো পাতা ভালবেসে
নূতনের জন্ম দিতে — বৃষ্টি ঝরায়।
যাওয়া আসা এই খেলা—
ঋতুরাজ বসায় মেলা,
ফাল্গুনে কৃষ্ণচূড়া - আকাশ রাঙায়।
কচিপাতা চুপি-চুপি,
ফল মারে উঁকি ঝুঁকি
আবার আসিবে ফিরে,
সবুজ পাতায়।

-❖-

তিলোত্তমা

মনে রং হাতে তুলি,
আমার কবিতা গুলি,
তোমায় সাজাতে গিয়ে,
নিজেকে - নিজেই ভুলি।
নয়নে কাজল দিলাম-
কপালে সিঁন্দুর,
খোঁপায় গোলাপ দিলাম
দেখতে মধুর।
চরণে নপুর দিলাম
গলায় মুক্তার হার,
তোমায় সাজাতে সুখ,
তুমি যে আমার।
হাতে শঙ্খ দিলাম
কানে দিলাম দুল—
হৃদয় বাগানে তুমি—
তুমি গোলাপ ফুল।
সোহাগের চুমু দিলাম—
ও-রাঙা মুখে,
সারাটি জীবন তুমি থাকবে সুখে।
রাতের বাসরে দিলাম—
আতরের গন্ধ,
হাসিতে ডগমগ - নৃত্যে নব ছন্দ।
সারাদিন পাশে ঘোর-
বেগবতী নদী,
তুলিতে তোমায় আঁকি —
তুমি মনোছবি।
আয়নায় - বায়নায় তুমি মনোরমা,
হৃদয় উর্বশী তুমি- তুমি তিলোত্তমা।

এস হে নবীন

পুরাতন চলে যায়; নূতন আসিছে,
যায়নি তো কিছু চলে মন মাঝে ভাসিছে।
আজ যে নূতন এল - কাল সে পুরানো,
মধু স্মৃতি - মধুগীতি হৃদয়ে মধু জড়ানো।
এ-হৃদয় যতদিন ধরা মাঝে উড্ডীন,
উভয়ের মিশ্রনে দিন বহে প্রতিদিন।
কখনো আলোর ছটা- কখনো অন্ধকার,
পুরাতনের ভুল ত্রুটি - নূতন করে প্রতিকার।
নিরুৎসাহের বুকে উৎসাহের প্রতিবেদন,
যুগে যুগে ভাঙে গড়ে, অশুভে করে ছেদন।
এ সহে নবীন, আজ শুভদিন, এস নববর্ষ
নূতন পুরাতন মিলে, ভেদাভেদ সব ভুলে
সৃষ্টি হোক উৎকর্ষ।

মা-ভগিনী প্রিয়া

তোমার প্রেমের সুউচ্চ পাহাড়,
আমি সেখানে তো কোন্‌ছার।
তোমার সোহাগের বেগবতী নদী—
আমার জীবন তরী সেথায় ডুবে যদি,
সলিল সমাধি হোক প্রেম সাগরে,
হৃদয়ে ঠাঁই দিও তুমি আমারে।
মধু খেল-হুল ফোটাল,
তারপর অলি, উড়ে চলে গেল।
তবু তো কুসুম; অলিরে দেয় চুম,
কিছু না পেয়েও তুমি, আমারে পাড়াও ঘুম।
দারে প্রদীপ জ্বেলে - কোলে নাও তুলে।
বিস্ময়ে চেয়ে থাকি সব কিছু ভুলে।
এত রূপ- এত ধূপ- গন্ধ নিয়ে থাক চুপ।
তোমাব পরশে হৃদয় - আনন্দে নাচে বুক।
মা - ভগিনী - প্রিয়া, একই দেহে তিন হিয়া
আমায় দিয়েছ সব, তুমি আমার সবুজ টিয়া।
সবুজ অবুঝ মনে, কাছে তুমি নাও টেনে,
দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-দ্বেষ-ঘৃণা, নাই কিছু মনোবীনায়,
মদনও টলাতে নারে, পুষ্প বান হেনে।
ভাগ্যবান আমি অতি - তোমার প্রেমের যতি,
নিয়ত দেখায় আলো কর্মে বাড়ায় গতি।
তোমার প্রেমের কাছে হেরে গেছি আমি,
আমি নয় - আমি নয়, তুমি মোর স্বামী।

—❖—

সোহাগের মোমে ঢাকিব তোমায়

রাতের লজ্জা - শীতের শয্যা —
আঁচল দিয়ে গায়।
নূতন বধুয়া খুলিতে বসন
কিছুতেই নাহি চায়।
মধু ঢাকা বুকে- মৌমাছি সুখে-
মোম দিয়ে বাসা রচে,
তিল তিল করি মধু আহরণ,
অলি প্রতিটি ফুলে বসে।
শীত - বর্ষা ঋতু - ফুল নয় ভীতু,
অলিকে তার চাই,
শীতের রজনী - কেনগো সজনী,
মোর কাছে তুমি নাই।
সোহাগের মোমে ঢাকিব তোমায়
মুখ তোল বিধুমুখী,
ও দুটি নয়নে - চাও মুখপানে,
তাতেই হব যে সুখী।

অশান্ত মনে যদি

রাজ পথ - জন পথ, —
সব পথে চলে রথ,
থেমে যায় হৃদয় রথ,
মনে দাগা পেলে।
শিশু থেকে কৈশোর,
যৌবনে খোলে দোর।
বন্‌বন্‌ ঘুরে মন—
সোহাগে চন্‌মন্‌
রাজপথে হেঁটে চলে
যাত্রীরা চোখ মেলে।
জীবন রথের চাকা
প্রেম বিনে সব ফাঁকা
সূর্য্যের আলো আসে
তার পথ, নয় বাঁকা।
চড়াই - উতরাই পথ—
বণভূমি সমতল,
চাঁদের কিরন লেগে,
সব করে ঝলমল।
সবাই আপন জন,
ভালবাসে মন মন;
যেমন সূর্য্য হাসে—
সব ফুলে দেয় মন।
বৃত্তের মাঝে মন,
ঘোরে যদি বনবন।
সে মন ঘুরে মরে
রাজ পথ পরহন।
অশান্ত মনে যদি
কেউ করে বিচরণ —
কচি কচি কাঁটা ঘাসে
ক্ষত হবে শ্রীচরণ।

হয়ত এখন

হয়ত এখন তুমি—
নাতি, নাতনি নিয়ে,
রূপকথার গল্প বলছ
চোখটি বুজিয়ে।
দুষ্টু নাতি - মিষ্টি নাতনী,
কানে কানে কথা কয়,
ঠাকুমা এবার বিছানায় চল,
লাগছে মোদের ভয়।
চোখটি বুজে ভাবছ এখন,
আমি কেমন আছি,
নাতি তোমার কোলের মাঝে
জোরে দিল এক হাঁচি।
ধড় পড়িয়ে তখন উঠে,
গায়ে দিলে চাদর,
ঠাণ্ডার মাঝে আর যাবে না—
আস্ত একটি বাঁদর।
আমি কোথায় -তুমি কোথায়
মাঝে অনেক পথ,
তোমার মাঝে নাতি-নাতনী
তোমার বিজয় রথ।
আমি এখন বুড়িয়ে গেছি
ওরা কিশলয়,
ওদের মাঝে আমায় খুঁজ
ওরা-আমার পরিচয়।
নাতি-নাতনী ঘুমিয়ে গেল
তোমার দুটি পাশে,
চোখটি খুলে নাও মিলিয়ে
আমার মুখটি ভাসে।
দুটি মুখের চারটি ঠোঁটে—
দুটি চুমু দাও,
প্রথম দিনের পরশ তুমি
হোথায় খুঁজে পাও।

ভাবছ হয়ত আমার কথা
রূপকথার এক গল্প,
জগৎ মাঝে এটাই অত্যি
ভাবো একটু অল্প।
হারিয়ে আমরা যাইনি ওগো —
এই পৃথিবীর মাঝে,
আমাদের প্রাণের সুর —
ওদের প্রাণে বাজে।
আর ভেবো না ঘুমিয়ে পড়
ওরা এবার জাগবে,
আমি এখন ভাল আছি —
তুমি-ওদের সেবায় থাকবে।

জ্বালা

জ্বালায় জীবন, জ্বালায় জগৎ,
জ্বালাতেই মানুষ পায় ভগবৎ।
মনের মানুষ তরে —
জ্বালায় জীবন মরে।
তাই বলে কি জ্বালার তরে
যাবনা তার ঘরে।
জ্বালাতে দুখ, জ্বালাতে সুখ,
ছেলের জ্বালায় নেচে উঠে
মায়ের দুটি বুক।
প্রিয়র জ্বালায় প্রিয়া
তবু কাঁদে তার হিয়া
দুটি প্রাণের একই জ্বালা,
যমুনার জলে আসে কালা-
জীবের প্রতীক আয়ন রাধা
কৃষ্ণ জ্বালায় আছে সাধা।

-❖-

একটা গোলাপ

একটা গোলাপ ফুটতে আমি দেখেছি।
একটা গোলাপ ঝরতে আমি দেখেছি।
বাগানে যখন ফোটে গোলাপ—
তার সাথে শুধু হয় সংলাপ।
তারপর — কি জানি, কি হল,
একে একে সব সরে গেল।
মিছে মিছি অভিনয় শুধু সংলাপ,
নেয়নি হৃদয়ে কেউ - নিহত গোলাপ।

———❖———

ঘরের মাঝেই আছেন তিনি

কেমন লাগে —
কেমন বাজে - বুকের মাঝে।
ফুল কি কভু নিজের তরে
নিজেই সাজে।
আমরা সবাই খুঁজে বেড়াই,
দেব্‌তা কোথায় - দেব্‌তা যে নাই
ঘরের মাঝেই আছেন তিনি,
সে কথাতো - কেউ জানে নাই।

———❖———

দমকা হাওয়া

হঠাৎ দমকা হাওয়া —
ঘুচিয়ে দেয় পাওয়া।
কোথায় গিয়ে মিলবে,
সত্যিকারের চাওয়া।
উত্তরে ঝড় বইলে পরে,
দেহের মাঝে ঠাণ্ডা বাড়ে।
দখিনে বাতাস করে না হতাশ–
বৃষ্টি মেঘে ভর্ত্তি আকাশ।
বৃষ্টি ঝরায় সৃষ্টি বাড়ায়,
এই নিয়মই আছে ধরায়।
মাঝে মধ্যে বিধি ভাঙে,
ভালবাসায় মনটি রাঙে।
ন্যায় নীতির বিচার করে,
পারবে কিগো রাখতে ধরে।
ন্যায় নীতির মাপকাঠি—
নিজে পুড়ে গন্ধ বিলায়,
তারে বলে ধূপকাঠি।
বাসবে ভালো - সবায় ভালো
এই চাওয়াটা সত্যি হোক,
দম্‌কা হাওয়া দিকনা ভবে-
পাবে তাতেই পূণ্য ভোগ।

মেলায়

মেঘ রৌদ্রের খেলা,
চলে সারা বেলা।
জীবন আমার হারিয়ে যায়,
মিছে ঘোরা মেলায়।
মেলায় ভিড়ের মাঝে,
যে যার আপন কাজে,
মনের মানুষ না পেয়ে মন,
সারা জীবন কাঁদে।
হরেক রকম সাজে,
মেলায় বংশী বাজে।
সুর ও তানে মধুর গানে,
কয় জন মরে লাজে।
বসে ছিল— বসেছে—
বসবে মেলা পরে,
তখন আমি থাকলে পরে
কিনব বাঁশী সবার তরে।

সাজানো ঘরে

সরু পথ শেষ হলে—
রাজপথের দেখা মেলে।
তখন যদি ভুল করে,
ঘ্রান নাও প্রাণ ভরে।
তাকাও পেছন ফিরে,
জমানো হারানো ধন,
যারা তোমার আপন জন,
তারা কেমন আছে—-
তোমার সাজানো ঘরে।
ওই যে পেছনে মুখ,
ফেলে আসা সব সুখ
নিয়ত তোমায় টানে।
হল না- হল না আর
রাজপথ ছারখার।
তোমার জীবন রথে,
নিয়তি বজ্র হানে।

———❖———

তোরে উড়িয়ে দিলাম

পাখী; তোরে উড়িয়ে দিলাম।—
যদিও সোনার খাঁচা,
ছাতু খেয়ে যদিও যায় বাঁচা।
মনের খোরাক দিই কি করে—
তুই যে অবুঝ, তুই যে আমার কাঁচা।
যাক না পাখী উড়ে,
নীল আকাশে পাখনা মেলে
সোনার চাঁদর মুড়ে।
আমার খাঁচায় যদি -
ফের আসিস কোন দিন
সোহাগ দিয়ে বাঁধবো তোরে
তুই খেলবি সারাদিন।

নিজে নাই

বসে আছ হাসি মুখে,
কত স্মৃতি নিয়ে বুকে।
তোমার সমাধি আজ—
ফুলে ফুলে ঢাকা।
চলে গেছ মনে নাই,
বলেছিলে দিবে ঠাঁই
এখন তুমি নিজে নাই
সুখের সংসার সব ফাঁকা!

রক্ত আসে পরে

পর্বতে হলে বৃষ্টি
নদীর হয় সৃষ্টি।
বরফ গলে জল,
ঝরনার কলাহল।
রক্তের টানে রক্ত
ভগবানের টানে ভক্ত।
পুত্রের টানে পিতা
একে অন্যের মিতা।
স্বামীর টানে প্রিয়া
মিলিত দুইটি হিয়া।
নেই রক্তের টান,
তবু গায় হৃদয়ের গান।
সোনায় সোহাগা দিলে
রূপের সন্ধানে মিলে।
গাছের পাতার বিন্দু
রচনা করে সিন্ধু।
রক্ত আসে পরে,
যদি হৃদয়ে - হৃদয় ধরে।
রক্তের টানে ভালবাসা,
সে বাসায় ক্ষুদ্র আশা।
হৃদয়ে হৃদয় যোগ হলে,
সবাই আপন - বিশ্ব আপন
নদী উঠে ফুলে ফুলে।
কেন বর্ষার আয়োজন,
ভালবাসা যেথা ঘর বেঁধে থাকে
রক্তের কিবা প্রয়োজন।

-❖-

যাবে না মুছে

চার দেয়ালে তোমার ছায়া
মিশে আছে আমার কায়া
আপন জনের শ্বাসের হাওয়া
হৃদয় মাঝে সেই তো পাওয়া।
চলতে গিয়ে মাঝে মাঝে
বিঘ্ন ঘটে কিছু কাজে
তাই বলে কি হারায় নদী
পথে বাধা আসে যদি।
আপন জনের মধুর টানে
বহে চলে নিরবধি।
ভাঙবে দেয়াল আসবে ঝড়,
তোমার আমার ছবির ঘর,
ছেঁড়া কাগজ- ময়লা কাগজ
ঢেউ এর তালে মহাকালে
যাবে না মুছে বালুচর।

ভূমিকম্প

তোমরা যখন নাচ সবাই
তখন কিছু দোষের নয়,
আমি একটু নাচলে পরে
কেন সবাই অবাক হয়।
নাচের পোষাক - নাচের ধরণ
ওই পোষাকে করছে বরণ।
আমার নাচা শুরু হলেই
তোমরা মরণ করছ বরণ।
প্রাচীন কালে নৃত্য হত—
তার ছিল এক ছন্দ।
তাল ও লয়ে নাচত তারা
লাগত না নেহাত মন্দ।
মনিপুরী কথক নৃত্য
নাচের মাঝে প্রাণ হারাত
নাচের তারা ভৃত্য।
তোমাদের নাচ দেখে এখন—
নাচতে আমার ইচ্ছা হয়।
আমি একটু নাচলে পরে
হবে কেন এত ক্ষয়।
রঙ্গমঞ্চে নাচ তোমরা-
হরেক রকম আলো দিয়ে,
আমার নাচার জায়গা গুলি
ভর্ত্তি কেন ঘর বসিয়ে।
উলঙ্গ নাচ বন্ধ কর,
আমি আর নাচব না,
ফের যদি নাচ এমন
তা হলে আর ছাড়ব না।

পৌঁছে যাব

সুখের জোয়ারে ভেসে —
পৌঁছে যাব তোমার দেশে,
তখন তুমি থাকবে কিগো
আমার তরে বসে ?
পুরানো দিনের খেলা,
আজও জাগে মনে বাজে,
যায় না তারে ফেলা।
যে যার কাজে - সেরূপ সাজে,
অন্য জনে মরে লাজে—
আপন জনের হৃদয় রাজে
ঠাঁই করে দেয় সকাল সাঁঝে।
তোমার আমি আপন কিনা,
আমার সুরে তোমার বীণা,
বাজবে কিনা তাও জানিনা।
যদি বাজে হৃদয় মাঝে,
চোখ মুদলে দেখতে পাবে,
সুখের তরী- আমার তরী,
তোমার ঘাটে রোজ বিরাজে।

সরল রেখা - বক্র রেখা

বক্র রেখা সরল রেখায়-
তফাৎ থাকে চোখের দেখায়।
সরল রেখা সরল পথে,
পণ্য বোঝাই - যাত্রী রথে
যাচ্ছে সবাই একই মতে,
এ-ওর পানে দৃষ্টি হেনে
কেউ কারে নেয়না চেনে।

* * *

বক্ররেখা হৃদয় রেখা—
জগৎ মাঝে অনেক দেখা,
অনেক জনে সবার সনে,
বক্ররেখা আপন মনে
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় যে অলি,
তাতেই ফোঁটে কুসুম কলি।

* * *

বক্ররেখায় বক্র পথে-
প্রাণের স্পন্দন যদি থাকে।
সরলরেখা - বক্ররেখা
কে তোমায় বেশী ঢাকে?

* * *

কারো দিকে তাকিয়ে না মন
যায় যদি মন কাশী বৃন্দাবন,
প্রভুর দেখা ভাগ্য লেখা—
পেতেও পারে শ্রীনিকেতন।
ললিতা-বিশাখা সাথে,
রাধা হাঁটে বক্র পথে,
প্রেম পসরা মাথায় ধরা,
কৃষ্ণ আছে হৃদয় পটে।
বক্ররেখা- সরলরেখা—
নিজের মনের সীমা রেখা
যে যেমন টানতে পারে
প্রভু আসে তেমন ভাবে।

সূর্য্য গেছে পাটে

পথে চলতে চলতে
কথা বলতে বলতে
তোমার আমার পরিচয়।
সবাই ঘুরছে পথে,
কেউ বা পায়ে- কেউ বা রথে।
কেঁউ বা সঙ্গী ছাড়া
হয়ে দিশাহারা।
তোমার আমার রক্তের ধারা
বহে ভিন্ন খাতে।
দাঁড়ালে থমকি
কি জানি কিসে মেতে
পথের পথিকে
নিজের গতিতে
একে একে দুই
জ্বলল হাজার বাতি
প্রাণের যতিতে।
আলোয় আলোকিত
প্রাণ পুলকিত
আমার না তোমার
তুমি জান মনে মনে।
বল কানে কানে
এবার বিদায় বেলা
সাঙ্গ করে দিনের খেলা
সায়াহ্নে জীবন ভেলা
বাঁধ নিজ ঘাটে
সূর্য্য গেছে পাটে।

মাটি

মাটির পরে মাটি
সাজিয়ে পরিপাটি
এই মাটিতে গোলাপ ফোটে
মাটি সোনা খাঁটি।
মাটিতে কৈশোর
মাটিতে যৌবন
মাটিতে ভোগ বিলাসে
মাটিতে মৌবন।
মাটিতেই সৃষ্টি
মাটিতেই কৃষ্টি
মাটিরই কম্পনে
হয় অনাসৃষ্টি।
মাটিতে আগুন
মাটিতে ফাগুন
আগুন-ফাগুন মিলে মিশে
সৃষ্টি হয় দ্বিগুন।
মাটি প্রিয় মাটি প্রিয়া
মাটির বসন্তে—
জাগে তাজা হিয়া।
মাটিতে আরম্ভ
মাটিতে শেষ,
মাটি মায়ের সোহাগ পেয়ে
ঘুমিয়ে থাকি বেশ।
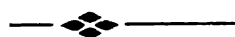
যদি না আসে সোহাগের ঢেউ

নরম নরম কাদা মাটি
সবুজ সবুজ চারা গাছ।
দখিনে মলয় বাতাস,
মাথায় সোনালী রোদ।
ফেলে আসা মানুষের
আলোকোজ্জ্বল এক শৈশব।
মধ্যাহ্নে রৌদ্রের প্রখরতা
নিম্নে জলের অপ্রতুলতা
ছোট ছোট অনেক ফাটল
চারাগাছ মৃতপ্রায়।
জীবন সৈকত বেলায়—
যদি না আসে সোহাগের ঢেউ,
যদি ভেসে যায় —
বিশ্বাসের শক্ত প্রাচীর।
লোভ - দ্বেষ - হিংসায়
ডুব দেয় যদি মন।
উন্নত মস্তক - আর প্রশস্ত বক্ষ
তখন ফেটে হয় চৌচির,
বানিয়ে হাজার তাজমহল
হয় না মন স্থির।

—❖—

তোমাতেই আমি রেঙেছি

সবার চোখে ফাঁকি দিয়ে
কখন তুমি সেজেছ—
এমনি করে পালিয়ে বেড়াও,
দেবেনা ধরা ভেবেছ?
ভোর সকালে সূর্য্য রাঙাও,
ঘাসের ডোগায় বিন্দু,
সবুজ পথে বিজয় রথে,
চরনে তোমার সিন্ধু।
আছড়ে পড়ে কামড়ে ধরে
তোমার সোহাগ পেতে।
বালুকা বেলায় চুম্বনে বাঁধো
তোমার বাসর রাতে।
আমি নয়তো একা, তোমার দেখা
তোমার ভাবেই পেয়েছি।
পারনা পালাতে- ফাঁকি দিয়ে মোরে
তোমাতেই আমি রেঙেছি।

যদি হৃদয় হয় পুষ্টি

বরফ থেকে জল
জল থেকে বাস্প
মেঘ হয়ে থাকে সে
সবার তরে ব্যস্ত।
দেহ থেকে প্রেম
প্রেম·থেকে সৃষ্টি
সৃষ্টি সুন্দর হয়
যদি হৃদয় হয় পুষ্টি।

তোমায় বলেছি অনেক কথা

তোমায় বলেছি অনেক কথা,
তোমায় দিয়েছি অনেক কথা,
কথা রাখতে হারিয়ে গেছি—
পেয়েছ অনেক ব্যথা।
যখন খুশি চেয়ে নিও-
পথের মাঝে চলতে,
হঠাৎ কখন হারিয়ে যাবে,
পারবে না কিছু বলতে।
মাথার উপর নীল আকাশ,
পরনে সবুজ শাড়ী।
মাঝে মাঝে গুমোট হাওয়া,
ভাসিয়ে দেয় বাড়ী।
মুস্‌ল ধারে বৃষ্টি নামে
এ-ওর পানে দৃষ্টি মেলে
ক্ষণিক পড়ে প্রেমে।
অনেক কিছু চাওয়া পাওয়া,
এমনি করে চাওয়া পাওয়া
নূতন কিছু নয়,
চলতে- যেতে পথের মাঝে
ক্ষণিক পরিচয়।
তুমি- আমি ছোট্ট বিন্দু-
বিরাট ঢেউ এর মাঝে,
আছড়ে পড়ি বালুকা বেলায়
হৃদয়ে ব্যথা বাজে।

সূর্য্য উঠে - অস্ত যায়,
প্রতিদিনের খেলা।
রূপান্তরের মাঝে মোরা
কাটাই জীবন বেলা।
এই পৃথিবী - সেও নয় স্থির,
বন্‌বন্‌ সে ঘুরছে,
তারি বুকে - থেকেও সুখে,
তবুও সৃষ্টি পুড়ছে।
গাছ-পালা, পশু-পক্ষী
মানুষ যত জন,
কে যে কখন থাকবে কোথায়
ভাবনা সারাক্ষণ।
বিন্দু থেকে - সিন্ধু আসে,
বিনাশ তারও হয়,
তুমি আমি তুচ্ছ প্রিয়া
হারিয়ে যাবে সবার হিয়া
ধ্যানে বসে ব্রহ্মা বিষ্ণু—
এই সত্যই কয়।
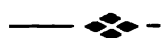
ভালবেসে যদি হতে পার মহান

সবুজ সবুজ চারা —
অবুঝ অবুঝ মন।
দুয়ের সমাবেশে
সুন্দর ত্রিভূবন।

*   *   *

নীল নীল আকাশ,
সুগন্ধ বাতাস;
ভালবাসা মধুর হয়
দুয়ের বিশ্বাস।

*   *   *

কোকিল ডাকে ভোরে-
সূর্য্য আসে দোরে,
ভাবি কালের কুঁড়ি সকল
ফুটছে নড়ে চড়ে।

*   *   *

কুলু কুলু নদী—
বহে নিরবধি।
অনাদি অনন্ত প্রেম,
সৃষ্টি করে যদি—
ছোট ছোট নীড়,
হাজার সূর্য্য এসে
সেথা করে ভীড়।

*   *   *

প্রাণের জোয়ারে প্রাণ
নদীতে ভাদ্রের বান
করে না কারো ক্ষতি
ভালবেসে যদি
হতে পার মহান।

(মেজ বৌমার উদ্দেশ্যে)

হাসিই জীবন

পাচ্ছে হাসি - হাসছি আমি
তুমিও পার হাসতে,
প্রাণ খুলে না হাসলে পরে
পারবে না তুমি বাঁচতে।
আহ্লাদে হাসি - সুখে হাসি
বোকার হাসি বিশ্রী,
কচি মেয়ের কচি মুখে
হাসিতে মুখ সুশ্রী।
হাসির খেলা- হাসির মেলা
তোমার আমার জীবন ভেলা,
জলেও চলে, ডাঙায় চলে
দিনেও চলে, চলে রাত্রি বেলা।
হাসির গাছে হাসি ফলে,
হাসির গাছ কেটনা কলে।
হাসি জীবন হাসি মরণ.
তবুও নাই হাসতে বারন।
পাগল হাসে - পাগলী হাসে
হাসে সুস্থ মানুষ,
হেসে হেসে অনেকে আবার
হারায় তাদের হুঁশ।
হাসির গল্প - অল্প সল্প
হাসির খতিয়ান,
নির্মল হাসি হেঁসো কিন্তু
রেখো না সন্দিহান।

সত্য সুন্দর

'সত্য' বারে বারে-
সবার ঘরের দারে,
ডেকে যায় - বলে যায়,.
পৃথিবী সুন্দর —
তারে করো আরো সুন্দর,
তোমার আমার কাজের ধারায়।
তোমরা সবাই থাক ভাই -ভাই,
ভালবাস - কর প্রেম বিনিময়।
দিনের সূর্য্যের মত—
আলো দাও অবিরত,
উঁচু নীচু ভেদাভেদ- কেউ ছোট নয়।
মিথ্যার প্রলোভনে পড়ি—
মানুষ-মানুষের অরি
সৃষ্টি ধ্বংস হয় - বুকে নিয়ে ব্যথা।
যখন ভাঙে ভুল—
শেষ হয় সব কূল,
গোপনে চোখের জল-
করার কিছু নাই,
সবাই নীরব দর্শক সেথা।
চৈত্র অবসানে-
কালবৈশাখী সনে-
ঝড় বৃষ্টি মিলন মধুর,
এ-ধ্বংস, ধ্বংস নয়,
প্রকৃতি কথা কয়,
যেন বাসর ঘরে
নব সৃষ্টির তরে,
পুরুষের সাথে,
পরিচয় নব বধুর।
বর্ষার প্লাবনে—
দুই কূল ভাঙনে,
জল- জল- জল
শুধু জল রাশি রাশি,

ধ্বংসের মাঝে - সদাই বিরাজে
সবুজে-সবুজে প্রকৃতি যায় ভাসি।
বহুরূপী - বহুসাজে,
সত্যকে ঢাকি- হয়ে তিলোত্তমা,
তোমার - আমার প্রাণে বাজে।
যদিও ভয়ঙ্কর - পথ দুর্গম,
চড়াই - উতরাই পথে, সত্যের রথে,
ধর্মের যাত্রা হয় সুগম।
কাল মেঘে ঢেকে দেয় সমস্ত আকাশ,
ক্ষণিকের দাপাদাপি--
বাস নয় পাকাপাকি,
নিমেষে উড়ে যায়- পেয়ে দখিনে বাতাস।
সত্য - চির সত্য, সত্য অপরাজেয়,
মিথ্যার তুলি দিয়ে- নিপুন হাতের কাজে,
সত্যকে যায় না করা হেয়।

দুর্গা

কার নৈবেদ্য তুমি-কারে দিয়ে যাও,
কার পূজার ফুল কার পায় দাও।
প্রাণের প্রদীপ জ্বেলে---
কার ছবি দেখে নিলে,
কার তরে বসে বসে রজনী পোহাও।
সারাদিন নানা কাজে—
পায়ের নুপূর বাজে,
গুন গুন গান গেহে কারে বা শুনাও!
স্বর্গের ভালবাসা - মর্ত্তের প্রেম-
কোন্‌টা কারে দিলে—
কার কাছে কি যে পেলে,
জানার উপায় নাই- নিজেই হারাও।
মানবী হয়ে এস- চাই তব ভালবাসা,
বধুয়া তোমার কাছে- আমার অনেক আশা।

মাটি স্বর্গ হতে খাসা

পৃথিবীর টানে-স্বর্গ আসে নেমে,
স্বর্গ নয়তো বহু দূর।
এখানে ফুলের কুঁড়ি,
ফুটে উঠে ঝুড়ি ঝুড়ি,
অলির সোহাগে, ফুলের বাসর ভরপুর।
মানুষের টানে- মানুষের গানে
মধুর ঐক্যতান,
মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভুলে
আনে আনন্দের বান।
ঝরনার ধারা-হয়ে আত্মহারা
সবারে বাসে সে ভালো।
পূর্ণিমা রাতে দুই কূলে তার
জ্যোৎস্না ছিটায় আলো।
কতরূপে কত সাজে—
মা- মাটি মানুষ, দেবতা-দানব
রয়েছে আপন কাজে।
যুগে যুগে প্রভু - মাটির স্বর্গে,
নররূপে নারায়ণ।
প্রেমের মন্ত্রে ভাসায়ে সবায়
শিখায় শুভ আচরণ।
মঙ্গল মায়ের মঙ্গল ধ্বনি
বাজে সন্ধ্যা সকালে,
ভোরের বেলায় সোহাগের চুমু
দেয়- পিতা পুত্রের কপালে।
এখানে স্বর্গ-এখানে পরিজাত
মানুষের ভালবাসা,
তাইতো গোপাল - যশোদা দুলাল
বৃন্দাবনে নিল বাসা।
ললিতা-বিশাখা, আয়ন ঘরণী
রাধার ব্যাকুলতা,
প্রেমের বাঁধনে বাঁধা আছে হরি
মাটি - স্বর্গ হতে খাসা।

শিশুর কান্না

কোনও শিশু কাঁদে বেশী-
জানতে সবার ইচ্ছা হয়,
কেঁদে কেঁদে শিশু বাড়ে
কেঁদেই শিশুর হয় যে ক্ষয়।
সেই শিশু কাঁদে বেশী-
মায়ের সোহাগ পায় যে বেশী।
দুধ বেশী যার মায়ের বুকে
সে শিশু থাকে বড়ই সুখে।
সেই শিশু কাঁদে কম,
যার মাকে নিয়েছে যম।
বুঝতে পারে সোহাগ তরে
মিছেই তার কান্না,
কাঁদলে পরে কেউ নেবে না,
বলবে না-খোকা আর না।
মায়ের মতন, হয়ত তারে
সোহাগ কেউ দিতে পারে,
'মা' - আর 'মায়েব মত'
পারে না ঘুচাতে বুকের ক্ষত,

প্রেম

প্রেম-প্রেম খেলা খেলতে,
ভাল লাগে মনে জ্বলতে।
খাদ্যের স্বাদ নুনে—
পড়ে যদি চামচ গুনে গুনে।
নুন বেশি হলে লাগে তিতা,
যায় না বোঝা, সংসার মাঝে
কে কখন - কার মিতা।
নুন খেলে গুণ
পানে লাগে চুন,
একে অন্যের সাথী।
প্রেমিক যে জন
প্রেম নিয়ে থাকে
প্রেমেতেই থাকে মাতি।
প্রেম নিয়ে কাড়াকাড়ি—
একা সে প্রেমিক
দেখে সব দিক
মস্ত সে আনাড়ি।
সে জন প্রেমিক
আছে যার ভিত্
ত্যাগ-ই যার ধর্ম
শুধু দিতে জানে-
নেয় না কিছু
জীবনটাই যার কর্ম।
প্রেম-প্রেম খেলো
আগুনও জ্বালো
আলো দেখাও প্রেমিকে।

সেই আলোতে নুনের মতন
মজাতেও পার খুনিকে।
নুন-চুন-প্রেম, মধুর মিলন
প্রদীপে যেমন তেল,
কম বেশি হলে-
জ্বলে পুড়ে যাক্
মর্ত্তে দেখায় খেল্।
ভালবাস তাই
থাক ভাই ভাই,
প্রেমিক- প্রেমিকা মিলে।
নিজে পুড়ে ছাই
উর্বর ভূমি—
গোলাপ ফুটুক দিলে।

——❖——

সুখ

সুখ যে কোথায় আছে—
কেউ কি তা জানে?
সুখ পরম ধন - ভাবে মনে মনে।
সম্পদে সুখ যদি ভরায় জগৎ,
রাজার তনয় কেন খুঁজে শান্তির রথ?
অঢেল অঢেল সুখ যদি দাম্পত্য 'জীবনে',
তবে কেন কাঁদে নিমাই বিষ্ণু প্রিয়া সনে।
পরকিয়া প্রেম যদি সুখের খনি,
কি কারনে হারায় বিল্ব, চোখের মনি।
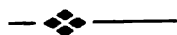
ভবের হাটে ঘুরছে সবাই

কয়েকদিন কাটিয়ে গেলাম—
তুমি ঘাটে বাঁধলে তরী।
ওই তরীতে ঠাঁই হল না-
একাই ঘুরে মরি।
হায় বিধাতা তোমার খাতা,
কতই না তার বাহার,
কোন্ পাতাতে - কার খতিয়ান
কার লাগি খোল দার।
খেলতে এসে-খেলার তরে,
পক্ষে - বিপক্ষে।
সবাই কিন্তু নিজের পথে
ঘুরছে নিজ কক্ষে।
হাড্ডা- হাড্ডি লড়াই করে,
কখনো হাসি কান্না।
প্রতিপক্ষ এড়িয়ে গেলে,
বলে- আর যেও না, আর না।
মস্ত আকাশ, সহস্র 'তারা',
আপন পথে ঘুরছে তারা
কে যেন তাদের তরে-
গন্ডী দিল সৃষ্টি করে।
পাছে রাবণ করে হরণ,
সেই ভয়েতে তাদের মরণ,
তাই বুঝি বা নাচতে বারন
দৃষ্টি রাখে ভবতারণ।
ভবের হাটে ঘুরছে সবাই
যে যার কাজে- কেউ বসে নাই।
সময় হলে যাবে চলে-
কারেও কিছু - কথা না বলে।

মিলন মধুর

অলস মধ্যাহ্নে —
তাকিয়ে তোমার পানে,
দুফোটা চোখের জল-
পড়ে আপন মনে।
জীবন্ত প্রতিমা ছিলে,
ছবি হয়ে ফিরে এলে,
তখন ভাবিনি এমন-
চোরা স্রোত আছে তলে।
বালুচরে - খেলা ঘরে,
হরিণ - হরিণী দ্বয়,
উল্লাসে ঘুরে ফিরে।
কচি ঘাস- কচি মন,
না খেয়েও গুঞ্জন।
কত ভোর - খোলা দোর,
নিত্য আনাগোনা—
তুমি ছিলে মধু চোর।
কুন্তল খুলে—
দাঁড়াতে এলো চুলে।
ঠোঁটের পরশ দিতে
চোখে-চোখ তুলে।
হারিয়ে যেতাম কোলে
গভীর রজনী হলে।
ভোরের কোকিল এসে,
শুধায় ভালবেসে,
আর নয় উঠে এসে,
চল এবে কাজের দেশে,
তোমার সতেজ প্রাণ
বুকে আনন্দের বান,
কর্ণ কুহরে বাজে,
মিলন মধুর গান।

-❖-

স্বপ্নের দেশে বিচরণ

স্বপ্নের দেশে শুধু বিচরণ,
পাবনা জানি আর 'ও' রাঙা চরণ।
অনেক অনেক দূরে—
হাজার মাথা কুড়ে
তোমার সঙ্গ যখন-
পাব না আর ফিরে,
তখন ছবিই ভাল,
হবে না কখনো কাল,
নয়ন অশ্রু নিয়ে
সিঁথায় সিঁন্দুর দিয়ে
প্রতিদিন সাজাবো তোমায়।
সর্বদা হাসি মুখ
তাতেই প্রাণের সুখ,
ছবিতে হাসি আছে ধরা,
'ও' হাসিতো একদিন, ছিল জীবন্ত
'ও' হাসি নয়তো নকল করা।
তোমায় চেনে না যারা,
কু-কথা বলতে পারে
আমিতো চিনি তোমায়,
রেখেছ ঘর আলো করে।
আকাশে ধূমকেতু,
ক্ষণিক আলো দেয়,
দেখ না চাঁদরাণী—
বড়ই অভিমানী,
পূর্ণিমা রাতে রাণী
সবারে কোলে নেয়।

চেনা-চেনা মুখ

চেনা চেনা মুখ -
দূরে দূরে সব,
কখন সরে গেল।
তুমি একা বসে —
সবায় ভাল বেসে
ঘাটে বেঁধে তরী -
অশ্রু কেন ফেল?
সাজানো বাগানে,
ফুলের আগমনে,
বাতাস সুরভিত।
শিউলী ঝরে পড়ে
শরৎ সকালে
ভ্রমরা আসে না কেন
সে হয় লজ্জিত।
ছোট ছোট মুখ —
আকাশে চাঁদ,
রূপে গুণে ফোটে উঠে
পাতে বড় ফাঁদ।
তারপর একদিন,
ধুয়ে মুছে সব লীন,
থাকে না কোনই স্মৃতি,
ভালবাসার সবুজ বিথী,
পঞ্চভুতে হয় লীন
পূবে সূর্য্য আসে —
আনে নূতন দিন।

তোমার কোলে ঘুমিয়ে গেলে

তোমার কোলে ঘুমিয়ে গেলে
ডেকে দিও ভোর সকালে।
সূর্য্য উঠার অনেক আগে—
রাঙিয়ে দিয়ে তোমায় ফাগে,
জীবন তরী ভাসিয়ে দেব
ঢেকো না মুখ লাজে।
অভিমানে মনের কোনে,
নয়নে যদি বন্যা আনে—
তারে তুমি প্রবোধ দিও,
তোমার সখা-প্রাণের সখা
বিরাজ করে তোমার সনে।
দেহের চাওয়া- মনের চাওয়া
অলির ফুল ছুঁয়ে যাওয়া।
সকাল সাঁঝে এই তো খেলা
ফুলেরা সব মেতে উঠে,
রং বেরঙের বসায় মেলা।
এমনি করে সাজিয়ে ঘরে,
আমায় পাবে নতুন করে,
যখন আমি তোমার তরে,
পাঠাব মেঘকে দূত করে,
জানালা খুলে ভিজা চুলে,
নিও আমায় বুকের পরে।
বেদনায় মন- যদি হয় উচাটন,
বৃষ্টিতে মাটি ভেজা, ননীর মতন,
আমিও তেমনি করে —
তোমায় রেখেছি ধরে,
ভোর সকালের তুমি মানিক রতন।

-❖-

ধ্বংস

এক থেকে তিন,
তিন থেকে ছয়,
তার বেশী হলে পরে–
সবার হয় ক্ষয়।
ক্ষয় নয়- ভয় নয়
শুধু হা-হুতাশ,
সবাই ঘুরছে শূন্যে
ঘুরছে উষ্ণ বাতাস।
ঘুরছে আলোর শিখা–
ঘুরছে গ্রহ,
ঘুরার মাঝে তারা
বাড়ে অহরহ।
বাড়তে-বাড়তে যখন
বিশ্ব ভরে যায়,
ধ্বংস অচিরেই —
সন্দেহ নাই তায়।

জীবন পাতা

একটি পাতা - আর একটি খাতা,
কখন যে পড়ে যায়-
কখন যে ঝরে যায়,
কখন যে থেমে যায় হৃদয় নাচা।
সব কিছু জেনে শুনে-
কেন পুড়ে - মন, আগুনে,
কি দিলাম- কি পেলাম
হিসাব নিকাশ হয় প্রতিটি ক্ষণে ক্ষণে।
থামে না খেলা - ভাসায়ে ভেলা,
ঘাটে ঘাটে ছুঁয়ে যায় এবেলা-ওবেলা,
প্রতিটি বন্দরে - হৃদয় কন্দরে,
জীবনের সব পাতা—
কখন যে যায় ঝরে।

—❖—

যদি

সুরায় পেয়ালা যদি ভর্ত্তি থাকে,
প্রিয়ার সোহাগ যদি প্রিয়ায় ডাকে,
ফুলের পাপড়ি যদি অলিকে রাখে,
আকাশের তারা যদি জোৎস্না মাখে,
বর্ষার যৌবন যদি মেঘকে ডাকে,
সে উচ্ছাস কত যে মধুর—
নিতম্ব নাচে সদা সকল বধুর।

—❖—
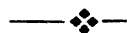
যদি ভাব

এমনি করে ঘোরে যদি
সবাকার মন,
যেমন করে ঘুরে পাখা
বিলায় বাতাস ধন।
শীতল বাতাস- কোমল বাতাস
অঙ্গে ছোঁয়া লাগে,
মনের বাতাস দিয়ে সবায়
মাতাও সকল কাজে।
ঘুরতে ঘুরতে পাখা যদি
বন্ধ হয়ে যায়,
লাল-নীল-হলুদ তিনটি তারের
সংযোগ নাই তায়।
চিত্ত পাখা- মনের পাখা
ঘুরবে সারাক্ষণ,
যদি ভাব বিশ্বে সবাই
তোমার আপন জন।

ভাবী কালের সূর্য্য

আসছে প্রবল ঝড়-
ছুটছে বেগে মন।
তুমি আমি হারিয়ে যাই
শূন্য ত্রিভূবন।
বকেরা সারি সারি,
সাদা কাপড় পরে;
কালো মেঘে হারিয়ে যায়
যায় না রাখা ধরে।
গাছের সবুজ পাতা
মাথার কালো ছাতা
এক নিমেষে শূন্যে বিলীন —
হিসাব রাখে না খাতা।
ক্ষণিক দাপাদাপি-
মুসল ধারে বৃষ্টি এসে
হল যে তার সাথী।
ধ্বংস আছে- সৃষ্টি আছে,
আছে বসুন্ধরা।
ভোরের সূর্য্য ঘরে এলে
জানালা খুলে কারা!
নবীনের দূত - শান্তির পূত;
ভাবি কালের সূর্য্য,
প্রবলের মাঝে এরাই বিরাজে
এরাই সবার পূজ্য।

দুইটি বিন্দু

দুই বিন্দু জলকনা—
কখন যে জমে গেছে,
কখন যে মজে গেছে,
হৃদয় ফনা।
কাছাকাছি- পাশাপাশি
বলে শুধু ভালবাসি।
যখন যে পাত্রে ঠাঁই
হয়তো শীতল।
স্বপ্ন দেখেছিল,
ইমারৎ গড়েছিল,
গড়বে দুইটি বিন্দু
সুরভি দ্বিতল।
হলনা- হলনা গড়া
পর্ণ কুটীর,
আকাশে জমা মেঘ
বরষণে সব শেষ
জীবন শূন্য হয় 'বিন্দু' দুটির।

—❖——

নেশা

নেশা- নেশা- নেশা,
নেশাই সবার পেশা।
নেশা বিনে বাঁচে না কেউ
নেশাই সর্বনাশা।
গাড়ীর চাকা-হয় না ফাঁকা,
বাতাস যদি পূর্ণ থাকে।
মনের চাকা নেশায় ঢাকা
নেশাতে মন সুস্থ রাখে।
বাতাস বেশী হলে পরে,
গাড়ীর চাকা ফেটে মরে।
দুষ্টু নেশায় দুষ্টু চাকা,
যখন তখন ঝরে পড়ে।
নারী পুরুষ নেশার ঘোরে-
ঘুরছে ভবে খুবই জোরে।
নেশা একটু বেশী হলে
সমাজ তাদের দেয় যে ফেলে।
নেশার সৃষ্টি তাজমহল,
নেশা বাড়ায় মনের বল।
নেশা বেশী বাড়লে পরে
জগৎ করে টলমল।
নেশা কিন্তু সবায় বাঁধে,
মদের নেশায় মানুষ কাঁদে।
সিদ্ধির নেশায় হাসে বেশী,
গাঁজার নেশা সর্বনাশা
দুর্বল হয় মনের পেশী।
প্রেমের নেশা সঠিক হলে
ফুটবে ফুল- ভাঙবে ভুল,
বিশ্বমাতা নেবে কোলে।
নেশা তুমি করতে পার---
নেশা, না যেন তোমায় ধরে।
নেশা তোমায় ধরলে পরে,
যাবে তুমি গর্ত্তে পড়ে।

ালিকা

সরল মতি বালিকা তুমি
স্বচ্ছ নদীর মত,
কোন পথেতে বইতে হয়,
জানো না অতশত।
শিশুর মত আলো দেখে,
হাত দিয়ে দাও তাতে,
সোহাগ দিয়ে আদর দিয়ে
মাতাও সবায় রাতে।
স্বামীর ঘরে - বাসর ঘরে,
জুঁই ফুলের মালা—
কারে পরাও - কারে হারাও,
জান না তুমি বালা।
নদীর স্রোতে ভাসে শব,
ভাসে মনের কালি,
তবুও গঙ্গা থাকে পবিত্র,
পবিত্র নদীর বালি।
প্রাণে তোমার হাসির জোয়ার
তুলে প্রবল ঢেউ,
একটু মনে দাগা পেলে
সব খেলা যাও যে ভুলে,
তার খোঁজ রাখে কি কেউ।
তোমার চলায় — তোমার বলায়,
নদীও হার মানে,
ভোরের বেলা যাত্রা শুরু,
তার-ই কলতানে।
কখনো নদীর পাড় ভেঙ্গে যায়
ডুবে শ্যামল মাঠ,
উচ্ছাসে আর প্রাণের ছোঁয়ায়,
ভাসাও জীবন ঘাট।

-❖-

নেবে তোমার দায়

দিয়ে- রিক্ত হওয়ার পর—
যদি সিক্ত না হয় মন।
সে দেওয়া শুধুই দেওয়া
সে দেওয়ায় মন,- নাচে না কখন।
শুধু নিজের প্রয়োজনে—
হরেক রকম লাগিয়ে ফুল
তুলছ সযতনে,
সে ফুলের বাহার আছে- চক্ষু নাচে,
নাচে না হৃদয়।
মনের ফুলের পাপড়ি গুলি,
সৌরভে তার হৃদয় তুলি,
নিজে সাজে - পরকে সাজায়,
তায় নাই, কোন সংশয়।
'ভালবাসি' - মিষ্টি ধ্বনি,
ওতেই আছে সোনার খনি,
যত পার, তুলতে পার—
তুললে পরে বাড়বে আরও।
রিক্ত হয়ে, সিক্ত হয়ে,
সোহাগ দিয়ে তায়,
সবার মন ভরিয়ে দিও,
যা কিছু তোমার ছড়িয়ে দিও,
কর্ম তরী - ধর্ম তরী—
নেবে তোমার দায়।

আসবে চিঠি

শুধু সময় কাটিয়ে চলা—
আসবে কখন চিঠি।
ঘরের দাওয়ায় এসে
করছি, ছুটোছুটি।
শক্ত দুটি পা—
পারে না আর হাঁটতে,
মনের জোরে হাত কখনো—
পারে কি ফসল কাটতে?
দেহের জোরে - মনের জোরে,
সবার প্রাণ দিয়েছি ভরে,
আজ বিকালে আমায় তুলে,
নিতে সবে যায় কি ভুলে?
যখন সবুজ পাতা!
তখন শক্ত গাছের ডাটা,
কাল বৈশাখী হার মেনে যায়
থাক না পথে কাঁটা।
সাজিয়ে বাগান হাজার ফুলে,
সবাই আমায় গেছে ভুলে,
শেষের দিনে একটি মালা
হয়ত আমি পাব—
তাই পারের কড়ি - নিয়ে হরি
আসবে কখন তোমার তরী.
সেই তরীতে উঠে আমি
তোমার দারে যাব।

দাদু-নাতী

দাদু নাতি কাছাকাছি
ভাল লাগে জ্বললে বাতি
অন্ধকারে নাতি-ই সাথী।

* * *

কাঁধে-কাঁখে হাতটি ধরে,
নাতি হাটে একটু করে-
দেখে দাদুর হৃদয় ভরে।

* * *

মুখে হাসি বুকে বল,
দেখে দাদু হয় চঞ্চল
নাতির পা করে টলমল।

* * *

আধো আধো কথা মুখে,
নাতি আমার থাকবে সুখে,
নাতি আমার ঘুমায় বুকে।

* * *

বিশ্বজয়ে ঘোড়ায় চড়ে
ছুটবে নাতি খুবই জোরে,
সাত সমুদ্র, তের নদী—
তাকাবে না পিছন ফিরে।

* * *

অনেক আশা- অনেক বাসা
দাদুনাতির ভালবাসা
রূপকথার রাজকুমার
নাতির জীবন কর্মে ঠাসা।

* * *

পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে
নাতি আমার আকাশে উড়ে-
কালো ভ্রমর মেরে নাতি
রাজকন্যা সহ ফিরে।

দেখে নিও নাতি আমার
অনেক অনেক বড় হবে,
সবার ঘরে সবার তরে -
নিজেরে সে বিলাবে ভবে।

* * *

ভোর হল সূর্য্য এল-
নাতির এবার ভাঙলো ঘুম,
সূর্য্য হাসে নাতি হাসে
দেখে বাতাস হয় নিঃঝুম।
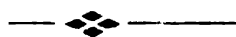
ভোরের পিছু

রাত্রি গাঢ় হয়—
ভোর হবে বলে।
জীবন কি পরিপূর্ণ
শেষ কথা বলে?
ফিরে আসা- ঘুবে আসা,
মিছে নয় ভালবাসা,
নদীর এপার ভেঙ্গে—
ওপার গড়ে।
তুমি আমি বসে থাকি—
জানি না কার তরে।
তবুতো চলতে হয়-
তবুতো বলতে হয়-
গড়তে হয় নূতন কিছু।
নূতনের সমাবেশে-
রাত্রি আসে ভালবেসে—
বিদায় জানায়ে সবে
ছুটে চলে ভোরের পিছু পিছু
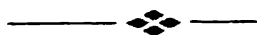
সহস্র ভালবাসা

সহস্র ভালবাসা সহস্র প্রকার,
চোখের ভালবাসা কারন ব্যথার।
হৃদয়ের ভালবাসা ঝড় তুলে মনে,
চোখ মুদলে পরে মিলন তার সনে।
পথের দুধারে ফুল সৌরভ ছড়ায়,
রূপ আর গুণ দিয়ে হৃদয় ভরায়।
প্রাণের অধিক প্রিয় রজনী গোলাপ,
ফুলদানি সাজিয়ে করে সংলাপ।
তারপর বাসি ফুল জঞ্জাল স্তূপে,
পতঙ্গ ধায় শুধু আগুনের রূপে।
দেহের প্রয়োজনে ভালবাসার জন্ম,
অনুভূতি রসে প্রেম হারায় না কর্ম।
তাতেই চরম শান্তি স্বর্গ সুখ আছে,
পৃথিবী মধুর হয় ভালবাসার কাছে।

হঠাৎ কেন

হঠাৎ কি জানি কেন- সে
ছেড়ে যেতে চায় মোরে!
আমি কি ফুরিয়ে গেছি,
ফোটাতে পারিনি ফুল
প্রত্যহ ভোরে।
প্রকৃতির প্রয়োজনে—
বসন্ত পথ চিনে,
বৎসরে আসে একবার।
মানুষের লীলা খেলা
প্রত্যহ ভাসায় ভেলা,
ফুটো হয়ে গেলে পরে—
যায় না রাখা তারে ধরে,
তুমি কার- কে তোমার।
তবুও বাঁচার তরে
পরস্পর হাত ধরে—
দেঁতো হাসি বার করে
বলতে হবে—
তুমি ছাড়া গতি নাই
পথ পানে চেয়ে তাই
সারা রাত জেগে থাকি
আসবে কবে?

কথা

কথা বলতে মানা নাই,
কথা বলতে জানা চাই,
কখন কোথায় কি বললে
হাতে-নাতে ফল পাই।
মিছে কথা বলতে নাই,
সত্যি কথায় সাহস পাই,
বাসর ঘরের গোপন কথা
যেখানে সেখানে বল না ভাই।
অনেক কিছু - নিজের কথা—
নিজের মনে তৈরি হয়,
স্থান- কাল ভেদে না বললে,
নিজের হয় প্রচুর ক্ষয়।
কথার পিঠে কথা দিয়ে—
দুটি মনের হৃদয় নিয়ে,
স্বর্গে গড়ে - হৃদয় ভরে।
আবোল-তাবোল কথায় বিহ্বল,
বিচ্ছেদ হয় চিরতরে।
মুনি ঋষি মৌন থাকে,
ধ্যানে মগ্ন দেবতায় ডাকে।
মনে মনে কথা বলা,
থাকে না তায় ছলা কলা
বেশী কথার নাই প্রয়োজন
অল্প কথায় তুষ্ট ভলা।
ছোট শিশুর অনেক কথা,
শোনার পরেও লাগে না ব্যথা,
আপন জনের রুষ্ট কথা
ভাবায় তোমায় - কাঁদায় তোমায়
হৃদয় খাতার ছিন্ন পাতা।
বাঁচতে হলে চলতে হবে—
মনের কথা বলতে হবে,
কথা অমৃত - কথা বিষ,
সুপাত্রে কথা রেখো তবে।

পিতা মাতার মধুর কথা,
ছেলে মেয়ের হৃদয় গাঁথা,
প্রিয়ার চিঠির গোপন কথা,
প্রিয়র মনে ঘুচায় ব্যথা,
'কথা'য় শান্তি- কথা-য় আগুন,
কথা-য় মনে আসে ফাগুন।
কথা দিয়ে - কথা রাখলে পরে-
মনের শক্তি বাড়ে দ্বিগুন।

ছুটছে

যেমন করে ছুটছে গাড়ী—
ছুটছে সবার মন,
পাল্লা দিয়ে ছুটছে সাথে-
ছুটছে ত্রিভূবন।
ছুটছে আকাশ - ছুটছে বাতাস,
গল্প করার নাই অবকাশ।
ছুটছে জোরে পাগলা.ঘোড়া
তোমার আমার সবার ত্রাস।
আকাশ পথে বকের সারি-
ছুটছে যেন রেলের গাড়ী,
ঠিক ঠিকানা নয় অজানা
ফিরছে তারা নিজের বাড়ি।
আপন মনে ছুটছি আমি,
ছুটছি আমি কিসের তরে!
ছুটে ছুটে খেই না পেয়ে,
ধরা পড়ি তোমার করে।
সবাই ছুটে নয়তো লুটে,
ছুটাই সবার লক্ষ,
ছুটা যখন বন্ধ হবে—
জীবন হবে স্তব্ধ।

-❖-

হয় না স্বর্গ

শ্রাবনের মেঘে যদি বৃষ্টি নাহি আসে,
সে মেঘ মিছেমিছি আকাশে কেন ভাসে?
যে প্রাণে সোহাগ নাই সে প্রাণ শীতল,
আমা ঝামা মিশ্রনে গড়ে না দ্বিতল।
ভালবাসি কাছে আসি শুধু নিশি যাপন,
মধুর রসে প্রাণে যদি না আসে বান,
হয় না নূতন সৃষ্টি - স্বর্গ হয় না স্থাপন।

স্বপ্নের রাণী

রাত্রি এখন দুটো, ঘুম গিয়েছে ভেঙ্গে,
মনের সোপান বেয়ে- এলে তুমি নেমে।
এমন ভাবে আসবে তুমি কখনো ভাবিনি,
স্বপ্নের রাণী, হারিয়ে তোমায় কাটে না যামিনী।
দুবাহু বাড়ায়ে- কামনা ছড়ায়ে তোমার চক্ষু দুটি,
আমার পানে তাকিয়ে তুমি হাসছ মিটি মিটি।
কুন্তল খুলে সব কিছু ভুলে শুধু আলিঙ্গন,
ঠোঁটে- ঠোঁট রাখি- শরমে মুখ ঢাকি দাও শুধু চুম্ব
উষ্ণ নিঃশ্বাস পড়ে ঘন ঘন, পরশে তনু কাঁপে থর
প্রেম সুধা পানে - তন্দ্রা আসে নেমে আমায় তুমি
ভোরের কোকিল ডেকে - বলে যায় কুহুতানে,
স্বপ্ন বিলাসী- মন উপবাসী তাকাও কার পানে।
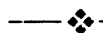
আবোল তাবোল

নুনে যদি জল দাও
নুন গলে জল,
চুনে জল দিলে পরে-
ফুটে টলমল।
যৌবনে সোহাগ দিলে,
দেহে ঢেউ উঠে,
দুধে বেশী জ্বাল দিলে
পড়ে যায় ফুটে।
হাতে-হাত দিলে পরে,
শক্ত দু-হাত।
জেনে শুনে পা-না ফেললে
হবে কুপাকাত।
শিশুরে আদব বেশী
হয় সে বাঁদর,
শীতে প্রয়োজন হয়
মোটা চাদর।
ভালবাস স্নেহ দাও
শিশুর অন্তরে—
চারাগাছ বাড়ে দ্রুত,
মালির মন্তরে।
দুধ না ঘোল ভাল
কিম্বা ছানা,
যে যেমন খেতে চায়
কোরো না মানা।
সংসারে - সমাজে ভিন্নমত,
মানতে না পারলে
হবে তুমি বধ।

উত্তরে-দক্ষিণে ঝড় দেয় জেনো,
পুবের বাতাসে বান
তারেও তো মানো।
মিলনে অনেক খোসার
একটি পিঁয়াজ,
একে একে ফেলে দিলে
সব কিছু ফাঁক্।
বউ বল- মউ বল,
মিষ্টি খুব,
কড়া পান দিলে পরে
সব নিঃশ্চুপ।
মাঝে মাঝে কড়া পানে
সোনা উধাও,
সংসারে শান্তির লাগি
নিজেরে পুড়াও।
গুড়েতে খেসারি কড়াই
গলে জল হয়,
ঘরে খিল দিয়ে বধু—
মিষ্ট কথা কয়।
মিষ্টি যদি- মিষ্টি হয়
খেতে ভাল লাগে,
বধুর কথা তিতা হলে
সংসারে সুখ ভাগে।
আবোল- তাবোল অনেক কথা
লিখা হল শেষ,
পাগলা ঘোড়া যতই ছুটুক
টেনো না তার রেস।

জীবন উপন্যাস

জীবন উপন্যাস —
কয়টি অঙ্কে ভাগ হয়ে আছে,
কিবা তার বিন্যাস।
বাধা স্টেজে যাত্রা শুরু,
তবু মাঝে মাঝে অঘটন ঘটে
বুক করে দুরু দুরু।
রসিক যে জন - ভাবে মনে মনে
এমন হতেই পারে,
অনেকে আবার - ভাবে বার বার
পুরা টাকা দিয়ে এসেছি যখন,
ছাড়ি কিসের তরে।
ভেঙ্গে যায় তবু যাত্রা
কোন অঙ্কে ছিল কার প্রবেশ
পায় না নূতন মাত্রা।
তোমার আমার জীবন অধ্যায়
রঙিন কাগজে মোড়া
তবু ফিকে হয় - লাগে বড় ভয়
শ্মশানে জ্বলে, চিতা জোড়া জোড়া।
তিন-চার-পাঁচ অঙ্ক আছেই—
প্রতিটি উপন্যাসে।
জীবন গল্প বিধি লিখে ঠিক -
তবু মন কেন মরে ত্রাসে।
যোগ - বিয়োগ - গুণ - ভাগ
সব আছে ঠিক ঠাক,
পরীক্ষায় ভুল- দিতে হয় মাশুল
জীবন হয়ে যায় ফাঁক।
গল্প মধুর অভিনয় ভালো
নায়ক নায়িকা খুশী,
জীবন নাট্যে শুধু চলা ফেরা
মুখে মেখে কালো ভুষি।
এই তো উপন্যাস—
এই তো জীবন গল্প।
যে কোন সময় শেষ হতে পারে
ভেবে দেখ একটু অল্প।

-❖-

খেলা

মন নিয়ে ছেলে খেলা,
খেলে ছিলে সারা বেলা।
সে মন আজ কোথায় গেল
খুঁজি বালুকা বেলায়।
হাজার পদচিহ্ন—
কেউ বা নূতন, কেউ বা পুরানো-
স্মৃতি তার শত ছিন্ন।
ঢেউ এসে বারে বারে,
চিহ্ন মুছার তরে—
নূতন চিহ্ন কিছু রেখে যায়
সবাকার ঘরে ঘরে।
মনে হয় ভুলে গেছি-
স্মৃতির চিহ্ন সরিয়ে সরিয়ে —
পুরাতন দিয়ে হৃদয় ভরিয়ে,
পুরাতন মাঝে নবরূপে তুমি
দাঁড়ায়ে হাসিছ একি!

জীবন আকাশ

ছোট শিশু আকাশ দেখে অবাক বিস্ময়ে,
মানুষ যখন আকাশ দেখে খেই হারিয়ে।
আকাশ দেখতে ভালো; জোৎস্না ভরা রাতে,
সবার আকাশ হারিয়ে যায় বিচ্ছেদ তার সাথে।
আকাশ নীল- স্বপ্ন রঙিন, পাখির কলতান,
জীবনাকাশ শুধু হাহুতাশ নেই ঐক্যের টান।
বকেরা সারি সারি, আকাশে দেয় পাড়ি,
ছোট্ট নীড়ে আছে শাবক ছানা,
সংসার পালনে,- ছুটিছে রণাঙ্গনে-
গৃহেতে ফেরাব পথের হারায় ঠিকানা।
এই তো জীবন - এই তো আকাশ,
কাল মেঘে ঢেকে যায় - উড়ায় স্নিগ্ধ বাতাস।
গ্রীষ্মের ধূসর আকাশ, বর্ষায় স্নাত-
শরতে ঝলমল - হেমন্তে, মিঠে রোদে
থাকে কর্মে রত।
শীতে তুষারে ঢাকা সূর্য্যের কিরণ
রূপ থাকে-তেজ নাই হয় আকাশ পীড়ন।
বিভিন্ন সময়ে আকাশ- বিভিন্ন সাজে,
কখনো গুরুগম্ভীর, কখনো নপুর বাজে।
শিশুর জীবনাকাশ ফুটন্ত গোলাপ,
সম্ভাবনায় ভরে থাকে মধুর সংলাপ।
কৈশোরে এলোমেলো ঝড় বয়ে যায়,
সঠিক ঠিকানা পেলে ফুল ফোটে তায়।
সে ফুল সবার প্রিয়, গন্ধে ভরায়,
যৌবনে জীবনাকাশ আবির ছড়ায়।
তর্জন গর্জন - জীবনে বহু অর্জন,
যেমন বর্ষার মেঘ, করে শুধু বরিষণ।
তারপর শেষ দিন- দীপশিখা হয় ক্ষীণ,
কালো মেঘে ভরে যায় সব যেন উদাসীন।
আকাশে বিদ্যুৎ খেলে আলোয় ভরপুর,
পরে শুধু অন্ধকার জীবন ছারখার,
প্রাণ বায়ু উড়ে গেলে জীবন হারায় সুর।

মুখ

মুখ করে- মুখের পরে,
ঐ মুখে মিষ্টি ঝরে,
এ মুখ আবার সবার তরে
ঝাল- মিষ্টি অনেক ধরে।
ঘরে আনতে ভাল মুখ
ভাগ্যে যদি থাকে দুখ.
চাঁদ মুখও খারাপ হয়—
যতই কর না তাক্‌তুক।
মুখে হাসি - মুখে কান্না,
কড়ায় থাকে ভাল রান্না--
মুখের ফেনা বাড়তে থাকে,
যদি না পায় হীরে পান্না।
দুষ্টু মুখে - দুষ্টু হাসি—
যদি না হয় কখনো বাসি।
যে মুখে মিষ্টি ঝরে
সে মুখ খুব ভালবাসি!
সংসারে বাঁধে গিট্‌
যদি মুখ করে খিট মিট,
ডাক্তার ডেকে ফল হয় না
কোন ডাক্তার হয় না ফিট্‌।
ভোরের মুখ গমড়া হলে—
দিনের শান্তি যায় চলে।
দুপুরের রুদ্র মুখে,
ঘরে যদি পড় ঢুকে,
অঘটন ঘটতে পারে—
শতেক কথা শুনতে হবে
শ্রীমতির চাঁদ মুখে।
রাত্রি তোমার যাবে ভাল
হাতে টাকা অঢেল ঢালো,
গমড়া মুখে ফুটবে হাসি
চাঁদ মুখ আর হবে না কাল।

-❖-

ভুল দেখেছি

কোনটা ঠিক- কোনটা ভুল,
ভেবে আমি পাই না কুল,
চোখের সামনে খুন দেঁখেও
যাবে না বলা এটা নির্ভুল।
ঘর ছাড়িয়ে- পথে নেমে,
চলতে গিয়ে যাবে থেমে,
থামার কারন - বলতে বারন,
বলতে গিয়েও যাবে থেমে।
ঠিক দেখেছ; তোমার ছেলে,
যায়নি কাজে অবহেলে—
সত্য কথা বলতে গেলে,
গিন্নি তোমায় দিবে ফেলে।
দেশের মাথা- তোমার মাথা,
দেশের তরে মাথা ব্যাথা,
সেই নেতাদের রাতের কথা
বলতে গেলে বাঁধে ল্যাঠা।
কলেজ গুলো চলছে ভালো
চলছে ভালো লজ্জ কারখানা.
তুমি যদি দেখে ফেল
তোমার ঘরে দেবে হানা।
মিষ্টি বিক্রি- হাসি বিক্রি-
বিক্রি হচ্ছে প্রেম পসরা
লাস কাটা ঘর-লাসে ভর্ত্তি
ডাক্তারের নেই কোন ত্বরা।
গাড়ী-ঘোড়া, বইছে মড়া
প্রাণ থেকেও প্রাণ. নাই যে ধড়ে,
দ্রুত বেগে চলতে গিয়ে

কি জানি কখন কোথায় পড়ে।
সংসার তো আর- সংসার নয়,
সবাই মেখে মুখে কালি —
সুযোগ পেলে সবাই মেলে
এ-ওর চোখে ছুঁড়ে বালি।
সবাই ঠকায় - কেউ ঠকে না,
দোকান মাঝে বেচা কেনা,
ঘরে এসে হিসাব নিকাশ
কোন কিছুর হিসাব মেলে না।
সোনায় খাদ- মনে খাদ,
সব কিছু দিয়ে বাদ--
ভুঁই চরখী আকাশ ভরায়,
ক্ষণিক আলোয় মিটায় স্বাদ।
যা দেখেছি— ভুল দেখেছি,
সঠিক কিছু দেখি না আর,
সঠিক কিছু দেখার পরে-
আর হবে না ঘরের বার।
ঐ দেখ না গুপ্ত হানায়,
মরছে মানুষ সাপের ফনায়,
ঐ সাপের রূপে অগ্নি স্তূপে
বিশ্ব জনে কেমন মানায়।
সৃষ্টি যাবে- ধ্বংস হবে—
সঠিক যদি দেখে থাকি
সঠিক দেখেও- ভুল বলতে হবে-
সবার সাথে পিরীত রাখি।

চেনাপথ

চির চেনা এই পথ—
শেষের দিনে তবু যেতে হয়,
চড়ে অন্যের রথ।
পথের দুধারে কাঁটা—
নদীতে যখন ভাঁটা,
গুণ দিয়ে তাবে টেনেও অচল,
থেমে যায় পথ হাঁটা।
মায়ের কোলে শিশু খেলে
যৌবনে স্থান প্রিয়ার কোলে,
কর্ম যদি থাকে তোমার,
তোমার তরে কেঁদে সবার
দিন কাটে না- রাত কাটে না,
কেউ যাবে না তোমায় ভুলে।

নূতন পুরাতন

একাল আর সেকাল—
কারে দিবে গালাগাল।
তোমার আমার কল্পনায়,
সব হয় বানচাল।
পুরাতন আর নূতন—
দুপথে, দু-জন,
কেন যে মেলে না তারা—
ভাবি সারাক্ষণ।
ভাঙ্গাই যাদের নেশা
ভাঙতে তারা চাইবে,
নূতন সৃষ্টির তরে
গান কি তারা গাইবে?
আজ যে নূতন-
কাল সে পুরানো
তখন বসে ভাবছে।
চলে গেছে যা
ফিরবে না আর
জীবনের গতি থামছে।
চলার আগে ভেবে যদি
ফেলতে পার পা,
দুর্গম পথও সুগম হবে-
সুন্দর দুনিয়াটা।
নূতন পুরাতন পাতাগুলি সব,
একই গাছের আভরণ,
আগে পিছে শুধু ঝরে পড়ে নিচে
পৃথিবীর পরে মরণ।
নূতনেরে তাই ক্ষমা করে দাও
দাও স্বচ্ছ পথের নিশানা,
ওদের মাঝে খুঁজে পাবে তুমি
তোমার আসল ঠিকানা।

-❖-

নারী মনোহারি

যুগে যুগে নারী অতি মনোহারী—
পুরুষ তাহার চাই,
সৃষ্টির তরে বাঁধে যারে ঘরে-
সে বাঁধন থাকে নাই।
প্রতিটি রজনী সাজে যে সজনী,
নিত্য নতুন করে,
খাওয়া হলে শেষে-কচি কাঁচা পাতা
রাখে না হৃদয়ে ধরে।
আদিম খেলা- আদিম রসে,
ডুবে থাকে সারাক্ষণ,
ঘরের আলো- লাগে না ভালো,
খুঁজে সে নিবীড় বন।
প্রকৃতি যেখানে প্রকৃতির সাথে—
প্রাণ বিনিময় করে,
সোনার মোড়কে যায় না রাখা
মন তায় নাহি ভরে।
বর্ষার নদী- উত্‌লা হয় যদি—
কুল সে ভাঙবেই।
কার কি হল ক্ষতি- কে পেল কত যতি
নিজের সুখ সে চাইবেই।
যৌবন চায়- আরেক যৌবন,
প্রকৃতির এই খেলা,
বিধি নিষেধের শিকল পরায়ে
তারে বাঁধবে কোন বেলা?
সময় হলে খসে পড়ে যায়
গোলাপের পাতা ক্ষিপ্ত,
যতদিন কুঁড়ি - থাকে ভুরি ভুরি
সম্ভোগে নারী লিপ্ত।

প্রথম রাতে

যদি শেষ হয়ে যাই-
শ্রাবনের ঘন রাতে।
তবে কি তোমার সাথে—
হবে না- হবে না দেখা
'শেষ' যাত্রা প্রাতে।
বিধির বিধান তাই যদি হয়
চিন্তা করে- কেন হই ক্ষয়।
যা- পাওয়ার পাওয়া,
জীবনে মধুর হাওয়া,
পেয়েছি তো —
প্রথম মিলন রাতে।

—❖—

তোমার ছোঁয়ায়

ভোর সকালে আমার পালে,
তোমার হাওয়া লাগল।
জীবন তরী পণ্যে ভরি,
রাত্রি শেষে জাগল।
সুখ-দুখ- লাভ লোকসান
কৈশোর যৌবন ছিল টানাটান,
তোমার স্রোতে গা- ভাসায়ে
জীবনে এল নবীন বান।
হারিয়ে গেলে - কোথায় ছিলে—
চিহ্ন তোমার নাহি মেলে,
বর্ষার নদী ভরাও যদি
কেন মার আমায়- তিলে তিলে।
আজ পেয়েছি - ভুলেই গেছি
গন্ধে তোমার - আজ মেতেছি,
জীবন বাসর - সুখের আসর
তোমার ছোঁয়ায় আজ জেনেছি।

বিদ্রোহ

বিদ্রোহী মন বিদ্রোহ করে,
সবুজ যারা থেকো না আর ঘরে।
ভেঙ্গে খান খান- শোয় না অপমান,
দধিচীর মত অস্থি কর বলিদান।
নদীর উচ্ছ্বাস ভাঙতে চায় কুল,
যদি ভাঙ্গে বাঁধ সে তো মহাভুল,
তবু গর্জ্জন - করে না বর্জ্জন,
প্রাণের ফল্গুধারা করেছে অর্জ্জন।

*   *   *

বিদ্রোহী হও- বিদ্রোহ কর,
পথের নিশানা ঠিক মত ধর।
দুস্তর গিরি কান্তার মরু,
সহস্রবার পার হতে পার।

*   *   *

অহমিকা নয়- প্রাণের আগুনে
নিজেরে পোড়াও- পোড়াও জনে জনে।
আসিবে সুদিন- হয়ো না উদাসীন
জয়ের পতাকা তোমার হবে উড্ডীন।

পাইলে পাইতে পার

কে কি চায়—
সে কি পায়,
তবু বৃথা অন্বেষণ।
যদিও সন্ধান মেলে
তার কাছে ধেয়ে গেলে,
পাবে কি নির্ভর ঠাঁই
তাহারি হৃদয় তলে।
হৃদয়ের ভাললাগা—
ভালবাসা এক নয়,
যারে তুমি ভালবাস-
সে কি- প্রাণ খুলে কথা কয়।
মাচায় লাউ এর ডগা—
বাড়ে তর তর।
মাচা কিন্তু বুঝে যায়
নয়-এ সুখের ঘর।
হাটে হাটে কেনাবেচা
বাঁচার লড়াই,
মাঝে মাঝে ভালবেসে
মালা যে পরাই।
ক্ষণিকের ভালবাসা —
ক্ষণিকের চাওয়া,
জীবনের চরম সত্য
প্রেম রসে নাওয়া।
পাইলে পাইতে পার
পরশ পাথর—
বৃথা কেন খুঁজে মর,
সু-গন্ধি আতর।

অনিত্য সব-ই ভবে

জানা হল সব কিছু
প্রেম প্রীতি ভালবাসা,
জীবনের প্রবল গতি.
কর্মেতে আছে ঠাসা।
নদীর প্রবল স্রোতে—
ছোট বড় ঢেউ উঠে,
তীরেতে আছড়ে পড়ে
শেষ হয়ে - যায় ফুটে।
থাকে না - থাকে না থেমে
নদীর অভিসার,
সাগরে বিলীন হয়—
তুমি কার কে তোমার।
জল-জল-জল-
শুধু জলরাশি,
নিশ্চুপ নিস্তব্ধ হয়ে,
শুনে সে কালার বাঁশি।
মৃত্যুর পরে- যাই কার ঘরে
ভুলে যাওয়া সব কিছু—
সেকি নূতনের তরে?
জানিতে ইচ্ছা হয়
কোথা চলে যাই,
কেই বা নিয়ে যায়
কোথা তার হয় ঠাঁই।
কিছুই জানিনা মোরা
ভুলেই জীবন ভরা,
ভুলই চরম সত্য
ভুলেই আনন্দ পাই।
জীবনের পরম সত্য
এক আকাশ আনন্দ,

থেমে গেলে ভেঙে গেলে
থাকে না চলার ছন্দ।
তোমারে বাঁধিতে চায়-
সুখ দুঃখের ঢেউ,
অসময়ে থাকে না তারা
থাকে না তো কেউ।
তাদের ভুলিতে হবে—
আনন্দ তবেই পাবে,
আনন্দে পরম শান্তি
অনিত্য সব-ই ভবে।

মন

মন ছুটে মনের তরে—
মন, বাঁধা পড়ে কার ঘরে।
কি চায় মন, মন জানে না,
মন চায় না- বেচাকেনা।
ভবের হাটে মনের মেলা,
মন নিয়ে সবাই করে খেলা।
মন সহে না অবহেলা—
মনের সাথে মন মিশলে পরে
মন বাঁধে প্রেমের দোচালা,
মন যদি পায় মনের জন,
মন দিয়ে মন বাঁধে তারে—
ভবের হাটে সে হয় আপন।

মোহমুক্ত

সাগরে ডুব দিয়ে মন-
খুঁজে চল মানিক রতন
পেলেও তুমি, পেতে পার
তখন নিও অনেক যতন।

* * *

মোহমুক্ত না হলে পরে-
চাওয়াতে জীবন যাবে ভরে।
পাওয়ার নেশায় চাওয়ার নেশায়-
শান্তি তোমার নিবে হরে।

* * *

ইন্দ্রিয় সুখ ক্ষণিক ভালো
যখনই পাও তখনই আলো।
তার পরেতেই সন্ধ্যা নামে—
জীবন তোমার মিছেই গেল।

* * *

ত্যাগেই আছে স্বর্গ সুখ,
দস্যি ছেলের দস্যি পানায়,
নেচে উঠে মায়ের বুক।

* * *

আকাশের ওই কাল মেঘ-
বাতাস সনে বজ্র হানে
বরষণে শেষ হয়ে যায়
নাচে ধরনীর সকল ভেক।

* * *

বাপের স্নেহ- মায়ের আদর
শিশুর অঙ্গে পুরু চাদর,
মোহ মুক্ত নয় বলেই
মানুষ হয় দুষ্টু বাঁদর।

* * *

বাঁচতে হলে খাদ্য চাই-
সুখাদ্যের অভাব নাই।
লোভের বশে - মোহের বশে
কু-খাদ্য খেলে পরে,
অকালে যাবে জীবনটাই।

-❖-

লাল-লাখ যুগ

যদি কুল ছেড়ে ভুল,
তুলে থাকি ফুল -
সে ফুল পলাশ নয়।
জীবন অনিত্য —
নয়সে ভৃত্য,
মিছে করি কেন ভয়।
আয়নের প্রিয়া —
রাধিকার হিয়া
পরকিয়া প্রেমে মত্ত,
মান কুল ত্যাজী
থাকে নিশি জাগি,
সেই তো কৃষ্ণ ভক্ত।
দেহের দাবিদার ছিল তার স্বামী
গোপালের মীরাবাঈ।
কে দেবে সুখ-শান্তি কোথায়
এ-কথা, কারো জানা নাই।
যে জন খুঁজিছে
খুঁজে সে মানিক রতন,
লাখ-লাখ যুগ
হৃদয় হৃদয়ে দিয়ে
নেয় সে কালার যতন।

জীবন খেলা

অলস মধ্যাহ্নে বসিয়া তোমার সনে
জীবনের ইতিহাস যখন পড়ি —
অতীতের সুখ স্মৃতি, সোহাগ মাখানো গীতি
কর্ণ কুহরে আসে লাজে মরি।
জীবন যৌবন, সে দিনের মধুবন,
হেসেছিল -খেলেছিল - মেলে ছিল পাখা।
তখন ভাবিনি মোরা - ঘন কুয়াশায় ঘেরা
সুখের আড়ালে দুখ - জীবনে আছে তো ঢাকা।
রাত হয় - ভোর আসে - সূর্য্যকে ভালবেসে
নীড় ছাড়ে - পাড়ি দেয় পাখীদের দল,
অজানা সমুদ্র তীরে সারাদিন ঘুরে ফিরে -
বাসায় ফিরিয়া শেষে করে কলাহল।
জীবনে জীবন যোগ - সুখে দুখে থাকে ভোগ,
ফুল ফোটে - ঝরে যায় এবেলা - ওবেলা.
সব কিছু জেনে শুনে - তোমারে নিয়েছি চিনে
সুরু হয় শেষ হয় আমাদের জীবন খেলা।

মৃত্যু সুন্দর হোক

আমার সৃষ্টি আমায় ধ্বংস করে,
তবু তো বাঁচিতে হয় তাদের তরে।
কচি কাঁচা মুখ- মায়ের কোলে,
সোহাগ যতনে, সৃষ্টি পাখনা মেলে।
বৃহৎ অশ্বত্থ গাছ শাখা প্রশাখা,
পাখীর কুজনে ভরা মমতায় ঢাকা।
চৈত্র অবসানে কাল বৈশাখী সনে,
হয় না মিতালী কেন ভাবি মনে মনে।
পুরাতন চলে যাবে, নূতন আসবে,
নূতনের অবহেলায় পুরাতন কি ভাসবে?
যৌবন জন্ম দেয় আরেক যৌবন
পুরাতনের মাঝে নূতনের মৌবন।
পুরাতনে ভালবাসা নূতনের তরে,
নূতন আসবে ঘরে পুরাতনের হাত ধরে।
জন্ম হয়েছে যখন মৃত্যু হবে,
সুখের সমাপ্তি কেন সে নাহি পাবে।
ভালবাস- যেতে দাও- তোমার সোহাগে,
মৃত্যু সুন্দর হোক রাত্রি পোহাবে।

সোহাগ

সোহাগে থাকে না কোন চুক্তি—
সোহাগ মানে না কোন যুক্তি।
সোহাগ আনন্দ ঘন—
সোহাগ হৃদয়ে আনে মুক্তি।
সোহাগ স্বর্গের পারিজাত,
সোহাগ কাঁদাতে পারে সারা রাত।
বরষণ শেষে নীলাকাশ দেশে,
'তারা'দের বাজি মাত।
স্বচ্ছ প্রেমের - স্বচ্ছ ফসল,
সোহাগ রসে ডুবে টলমল।
সোহাগ বিনে নাচে না বাসরে—
নাচে না প্রিয়ার পায়ের মল।
জীবন যৌবন ধন—
সোহাগ তাহার জীয়ন কাঠি,
পরশে মাতায় মন।
সোহাগে মিলন- স্বর্গের ধন—
থোকা থোকা ফুল ফুঁটে,
সোহাগে অলি কুসুম কলির
সব মধু নেয় লুটে।

কার গান গায়

কোথায় যে কি বেদনা-
সকলে তা বোঝে না।
না বোঝা অনেক ভাল
মিছে শুধু আনাগোনা।
রাতের আঁধারে শামুক
'তারা' ভালবাসে—
অশনি সংকেত পেয়ে,
ঘরে ফিরে আসে।
সে ঘর নিজের ঘর
নিজের তৈরী,
নিজেকে ভালবেসে,
নয় কারো বৈরী।
এখানে-ওখানে ছুটে —
শান্তি, নাহি পায়,
নিজেই বোঝে না—
তবু, কার গান গায়।

-❖-

চেয়ে নিও

হৃদয় আমার ভরিয়ে দিয়েছ-
দিয়েছ অনেক রত্ন।
রিক্ত হৃদয়- সিক্ত হয়ে
নিক্ না তোমার যত্ন।
চুলের ঘ্রানে, সুরের তানে,
হৃদয় বীনা বাজছে,
গোপন মনের হদিশ পেয়ে
আমার হৃদয় নাচছে।
ঋণী আমি- ঋণী শুধু
অবাক হয়ে দেখি,
গভীর রাতে নয়ন মাঝে
দাঁড়িয়ে তুমি, একি।
সঞ্চিত ধন রইল আমার,
তোমার তরে জমা,
যখন খুশি চেয়ে নিও,
তুমি মনোরমা।

জীবনের প্রতিটি প্রাতে

হায় নারী—
তোমায় কি দিতে পারি,
শুধু বলতে পারি,
আমি যে তোমারি।
হয়ত মনের ক্ষুধা মিটতে পারে—
দেহের ক্ষুধাকে রাখ অনেক দূরে।
কোন একদিন নিশুথী রাতে—
মিলন হবে তোমার সাথে,
সে মিলন শাশ্বত হোক
জীবনের প্রতিটি প্রাতে।

আংটি

তুই সোহাগের স্মৃতি,
রাতের রজনীগন্ধা,
চুম্বনে তোর শিহরিত হই—
তুই যে মধুছন্দা।
তুই যে আমার প্রিয়া—
তুই যে আমার হিয়া,
গভীর রাতের মিলন সেতু
মনের সবুজ টিয়া।
ভরা যৌবনে—
চার চোখের মিলনে-
খেললি মৌবনে।
কতদিনের কত স্মৃতি —
নগ্ন দেহের মিলন গীতি,
তোর সকাশে হৃদয়াকাশে
জমা আছে ছায়া বিথী।
কি দিব বল তোরে—
তুই যে আমার হৃদয় বীনা,
আছিস হৃদয় ভরে।
বাসর ঘরের সাক্ষী যে তুই
সাক্ষী আমার বধুর,
তুই ছাড়া আর দেখে নাই কেউ
রাতের মিলন মধুর।

———❖———

পাপড়ী খোলে

পোষাক দিয়ে ঢেকে রাখি—
দেহের নগ্নতা।
কি দিয়ে ঢাকবে বল-
মনের কু-আশা।
অন্ধকারে বদ্ধ ঘরে—
বসে থাক কাহার তরে,
সে কি তোমার মনের দ্বারে
আঘাত হানে বারে বারে?
অন্ধকারে জন্ম যাহার-
নয় সে শুভ নয় সে বাহার।
নগ্ন মনে- নগ্ন দেহে,
তুমি তার সে তোমার।
ক্ষণিক মধুর নগ্ন দেহ,
চিরস্থায়ী নয় তো কেহ।
অন্ধকারে প্রদীপ জ্বেলে,
নগ্নতা দাও না ফেলে।
ভালবাসা- মনের আশা
পরিজাতের পাপড়ি খোলে।

—❖—

সংসার সুখ রমনীর মুখ

সংসার সুখ রমনীর মুখ,
তোমায় বাঁধিয়া রাখে।
নিশী পোহালে সব যায় চলে,
তোমায় তো নাহি ডাকে!
যদি পাও মন- তারে কর আপন
না থাক রক্তের টান—
প্রতিটি রজনী - সাজে সে সজনী,
দেয় সোহাগের বান।

—❖—

চিত্ত যদি জাগে

যদি দেরীই করে থাক,
তবে তারেই কেন ডাক
জীবন জোয়ারে জীবন তরী,
থেমে থাকবে নাকো।
তোমার সকল কাজ—
শেষ হবে না, বাড়বে দেনা,
কখন তুমি ফুরিয়ে যাবে—
পড়বে মাথায় বাজ।
ঝড়ের রাতে গভীর রাতে,
চিত্ত যদি জাগে,
ফাগুন হাওয়ায় মনের দাওয়ায়
রাঙিও তারে ফাগে।
সেই পাওয়াতো - আসল পাওয়া
মিছেই কর দেরী,
দাও না ভেঙে সকল বাধা
জীবনের সব ভেড়ী।
মুক্ত বাতায়নে - মিলন তাহার সনে,
নীল আকাশে 'তারা' ভাসে
তুমি ধনী, তাহার ধনে।

অভ্যাস

তোমার আমার কাজ,
অভ্যাসে হয় - হয়ত নিখুঁত,
থাকে না কোন ফাঁক।
মায়ের বুকের দুধ—
শিশু কাঁদলে পরে উছলে পড়ে
তাতেই শিশুর সুখ।
অভ্যাসে নয় প্রাণের টানে —
সে কাজ হয় মনে মনে।
সাইরেন বাজে- কাজের আগে,
শ্রমিক ছুটে কাজে লাগে।
যদি না থাকে প্রাণের ছোঁয়া,
মিছেই হয় চিমনীর ধোঁয়া।
পিতা- পুত্র- মা- ভগিনী—
এদের নিয়ে সংসার জানি।
সুস্থ- সবল মনে, একে অন্যের সনে,
যদি গাঁথে প্রাণের মালা
তারা জিতবে রণাঙ্গণে।
অভ্যাসে নয়- সূর্য্য উঠে সূর্য্যমুখী তরে,
নব বধু, মধুর সাজে আসে বাসর ঘরে।
ডালে - ডালে কচিপাতা
যুঁই চামেলির খেলা,
ফাগুনের আগুন হাওয়ায়,
বসে তাদের মেলা।
অভ্যাস ছাড়া দক্ষ শ্রমিক,
হবে না কোন মতে,
তায় প্রাণের ছোঁয়া মিশলে পরে
চড়বে বিজয় রথে।
বিচুলী দিয়ে ঠাকুর গড়ে দক্ষ কারিগর,
মাটির ডেলায় প্রাণের খেলায়,
আলো ভর্ত্তি ঘর।
অভ্যাস চাই - প্রাণ চাই - চাই ভালবাসা,
ত্রয়ীর সংযোগে পৃথ্বী স্বর্গ হতে খাসা।

ঋণ

ঋণের বোঝা - ওতেই মজা,
যদি - স্বীকার করে ঋণ।
আলো-বাতাস দিয়েই মুক্তি,
কভু হয় না তারা দীন।
পিতা মাতার 'সোহাগ-ঋণ'
বন্ধ হয় না কোন দিন।
বাপের স্নেহ- মায়ের আদর,
ছেলে মেয়ের গায়ের চাদর।
এ-ঋণে শিশু বঞ্চিত হলে,
হয় সে একটি আস্ত বাঁদর।
ঋণদাতা- ঋণগ্রহীতা,
উভয়ে- উভয়ের পরম ত্রাতা।
এ মন্ত্রে দীক্ষিত হলে,
সংসারে আসে সবুজ পাতা।
প্রিয়ার কাছে প্রিয় ঋণী
প্রেম দিয়ে প্রিয় হয় না দেনী।
দেওয়া নেওয়ায় কি যে সুখ
জানেন অন্তঃর্যামী।

গল্প

এ-গল্প তোমায় যাবে না বলা-
এ-গল্প তোমায় পড়তে হবে।
একটি বৃন্তে গোলাপ-পলাশ,
কেউ কখনো দেখেছ ভবে।
ভ্রমরের হুলে- সৌরভ তুলে
ফুল, মেলে ধরে শুধু পাখা।
রূপের প্রতীক যদি বা পলাশ,
গোলাপ মধুতে ঢাকা।
নারীর হৃদয়- ভ্রমরের হুল,
সোহাগের মধু চায়।
কম বেশী হলে- চোখ নাহি মেলে,
অকালে ঝরিয়া যায়।
নয় এ স্বপ্ন অতি বাস্তব,
মন খুঁজে- আপন মন।
মান অভিমানের বন্যা যদি আনে
রিক্ত - শূন্য হয় মধুবন।

রঙ্গিনী —
হলে না আমার সঙ্গিনী
পায়ের নুপুরের ছন্দ,
শুনতে নয়তো মন্দ।
তোমার রূপের পূজারী যারা
'মধুর' উৎস শেষ হলে পরে,
ঘরে ফিরে যায় তারা।
তারা দেখে না তোমার হৃদয়,
রূপের গরবে- গরবিনী হয়ে
তুমি তাদের প্রতিই সদয়।
রূপ তো তোমার জলের তিলক
অল্পে শুকায়ে যায়,
রূপের মাখন তোষামদে গলে
তারে পাত্রে রাখাই দায়।
নয়তো কামিনী- তুমি তো জননী,
কেন যে ভুলিয়া যাও,
বুকের অমৃত সুধা- সবার মিটায় ক্ষুধা
কেন মা রূপের গান গাও।
আমি তো দেখেছি হৃদয় তোমার
নদীর ফল্গুধারা,
মানবের তরে মানবের ঘরে,
বিলায়ে প্রেম হয়েছ সর্বহারা।
রূপ নিয়ে কেন মাতামাতি কর,
অরূপে মজাও মন,
যে কোন সময় পচে যাবে রূপ
শূন্য ত্রিভুবন।
রঙ্গিনী আমি বসে তোমার তরে
অন্ধকারের দরজা খুলে—
আলোর উৎস ধরে,
নিজে বাঁচ- পরকে বাঁচাও
নষ্ট হইও না নৃত্য করে।

প্রশ্ন-উত্তর

কে করিল সৃষ্টি,
কেন হয় বৃষ্টি—
কাহার রচনা এই সাগর।
এত রং কোথা পেল,
আকাশ কেন নীল হল,
কাহার সৃষ্টি এই সবুজ চাদর।
কাহার সৃষ্ট এই নর-নারী
রূপে গুণে মনোহারী।
প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা,
কে দিল প্রাণে।
কে দিল গাছে ফুল
সৌরভে মশগুল,
প্রকৃতি জেগে উঠে কার গানে।
সূর্য্য কেন উঠে,
আকাশে চাঁদ কেন ফুটে,
কেন হয় দিন রাত্রি।
ভোর হলে দলে দলে,
চলে সব হেসে খেলে
কোথা থেকে এল এত যাত্রী।
কে দিল সোহাগ এত,
দর্শনে মাতোয়ারা-
বিচ্ছেদে দিশেহারা,
পারে না থাকিতে- একে অন্যে ছাড়ি।
এই খেলা কাহার খেলা
চালায় কে এই ভেলা—
এই ভেলা কোথায় দেয় পাড়ি।

প্রাণ থেকে প্রাণ -
কিসের এত টান
এই কাহার সৃষ্টি।
কিসের লাগি
এত ভাগাভাগি,
কাহার রচনা এই কৃষ্টি।
জন্মিলে মরিতে হয় —
সৃষ্টি তবু কথা কয়,
হাজার প্রশ্ন মনে আসে।
আকাশ অন্তহীন,
আমার দৃষ্টি ক্ষীণ,
ওখানে অনেক 'তারা' ভাসে।
আর কোন প্রশ্ন নয়,
তুমি প্রভু প্রেমময়,
জানিতে পেরেছি তোমার লীলা।
বিরাট হয়েও তুমি,
মানব মন্দিরে আছ-
হয়ে এতটুকু শিলা।

অপাত্রে-কুপাত্রে

অকারন কোরোনা বারণ,
নও তো তুমি ভবতারণ।
নিজের পায়ে চলে শিশু
শক্ত হলে পায়,
হাত ধরে পথ চলতে গিয়ে
গর্ত্তে পড়ে যায়।
চলন বলন কথার ধরণ
যদি ভিতর থেকে আসে,
সমাজ-সংসার তারে- সবাই ভালবাসে।
সঠিক জায়গায় সঠিক ভাবে—
নিজেকে বিলাও শান্তি পাবে।
অপাত্রে- কুপাত্রে ধন
দাও যদি সর্বক্ষণ,
বিষ্ঠা হয়ে আসবে ফিরে—
জেনো তুমি বিলক্ষণ।

অর্ঘ

হয়ত আর বছর কুড়ি থাকব,
তোমার সাথে পা মিলিয়ে
একই সাথে হাটব।
যা কিছু কাজ তোমার আমার
সম অংশীদার,
দুজনেই গড়েছি - বৃহৎ তালুকদার।
জমি তোমার ছিল উর্ব্বর,
সংশোধিত চারা,
দ্বেষ-হিংসার নাই কোন স্থান
তুমি ধ্রুব তারা।
সুখে-দুখে- হাসি কান্নায়
গড়েছি নূতন স্বর্গ,
এসনা দুজনে প্রাণের ঠকুরে
দিই পূজার অর্ঘ।

দূরে দূরে

কাছে এলে ফুরিয়ে যাবে —
দূরে দূরে থেকো।
গভীর রাতে ভাঙলে ঘুম,
মনে মনে ডেকো।
কান্না আমার শুকিয়ে গেছে,
নয়ন মরুভূমি,
বর্ষার মেঘে এল না বৃষ্টি-
শুধু - আকাশ গেল চুমি।
ক্ষণিক চাওয়ায়- ক্ষণিক পাওয়ায়,
আকাশ কেঁদে মরে,
দুহাত দিয়ে চেয়েছিল সে,
বাঁধবে তোমায় ঘরে।
ছোঁয়া তোমার নাই বা পেলাম,
গন্ধ তোমার ঘ্রানে।
দিও না ধরা বাতাস হয়ে
এস আমার প্রাণে।
মিষ্টি হেসে- দুষ্টু হেসে—
রাঙিয়ে দিয়ে মন,
তোমার আশায় থাকব বসে
জীবন যতক্ষণ।

সূর্য্য উঠলে

সূর্য্য যখন উঠল—
গোলাপ কুঁড়ি ফুটল,
রাতের অন্ধকারে
পাইনি আমি যারে
হাসি মুখে - আমার বুকে
আছড়ে সে তো পড়ে।
ওরে দুষ্টু পাখি—
সারা রাত তোরে ডাকি,
কোন সুদূরে বেড়াস্ ঘুরে
কষ্টে কেন থাকিস।
আমার খাঁচায় আলো আছে,
আছে ছোলার দানা,
যখন-তখন আয়নারে তুই-
খেয়াল খুশী খানা।
আমায় করিস কেন ভয়,
আমার নীড়ে আয়না উড়ে
তোর হবে না কোন ক্ষয়।
রাতের অন্ধকারে-
তোর তরে মোর মন পাখিটা
উপোস করে মরে।
বাসর ঘরের মক্ষীরাণী,
সবাই করে কানাকানি
আমার ঘরে আয়নারে তুই
আর হবে না জানাজানি।
তোর কিসের এত লজ্জা,

তোর তরে পাতা আছে
কুসুম পেলব শয্যা।
আমি তোরেই ভালবাসি,
তুই আমার বৃন্দাবন-
মথুরা-গয়া কাশী।
গোলাপ হয়ে - পাখী হয়ে
দিন রাত্রি চেয়ে চেয়ে
সূর্য্য যদি - বাতাস যদি
তোর সোহাগ পায়,
ডাকে যদি রাতের 'তারা'
তারেই তুই দিস না সাড়া,
আমায় যদি ভালবাসিস
তবে দিনেই চলে আয়।
শত কাজের মাঝে—
তোর পায়ের নুপুর - সোনার নুপুর
হৃদয়ে আমার বাজে!

অজান্তে

পথের প্রান্তে - কখন অজান্তে
দাঁড়ায়ে পড়েছি আমি,
নিজের ঠিকানা নিজেই জানিনা,
কে যে আমার স্বামী।
চেয়ে চেয়ে শুধু দেখি,
কাহারে খুঁজেছি- কি ধন পেয়েছি
এ-ধন, আসল না মেকি।
সুদূরের নিহারীকা—
আমার জয়ের টীকা,
কি জানি কখন নয়নে আমার
সেও তো হয়েছে ফিকা।
রূপের বাঁধনে - প্রেমের ছাঁদনে,
কে যেন বাধিয়া ছিল।
শেষের দিনে- নিল না চিনে
কেন বা ছাড়িয়া দিল।
রূপ অরূপের মাঝে,
হৃদয়ে আমার আসে বারবার
তাদের দেখি সকল কাজে।
সূর্য্য গেল পাটে—
মরিচীকা সব হয়েছে বিলীন
এবার ছুটি ভবের হাটে।
হয়ত কিছু পাথরের নুড়ি
কর্মের নিশানা,
পথের প্রান্তে পড়েছে অজান্তে
যাত্রীরা দেবে কি চেনা।

বুঝছে না কেউ

বুঝছে না কেউ - কার কি ব্যথা
ঔষধ দিচ্ছে যেথা সেথা,
অবশেষে পাগল হলে—
সংসারের হয় মাথা ব্যথা।
অঙ্গীকারে বদ্ধ ছিল দুটি তাজা প্রাণ,
গোলক ধাঁধায় পড়ে তারা
হয়েছে খান-খান।
কত দেখি - কত বলি-
গোলক ধাঁধায় ঘুরছে কলি।
ঘুরছে ঘোড়া - ঘুরছে গাধা,
যে যার পথে, আছে সাধা।
ঠিক সময়ে খাইয়ে ছোলা,
যাবে না তারে কিছুই বলা,
কাজের সময়ে ছলা কলা,
গোলক ধাঁধায় ঘুরছে পৃথ্বী,
এটাই হল আসল চলা।
তোমার সাজে সাজে না কেউ,
নিজের রঙে নিজের ঢঙে,
তুলে তারা সহস্র ঢেউ।
সেই ঢেউয়ে চড়ে তারা মরে,
খোঁজ খবর রাখে না কেউ।
গোলক ধাঁধা গোলক ধাঁধা,
চোখ বুজে দেখলে সাদা,
নয়ন মেলে দেখলে পরে
এ ওর গায়ে ছুঁড়ছে কাদা।
নাই বেরানোর পথ—
গোলক ধাঁধায় পড়ে মানুষ
হচ্ছে শুধুই বধ।

-❖-

সেই ভুলে

তখনো ফোটেনি ফুল —
তখনো ভাঙেনি ভুল,
বাল্যকালের সাথী আমার
কোথায় হারাল কুল।
সে বেসেছিল মোরে ভালো,
তার মনের গহনে ছিনু সযতনে,
সে দেখাতো আমায় আলো।
ক্ষণিক অদর্শনে—
চাঁদ মুখ তার মলীন হত,
না পেয়ে আপন জনে।
কি জানি কোথা হতে—
দমকা হাওয়া - আমার চাওয়া,
বয়ে গেল কোন খাতে।
দিন দিন প্রতিদিন,
তার আশায় ফিরেছি বাসায়
আশা- ক্রমেই হয়েছে ক্ষীণ।
নদী হারিয়েছে তার বেগ,
বক্ষ তার শুকিয়ে গেছে —
পরাণে- আসেনি সজল মেঘ।
ঘটনা বিবর্ত্তনে—
কখন কার সনে,
শূন্য হৃদয়- পূর্ণ হল চুম্বনে চুম্বনে।
যে বীজ রোপণ- ছিল সে গোপন,
মনের রুদ্ধ দ্বারে —
আজ বাতায়নে বসি আনমনে,
ভাবি কার কথা মনে মনে।
সে কি হারিয়ে গেছে - মাড়িয়ে গেছে
হৃদয়ের শতদল,
সৌরভে তার - জীবন আমার।

পায়নি কি মনোবল?
বাল্যকালের সাথী সে আমার
আমার কদম ফুল,
আষাঢ়ের মেঘে - বাতাসের বেগে,
তার দুলছে কানের দুল।
সেদিনের সেইক্ষণ,
যদি ফিরে আসে- জীবনে আবার
দাঁড়াব কিছুক্ষণ।
অতীতের সেই ভুলে—
আমায় নেবে না তুমি তুলে?
চেয়ে দেখ তুমি—
জীবন তরণী ভিড়েছে তোমার কুলে।

আলোর অভাব

খিদে পেলে খাদ্য খাই,
পেটের খিদে মেটে তাই।
মনের খিদে মিটবে কিসে,
মন নিজে জানে নাই।
ঝাল-টক -মিষ্টি তিতা —
কোনটা কখন হয় যে গীতা,
পড়তে খুব লাগে ভালো,
মন যদি দেয় মনে আলো।
সংসারে খুব আলোর অভাব,
তাই সকলের নষ্ট স্বভাব।
কম আলোতে বিকি কিনি
কোনটা গুড় - কোনটা চিনি,
না পেরে বুঝতে মানুষ—
হারিয়ে ফেলে নিজের হুঁশ।

গোলক ধাঁধা

কোথায় কি যেন-কিছু বাধা
পৃথিবীটা বিরাট গোলক ধাঁধা।
কিছু না দিয়ে পাবে না কিছু,
লাগবে তোমার বিরাট চাঁদা।
নিজের সৃষ্টি- নিজের :
নিজ হাতেই গড়া,
পা পিছলে পড়লে পরে
লাগবে সুদ চড়া।
ছেলে- মেয়ে- নাতি - নাতনী-
নিজের আপন জন,
মনের কথা বলতে গেলেই
লাগবে বিরাট পণ।
হায় বিধাতা- তোমার খাতায়,
হিসাব কিছু নাই,
কত দিলাম- কত পেলাম
বলতে পার ভাই?
সাপ লুডো খেলছে সবাই—
বিশ্ব চরাচরে,
মই দিয়ে যায় স্বর্গে উঠা,
সাপের মুখে মরে।
খেলার তরেই - খেলতে হবে,
খেলতে এসে থেমো না ভবে,
আবার খেলা সাঙ্গ হলে
একাই তুমি পড়ে রবে।
বেশী কিছু চাইবে না ধন,
চাইলে পরে ঘটে অঘটন।
যদি কিছু থাকে গচ্ছিত ধন,
অসময়ে সেই তো আপন।
ভাবতে অবাক লাগে—
মনের কথা- প্রাণের কথা
শুনছে না কেউ আগে।

দরজা খুলে

আকাশে মেঘ আছে;
মেঘেতে জল আছে—
জলেতে ভালবাসা-
হৃদয়ে জাগায় আশা,
হৃদয়ে ঝড় আছে,
বাহুতে বল আছে,
নয়নের নোনা জলে
হব কি নিরাশা ?
বর্ষার জল- মাঠে নামে ঢল,
ব্যাঙেদের সুখের বাসর।
আকাশে মেঘ দেখে
থাকি না মুখ ঢেকে,
বাতাসে ভেজা চুলে
রচি যে তোমার আসর।
তোমার আগমনে—
কানাকানি আশমানে,
কে আগে লইবে তুলে
তোমার পসরা।
আমিও দরজা খুলে,
তোমারে লই যে তুলে
আগে ভাগে পেয়ে যাই
চোখের ইশারা।
পৃথিবী ভালবাসে
তোমারে পেয়ে হাসে
মেটায় প্রাণের ক্ষুধা।
আমি উদাসী- মন পিয়াসী
বঁধু আমারে দিও তুমি সুধা।

ভাবনা

কি যে ভাবি- কেন ভাবি,
হারায় মোর মন চাবি।
ভাবনার শেষ, কামনার রেস,
দুজনেই ওরা বড় পাজি।
আছি ভাল - থাকি ভাল
হেসে খেলে দিন গেল,
ভাবনা কোথায় ছিল—
সব কিছু হরে নিল।
গাঁজা টেনে আফিং খেয়ে,
বসে থাকি বুঁদ হয়ে
ভাবনা আসলে পরে,
সব নেশা যায় ধুয়ে।
হাত-পা ছুঁড়ে তুড়ি মেরে
যদি ভাবি যাব উড়ে,
উড়লেও উড়তে পারি,
ভাঙলে ঘুম যাই পড়ে।
হারেমের রাজা—
সঙ্গে নিয়ে খাজা,
ভাবনায় ভেসে যায়
পায় অনেক মজা।
দুপুরের কড়া রোদ
ভিক্ষুকের বিশ্রাম—
ভাবনা মাথায় নিয়ে
ধন বাড়ে অবিরাম।
বেড়ে - বেড়ে - বেড়ে যায়,
ভাবনা যেই থেমে যায়
কিল চড় ঘুসি খেয়ে
পায়ে ধরে ক্ষমা চায়।

কি মজা কি মজা
ভাবনায় হই তাজা
মাথায় টোপর পরে
আমি রাতের রাজা।
ভাবনায় রাজার দুলাল—
ভাবনায় পথের পথিক,
ভাবতে - ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি
জীবনে কোনটা ঠিক
আকাশ পাতাল ভাবি
ভাবি পূর্ণিমার চাঁদ,
ভাবনাতে মজিয়ে মন
বেঁধেছি সুখের বাঁধ।
কল্পনার পরি - বৃন্দাবনের হরি
আমার ভাবনাতে নেই—
নেই সোনার তরি।
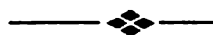
দাবী

স্নেহের দাবী, বড় দাবী-
সোহাগের মালা বড় মালা।
প্রেমের চাবি- সে তো গোপন চাবি,
যেখানে সেখানে,- যখন তখন
তারে যায় না খোলা।
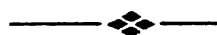
একদিন

আরম্ভ হয়েছে যখন,
একদিন হবে শেষ।
তার মাঝে পার যতদিন
ধরে রাখ আনন্দের রেস।
জন্ম হয়েছে যখন মৃত্যু হবে,
মিছে কেন কালক্ষয়
হোক না- যাত্রা শুরু তবে।
সৃষ্টি হয়েছে যখন বিনাশ আছে,
অহেতুক ধরে রাখে, হারায় পাছে।
আগমনী সুন্দর, সুন্দর ত্রিভূবন,
দশমী আসিবে জেনেও; মেনকার গুঞ্জন।
কোপত - কোপতী আসে
সুখের জোয়ারে ভাসে।
তারপর দিন এলে
আলোর পাখনা মেলে।
শেষ হতে শুরু হয়—
শুরু হতে শেষ।
তারা থাকে সব বেশ।
সুখের পিছনে দুখ—
বুক করে ধুক ধুক,
হারায়ে প্রিয়জনে
পায় না তো কেহ সুখ।
তোমার আগমনে- হৃদয় উদ্যানে,
গোলাপের সুরভী।
ফুটেছে যখন - ঝরে তো যাবেই
মিছে- খোঁপায় বাঁধ কেন করবী।
জন্মের উল্টো দিক
মৃত্যু লেখা ঠিক,
জন্ম মৃত্যুর মাঝে
জীবনে সানাই বাজে
পৃথিবী সুন্দরতম - তিলত্তমা সাজে।

বাঘের চোখে খাদ্য

বাঘের চোখে খাদ্য এলে,
সেকি তারে যায়রে ফেলে।
ফুটলে ফুল - অলি কুল—
আসবে কাছে ফোটাবে হুল।
খাদ্য খাদক - যন্ত্র বাদক
চিন্তা করে তুলে কি ফুল।
রাত্রি গভীর হলে—
নিজের জন ঘরে যখন,
নেয় কি তারে কোলে?
ঘরের ঘরামা—
সেই তো আসল স্বামী।
বাঘের মতন খাদ্য ভেবে
যে করেনা নোংরামী।
দুধ থেকে হয় দই,
ধান থেকে হয় খই,
ভাল সাজা, সুষ্ট জ্বালন,
পায় কিরে সব সই?
সমাজ, বাঘেই ভরে আছে,
আদর নাই সোহাগ নাই,
খাদ্য পেলেই বাঁচে।

লাগে বিস্ময়

ভেবে লেখা হয় না,
লেখে ভাবা হয়।
কোথা থেকে কি যে হল-
লাগে বিস্ময়।
গাছ থেকে ফল পড়ে,
ঢিল ছুড়ে কি যে ধরে,
এ-সব কি ভাবার পরে—
আগে পিছে ঘটে ঘরে?
ভাল লাগে — কেন লাগে,
যায় না বলা, আগে ভাগে।
প্রাণ করে আনচান,
চিনেও - না চেনার ভান।
এতে যে মধুর রস,
প্রাণে বয় আনন্দের বান,
কাজ করি - কেন করি,
কার জন্যে করে মরি।
মন বলে হরি হরি—
হরি কি জোগায় তরী।
কত কিছু সৃষ্টি
মেঘ হতে বৃষ্টি।
কে যে করায় — কেন করায়
কার মন তুষ্টি।
ফুল ফোটে ফল হয়,
প্রাণে প্রাণে কথা কয়।
তবু কেন ঘরে ঘরে —

হয় কেন নয় ছয় ?
ঘট্‌ছে- ঘট্‌বে।
না দেখে- না শুনে,
কেন তুমি চট্‌বে।
অলি আসে- কেন আসে,
কেন মোরে ভালবাসে।
কেন মোর মন জুড়ে,
ওর ছবি সদা ভাসে।
আসে আর চলে যায়,
কি যে কথা বলে যায়।
ভেবে ভেবে অসহায়
জেগে রাত কেটে যায়,
ভাববনা- ভাবব না—
হিজিবিজি লেখে সব,
কিছু আর ছাপব না।
হিং টিং ছট্‌—
এবার আমি ফট্‌।
ভেবে লেখা- লেখে ভাবা
খুলবে না আর জট।

———❖———

যেতে হবে

তুমি চলে গেলে পরে—
একা আমি সংসারে,
কাটাব কি করে কাল।
এক সুতোয় দুটি হৃদয়,
বাঁধা আছে দুটি হৃদয়।
এক ফুল খসে গেলে—
হারায় যে তাল।
জীবনের সুর ও গান—
তোমার আমার ঐক্যতান,
মালার দুই অভিন্ন ফুল।
সৌরভে - সৌরভে
কাটে দিন গৌরবে।
তোমারে হারায়ে আমি
পাব কি গো কূল?
তবু যেতে হবে—
আগে কিম্বা পরে।
কিছু স্মৃতি পড়ে রবে
ভগ্ন এই ঘরে।

—❖—

সোনা-লোহা

লোহার সাথে- লোহা মিশে
সোনার সাথে সোনা।
লোহার সাথে মিশেছে সোনা
দেখেছ কয় জনা?
লোহাও ভালো- সোনাও ভালো
দুই ধাতুতে জগৎ আলো।
যে যার স্থানে- যে যার কাজে,
নিয়োগ হলে; নইলে বাজে।
চাষীর হাতে লোহা ভালো
মেয়ের কানে দুল,
রূপে গুণে খুবই উজ্জ্বল
যেন বর্ষার কদম ফুল।

—❖—

মিষ্টি জল

সব কিছু জানি-সব কিছু মানি
তৃষ্ণা পেলে চাই এক ঘটি পানি।
মন ফাটে, বন ফাটে—
জল বিনে ছাতি ফাটে
তোলা জল খেতে গেলে
সমাজ তার মাথা কাটে।
পুকুরের জল, কলের জল,
সব জল এক নয়,
ফাকা মাঠের ডোবার জল
হয় শুধু নয় ছয়।
পরিশ্রুত জল, হয় না সে খল,
সমাজ, সংসারে সে অমৃত ফল।
জল চাই- জল চাই তৃষ্ণায় জল চাই,
ঘটি-বাটি-কলসী সব জল একটাই।
নয়নের জল পেলে নয়নে রাখো
সোহাগের জল পেলে সারা অঙ্গে মাখো।
জল তেতে বাস্প- জল জমে ঠাণ্ডা,
জল নিয়ে বাড়াবাড়ি খেতে হয় ডাণ্ডা।
জলেতে জীবন - জলেতে মরণ,
প্রিয়ার চোখের জলে প্রিয় হয় বরণ।
ভালমন্দ খাওনা যত - জল তোমার চাই,
মিষ্টি জল ঘরে রাখ শান্তি পাবে ভাই।

———❖———

হাসি অমৃত

হাসি মরে না- হাসি সরে না,
হাসি বিশ্বচরাচরে।
আনন্দে হাসি, কান্নায় হাসি
হাসি সবার ঘরে ঘরে।
শিশুর ঠোঁটে হাসি—
মায়ের মুখে হাসি,
হাসি বিশ্বজয়ী- হাসি হয় না বাসি।
আকাশে 'তারা' হাসে,
সমুদ্রে ঢেউ হাসে,
বাতাসে ভেসে ভেসে
সূর্য্যের কিরণ হাসে।
ফাগুনে আগুন হাসে,
প্রিয় আছে পর বাসে।
তা দেখে কৃষ্ণচূড়া—
আবির ছড়ায়ে হাসে।
গাছে-গাছে কিশলয়-
কিছুতেই নাই ভয়।
গায়ে মেখে দখিনে মলয়
রচে তারা হাসির বলয়।
সরল হাসি- বক্র হাসি,
হাসি কারও নয় মাসী- পিসি।
কৈশোর হাসি খেলার বাঁশি,
খেলতে সবাই ভালবাসি।
যৌবন হাসি কাছে টানে,
দূরের মানুষ আপন জনে,
পরস্পরে নেয় যে চিনে।
বার্দ্ধক্যের শুষ্ক হাসি
জীবন রসের বারানসী।
হাসিতে জন্ম হয়,
হাসিতে ধর্ম রয়।

অট্টহাসি হাসলে পরে
সবার লাগে যে ভয়।
হাসিতে মধু ঝরে,
বধু মরে হাসির তরে,
হাসি নাই যার ঘরে,
বাঁচা তার কিসের তরে!
মথুরা কাশী বৃন্দাবন,
কালার হাসি ত্রিভুবন।
ধ্যানী যোগী, দেখার তরে
নিজেরে দেয় নির্বাসন।
মহাকালের ডঙ্কা বাজে-
শুনে সবার শঙ্কা জাগে।
হাসির সঙ্গ পেলে পরে
ভয় থাকে না কোন কাজে।

পার তো এস

পারলে না তুমি মোরে রাখতে ধরে,
আমি কিন্তু এসেছিনু অনেক ভোরে।
ভোরের কোকিল ডাকে - ডেকেছিনু তার ফাকে,
প্রথম মিলন রাতে কথা তুমি দিলে যাকে।
তখন ভাঙেনি ঘুম - ছিলে তুমি ঘুম ঘোরে,
অসময়ে উঠে ছুট একা দোরে দোরে।
কখন দিয়েছে পাড়ি পাখীদের দল,
শুনেও শুননি তুমি তাদের কলাহল।
আবার আসব ফিরে গোধুলি বেলায়,
পার তো এস তখন আমার খেলায়।
বিহঙ্গ গাইছে গান প্রকৃতির সুর ও তান
পার যদি মিলাতে সুর, শুনবে ঐকতান।

হোলি

খেলব হোলি দিব রঙ্ শ্যামের অঙ্গে,
দিবা নিশী কাটিয়ে দেব শ্যামের সঙ্গে।
শ্যাম যে ছিল পরবাসী—
শ্যাম আমাদের জীবন কাশী,
আবির রঙে রাঙিয়ে দেব,
শুনব শ্যামের মধুর বাঁশী।
ফাগুন হাওয়া আগুন নিয়ে
মন আমাদের দেয় পুড়িয়ে,
দোলে-দোলে শ্যাম যে দোলে
আমরা দুলি শ্যামের কোলে।
দোল-দোল-দোল মনের দরজা খোল,
আকাশে-বাতাসে মোরা, শুনব মধুর বোল।
আবির রঙে রাঙিয়ে মন দে-দোল দে-দোল।

জলসা ঘরে

ক্ষণিকের দেখা দেখে
কিছু কথা যাও রেখে।
সে কথা কথার কথা
পথ চলে এঁকে বেঁকে।
আমি জানি, তুমি বোঝ
তবু যেন কি যে খোঁজ,
এ-খোঁজা নয়তো পেশা
এ-খোঁজা কি মনের নেশা?
নেশার ঘোরে অন্ধকারে,
এলে যদি আমার ঘরে।
তবে কেন চুপটি করে
দৃষ্টি রাখ মুখের পরে।
সংশয় না লজ্জা-
পাশেই আছে শয্যা
চাইলে মন, বিশ্রাম কর।
আমার হাতটি ধর,
এ-হাত শক্ত হাত,
এ-হাতে নাই সংঘাত।
ক্ষণিক পরে যাবে চলে
চুপিসারে কিছু না বলে।
আবোল-তাবোল কথার মাঝে
বুকে যদি ব্যথা বাজে,
বিদ্রুপের হাসি হেসে
যেও ফিরে নিজ দেশে।
অচিন দেশের অচিন পাখী,
করো না আর ডাকাডাকি।
তোমার নীড়ে জলসা ঘরে
আতর গন্ধ থাকুক ভরে।

দিয়েছিলে যা

তুমি দিয়েছিলে যা নিয়ে নিলে সব,
মিছে মিছি মোরা করি কলরব।
শিশু মায়ের কোলে আধো আধো কথা বলে
সবার মুখেতে হাসি যখন পা দুটি চলে।
মুখে ভাত- দুধে ভাত, মা জাগে সারারাত,
কৈশোরে হুড়োহুড়ি লেখা পড়ার উৎপাত।
যৌবনে কলতানে ঘুরে ফিরে যৌবনে
বার্দ্ধক্যে হারায়ে সব বসে একা আনমনে।
পৃথিবী ধুসর হয় ছায়া ঘন গাঢ় হয়,
তোমার সাথে যেতে এবে,
আর নাহি কোন ভয়।

চিন তারে

যতই দূরে যাই না সরে—
থাকবে তুমি হৃদয় জুড়ে।
তোমার ব্যথা আমার ব্যথা,
খায় যে হৃদয় কুরে কুরে।
তখন ছিল সকাল বেলা,
এলোচুলের বসিয়ে মেলা,
চুলের গন্ধে মন ভরে যায়
তোমারে কি যায়গো ফেলা।
রাতের অন্ধকারে—
দাঁড়িয়ে যখন থাক দ্বারে,
কাহার আশায় কাহার নেশায়,
তুমি কিগো চিন তারে?

নীরব সাক্ষী

পৃথিবীতে থাকবে যতক্ষণ—
ব্যথা বেদনায় ভারাক্রান্ত মন।
চলতে গেলে হোঁচট পায়ে লাগে,
পথের ধারে অনেকে আবার—
রাঙায় তোমায় ফাগে।
পথে আসা- পথেই যাওয়া—
পথের মাঝে তাকেই পাওয়া
পথের যাত্রী- পাত্র পাত্রী,
এক নিমেষে হয় যে হাওয়া।
পথ পড়ে রয়, সবার সে ক্ষয়,
দেখেছিল- দেখছে এখন
দেখবে ভবিষ্যতে।
প্রেমিক যে জন- প্রেম বিলায়ে,
চলে বিজয় রথে!
আসবে যাবে- নাহি রবে,
পথ কিন্তু স্থায়ী ভবে,
হাসি কান্নার সাক্ষী নীরব,
পথের মাঝে - পথ হারাবে।

———❖———

শঙ্খ বাজে

পিতা-মাতা-ভাইবোন, মাসী পিসি যত,
মালার হরেক ফুল কেউ নহে ক্ষত।
সোনার হারের মাঝে সোনার লকেট,
দেয় মন-নেয় মন প্রেমের রকেট।
ভালবাসি-ভালবাসে প্রতিটি ফুল,
মাঝখানে বধু থাকে হৃদয়ের দুল।
গৃহমুখী-মনসুখী-গৃহটানে মন,
যেমন পৃথিবী টানে বিশ্বভূবন,
সাগর টানে নদী- আকাশ টানে সাগর
বৃষ্টি হয়ে আসে ফিরে যেন প্রেমের চাদর।
সোহাগে সোহাগী হয় অণু পরমাণু,
প্রেমের মিলনে কাঁপে প্রিয়ার তনু।
সৃষ্টি হয় - ধ্বংস হয় হয়তো প্রলয়,
প্রেম-প্রীতি- ভালবাসার নাই কোন ক্ষয়।
নানা রূপে - নানা সাজে ফিরে আসে বিশ্ব মাঝে,
স্ত্রী-পুত্র-পরিবার তার-ই শঙ্খ বাজে।

দেহের মাঝে মনের অবস্থান

দেহের মাঝে মনের অবস্থান,
দেহ যা চায় - মন কি তা পায়
দেহের হবে পরিত্রাণ।
দুষ্টু দেহ- মিষ্টি মুখে
রাখবে ধরে কারে বুকে,
যারে সে পায় তার মন কি —
তার বুকেতে থাকবে সুখে?

—❖—

উষ্ণতায়

যদি বরফকে ভালবাস--
উষ্ণ নিশ্বাসের স্বাদ-
পাবে কি কোন দিন?
শীতল- আরও শীতল
মৃত্যুতে বিলীন।
উষ্ণতায় প্রাণের স্পন্দন,
হৃদয়ে হৃদয় হয় দৃঢ় বন্ধন।
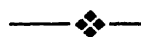
পরিবর্ত্তনের ঝড়

ঘর যদি ভেঙ্গে যায় —
কিবা ক্ষতি আছে তায়,
আবার রচিব ঘর—
মিছে কেন হায় হায়।
পুরাতন নূতনে ডাকে
নূতন সোহাগে ঢাকে
ফুল মধু শেষ হলে—
অলি কি ফুলকে রাখে?
ফুল আছে - মধু আছে,
প্রয়োজনে আসে কাছে,
পৃথিবী ঘোরার পথে—
দেখা হয় ফাঁকে ফাঁকে।
এই আছে- এই নাই,
মনে হয় সব হারাই,
ভাল করে চেয়ে দেখ,
তোমায় ডাকিছে তারাই।
ভাঙে না- ভাঙে না ঘর -
পরিবর্ত্তনের ঝড়,
তখন ঊষার আলোয়
হাসে পরস্পর।

মাটির প্রদীপ

প্রদীপের সল্‌তে আর—
প্রদীপের তেল,
ভালবাসার বহ্নি শিখায়
শুরু হয় জীবনের খেল।
আলো জ্বলে ধিক্ ধিক্
তেল যদি থাকে ঠিক।
মাটির প্রদীপখানি
ভালবাসার পাত্র ঠিক।

শ্রদ্ধাবীনে

শ্রদ্ধা তুমি যারে কর-
তোমার চেয়ে সে অনেক বড়।
শ্রদ্ধা দেওয়া শ্রদ্ধা নেওয়া
নহে এ-সব হাতের মওয়া।
মালির যতন - মনের মতন
ফুটবে ফুল বইবে হাওয়া।
ছোট মনে অন্য জনে,
ঘৃনা কর সর্বক্ষণে,
নিজের সুখে থাক ঝুকে,
শ্রদ্ধা পাবে কি - শ্রদ্ধা বীনে।

যদি বলার কিছু থাকে

যদি বলার কিছু থাকে—
বলতে পার তাকে।
পুঞ্জীভূত বেদনা সব
রেখো না আর ঢেকে।
গোলাপ হাতে-তার সাথে,
পাহাড় চুড়ায় হৃদয় জুড়ায়,
কখনো বা বালুকা বেলায়
মিলন মধুর রাতে।
এলোমেলো হাওয়া গুলো,
বুকের কাপড় উড়িয়ে দিল,
চলার পথের ছন্দগুলো
বাতাসে প্রাণ ভরিয়ে নিল।

আল্‌গা হলে

একটা পেঁয়াজ অনেক খসা,
মিশ্রনে হয় একটি বাসা।
শয়টারের বুনন ঠাসা,
মাঘের শীত কোনঠাসা।
বুনন যদি হালকা হয়—
সোহাগ যদি মিছে কয়,
জীবন সবার হয় বিপন্ন,
বাঁচতে লাগে বড়ই ভয়।
পিঁয়াজ খসা ভালবাসা,
আল্‌গা হলে বুদ্ধি নাশা,
পিঁয়াজ পচে- নীড় রচে
নষ্ট নীড় - নষ্ট বাসা।

জীবন যদি

হাঁড়ি গড়ার মাটি—
হয় যদি পরিপাটি,
হাঁড়ি সাজে- বংশী বাজে
করে ডাকাডাকি।
কালো শীতল পাঁক,
প্যাকাল গোড়ই আরাম করে
রচে ঘরের ছাদ।
গায়ে লাগলে পরে কাদা
ঠাণ্ডা লাগে আরাম লাগে
যেন গোলক ধাঁধা।
কাদা- সুখনো যখন হয়
খসে খসে পড়তে থাকে
প্রাণে লাগে- বড় ভয়।
যদি পার, হতে প্যাকাল মাছ,
কুমোর বাড়ীর মাটির হাঁড়ি
শক্ত মাটির ছাঁচ,
লাগুক কাদা- আসুক বাধা,
জীবন যদি থাকে সাদা
সোহাগ দিয়ে ঢাকবে তোমায়
পূর্ণিমার চাঁদ।

———❖———

স্বপ্ন

স্বপ্ন মোরা দেখি—
স্বপ্নের মাঝে আসে যারা
তারা সব কি মেকি?
নয় এ সত্য কথা—
আসল-নকল থাকবে সবাই
থাকবে মনের ব্যথা।
মালীর বাগানে-
নানা জাতের নানা ফুল
ফোটে আশমানে।
গন্ধ কারো উগ্র হয়
কারো গন্ধ নাই—
আপন ভেবে তুলবে যারে-
মনের মানুষ সেই।
সৃষ্টি যাহার- কৃষ্টি যাহার,
মনের তাহার কতই বাহার,
স্বপ্ন দেখাও - স্বপ্ন দেখি,
প্রভু তোমার লীলা একি!
ভুল করে আসল- নকল
বুঝতে নারি কোনটা মেকি!
সবায় তুমি ভালবাস—
আমিও তেমন বাসব—
তোমার কোলে শিশু হয়ে
যীশুর মত হাসব।
স্বপ্ন রঙিন পরীর মত
ডানা দিও প্রভু,
যীশুর মত ব্যথা পেয়েও
ভুলব না তোমায় কভু।

ফেলব না আর

ঘুমের দেশে পরীর বেশে
আস কেন হেসে হেসে।
তোমায় দেখে তন্দ্রা আমার,
কল্পলোকে যায় সে ভেসে।
হয়ত এখন কাজের মাঝে
হাতের কাঁকন তোমার বাজে,
আমার ডাকে সাড়া দিতে
মিছে তুমি মর লাজে।
আমার তরে- বদ্ধ ঘরে,
যখন তুমি সাজবে,
মন আমার তখন কিগো
তোমার তরে বাজবে।
বেড়াও ঘুরে- অচিন পুরে
মনের মাঝে তোমায় মুড়ে,
চায় যদি মন আনতে পার
ফেলব না আর তোমায় দূরে।

বদহজম

পেটের ইতিহাস বড়ই ভয়ঙ্কর,
ভালমন্দ বন্ধ হলে-সবাই হয় পর।
মাংস লোভী, অর্থলোভী- যশলোভী যারা
কাঁচা মাংস- নগদ অর্থ খুঁজে সদাই তারা।
চোরের মতন চুরি করে- লক্ষী যারা হরণ করে,
পরের পেয়ে বেশী খেয়ে —
বদহজমে শ্রীঘ্র মরে।

—❖—

বর্ষার আগমণে

বর্ষার আগমনে-
গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে আসে
শামুক কিসের টানে?
মানুষ গর্ত্তে ঢুকে যায়,
যেমন করে গর্ত্তে ঢুকে
সাপ ইঁদুর খুজে খায়।
শুধু - খাওয়া যদি লক্ষ হয়
গর্ত্তে ঢুকাই ঠিক।
স্নেহের দাবি থাকে না সেথায়
পায় মানুষের জিদ্।
শামুক তবু আসবে—
সৃষ্টির তরে বর্ষা ভরে
মাঠের মাঝে নাচবে।

—❖—

নিমন্ত্রণ

গভীর রাতে তোমায় ডেকে
পাইনি যখন সাড়া,
আজ অবেলায় যাবার বেলায়
দাও কেন নাড়া।
হয়ত তখন ভেবেছিলো
খেলা শুধুই মিছে,
না দিয়ে ধরা রইলে তুমি
অনেক অনেক পিছে।
সবুজ পাতা - অবুঝ মনে
হাসে খেলে বনে বনে
শীতল হাওয়া পাওয়ার পরেই
পিছু হটে রণাঙ্গণে।
তখন তোমার হাতছানি—
হাসি মুখের ভাবখানি,
যতই দেখাও, যতই শেখাও
ভরবে না ফুলে - ফুলদানি।
চাওয়া- পাওয়া চিরন্তন,
থাকে যদি নিয়ন্ত্রণ,
যখন খুশী আসতে পারে
তোমার আমার নিমন্ত্রণ।

আশার তরী

অনেক দেওয়ার পরে,
পাই না তোমায় ঘরে,
কি দিলে ধন পাব তোমায়
যা- আছে বিশ্ব চরাচরে।
পেতে পেতে পাবার নেশায়
বসে থাক অনেক আশায়
আশার তরী ফুটো হয়ে
তুমি মরেছ কার তরে।

—❖—

ঝড়-সমীরণ

ঝড়-সমীরণ—
প্রকৃতির মাঝে দুই-ই বিরাজে
কেউ থাকে না সর্বক্ষণ।
তপ্ত হলে হাওয়া —
ছুটে আসে ঝড়, পুরণ করিতে,
তোমার আমার চাওয়া।
কারো ভাঙে ঘর, কারো এলোচুল,
হাসি কান্নায়- সুখে দুখে থাকা,
নয় এতো কারো ভুল।

—❖—

হারিয়ে যায়

নগ্ন তাজা দেহ—
ফুটলে গোলাপ
সোহাগ করে,
ফেলে না তায় কেহ।
গন্ধ যখন শেষ —
ফলের মাঝে হারিয়ে যায়
ফুলের থাকে না কোন রেস।

রাখী

রাখী—
তোমায় কি দিয়ে ঢাকি।
হানাহানি যবে - বিশ্বে রবে,
স্বার্থের জ্বালে সবার কপালে,
রাখী- তুমি কি শান্তি পা:বে?
কচি কাঁচা দুটি হাত—
বোনের সোহাগে - রাত্রি পোহাবে।
রাখী তোমার আছে কি কোন জাত?
হিন্দু- মুসলমান, বৌদ্ধ খ্রীষ্ঠান,
রাখী তোমার পরশে মনের হরষে,
উঠে ঐক্যতান।

প্রথম ও শেষ

শেষ যাত্রার আগে—
আমায় রাঙিয়ে দিও ফাগে।
অল্প কিছু পরে - চিতার বাসর ঘরে,
মধুর মিলন হবে আমার—
লালপাড় শাড়ী পরে।
চিতার সাথে আমার সহবাস,
প্রথম এবং শেষ-
অগ্নি দেখে মিটায় মনের আশ।

—❖—

কথার ফেরে

শুধু কথার তরে কথা,
বাড়ায় মনের ব্যথা।
কথার জালে - খেলা ছলে,
নগ্ন মাথার ছাতা।
রোদ বৃষ্টি- নব সৃষ্টি,
বেশী হলে ধ্বংস কৃষ্টি,
কথা ভাল হৃদয় আলো
আবোল-তাবোল কথার ফেরে,
ঘর সংসার সব-ই গেল।

—❖—

মনের আলো

আলোর শিখাতে যদি
ঘর- হয় আলোকিত।
মনের আলোতে কেন
সবে- নয় পুলকিত?
চাঁদের গায়েতে দাগ,
চাঁদের কলঙ্ক বলে।
মনেতে সংশয় এলে
সংসার সমুদ্র তলে।
ক্ষয় বল- ভয় বল
চাঁদে আছে ঠিক,
তবুও পূর্ণিমা রাতে
শুভ্র হাসির ভিত্।

তবু তো রমনী

জীবন কিছুই নয়—
আকাশে তারার মত,
রাতের আঁধারে আনাগোনা করে
প্রভাতে হয় মৃত।
বাগানের ফুল থাকে মশগুল,
কখন ঝরিয়া যাবে।
সে কথা ভুলিয়া সৌরভ দেয়
ভ্রমরে রাঙায় ফাগে।
ঘাত প্রতিঘাতে মানুষের সাথে,
মানুষের দ্বন্দ্ব হয়।
তবু তো রমনী- সাজায়ে সজনী,
সোহাগের কথা কয়।

খাঁটি সোনা

কর্ষণ করি মাটি,
ধর্ষণ করি মাটি।
নীরবে নিভৃতে-
মাটি শুধু হাসে
সে যে- সোনা খাঁটি।
সোনায় মিশিয়ে খাদ,
নাই কোন প্রতিবাদ।
ভাঙাগোড়া শুধু মনের বিকার,
হাসে পূর্ণিমার চাঁদ।
অহল্যা- তারা- মন্দোদরী,
কুন্তী- দ্রৌপদী,
ধর্ষিত হয়ে কর্ষিত হয়েও
পৃথিবী খ্যাত সতী।
মন চায় মন
সোনা চায় সোনা
বাগানের মাঝে—
অলির আনাগোনা,
কর্মের মাঝে- যারাই বিরাজে,
তারাই খাঁটি সোনা।

মৃত্যুই শ্রেয়

অশান্ত মনে শান্তির বানী,
তৃষ্ণার্ত্ত প্রাণে সাগরের পানি,
মুমুর্ষু প্রাণ, শোনে না হরি নাম,
মৃত্যুই শ্রেয় এ- কথাই মানি।

অনন্যা

ফসল তুলিয়া মাঠে,
যেতে হয় হাটে বাটে,
আমার ফসলে অধিকার নাই,
কি দামে ফসল কাটে।
কি দারুন পরিণতি-
শিশির বিমল, প্রভাতের ফল
কার কাছে হবে গতি।
নরম শক্ত কত শত হাত-
ঘোরা ঘুরি, ফেরা ফেরি,
দিনের শেষে মলিন বসন
বিক্রিতে হয় দেরী।
পিতার সাথে নয়নের মনি
কন্যার পথ চলা,
দুর্গম পথে দস্যুর হাতে
শেষে হল কথা বলা।
আমার কন্যা- আমার সে নয়
হৃদয়ে যখন বন্যা,
চাষীর ফসলে চাষী কেঁদে মরে,
হউক না সে অণণ্যা।

তুমি আছ

একদিন তুমি ছিলে—
এখন শূন্য ঘর।
তা বলে কি আমি—
শুনিনি তোমার
মিষ্টি মধুর-স্বর।
লাল পাড় শাড়ী
সন্ধ্যা প্রদীপ—
ধূপের স্নিগ্ধ গন্ধ,
চলনে তোমার- হৃদয়ে আমার
জাগাতে মধুর ছন্দ।
হাতে কঙ্কন- বাজে ঝন্ ঝন্
তোমার বারতা আনে,
রাতের শয্যা এল বুঝি কাছে
ঝড় উঠে তাই প্রাণে,
চলে যাব একদিন।
মধুর স্মৃতি - সুখের স্মৃতি
রাখে না তো কোন ঋণ।
বীজ থেকে হয় গাছ,
ফুলে ফলে হাসে- ধরণীতে ভাসে
বেঁচে আছে আজও মমতাজ।

———❖———

রঙিন স্বপন

কি মজা- কি মজা—
ছেলের হাতে বাপের সাজা।
আজ যে ফকির কাল সে রাজা,
মালের ঘোরে সবাই তাজা।
ছুটলে নেশা - নিজের পেশা,
হারিয়ে কাজ করছে গোসা।
গৃহের নারী আহামরি,
সুযোগ বুঝে বাইছে তরী।
নিত্য নতুন কাঁচা ফসল
আনছে ঘরে তাড়াতাড়ি।
বুঝে না যে জন, কে যে আপন,
বুঝে পথ চললে পরে
ভাসবে চোখে রঙিন স্বপন।

——❖——

মনের মানুষ

মনের মানুষ তরে—
চঞ্চলতা বাড়ে,
দিনে রাতে কখন কি হয়,
আসবে বিপদ ঘাড়ে।
প্রাণের মানুষ যে জন,
যখন দূরে যায় সে দূরে,
তারে বাঁধতে মরণ পন।
যদি ঝোড়ো হাওয়া আসে
যদি প্রাণের তরী ভাসে,
শেষ লগনে - বিদায়ক্ষণে
তারে ছাড়তে পারি হেসে।

——❖——

তৃপ্তি

মনের ক্ষুধা মিটল যখন—
দেহের ক্ষুধার কি প্রয়োজন?
যদিও মন দেহে আছে
মন বিহনে দেহ কি বাঁচে?
খাঁচায় পাখী বন্ধ হলে
ভাল মন্দ খাদ্য মেলে।
তবুও কেন সুযোগ পেলে
নীল আকাশে পাখনা মেলে।
দেহের তৃপ্তি - মনের তৃপ্তি
কোনটায় আছে বেশী দীপ্তি,
দেহ মন উভয়ে জানে
কার প্রচেষ্টায় নব সৃষ্টি।
লিখতে হবে - শিখতে হবে,
মনের কথা জানতে হবে,
জানলে পরে মনের কথা
দেহের রূপ ফুটবে তবে।

নগ্ন দেহে- ভগ্ন মনে—
খুঁজলে পরে আপন জনে,
মিলবে না ধন সবাই জানে।
আমরা তবু দেহের টানে
ডুব সাঁতারে সাগর পানে
মুক্তা পাব ঝিনুক খুঁজি
হেথায় হোথায় অন্বেষণে।
বাঁশী বাজে যমুনা কুলে
রাধা ছুটে সংসার ভুলে।
'কালা' কিন্তু খুবই কালো
মুক্তা তোমার দেহেই আছে,
ভালবাসার প্রদীপ জ্বালো।

রইল সোহাগ

কলসী কাঁখে পথের বাঁকে,
চোখের দেখা দেখেছি তাকে।
হারিয়ে গেল - পালিয়ে গেল
কেন তবু মন, তারে ডাকে।
না কথা বলে- অনেক বলা
দুষ্টু চোখে অনেক খেলা।
খেলল যখন পরাণ তখন
বিঁধল কাঁটা হৃদয়টাকে।
সকাল থেকে সন্ধ্যা বেলা
দেখব বলে তার খেলা -
তাকিয়ে থাকি পথের পানে,
আসবে কি সে আমার টানে?
হয়ত এখন নূতন ঘরে,
ঘর বেঁধেছে বালুচরে।
মিছেই শুধু যাওয়া আসা
মিছেই আমার ভালবাসা।
যেখানে থাকুক- ভাল থাকুক,
রইল সোহাগ তারি তরে।

ভাল লাগে

রমনী সুন্দর হয় সোহাগের গুণে,
মুখে পান লাগে ভাল ঠিকমত চুনে।
সংসার সুন্দর হয় ভাল বোঝাপড়া,
তেতুল কাঠে পুড়ে ভাল বয়স্ক মড়া।
কচি কাঁচা শিশু ভাল সদা মুখে হাসি,
আকাশে পুর্নিমা চাঁদ তারে ভালবাসি।
ভাদ্রেতে পাকা তাল মিষ্টি মধুর গন্ধ,
হরেক রকম তাল পিঠা খেতে নয় মন্দ।
কাঁচা মন কাঁচা ঢেউ, মৌচাকে মিষ্টি মউ,
কি মধুর লাগে ভাল বাসরের নতুন বউ।
সব কিছু ভাল লাগে, ভাল মন যদি থাকে,
নদী জল- কলাহল, নিয়ত সবায় ডাকে।
ঝড় আসে - ঝড় বয় প্রকৃতি কথা কয়,
কান পেতে শুন যদি পাবে তুমি বরাভয়।
যুদ্ধতো লাগে ভাল হাতে হাত যদি পাই,
জীবনে চলার পথে ভালোর গান গাই।

———❖———

সুরে গাঁথা

যদি মনের কথা- প্রাণের কথা
এক সুরে থাকে গাঁথা,
সবাই তোমার আপন হবে
কেউ দেবে না তোমায় ব্যথা।
ছল চাতুরী- কথা ভারি,
নিজের তরে বাড়াবাড়ি,
নিজের আসন - নিজের বসন,
একদিন সব যাবে ছাড়ি।
দেখ না ঐ ফুল বাগানে
ফুলের হাসি সবার সনে,
ভালবেসে কাছে আসে
রাখে তারে সযতনে।

সোহাগ দিয়ে

যে আঘাত তুমি দিলে—
হৃদয় আমার হত না চূর্ণ
তোমার হাতের কিলে।
ছিল হয়তো কিছু ভুল,
জীবনে তাই দিতে হল
ষোল আনা মাশুল।
ভেবে আনন্দ পাই —
জমা খরচের হিসাব শূন্য
কিছু আর বলার নাই।
সমুদ্রে যদি ভাস—
কাঠের গুড়িকে বিশ্বাস করে
তাতেই তুমি বোস।
বিশ্বাসে ধন মিলায় বস্তু
তর্কে কিছুই নাই,
সোহাগ দিয়ে কাছে টেনে নিলে
পরিপূর্ণ জীবনটাই।

—❖—
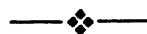
আজব কথা

শুনবে তুমি আজব কথা—
আজব দেশের গল্প,
খুললে কান শুনতে পাবে
পাবে অল্প সল্প।
গল্পের ঘোড়া গাছে উঠে
ছেলে মেয়ে যাচ্ছে ফুটে,
পিতা মাতা দেখেনা কিছু
কে কারে নিচ্ছে লুটে।
কুকুর গুলো শুকছে ধুলো
ভাগাড়ে আর যায় না,
ছেলে মেয়ে নেংটা হলে
শাস্তির কোল পায় না।
মাছ খাওয়া ভুলে গেছে
হুলো বেড়ালের দল,
হরিণ মাংস পচিয়ে খায়
করে না কোন্দল।
আকাশ পাখী খাঁচায় এসে
ছোলা খায় বসে বসে,
পিতা মাতার সোহাগ ছেড়ে
সব ঘরের ছেলে মেয়ে
হারিয়ে যায় ফুরিয়ে যায়
বাড়ী ফেরে রাত্রি শেষে।
মেয়েরা সব চুল কেটে
ছেলেদের মাথায় দিচ্ছে এঁটে,
তাই না দেখে ব্যাঙের দল,
হেসে মরে- পেট ফেটে।
ইন্দুর গুলো গর্ত্তের ধুলো
গায়ে মাখতে চায় না,

ছাই-পাঁশ সব মুখে মেখে
মেয়েরা খুঁজে আয়না।
আরও কিছু আজব কথা শুনবে?
'সাত পাকে বাঁধা' নিয়ম জট খুলবে।
'লিভ টুগেদার' তোমার আমার
'শুভ পরিণয়' হল ছারখার,
সোনার জমি- সোনার ফসল
পেতে এবার হবে ধকল,
ক্লোন শিশু - আসবে যীশু
দেবতাদের হবে নকল।

ভোরের বেলা

ভোরের বেলা পুব আকাশে
সূর্য্য তোমায় ডাকে হেসে।
হয়তো তুমি হারিয়ে গেছ,
আমায় ভালবেসে।
এই হারানো হোক না শেষ,
আলোর মাঝে তোমার বেশ
ছড়িয়ে পড়ুক- জড়িয়ে ধরুক
তোমার আমার প্রাণের রেস।

আবর্জ্জনা

কে পারে বলতে- এমন কথা,
কার সংসারে নাই মাথা ব্যথা।
এক থেকে হল যখন,
পুত্রের কাছে- পিতা তখন,
সকাল সন্ধ্যার আবর্জ্জনা
হাতড়াতে চায় পিতার রতন।
মা যদি হয় সবলা নারী,
বৃদ্ধ পিতা নয়কো তিতা
মায়ের পায়ে গড়াগড়ি।
তুপড়ী জ্বলে আকাশ তলে,
আলোর বন্যা জলে স্থলে,
বারুদ শেষ আলোর রেস,
অন্ধকারে হারিয়ে যায়,
তুপড়ী ভাঙে শেষ মেশ।

বিশ্বাস করে ঠকেছ তুমি।
বিশ্বাস আর করো না।
যুক্তি-তর্ক - অনুভুতি দিয়ে
নিজের ঘর রচনা।
যারে দিলে কোলে ঠাঁই,
এখন সে কাছে নাই,
আবেগে ভাসায়ে জীবন তরণী,
শূন্য জীবনটাই।

——❖——

হয়ত এমন

যেখানে যেমন- সেখানে তেমন
বাঁচার তরে হয়ত এমন।
ভালমন্দ বিচার করা
স্থান কাল ভেদে খাবে তাড়া!
নোনা দেশে তেঁতুল ভাল
ভিন-দেশী তোমার পেট গেল।
তা বলে কি তোমার তরে,
নোনা দেশে তেতুল মরে?
যেমন মানুষ, তেমন মন
তোমার মিছেই খোঁজা বৃন্দাবন।
ডাকাত কালী- রক্ষা কালী,
স্থান কাল ভেদে কে কার আপন।
দুধ, আর মদ
কে কোনটায় বধ।
মিথ্যা সাক্ষী সত্যি হয়ে
মামলা করে রদ্
ঝাল কমে নুনে,
পান ঠিক চুনে
সত্য-মিথ্যার বিচার হয়
টাকা গুনে গুনে।
আজব দুনিয়া- ন্যাংটা মুনিয়া,
খদ্দের দেখে নাচে ভাল
পয়সা গুনিয়া।
দেখে দেখে চোখ পেকেছে
চুল পেকেছে মাথায়,
অনেক কিছু ভুলতে হয়
কচি-কাঁচার কথায়।

মেনে নিতে হয়

কত রথী- মহারথী
হারাল তাদের গতি।
থরে থরে জমা পাললিক শিলা
রতি দিয়ে গড়া রতি।
প্রেম দিয়ে প্রেম গড়া,
তবুতো হৃদয়, হয় নয় ছয়
কে কারে পরায় হাতে কড়া।
খবর রেখে কি লাভ,
জলটুকু খেয়ে ছুড়ে ফেলে দেয়
কত কচি কাঁচা ডাব।
তোমার আমার শান্তি
কিছু কিছু ভুল ভ্রান্তি
মেনে নিতে হয়, মেনে নিতে হবে
মিটবে তবে ক্লান্তি।
কে কার খবর রাখে
কে কার সোহাগে ঢাকে,
কার চোখের জলে
কে ঘোরে কোন পাকে।
জানি না, জানি না কিছু
কে কার নিয়েছে পিছু
কে কার পরাণে মধু সিঞ্চনে
নিজেরে করেছে নীচু
কান্না হাসির খবর
পড়েছে ঢাকা কবর,
ইতিহাসে শুধু ইতিহাস হয়
ফুটিয়ে কি লাভ টগর।

ছাড়া পেলে

বাঁধা গরু ছাড়া পেলে
নেচে বেড়ায় খাদ্য ফেলে
এরপর কি বাঁধবে তারে
তোমার ঐ ছোট্ট ঘরে?
সোনার খাঁচায় ময়না
ধরে অনেক বায়না।
ছাতু- ছলা, ছলা কলা
শীষে, মনে লাগে দোলা,
সুযোগ পেলেই ময়না উড়ে,
বনের পাখী বনেই ঘুরে।
কুকুর ভারী প্রভুভক্ত
গলায় শিকল ভারি শক্ত
রাতের বেলায় ছাড়া পেলে
খুঁজে বেড়ায় পশুর রক্ত।

বুঝেও অবুঝ

বুঝেও তুমি অবুঝ,
গাছ লাগিয়ে জল না দিয়ে
চারা হল না আর সবুজ।
আমড়া গাছে আমের আশা
কেমন তোমার ভালবাসা।
দিল না ছায়া, তবু মায়া
নিত্য তোমার যাওয়া আসা।
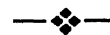
হয়তো তুমি

হয়তো তুমি চিন্তা কর—
হয়তো তুমি ঘুমের ঘোরে,
স্বপ্ন লোকে আমায় ধর।
সারাদিনের নানা কাজে
সাজিয়ে তোমার মনের মাঝে
হয়তো কখন চোখের জলে
আমায় পূজা কর।
হয়তো তখন সন্ধ্যাবেলা
সাজিয়ে প্রদীপ বরণডালা
আমার সাথে করতে খেলা
বেনারসী পর।
জীবন ধন, মানিক রতন
হয়তো তুমি আমার মতন
কাজ ফেলে, কাজ করতে গিয়ে
হোঁচট খেয়ে মর।
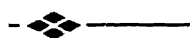
পাকা বাঁশে

কে আগে, কে পরে,
পৃথিবীর ঘরে ঘরে
কাঁচা ফল পেকে পড়ে
হিসাব তার কে করে।
ভোরের কুয়াশা- মনের দুরাশা
কেটে গেলে ভাল হয়—
নতুবা ভাঙে বাসা।
ভাল মনে ভাল ঘর
সোজা মনে তর তর
ছুটবে, বুঝবে, সব বাধা টুটবে,
কু-আশায় মজে মন
যদি ঘোরে বন্ বন্
পরে এসে ঠাঁই নাই
তাড়াতাড়ি ফুটবে।
যাওয়া আসা ভালবাসা
যদি হয় ভাসা ভাসা
আগে বল পরে বল
জীবনটা ফুটো তাসা।
পরে এসে স্মৃতি থাকে
যদি ধূপ পুড়ে হাসে,
আগে এসে পরগাছা
পুড়ে মরে পাকা বাঁশে।

তোমার অদর্শনে

অনেক স্মৃতি পড়ে মনে—
ঘুরেছি তোমার অন্বেষণে,
আজ পৃথিবী হয়েছে ধুসর
তোমার অদর্শনে।
পোহালে প্রভাত, ঘাত প্রতিঘাত
তুচ্ছ করেছ সুদৃঢ় দুটি হাত,
পাখনা মেলে- সব কাজ ফেলে
ছুটেছি তোমার কাছ।
ছিল যে কি আকর্ষণ—
চুম্বক যেমন লোহায় টানে
চোখ চায়, তব দর্শন।
কত দূরে গেছ চলে—
মন কি আমার পারে না যেতে
পরীর পাখনা মেলে।
লোহার বাসরে, শূন্য আসরে
আজ আমি বড় একা,
কখন সময় আসবে জীবনে
পাব তোমার দেখা!
আকাশে তারায়- তোমায় হারায়,
তুমি কোন? 'তারা' জানি না,
নিয়ত তাকাই যদি খুঁজে পাই
অন্য কিছু আর মানি না।

———✣———

সূর্য্যমুখী

সূর্য্য- তোমায় ঢেকে দিতে চায়,
শুভ্র, কুয়াশা রাশি।
স্পর্দ্ধা ওর দেখে মরে যাই
পাচ্ছে শুধুই হাসি।
ক্ষণিকের ভালবাসা—
রাঙায় তোমায় শুধু পেতে চায়
হৃদয়ে রঙিন আশা।
প্রকৃতি দিল যে ঢেকে
একা একা শুধু মিলন পর্ব
হৃদয়ে দিবে সে রেখে।
তোমার সূর্য্য মুখী
রঙিন বাসরে প্রেমের আসরে
মারে সে উঁকি ঝুঁকি।
তুমি কি ভুলিতে পার-
কুব্জার ন্যায় সূর্য্য মুখীর
দাবি যে রয়েছে আরও।
তোমার পরশে ধরণী হাসে
তুমি যে সবার প্রাণ,
কুয়াশা না বুঝে- একা পেতে চায়
বেলাতে খান খান।

———❖———

পরশে সুখ

হয়তো তুমি ভাবছ
কেন এমন হল,
প্রাণের ঠাকুর- মনের ঠাকুর
কেন ভেঙ্গে গেল।
খড়ের উপর মাটি দিয়ে
পুতুল সুন্দর হয়,
মনের ঠাকুর পেতে হলে
জীবনটা হয় ক্ষয়।
চলার পথে ফুলের শয্যা
মনের শয্যা মিশে,
মধুর সাজে সাজিয়ে দেহ
নীল হয়েছে বিষে।
কি অপরূপ পরশে সুখ
পেলেও পেতে পার,
মিথ্যায় মেড়ে সত্যের পথে
যদি না কখনো হার।

———❖———

চোখ বুজিয়ে

স্বচ্ছ চোখে তাকালে পরে
হৃদয় তোমার যাবে ভরে,
অন্ধ চোখে হাত বাড়িয়ে
মুক্তো হারাও যেমন করে।
চোখ বুজিয়ে দেখলে পরে
দৃষ্টি তোমার অনেক দূর,
দিনের আলোয় চোখের আলোয়
যায় না যাওয়া মথুরাপুর।

সময় বহে যায়

চার দেয়ালের মাঝে
মন পড়ে না কাজে,
বিশ্বভুবন ডাক দিয়ে যায়
ঘন্টা তারি বাজে।
আয় চলে আয়- আয়,
সময় বহে যায়।
ঠিক সময়ে না এলে পরে—
কষ্ট পাবি হায়।

—— ❖ ——

বাঁচার তরে

বাঁচার তরে অন্যে ধরে
বলে আমি তোমার তরে।
মিষ্টি কথা- দুষ্টু কথা
দেহে যদি থাকে ব্যথা
সব কথাতো তিতা লাগে
দেহের তরেই মাথাব্যথা।
এ-ওর প্রয়োজনে—
মিলন সন্ধিক্ষণে
বাঁচতে চায়, বাঁচাতে চায়,
ক্ষণিক দর্শনে।
কে কখন উঠে যায়
হিসাব কি কেউ পায়।
নিদ্রা আপন- রাত্রি আপন
সন্দেহ নাই তায়।
লঙ্কা লাগে ঝাল
সন্দেশ লাগে মিষ্টি,
আকাশ পরে মেঘ জমলে
হবে জানি বৃষ্টি।

—❖—

ক্ষণস্থায়ী

যত পার নিয়ে নাও আরও
সম্পদ ক্ষণস্থায়ী।
তাতে কেহ নহে দায়ী।
শরতে শিউলী রাতে রেঙে উঠে
ভোরেতে বিদায় বেলা,—
হলুদ রঙের শাড়ী পরে আর
খেলবে না এ-খেলা।

—❖—

ভেবে চিন্তে

গাছের গোড়ায় দিয়ে জল,
ঠিক সময়ে ধরে ফল।
অফলা গাছ হলে পরে
ভাঙে সবার মনোবল।
অফলা তবু চলে,
গাছের ফল টক হলে,
কাটতে মায়া গাছের ছায়া
ঘাড়ে বসে তোমায় দলে।
ভেবে চিন্তে লাগিও গাছ,
দেখবে তবে অলির নাচ।

ভাল লাগা

ফুল দেখে ভাল লাগে
ভালবাসি তাই।
রূপ দেখে ঝাঁপ দিলে
পুড়ে মরে যাই।
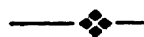
নিজেই হব ক্ষয়

চোখের জলে মিতে
পারনি আমায় নিতে।
আপন জনে হৃদয় কোনে
রেখেছ তুমি সযতনে,
জানালা দিয়ে ভোরের আলো,
এক ঝলক-ই লাগে ভালো।
দুপুর বেলায় কড়া রোদ
নেয় কেবল প্রতিশোধ।
মাথার ছাতা প্রাণের খাতা
ক্ষান্ত করে, দেয় প্রবোধ।
কুন্তী দেবী পেয়ে বর
হৃদয় কাঁপে থর থর,
কর্ণ এল বর্ন হয়ে,
পারেনি তারে করিতে পর।
পান্ডু ছিল দেশের রাজা
কুন্তী প্রাণের রাণী,
সব পেয়েও ছিলনা কিছুই
রিক্ত হৃদয় খানি।
একে একে পঞ্চ পান্ডব
সব দেবতার ধন,
বাসর ঘরে পূজা করে
কেবা তার আপন।
হৃদয় কথা মনের ব্যথা
লিখলে যখন জীবন খাতায়
ীর ন্যায় চেয়ে নিবে
স্বাক্ষী কেউ ছিল না সেথা।
কথা ছিল আমার তরে
ফুল শয্যা রচবে ঘরে

আজ কেন চোখের জলে
সব কিছু ভাসিয়ে দিলে।
আমি তো আর সূর্য্য নয়
কেন তবে কর ভয়,
আর কিছু দিন সবুর কর
নিজেই আমি হব ক্ষয়।

বসন্ত মরে না

জীবনে চলার পথে
কত ছবি ভাসে।
কারও বা হাসি মুখ,
কারেও দেখে মরি ত্রাসে।
কারও স্মৃতি বন বিথী,
ছায়া দেয়, মায়া দেয়,
হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে—
লাল করে নিজ সিঁথী।
বাঁধা পড়ি, বাঁধা পড়ে,
উড়ে না প্রবল ঝড়ে
মোহময় - মধুময়
ভালবাসার নাহি ক্ষয়।
পথ চলা শেষ হয়,
বসন্ত নাহি মরে।

-❖-

বাসিবে যারে ভাল

আসা যাওয়া কিছু চাওয়া
প্রয়োজনে কিছু পাওয়া,
নিশি ভোর হলে পরে
সব কিছু হয় হাওয়া।
চেয়ে ধন- পেয়ে মন
মন করে টনটন।
হৃদয়ে পেলে ঠাঁই
হয় না সে উচাটন।
পরশে দেহ রাঙে
মন রাঙে অনুরাগে,
কি দিলাম কি পেলাম
তবু মন থাকে জেগে।
সূর্য্য পায় না কেউ
তবুতো আলোর ঢেউ
ধেয়ে আসে ধরণী পরে।
না চেয়েও পাওয়া যায়
সে যে অফুরন্ত হায়
ভালবাসা দেয় প্রতি ঘরে।
না চেয়েও পাওয়ার ধন
সে যে অমূল্য রতন
চেওনা চেওনা প্রিয়জনে,
বাসিবে যারে ভালো,
তোমায় দিবে সে আলো,
যদি না লোভ থাকে মনে।

সোহাগ ভরে

সবার মাঝে থেকেও আমি
কারও মাঝে নাই,
ইতি-উতি খুঁজলে পরে
কোথায় পাবে ভাই।
কর্মে আছি ধর্মে আছি,
তোমার গৃহে বাঁধা আছি
সোহাগ ভরে খুঁজলে পরে
তোমার হৃদে জমা আছি।
ফুলের কুঁড়ি ফোটে যখন
সৌরভে বন মাতে তখন,
যে মালী নেয় গাছের যতন
সেই মালী পায় মানিক রতন।

মিলনে পূর্ণ

ভালবাসি ভালবাস
তাই তুমি কাছে আস।
দেওয়া নেওয়া, মিছে চাওয়া
না চেয়েও অনেক পাওয়া।
ঝড় উঠে ঘর ভাঙে—
তবু সুরে গান গাওয়া।
বিচ্ছেদে শূন্য- মিলনে পূর্ণ
মিথ্যার প্রশ্রয়ে সব হয় চূর্ণ।
ঠোটে হাসি মুখে বাঁশি,
মুখে বল ভালবাসি।
বাসি ফুলে পূজা দিলে
ভালবাসার হয় ফাঁসি।
ঝরা ফুল সরে যায়
ধরে রাখা তারে দায়,
সব কিছু জেনে শুনে
মিছে কর হায় হায়।

——❖——

ভুত

ভয় পাই, কেন পাই
সবাই কি জানে তাই।
ভুত দেখে ভয় পাই
না দেখেও ভয় পাই।
ভুতের চেহারা কেমন
কেউ খোঁজ রাখে নাই,
তবে কেন ভয় পাই
বলবে কি তুমি ছাই।
বাঁশ বনে, কলা বনে
জ্যোৎস্নার আশমানে
কত ভুত ঘুরে মরে
সবার মনে মনে।
ভুত শুধু থাকে একা
ঠাকুমার ঝুলিতে,
নাতী না ঘুমালে পরে
টোকা মারে খুলিতে।
খেড়ে ভুত, ধেড়ে ভুত
ভুতের সহস্র পূত,
এক সাথে হানা দিলে
ছোট শিশু থাকে চুপ।
ঠাকুমা, দিদিমা
নাকি সুরে পিসিমা,
রোজ রাতে ভুত আসে
জিব কেটে কালি মা।
গলাকাটা- হাতকাটা
নাক কাটা পেতনী,

দাদুর ঝুলিতে থাকে
ভুতেদের চাটনী।
রোজ রোজ, কত রোজ
মাঝ রাতে হয় ভোজ,
খোকা, খুকু বড় হলে
ভুতের থাকে না খোঁজ।

চোখ বুজালে

কোনখানে কত জল
জন সমুদ্রে লগি বেয়ে বেয়ে
পাইনা তার স্থল।
তবু ভালবাসা, তবু আছে আশা
সকালে বিকালে দেখা দেখি হলে
স্বপ্ন মাঝে জাগে- শুধু ভাসা ভাসা।
বেহুলার বাসর ঘর
চাঁদসদাগর, ভেবেছিল কি
হবে সে নড়বড়।
কে কখন আসে, কে কখন যায়,
জীব[illegible], হিসাব নিকাশ- রাখা খুব দায়।
রাত্রে ফোটে ফুল- ভোরে যে ঝরে,
হিসাব রাখে নাই কেউ অলির তরে।
তবু আসে অলি, ফুটে থাকে কলি
ঠোটে হাসি রেখে যায় সবে চলি।
জল, জল, জল শুধু জলরাশি
জন সমুদ্রে কে কোথায় ভাসি,
কিছু বুদ বুদ সাময়িক সুখ
বুজালে চোখ সব নিশ্চুপ।

স্বর্গেও নাই

চারা খুঁজে ভারা
শিশু খুঁজে কোল,
মালির হাতে যত্ন পেয়ে
ফুলেরা দেয় দোল।

* * *

গরম পেলে পাখা
ঠাণ্ডা পেলে চাদর,
প্রিয়র কাছে প্রিয়া খুঁজে
একটুখানি আদর।

* * *

গৃহে আগুন লাগে
সবাই যদি সবার মন
রাঙায় না ফাগে।

* * *

দিনের পরে রাত্রি
ঘরে ফিরে যাত্রী,
কিছুর নেশায়- কিছুর আশায়
সাজে পাত্র পাত্রী।

* * *

বৃষ্টিকে নাচায় মেঘ
বর্ষা নাচায় ভেক,
সংসারে তো সবাই নাচে
পেলে সোহাগ ঠেক!

* * *

ধন দৌলত মন
কে বেশী আপন
ভাঙা ঘরে সবার তরে
যে পাতে আসন।

* * *

বাতাস হাল্কা হলে
আকাশে যায় চলে,
ঠাণ্ডা বাতাস ভারী বাতাস
দেয় না সবায় ফেলে।

* * *

দুঃখ আছে কষ্ট আছে
ভালবাসা কাছে কাছে,
হোক না গরম, হোক না নরম
দরশনে মন তো নাচে।

* * *

আগুন জল, কেউ নহে খল,
প্রয়োগ বিধি থাকলে জানা
পাবে তুমি অমৃত ফল।

* * *

দ্বেষ হিংসা ভুলে
সবাইকে নাও তুলে
সবার তরে আমরা সবাই
বল প্রাণটি খুলে।

* * *

জগৎ মধুময়
মিছি মিছি দ্বন্দ্ব করে
হইও না আর ক্ষয়।

* * *

আদর কর সোহাগ কর
কচি কাঁচার হাতটি ধর।
চারার কাছে ভারা যেমন
স্বর্গেও নাই এমন তর।

——❖——

সোহাগ আগুন

আঁচের আগুন জ্বলে দ্বিগুন,
তুষের আগুন অল্প।
প্রাণের আগুন বাড়ে দ্বিগুন
অবিশ্বাসের গল্প।
সোহাগ আগুন পোহাতে ভাল
আঁচের পাশে সুখ।
ঠাণ্ডাও আছে- গরমও আছে
আনন্দে ভরে বুক।
ছেলের চেয়ে নাতী আদরের
আসল থেকে সুদ
হাসি-খুশী, মাসী- পিসি
থাকে না কোন দুখ।
প্রিয়ার চেয়ে হিয়া ভাল
খাওয়ার চেয়ে দেখা,
কার কাছে কে আপন হয়
সেটাই ভাগ্য লেখা।
মিষ্টি মধুর- হাসি মধুর
সংসারেতে শান্তি মধুর,
তাহার চেয়ে অধিক মধুর,
লজ্জা ভাব নতুন বধুর।
আঁচের আগুন- আঁচেই থাকুক
ভালবাসায় সবাই বাঁচুক,
তুষের আগুন ধিকি ধিকি
সোহাগ আগুনে সবাই নাচুক।

সময়

দুঃখ করার নাইতো কিছু
সময়ে সব হয়,
সময় তোমার পরিত্রাতা
সময় কথা কয়।
বাল্যকালে মায়ের কোলে
নিত্য নতুন স্বপ্ন দোলে,
কৈশোরে তা হারিয়ে যায়
নূতন বন্ধু কাছে পেলে।
হাসি খুশী মার ঘুসি,
পাড়ার যত মাসী পিসি
দৌরাত্ম্যে রাগার চেয়ে
না- পেয়ে জাগে নিশি।
সময় নেয়তো কেড়ে,
কৈশোর তো হারিয়ে যায়
যখন উঠ বেড়ে।
চৈত্র অবসানে—
কালবৈশাখী উঠে যেমন
কাল আকাশ পানে।
দাপাদাপি- মাতামাতি
বৃষ্টি এবার আসবে ঝাঁপি,
ফুল বনে অলি সনে
যৌবনে এলে সাথী।
রাগ অনুরাগ ফুলের পরাগ
সময় কিছু নিতে চায় ভাগ,
দর্প ভরে- গর্ব ভরে
নূতন সাথীর হাতটি ধরে

ভাঙা গড়ার খেলা ঘরে
খেললে হোলির ফাগ।
সৃষ্টি করে ধ্বংস করে
সময় তারে রাখে ধরে
যা কিছু ধন ভাব আপন,
সব-ই তোমায় যাবে ছেড়ে।
কায়ার চেয়ে ছায়া বড়
সূর্য্য গেলে পাটে,
আর দেরী নয় ফিরে এস—
নৌকা ছাড়ে ঘাটে।
বার্ধক্যের হিসাব নিকাশ
ছায়ার মত নাই অবকাশ
রাত্রি এল হারিয়ে গেল,
সময় তোমায় দিয়েছে পাশ।

সাধ জাগে

সাধ জাগে তোমার কাছে যাওয়া,
সাধ জাগে তোমার মধু খাওয়া।
সাধ জাগে তোমার বাসর জাগা,
সাধ জাগে তোমার সাথে লাগা।
সব স্বাদ- দিয়ে বাদ—
ভেঙে যায় বালির বাঁধ,
ভোরের শিশির স্নাত—
চিক চিক সব ফাঁদ।

বৃত্তের মাঝে

যে যার বৃত্তে সুস্থ চিত্তে,
কাটায় সুখে কাল।
বাজে শঙ্খ- সঠিক অঙ্ক
সন্ধ্যায় ওঠে তাল।
ভুল ভ্রান্তি- দেহের ক্লান্তি
বৃত্তেই জমা থাকে,
সঠিক নিশানায় - সঠিক পথে
সবায় সুখে রাখে।
তুমি হে অতীত- কি তোমার ভিত্
কে নেবে তোমায় মেনে,
বৃত্তের মাঝে যারাই বিরাজে,
বর্ত্তমান তারে চেনে।
ভবিষ্যতের লক্ষ আশা,
বর্ত্তমানের আলো,
বৃত্তের মাঝে থাকলে প্রদীপ
জ্বলবে প্রদীপ ভালো।

কার কাছে কি যে পাই

কার কাছে কি যে পাই,
কখন যে কি হারাই।
কারে কিছু না দিয়েও
অসময়ে আছে তারাই।
সোহাগ ভালবাসা—
যার কাছে অনেক আশা,
কাজের সময় সে তো
হয়ে যায় ভাসা ভাসা।

প্রিয় সাথী

সবাই যেখানে স্বার্থের টানে
আমি সেথায় মুল্যহীন।
ভালবাসা শুধু প্রাণ দিয়ে প্রাণ,
ভালবেসে আমি হয়েছি দীন।
সবাই বলে রক্ত চলে,
এক দেহ থেকে অন্য দেহে।
আমি শুধু বলি রক্ত নহে
প্রাণ দিয়ে প্রাণ কথা বলে।
পচে গেলে ফল, হয় না দুর্বল
গাছ থাকে একা দাঁড়িয়ে,
পরের বসন্তে মনের অজান্তে
নেয় তারে হাত বাড়িয়ে।
যাক না সবাই যাক চলে যাক,
ভালবাসা শুধু প্রাণে ভরে থাক।
যদি আসে ঝড় ঘর ভেঙে যায়
'ভালবাসা' প্রিয় সাথী, নেবে সব দায়

আসবে মুক্তি

যুক্তি দিয়ে মুক্তি পেলে,
প্রাণের মুক্তি আসবে কি?
আপন মনে প্রাণের সনে
সন্ধি যখন সঙ্গোপনে
যুক্তি দিয়ে তাহার সনে
ভালবাসা থাকবে কি?
এখন কেন প্রশ্ন আসে
কে কারে কত ভালবাসে,
হিসেব নিকেশ চুকিয়ে দিয়ে
শান্তি খুঁজে পাবে কি?
মান অভিমান, ভাদ্রের বান
দুপাড়ে বাঁধা সাগরের টান
যদি ভাঙে কুল- হয় মহাভুল,
চাওয়া-পাওয়ার হিসাব নিকাশে
জীবন উদ্যানে ফোটে না ফুল।
ভালবাসা থাক অন্তর মাঝে
বাজিও না শাঁখ দিনের কাজে
গোলাপের মত হইও ক্ষত
আসবে মুক্তি অন্তর রাজে।

কে কার মাঝে

নূতন বধূ বাসর ঘরে
আসে কেবল নিজের তরে।
ফুলের মালায়, আতর খেলায়
মধুর সাজে গন্ধ বিলায়,
কখন ভ্রমর পড়বে বাঁধা
দুটি প্রাণের মধুর খেলায়।
নেই প্রয়োজন তবু আয়োজন,
কে কার মাঝে হারিয়ে যায়
খুঁজে পেতে প্রাণের ধন।

পূর্ণ হোক দুটি আশা

আজ ফাগুনে শুভক্ষণে,
চার নয়নের বরিষণে,
নোনা জলে হৃদয় তলে
মরুভূমির মরূদ্যানে।
ক্লান্ত পথিক গৃহটানে
ফিরল যখন আপন মনে
বাসর জেগে আসর করে,
কাটবে কি রাত মিলনক্ষণে।
চাওয়া পাওয়ার জীবনটাই,
তৃপ্তি আসে খেয়ে মিঠাই।
ফাগুন এল আগুন নিয়ে
সোহাগে তার তৃপ্তি পাই।
আমার আশা, তোমার আশা,
দুয়ে দুয়ে ভালবাসা,
মধুর রাত্রি মধুর হোক
পূর্ণ হোক দুটি আশা।

-❖—

রাঙাই যেমন

যুদ্ধ চায় মানুষ—
ফাটাতে চায় ফানুস।
দূরে দূরে আকাশ ফুঁড়ে
বেলুন যেমন ঘুরে ফিরে,
অবশেষে পথ হারিয়ে
মৃত্যু সাথী প্রাণের সাথী—
মর্ত্তে আবার আসছে ঘুরে।
অশ্রু ঝরে রক্ত ঝরে,
মানুষ--মানুষের তরে।
হারিয়ে যায়, পারিয়ে যায়
অঘটনে মানুষ মরে।
বিশ্ব শান্তি শুধুই বুলি
যে যার অঙ্ক রাখছে তুলি,
অহংকারে অন্ধ হয়ে—
এ, ওর ভাঙছে খুলি।
লাল, নীল, হলুদ বেলুন যত,
আকাশ রাঙায় শত শত
এক নিমেষে ঝড়ের রাতে,
সব বেলুন হল ক্ষত।
পৃথিবীর আমরা ভাই ভাই,
আমরা যদি শান্তি চাই—
ফানুস নয়, বেলুন নয়
রাঙাই যেন হৃদয়টাই।

কি চেয়েছিলে ?

তুমি কি চেয়েছিলে
আমায় নিতে কোলে ?
তবে কেন ফেলে গেলে
কিছু কথা নাহি বলে !
জীবনে চলার পথে
পথ গেছে এঁকে বেঁকে।
কখনো ক্ষণিক দেখা
মধু হাসি ঠোঁটে মেখে,
এ-কথা মিছে কথা
পেওনা বুকে ব্যথা।
খোলা মনে খোলা চোখে
কথা বলো প্রাণ থেকে
কে কি পেল, কি যে গেল
হিসাবে থেকো না মেতে।
পথ যদি ভাল হয়,
বকুল তো কথা কয়।
কত ফুল, কত ভুল,
পথের হবে না ক্ষয়।
আমি চলি কথা বলি,
ফুটে থাক যুঁই চামেলি
দেখা হলে দিব বলে
আসে যেন তার অলি।

আমার সত্য-সবার সত্য

চলেছি অনেক পথ,
রঙ বেরঙের দৃশ্য দেখে
স্থির হয়নি কোন মত।
ভালবাসে যারা—
কারে বাসে কেন বাসে
জানে কি ঠিক তারা?
ক্ষুধা পেলে পরে-
মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে
শিশু, দুধ খাওয়ার তরে।
তোমার আমার ভালবাসা
দেহের টানে যাওয়া আসা,
ফুলের পাপড়ি খসলে পরে
অলির, নূতন কুঁড়ি খুঁজে বসা।
দেখে দেখে, অনেক দেখে,
পথ যে আমার গেছে বেঁকে,
চোখের আলো নিভে এল
পথ যে সব ঝাপসা হল,
তবু পথে, পথিক মেতে
যে যার পথে চলছে ভাল।
একা একা, শুধুই একা
জীবন মানে শুধুই দেখা,
আমার সত্য- সবার সত্য
এ নহে তো জীবন রেখা।

———❖———

ঘুম

ঘুম- ঘুম- ঘুম
দেহে দেয় চুম।
চুমে দেহ শিহরিত
ঘুমে নিঃঝুম।

* * *

গাছ ভাঙে- পথ ভাঙে
সমাজের রীতি ভাঙে,
দাপাদাপি, হাকাহাকি
কে কারে দিল ফাঁকি
তার মাঝে ঘুমে থাকি,
না যেন তুলে ডাকি।

* * *

রাত ভাল, ঘুম ভাল
ছোট শিশু আরো ভাল,
ছোট শিশু না ঘুমালে
মায়ের মুখ হয় কাল।

* * *

প্রিয়া জাগে সারা রাত
প্রিয় ঘুমে হয় কাত,
কে কারে দেয় ফাঁকি
কে করে বাজি মাৎ।

* * *

কুম্ভকর্ণ ঘুমায় ভাল
ভাঙিয়ে ঘুম কাল হল,
রাতের ঘুম না হলে পরে
দিনের কাজ শিকায় তোল।

ঘুমের আমি ঘুমের তুমি,
আমরা ঘুমের প্রজা,
ঘুম যদি হয় দেহের রাজা
তাতেই অধিক মজা।

* * *

দেহে ক্লান্তি, ঘুমে শান্তি
ঘুম দেহের রাণী,
লোক লজ্জার না করে ভয়
ঘুম দেয় হাতছানি।

* * *

নিয়ম দিয়ে সমাজ গড়ে
ভাঙলে নিয়ম হয় একঘোরে,
সব নিয়ম ভেঙে কিন্তু
ঘুম আসে চোখের পরে।

* * *

ঘুমের ইতিহাস—
না যদি জেনে থাক
তোমার হবে সর্বনাশ।

* * *

শান্তি যদি চাও
ঘুমের দেশে যাও,
খাওয়া পরা নাইকো সেথায়
তাইরে নাইরে নাও।

——❖—
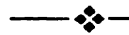
নারী

বসে আছ কার তরে
অন্তর খুলে দেখ না তুমি
সে যে আছে তোমার ঘরে।
প্রকৃতির রূপ রসে,
দারুন সাজে সেজেছ তুমি
গরবিনী তার যশে।
মৃদু মন্দ সমীরণ—
উতলা তোমায় করে বার বার
খুলে দিতে চায় আবরণ।
কুলু কুলু নদি বহে—
ভরিয়া গাগরী আহা মরি মরি
তর নাহি আর সহে।
হাতের কাঁকন, পায়ের নুপুর ,
আগমনে তার নাচে বার বার,
মন আনন্দে ভরপুর।
গরবে তার গরবিনী তুমি
রূপসী তার রূপে,
তোমারি মাঝে সে তো বিরাজে
নিঃশেষ হয় ধূপে।
পেয়েছ সুবাস, কেন হাহুতাশ
বুক কেন দুরুদুরু,
হৃদয় তোমার খুলে দেখ দ্বার
অন্তরে প্রেমের গুরু।
পার না সাজিতে, যদি না সাজায়
কি রূপে সাজিবে তুমি,
যত কিছু রং সৃষ্টি কৃষ্টি
স্বর্গ মর্ত্ত ভূমি।
তুমি প্রকৃতি তোমাতেই স্থিতি
পুরুষ তাহার নাম,
নিজ মাধুর্য্যে নিজে মাতোয়ারা
নারী তুমি যে তার ধাম।

প্রাণের পাতায় তার শিহরণ বয়

চার দেয়ালের মাঝে
থাকি সদাই কাজে,
মাঝে মাঝে হারিয়ে যাই,
মনে, কার সানাই বাজে।
ভোরের বেলা জানালা খুলে
তাকাই যখন পলাশ ফুলে,
দখিন হাওয়ায় মনের দাওয়ায়
গন্ধে কার মনটা দুলে।
সে রক্তে মিশে আছে,
স্পন্দনে হৃদয় নাচে,
হাত নাড়িয়ে- দিই তাড়িয়ে
তবু আসে কেন কাছে।
প্রাণের প্রদীপ সমুদ্রে দ্বীপ
সমুদ্রে হয় লয়।
তেমনি করে সবুজ পাতায়
প্রাণের পাতায় তার শিহরণ বয়।
সব হারিয়ে জীবন আমার
হয়নি মরুভূমি,
মরুদ্যানে সাজিয়ে বাসর
বসে আছি আমি।
রক্তে আছ, গন্ধে আছ
আছ নিঃশ্বাসে,
সারাজীবন কাটবে সুখে
তোমার বিশ্বাসে।

চুক্তি

গড়িতে স্বর্গ রাজ্য,
কৃষ্ণ হলেন রথের সারথী
যুদ্ধ অনিবার্য্য।
কুরু পান্ডব শেষ
এখনো কিন্তু চলিছে যুদ্ধ
থামেনি তার রেস।
যুধিষ্ঠির দুর্যোধন
উভয়ের ছিল পন,
ন্যায়- অন্যায় হল ছারখার
মরে- অজস্র জনগণ।
মুখে বলি ভাই ভাই
একের চুক্তি অন্যের যুক্তি
দেয় না কারেও ঠাঁই।
আবরণ দিয়ে আভরণ চাই
কুন্তী- দ্রৌপদী কেউ বেঁচে নাই,
কিসের তরে যুদ্ধ ঘরে—
মানুষে মানুষে প্রভেদ ভাই।
বিশ্বে এখন অনেক দুর্যোধন,
এক যুধিষ্ঠির নহে আর স্থির
রয়েছে তারও বিরাট পন।
হায়রে মানুষ হারায়ে হুঁশ
এখন অনেক সারথী,
যুদ্ধের রথ আকাশ পথ
উড়ে না হংস ভারতীর।
রকেট শকেট ছেয়ে গেছে দেশ
মানুষ হয়েছে পাঁঠা,

হতে হবে বলি, নয় কলাকুলি
ন্যায়ের পড়েছে ভাঁটা।
চলছে- চলবে, দেশতো জ্বলবে
বিচিত্র কিছু নয়।
ভক্তের হাতে মরেছে কৃষ্ণ
তোমার তখন কিসের ভয়।

দিনের খেলা নিত্য মেলা

সকাল বেলা শুরু খেলা
সাঙ্গ কখন হবে —
খেলার মাঠে খেলতে নেমে
ভয় পেও না ভবে।
যিনি খেলার বিচারক,
বাঁশী নিয়ে আছেন বসে—
হাতে- আছে খেলার ছক।
ভাবছ চোখের ভুলে
ভবের মাঠে গোল দিয়ে তুমি
জিতবে গোকুলে।
ফাউল করে হাতটি ধরে,
টানতে গেলে পর,
বাঁশি ফুকে দিবে ঠুকে
পড়বে তোমার ধড়।
নিয়ম মাফিক ঠিক খেলে যাও
জিতবে দিনের শেষে,
দিনের খেলা নিত্য মেলা
কাটবে তোমার হেসে।

গরু ও মানুষ

গরু ছাগল নিয়ে পাগল
মানুষ তো আর মানুষ নয়,
বাঁশের বেড়া টপকে ভেড়া
মানুষ ভেড়া হয় নয় ছয়।
লোকে বলে বুদ্ধি আছে
বিবেক আছে মানুষের,
গরম কাঁচে পড়লে জল
চিড় ধরে ফানুসে।
মিছে কথা উল্টে গেছে
গরু মানুষ সব সমান,
খিধে পেলে দড়ি ছিঁড়ে
সবুজ ক্ষেতে দাগে কামান।
একটা কিন্তু তফাৎ আছে
গরু ছাগলের নাই কাপড়,
কাপড় পরেও মানুষ কিন্তু
ন্যাংটা হয়ে খায় পাঁপর।
গরু ছাগল ন্যাংটা ঘুরে
প্রকৃতির ডাকে দেয় সাড়া,
রাত হলেই মানুষগুলো
এ- ওর পিছু ঘুরেই সারা।
ধর্ষণ- কর্ষণ হচ্ছে বর্ষণ
তবু ফসল ফলছে না,
মানুষের হুশ উঠে গেছে
মেঘ আর বৃষ্টি দিচ্ছে না।
তাই মানুষ ছেড়ে গরু নিয়ে
হব আমি রাখাল রাজা,
যদি গরু মানুষ করতে পারি
তাতেই পাব অধিক মজা।

সানাই বাজে

সূর্য্য যেমন উঠছে পূবে-
প্রতি দিনই উঠবে।
হাসি কান্নার মাঝেও মানুষ
কাজের তরে ছুটবে।
নদীর ধারা আত্ম হারা
লক্ষ আছে সাগর।
কৃষ্ণ প্রেমে ছুটছে রাধা
আসে না তার নাগর।
সূর্য্যি মামা সবার মামা
ভোরের আকাশ রাঙায়।
সবার হাসি দেখার তরে
ঘুমতো সবার ভাঙায়।
তোমায় কেন আসতে হবে
তিনি যাবেন তোমার কাছে।
প্রতিদিনের কাজের মাঝে
তার-ই সানাই বাজে।

কোনটা ঠিক

হারজিৎ, কোনটা ঠিক?
এর নেই কোন ভিত্।
তবু দ্বন্দ্ব- ভাঙে ছন্দ
হারায়ে নদীর স্রোত—
পথ হল বন্ধ।
যেতে যেতে- পেতে পেতে
উঠি মোরা কাজে মেতে,
কখনো বা ভেঙে কূল,
করে বসে মহাভুল।
যদি ভাবি কিছু নয়,
তাতে নেই কোন ভয়।
হারজিৎ ভেবে ভেবে,
আমরা হই মিছে ক্ষয়।
হারজিত শূন্য কর যদি পূণ্য
কাম- ক্রোধ লোভ ত্যাগে
হও তুমি ধন্য।

—❖—

দুর্বার বেগে

আমি দুর্বার বেগে উল্কার মত ছুটব,
বাসরে প্রিয়ার যৌবন আমি লুটব।
বাগানের মাঝে গোলাপ হয়ে,
সবার আগে ফুটব।
আমি দাঁড়াব না, আমি হারাব না,
আমি সুমেরু থেকে কুমেরু হয়ে
বিশ্ব ভুবন ছুটব।
নদীর মত ছন্দ নিয়ে গানে গানে আমি ভাসব,
ঝড়ের আগে পাল্লা দিয়ে টাইফুন হয়ে হাসব।
দেবতা দানব বাদ দিয়ে আমি সমুদ্র করিব মন্থন,
বিলায়ে অমৃত, পান করে বিষ বিশ্ব করিব গ্রন্থন।
সবার দুঃখ বুক পেতে নিব, আমার যা কিছু পূণ্য,
দধিচীর মত অস্থি ত্যাগে হতে চাই আমি ধন্য।
এ নহে আমার অহংকার—
সুস্থ সবল সতেজ প্রাণের অগ্নি বীনার ঝংকার।

——❖——

হার-জিত

ছেলের কাছে হারতে ভাল,
মেয়ের কাছে কাঁদতে ভাল,
নাতীর সাথে খেলতে ভাল,
সব হারিয়ে তোমায় পাওয়া
বিশ্ব ভূবন এতেই ভাল।

সন্ধ্যা নেমেছে

গ্রামে নেমেছে সন্ধ্যা
শহরে জ্বলছে আলো।
তোমার দেখা পেতে হলে
কোন স্থানটি ভালো।
এখানে সবুজ মাঠ,
ওখানে সাজানো ফুল।
প্রাণের হাওয়া, আমার চাওয়া
হয়ে যায় কি ভুল?
খাদ্য চাই, বাঁচতে চাই।
আপন করে বাঁচতে চাই,
খাদ্য বীনে আমার ঘরে
আছে শুধু শূন্যতাই।

পথের ধুলো

পথের ধুলো সবার নীচে
সবাই পায়ে দলে।
বাড় বাড়ন্ত স্বেচ্ছাতন্ত্র,
শেষে, ধুলোই কথা বলে।
যে পাপ লুকিয়ে চলে
সে অতি ভীরু।
যে পাপ দাপিয়ে বেড়ায়
সে সবার গুরু।

চুম্বকে লোহা

চুম্বকে লোহা টানে
চুম্বকের এটা ধর্ম,
লোহায় মর্চ্চা পড়লে পরে
চুম্বক করে না কোন কর্ম।
সূর্য্য রশ্মী হয়ে দস্যি
সবায় স্পর্শ করে,
কেউ খুলে দেয় জানালা কপাট
কেউ চাবি দেয় ঘরে।
আশা- আশা, ভাসা ভাসা
সমুদ্রে বুদ বুদ,
ক্ষণেক জাগে, ক্ষণেক মিলায়
সমুদ্র নিশ্চুপ।
সুস্থ দেহ সুস্থ মনে
আশার বীজ ক্ষণে ক্ষণে,
হয় না গাছ ধরে না ফল
মিলায় তারা শুষ্ক বনে।

জীবন কেমন লাগে

জীবন কেমন লাগে,
আমার জীবন, আমিই বুঝিনা
মন রাঙে কেন ফাগে?
ঝরণার মত হয়ে উচ্ছল,
জীবন বহিতে দেখি।
কখন আবার থেমে গেছে স্রোত
জীবন ষোল আনাই মেকি।
চোখ- মুখ- কান, নাকের বিশ্রাম
নেয়নি তো কোনদিন।
জীবনের তরে, তারা খেটে মরে
জীবন তাদের প্রতি উদাসীন।

——❖——

বিষ পান

কত নর নারী উলঙ্গ বাহারে
রচেছে বাসর আমার আসরে।
বালুকা বেলায় তাদের ভেলায়
মেতেছিনু আমি রঙিন খেলায়।
কেহ হাসে, কেহ কাঁদে
কে যে পড়ে কার ফাঁদে,
হিসাব নিকাশ মিলাতে পারি না,
তাকাই রূপসী চাঁদে।
রূপসুধা করি পান
নীল কণ্ঠের- মত কি আমি
গাইতে পারিব গান?
তাই সরে সরে- পথের দুধারে
পেতে চাই কিছু পূন্য,
যা কিছু বিষ- ঢাল অহর্নিশ
পান করে হব ধন্য।

শুধু ভালবাসা

এত কাছে থেকে দূরে মনে হয়,
প্রাণের আপনজন, কি যে কথা কয়।
কে কারে ভালবাসে কে কার আপন,
কার তরে প্রতিদিন করি নিশি যাপন।
রাত আসে ভোর হয়, ফোটে ফুল হয় ক্ষয়
অলিরা - কলি মাঝে মিছে ক্ষণ অপচয়।
রাতের আকাশে আসে অসংখ্য 'তারা'
দিনের বেলায় তারা হয় কিগো হারা।
যে থাকে প্রাণের মাঝে, প্রাণে যার বাসা
অভিনয়, নয়-নয়, শুধু ভালবাসা।

দয়াল হরি

যখন তোমায় সবাই ডাকে
তখন আমি প্রশ্ন করি।
তুমি কিগো সমান ভাবে
সবার হৃদে আছ হরি?
ক্রোধ-ঘৃণা- মান অপমান
সবার কেন হয় না সমান,
কেউ বা প্রেমিক কেউ বা ত্যাগী
কেউ বা আবার হয়ে যোগী,
হাসে কাঁদে ভালবাসে,
কেউ বা কাটায় হয়ে রোগী।
সবায় যদি ভালবাস—
শান্তি যদি সবার চাও
খরা, বৃষ্টি, অনাসৃষ্টি
তায় কি তুমি আনন্দ পাও।
কর্ম্মগুণে, হয় ফলাফল
এটা কি নয় প্রবোধ বাক্য?
ছেলে যত হোক না দুষ্টু
মা কি তারে দেয় কষ্ট
বল না হরি কিবা করি,
সংশয় কেন আসে মনে,
তোমারি পুত্র কি ধরে সুত্র
একে অপরে বধে রণে।
আবার তো দেখি তোমার সূর্য্য
সবারে দেয় সমান আলো,

চাঁদের হাসি বাজায় বাঁশী
সবারে সেও বাসে ভালো।
বাগানের ফুল হয়ে মশগুল
সাজায় বাসর অলির তরে,
গাছে গাছে ফল, পেকে ঝরে পড়ে
তা খেয়ে পেট সবার ভরে।
বিচিত্র লীলা বিচিত্র খেলা
আমি অবোধ বুজতে নারি,
সার বুঝেছি তুমি সব পার
তুমি যে আমার দয়াল হরি।

শেষ দেখা — শেষ নয়

শেষ দেখা - শেষ নয়,
হৃদয়ে যদি স্মৃতি রয়,
দূর থেকে বহু দূরে
যাবে যত উড়ে উড়ে,
শয়নে স্বপনে নিশী জাগরণে
তার লাগি মন পুড়ে।

প্রয়োগ দোষে

বাসতে সবায় ভাল
প্রাণ তো সবার চায়,
যারে বাসবে তুমি ভাল
সে কি দেবে সায়।
মটর গাড়ী- রেলের গাড়ী
যন্ত্রের সব বাড়াবাড়ি,
কেউ ডিজেলে, কেউ পেট্রোলে
কম বেশীতে ছাড়াছাড়ি।
বাঘের পেটে বাঘ
গরুর পেটে গরু,
বাঘকে গরু ভাবলে পরে
কাটতে হবে তরু।
জীবে প্রেম কর, ভালবেসে ধর,
প্রেমের মূল্য যে বোঝে না
তারে নিয়ে কেন মর।
গরুর জন্য দড়ি,
বাঘের জন্য ছড়ি
দড়ি ছড়ি প্রয়োগ দোষে
খসবে তোমার কড়ি।
মাথায় নিয়ে বোঝা,
উচু নিচু হলে পরে
দেখতে লাগে মজা।
হাত আছে, পা আছে
আছে সবার চোখ,
চোখ থাকতে হলে কানা
ধরবে তারে জোঁক।
সমানে সমানে ভাল
হাত বাড়ালে বন্ধু,
হাত দুটি শক্ত হলে
পার হতে পার সিন্ধু।

-❖-

বাঁচার তরে বাঁচা

বাঁচার তরে বাঁচা,
নইলে শূন্য খাঁচা।
হৃদয় পাখী আসা যাওয়া
পাকা কিংবা কাঁচা।
দুঃখ বেদনা কষ্ট—
মানুষ— হলে পথ ভ্রষ্ট।
কর্ম্মের ফল- হয় না বিফল,
মিছে হও কেন তটস্থ।
বাঁকার চেয়ে সোজা পথ
হোক না অনেক দূর,
জীবন যদি সুন্দর হয়
সব- আনন্দে ভরপুর।
প্রভু, অনেক তোমায় দেবে,
সেই দেয়াতে থাক মেতে
কখন ছিনিয়ে নেবে।
শক্ত সবল হাত- ভরা যৌবন
কখন যে সব ফুরিয়ে যায়
ভাঙে মৌ- বন।
শিশু প্রথম শুধু হাসে
মায়ের কোলে ভাসে,
বাঁচার তরে বেঁচে থেকে
শিশু আবার ফিরে আসে।
চেতনা হয় শেষ,
হাসি কান্নার দেশ পেরিয়ে
থাকে প্রাণের রেশ।
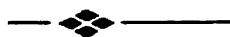
মালিক হলে

সবাই বলে মালিক হলে
শোষন করে ছলে বলে।
কর্মী যারা কর্ম করে,
কর্মের মাঝে প্রাণটি ধরে।
কর্ম শেষ, জীবন শেষ
কর্ম বিনে মানুষ মরে।
পেটের মাঝে খাদ্য আসে,
হাত-মুখ-দাঁত দিনের শেষে
পায়ের বলে থামাও গাড়ী
নিদ্রা আসুক দেহের পাশে।
সবাই মিলে যুক্তি করে
শাস্তি দিতে পেটের পরে,
ধর্ম ঘট- কর্ম রদ
পেট বুঝি এবার যাবেই মরে।
এক-দুই-তিন হাত-পা ক্ষীণ,
দেহের ক্লান্তি মনের ভ্রান্তি
পেট আছে উদাসীন।
পেটের মত মালিক হবে
খাদ্য খেয়ে বসে না রবে,
রক্ত দিয়ে সবায় নিয়ে,
দেহের সুঠাম হবেই তবে।
মাটি জল অবিরল,
শোষন করে তোষন করে
কৃষক কুল পায় ফসল।
শিক্ষা দাও- শিক্ষা নাও
পেটের মত দীক্ষা নাও,

পেটের মত কর্ম করে
নিজে বাঁচ পরকে বাঁচাও।
সবাই মালিক সবাই শ্রমিক
মাটি যেমন জীবনের ভিত।
কর্ম দিয়ে বাসলে ভালো,
মাটি তোমায় দেবে আলো।
দেহের লাবন্য—
পেট যে তার রূপকার
হাত-পা-কি থাকে ভিন্ন।

——❖——

জীবনটা তো মন্দ নয়

সবার তরে সবার ঘরে
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালার পরে,
আমার ছুটি- তোমার ছুটি,
ছুটব না আর বালুচরে।
ঢেউ এর পরে ঢেউ আসি
কর্ম যদি হয় বাসি,
পদ চিহ্ন স্মৃতি চিহ্ন-
চাপা পড়ে বালুকা রাশি।
যুক্তি চাই মুক্তি চাই
আবেগ চাই বাঁচতে,
শক্ত হাতে ধরতে চাই
পারবো তাতে বাঁচতে।
ক্লান্তি নয় দুঃখ নয়
জীবনটাই ছন্দময়,
জন্ম যখন মৃত্যু হবে —
জীবনটাতো মন্দ নয়।

——❖——

দ্বিধা সংশয়

দ্বিধা- সংশয়, এতে হয় ক্ষয়
ভয় ভীতি জাগরণ।
আসিলে রাত্রি সকল যাত্রী
পারে না খুলিতে আবরণ।
প্রেম- প্রেম খেলা নানা ছলাকলা
প্রাণ যদি নাহি থাকে।
দ্বিধা সংশয় একে অন্যের
আভরণ দিয়ে ঢাকে।
প্রেমের আলোয় রচে যে বলয়
জ্ঞানের আলোয় হয় আলোকিত,
দুটি হৃদয়ের মধুর মিলনে
রাত্রি হয় পুলকিত।
মৌন বনে মৌ বাসরের বউ
মিষ্টি, শুধু মিষ্টি,
দ্বিধা সংশয় ভুলে গিয়ে চোখ
চুম্বনে রচে সৃষ্টি।
ফুল থেকে ফল, ফল থেকে বল
দ্বিধা সংশয়ে হয় তো বিকল,
ফুলের হাসিতে অলির বাঁশীতে
কৃষ্টি- সৃষ্টি হয় না বিফল।

সরল রেখা

আলোর মত শুভ্র যত
তারাই আমার প্রাণ,
জীবন ভরে তাদের তরে
গাইব সদা গান।
ভোরের রবি বিশ্বছবি
কতই মনোহর,
সবুজ প্রাণের অবুঝ কথা,
প্রাণে তোলে ঝড়!
কচি কাঁচা সোনার খাঁচা
মায়ের ভালবাসা,
দেশের তরে আসবে ঘরে
বিশ্ব জনীন আশা।
কিসের দৈন্য- কিসের ক্লেশ
সত্য ধর্ম লৌহ বর্ম
থাকব সুখে বেশ।
হার মানে না, বাগ মানে না
আলোর সরল রেখা,
আলোর মত চললে পরে
পাবে সবার দেখা।

মন ভাঙার পরে

মুখের ছবি দেখার তরে
লাগে সুন্দর আয়না,
মনের ছবি দেখার তরে
কর কিসের বায়না?
জানতে যদি মানতে যদি
ভালবাসার রূপ,
পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে যায়
গন্ধ ছড়ায় ধূপ।
ভাঙল যখন আয়না—
করে না কোন বায়না,
যায় না জোড়া ফুলের তড়া
মন তো কিছু চায় না।
আয়না ভাঙার পরে—
তাতেই তবু মুখ দেখা যায়
রাখলে যত্ন করে।
মন ভাঙার পরে—
যতই তুমি দাও না জোড়া
থাকে না আর ঘরে।

চরৈবেতি

পুরাতন মাঝে- তুমি হে নূতন,
ফিরে ফিরে আস তুমি সনাতন।
তুমি হে অতীত সবাকার ভীত্
তোমার পরে সবার নাচন।
সৃষ্টি ধ্বংস, ধ্বংস সৃষ্টি
নবীনে নবীনে বাঁচে কৃষ্টি,
আকাশ পারে কে ডাকে তারে
সবুজ বাঁচাতে আসে বৃষ্টি।
হয় না লয়— আসে প্রলয়,
তা দেখে কেউ কর না ভয়,
প্রেমের মন্ত্রে হৃদয় যন্ত্রে
কিছুতেই কিছু হয় না ক্ষয়।
চরৈবেতি নদীর গতি
ধরণীর তাতে হয় না ক্ষতি,
পুরাতন মাঝে নূতন আসে
সাজানো বাসরে সবার পতি।

সংস্কার না সোহাগ

সংস্কার না সোহাগ,
কার বেশী ভাগ—
কিসের প্রভাব জীবনে,
দিই যদি প্রাণ সমাজের টান
রাধার যেতে বাধা বৃন্দাবনে।
তবু রাধিকা - কৃষ্ণ সাধিকা
ব্রজের বাঁশি শুনবেই,
ললিতা বিশাখা সনে
থাকে সদা আনমনে,
প্রিয় লাগি দিন গুনবেই।

* * *

প্রজার মঙ্গল তরে-
সংস্কার ঘরে ঘরে,
সীতার অগ্নি পরীক্ষা,
জনম দুখিনী সীতা।
রাম তার প্রাণ গীতা,
এতো রামের দীক্ষা।

* * *

সংস্কার বশে- প্রিয়ার পাশে
পারেনি নিমাই দাঁড়াতে।
সোহাগ হল জয়ী
অদ্বৈত- নিতাই- গৌর ত্রয়ী
যখনই ডাকে বিষ্ণুপ্রিয়া,
ছায়া- কায়া রূপে সুবাসিত ধূপে
আসিবে রাঙাতে প্রিয়ার হিয়া।

হারাই

পড়ন্ত বেলা—
উড়ন্ত বলাকা
চলন্ত পথিক
সব আছে ঠিক।

* * *

ঘন থেকে গাঢ়
রাত্রি হলে আরও
শুধু ফিসফিস—
দুটি হৃদয় কাঁপে অহর্নিশ।

* * *

তন্দ্রালু চোখ
বাহু দুটি জোক
দিব না দিব না যেতে
ঠোঁট পরে ঠোঁট।

* * *

পাতা ঝরে পড়ে
তবু ইমারৎ গড়ে,
পূবের সূর্য্য শেষে
পশ্চিমে মরে।

* * *

চাকা শুধু ঘোরে
কেউ নহে দূরে,
ঘুরিতে ঘুরিতে চাকা
নিজে নিজে পুড়ে।

* * *

ক্ষয় ব্যয় নাই
যেখানে যা পাই
সকালে গ্রহন করি
সন্ধ্যায় হারাই।

প্রবাহ

ঘটনা ঘটে চলে—
ইতিহাস কথা বলে।
অতীতের ফলাফল
জেনেও - হলাহল,
পান করে শেষ হই
হারায় মনোবল।

*   *   *

প্রিয় স্বাধীনতা
আমাদের গীতা।
বিনয়-বাদল-দীনেশ,
ক্ষুদিরাম মিতা।

*   *   *

সব-ই ইতিহাস
করি উল্লাস,
ভেবেও ভাবি না কিছু
চলি- এপাশ ওপাশ।

*   *   *

পথ বহুদূর
জীবন ভঙ্গুর,
দুপাশে কাঁটা আছে
আছে অনেক শূর।

*   *   *

ইতিহাস পড়ে
নাও মন ভরে,
অতীত দেখায় পথ
চলবে কেমন করে!

*   *   *

তাকায়ে ভবিষ্যৎ
তোমার জীবন রথ,
হোক না দ্রুতগামী
কারেও- না করে বধ।

* * *

নিশানা রেখে ঠিক,
জীবন গড়ার ভিত্
কচি কাঁচা তরতাজা
গাইবে মধুর গীত।

মাটিতেই ক্ষয়

যতই দাওনা খুলে
যেতে হয় সব ভুলে,
জীবন খাতায় হিজিবিজি সব লেখা।
যখন তোমায় ডাকি,
তখন দাও কি ফাঁকি,
বিদায় বেলায় তোমার পাব কি দেখা?
সারি সারি ফুল থাকে মশগুল,
ভোরের আকাশে- দখিনে বাতাসে
হারাল কি তারা কুল?
যায় পুরাতন- আসে যে নূতন
ভুলে যাওয়া কিছু নয়।
এ দেহ অসার, মাটির বাসন
মাটিতেই হয় ক্ষয়।

কর্ম ও ধর্ম

শ্রদ্ধা করে কর্মে,
ভক্তি করে ধর্মে,
বাঁচতে হলে বুঝে সবাই
ঠিক থাকে তাই ফর্মে।
সৃষ্টির আদি থেকে,
জীবন জন্তুর আনাগোনা
ছিল কি নিয়ে মেতে।
বিবর্ত্তনের মাঝে-
কর্ম দিয়ে ধর্ম দিয়ে
ভোরের সাঁনাই বাজে।
জীবন মধুময়—
কর্ম যদি থাকে
হবে না তার ক্ষয়।
সুমেরু হতে কুমেরু
কর্মে, নয়তো কেউ ভীরু।
কর্ম শেষ- ধর্ম শেষ
বন্ধ হবে জীবন রেস।
নদীর গতি স্তব্ধ হলে
মৃত্যুতে নাইতো ক্লেশ।

———❖———

এবার হৃদয় তোল

এখনও মেলেনি পাতা,
এখনও ফোটেনি কুসুম,
এখনও হয়নি ভোর—
তাইতো ভাঙেনি ঘুম।
বহেনা দখিনে বাতাস,
শোনেনা কোকিল স্বর,
কেমনে জাগিবে সখা
কেমনে জাগিবে পীতাম্বর।
নদীর কলতানে—
কি বারতা বহে আনে,
পাইয়া শীতল পরশ,
চোখ মেলে আশমানে।
দোল-দোল-দোল,
প্রভাতে বেজেছে খোল
যাত্রা শুরু জাগল তরু
এবার হৃদয় তোল।

অবশেষে

কে কার বন্ধু, ভব সিন্ধু
নোনা জলে আছে ঢাকা।
পাতন করে খেতে হবে,
নইলে সবই ফাঁকা।
বাঁচার তরে লড়াই করে
প্রয়োজনে হাতটি ধরে।
আদর করে মুরগি পোষে,
রাতের বেলা জবাই করে।
আতর ঢালে প্রিয়ার খোঁপায়,
হেসে প্রিয়া বাসরে লুটায়।
দেহ চুরি- মন চুরি
মধু নিয়ে ভুরি ভুরি,
দই খেয়ে অবশেষে
জঞ্জালে ফেলে খুরি।

জানে না

সব হারানোর দলে
সবাই ছুটে চলে।
কি যে হারায়- কেন হারায়
জানে না কোন কালে।

* * *

কর্ম করে খাদ্য খায়,
কোন খাদ্য শরীর চায়
অখাদ্য- কুখাদ্য খেয়ে
অ-সময়ে ঝরে যায়।

* * *

প্লেন চলে পেট্রলে
ট্রেন চলে বিদ্যুতে,
এধার ওধার হলে পরে
যাত্রীরা পড়ে হজ্জুতে।

* * *

রাত্রির শান্তি বউ
জানে না কেউ কেউ,
গুণের আধার, রূপের আধার।
মৌচাকে থাকে মউ।

* * *

সংসার সুন্দর হয়
সবাই যদি জেনে শুনে
ঠিক কথাটি কয়।

* * *

চারা বাঁচায় ভারা
শিশু বাঁচায় 'মা' রা।
দেশ বাঁচায় নেতারা সব
যদি থাকে প্রাণের তাড়া।

* * *

হারতে সুখ আছে—
যা কিছু ভাল জ্বালিয়ে আলো
ছেলের কাছে হারতে ভালো
আনন্দে বুক নাচে।

কোনটা আগে

কোনটা আগে কোনটা পরে,
বুঝতে হয় বাঁচার তরে।
ঠিক সময়ে ঠিক কাজ,
নইলে পড়ে মাথায় বাজ।
বর্ষাকালে ছাইলে চাল
কাজ হয় সব বানচাল।
ঝগড়া ঝাটি সংসারে
একই কথা বারে বারে,
হয়তো ধর নয়তো ছাড়ো,
তবেই শান্তি তোমার ঘরে।

সতী

গ্রামের কুল বধূ কাজের সন্ধানে,
জোটাতে পেটের ভাত ঘুরে আনমনে।
গৃহেতে ছোট শিশু নয়নে বারি ঝরে,
পঙ্গু স্বামী তার বাঁচে কেমন করে।
পাহাড় প্রমান ভারি সমস্যা আছে তারি,
তবুতো গৃহের বাহির ছুটে সে তাড়াতাড়ি।
পরনে বেনারসী ঠোটে হাসি রাশি রাশি,
কিছু না দিলে পরে জোটে না মাসি পিসি।
সমাজের বুক চিরে দেখে সে ঘুরে ফিরে
উলঙ্গ বাহারে নারী নাচে জনতার ভিড়ে।
সাদায় কালো ঢাকা রাত্রি ভয়ঙ্কর —
সতী যে হল চুরি ঘুমায় শংকর।
গৃহেতে মন তার দেহেতে ছন্দ
অর্থ বিনে স্বামীর পথ্য বন্ধ।
বুকের মধু সব নিয়েছে ওরা,
শিশুকে বাঁচাতে নারী ছুটিছে ত্বরা।
খেজুরের বুক চিরে রস আসে ধরে ধীরে,
তবু তো সবুজ পাতা হারায় হাসির ভীড়ে।
পঞ্চ সতী যারা তারাতো কেহ নাই,
সতীর উপরে এরা সমাজে পাবে কি ঠাঁই?
চাঁদের শুভ্র হাসি ভাঙা ঘরে রাশি রাশি,
চাঁদ পেয়েছে লজ্জা দেখে মিলন শশী।
এখানে দেহ নাই আছে শুধু ভালবাসা,
প্রিয়ার সোহাগে স্বামীর বাড়ে বাঁচার আশা।
সমাজের বিষ পান করে অহর্নিশ,
নীলকণ্ঠ হয়েছে এরা - পাবে কি কুর্নিশ?

———❖———

দ্বন্দ্ব করে

শুধু দ্বন্দ্ব করে —
যায় না রাখা ধরে,
প্রীতির বন্ধন চাই।
যোগে বাড়ে ফল
বিয়োগে হলাহল,
শূণ্য জীবনটাই।
পেতে হলে কিছু,
দিতে হয় অনেক
দেয়াতে হয় না ক্ষতি।
মেঘ বৃষ্টি দেয়,
প্রাণ ভরে বর্ষা নেয়,
নদীর বাড়ে যে গতি।
দিয়ে রিক্ত- হয় সে সিক্ত,
সবুজ বনানী হাসে
দ্বন্দ্ব করে নয়—
ভালবেসে ক্ষয়,
রূপান্তর হয়ে, দাঁড়ায় পাশে।

———❖———

কিছুদিন পরে

সুখ শয্যায়- ছিল লজ্জায়,
নূতন বর ও বধু।
রাতের গভীরে কাছে আসে ধীরে,
নিতে উভয়ের মধু।
কিছুদিন পরে এল আলো করে,
প্রেমের ফসল গোলাপ।
রাত কেটে যায় দূরের আশায়,
করে কত সংলাপ।
কল কল হাসি বাজে মধুর বাঁশী,
শয্যা আরও মধুর।
কত কি যে আশা, শুধু ভাসা ভাসা
সত্যি হবে কি বধুর?
আঠের বসন্ত হয়েছে ক্লান্ত-
এখন শয্যা খালি।
শয্যা আবার ভরে উঠুক তার
কচি হাতের করতালি।
আসলের চেয়ে সুদের কদর,
বলে থাকে মহাজন।
ছেলের পুত্র- তাদের সূত্র
সে হল বেশী আপন।
কিছুদিন পরে সেও চলে যায়,
সব আছে কিছু নাই।
নর ও নারী আছে আহামরি,
আছে শুধু জীবনটাই।
দূরে দূরে সরে যাওয়া,
আর কিছু নাহি পাওয়া।
এবার দুয়ার খোল।
সুখের রাত্রি হল সমাপ্তি
এবার শয্যা তোল।

-❖-

পথের মতন

দুরের মানুষ আপন হয়
আপন মানুষ পর।
মনের ফারাক বাড়লে পরে
ভাঙে সুখের ঘর।
পথের পথিক পথকে চিনে
নামলে পথে অপর জনে,
সুখে দুঃখে তাদের সনে
আনন্দের হাট সর্বক্ষণে।
পথ যদি, ভালবাসতে পার
ঘর কেন তবে প্রিয়য় ছাড়ে?
দাও দাও শুধু, অধিক চাওয়া,
মনের খোরাক বর্জ্জন করে
দেহের খোরাক পুষিয়ে নেওয়া।
শুধু দিতেই জানে পথ,
পথের প্রেমিক প্রেম দিয়ে তাই,
বাঁধে জীবন রথ।
এগিয়ে চলার মন্ত্রে—
যাত্রী তাদের সূর্য্যি মামা
ঝংকার তোলে যন্ত্রে।
বদ্ধ কূপে পড়লে পরে,
হাঁপিয়ে শুধু মরা,
স্বার্থের টানে 'মোহ'র' বানে
জীবন হয়তো খড়া।
পথের পাশে ঘর,
ঘর যদি হয় পথের মতন,
শান্তির বহে ঝড়।

———❖———

জননী

কতরূপে তুমি সাজ তো জননী,
অপরূপ তোমায় লাগে।
নীল রং শাড়ী- সবুজের পাড়
মাথা রাঙিয়েছ ফাগে।
জল তরঙ্গ, মধুর ছন্দ
তোমার গাইছে গান,
দখিনে বাতাস আসে ছুটে নীড়ে
জুড়াতে তোমার প্রাণ।
কখনো ধূসর, কখনো শ্যামল,
কখনো হরিৎ বর্ণ,
ঋতুতে ঋতুতে নানা সাজে সেজে
দিয়েছ সবায় কর্ম।
ছোট বড় নদী, বহে নিরবধি,
তোমায় সিক্ত রাখে,
কখনো কখনো হয়ে উচ্ছসিত
তোমার পাদুকা ঢাকে।
কৃষ্ণচূড়ার লাল ফিতে দিয়ে
করবী তোমার বাঁধা।
ছড়ায়ে সৌরভ করে গৌরব,
যুঁই, চামেলী গাঁদা।
বর্ষার কদম ঝরে হরদম,
তোমার বুকের পরে,
তুমি মা জননী হয়ে অপরূপা
রয়েছ সবার ঘরে।

থাকে যদি সচল

আমি ঝর্নার মত, বন্যার মত
বহিতে যদি পারি,
যতই বোঝা দাওনা প্রভু,
লাগবে না তো ভারী।
জীবনের গতি, জীবনের মতি
থাকে যদি সচল,
পাহাড় প্রমান আসুক বাধা,
হবে সব-ই অচল।
চলন্ত গাড়ী ছুটন্ত ঘোড়া,
দাঁড়ালেই পরে হয় সে খোঁড়া।
ছুটছে- ছুটবে সম্পদ লুটবে,
কর্ম বীরের তরে গোলাপ ফুটবে।
পাশা পাশি যৌবন সৃষ্টি মৌবন,
থাকে না - থাকে না বসে
দুর্বার উচাটন।
নূতন সৃষ্টি, অবিরাম বৃষ্টি,
হোক না প্রলয় বিশ্বে,
রচে তবু কৃষ্টি।
চাকা ঘুরে বন্‌বন্, তার সাথে ছুটে মন
ঘুরতে ঘুরতে চাকা পৌছে বৃন্দাবন।

মানুষ-কে দেখি

মানুষকে শুধু দেখি,
মানুষের কথা লিখি।
মানুষের মাঝে মিশে গিয়ে,
মানুষ হইতে শিখি।
গরুর পালে গরু,
ছাগলের পালে ছাগল,
গরুর পালে ছাগল এলে
সিং দিয়ে করে পাগল।
ক্ষেত্র সবুজ ভারি,
গরু ছাগলের বিচরণ ভুমি,
করে না কেউ কাড়াকাড়ি।
সৎ-অসৎ, সন্ন্যাসী খুনী,
হীরা পান্না- জহরৎ চুনী,
করে বিচরণ অনেক চরণ
আমার চরণ, পায়না গুণী।
ভদ্র বেশে ছদ্মবেশে—
স্ত্রী- পুত্র হেসে হেসে,
কে যে আপন, কে যে পর
পাই না খুঁজে সবশেষে।
ভোলা মহেশ্বর—
শিষ্যকে দিয়ে বর, ডাকেন ঈশ্বর!
সহস্র মানুষ মাঝে,
মহেশ্বরের মত মানুষ,
থাকে অনেক কাজে।
তবুও তাদের মীরার মত,
বিষ ভর্ত্তি বাটি।
জীবন তাদের শুকিয়ে যায়,
পায় না সরস মাটি
সহবাসের পর —
স্ত্রী মাকড়সা চিবিয়ে খায়,
পুরুষ মাকড়সার ধড়।
একই চিত্র নয় বিচিত্র,
স্বামীর বুকে ছুরি।
দেখে দেখে চোখ, চায় না মেলিতে
প্রমান আছে ভুরি ভুরি।
কথা দিয়ে কথা, কথার কথা,
মানুষের আজ ধর্ম।
করিতে পূরণ নিজের স্বার্থ,
কখন কি করে কর্ম।
প্রেম-প্রীতি ভালবাসা,
সে আজ উপকথা।

লায়লা মজনু মরে গেছে কবে
কারো নেই মাথা ব্যথা।
সভ্যতা আজ, সে তো ভন্ডামী,
ছদ্মবেশী মানুষ।
'লজ্জে'- লজ্জে, আজ উলঙ্গ নারী,
সভ্যতা হয়েছে ফানুস।
দেশ নেতা সব? করে কলরব
গদি তাদের চাই।
তোমার আমার ঘর পুড়ে যাক,
পুড়ে হোক সব ছাই।
চারিদিকে ছুটে আগুনের শিখা।
তবুতো বারির ধারা,
লৌহ শিকল ছিড়ে ক্রীতদাস
ভাঙে তো অন্ধকারা।
তবু তো সূর্য্য ছড়ায় কিরণ
মানুষ- পশুর পরে।
শিশির বিন্দু রচে তো সিন্ধু,
দূর্বার ঘরে ঘরে।
কচি দুটি হাত মায়ের আঁচল
এখনও ধরিয়া রাখে।
এখনও গাভী পানালে স্তন
শাবকে তাহার ডাকে।
এখনও প্রিয়া, কাঁদে তার হিয়া,
স্বামী আছে পরবাসে।
এখনও কুসুম, ভাঙে তার ঘুম
অলি এসে যবে হাসে।
মানুষ- মানুষকে ভয়,
তবুও মানুষ আপদে বিপদে,
মিষ্টি কথা কয়।
সুন্দর পৃথিবী—
আরও সুন্দর হবে।
মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভুলে
এক-ই সংসারে রবে।
এক আমাদের পিতা
এই বানী যবে অশুভ শক্তির
জ্বালাবে বৃহৎ চিতা।
সেদিন আমার দেখা,
সেদিন আমার লেখা,
সেদিন আমার গান,
মানুষের মাঝে, মানুষের তরে
লুটাবে আমার প্রাণ।
ভালবাসার বীজ,
করিয়া বপন, দেখাব স্বপন
মানুষের হবে জিৎ।

খেলা হলে সাঙ্গ

পথে যেতে যেতে
খেলায় থাকি মেতে
খেলা তো হল না শেষ।
নিত্য নূতন খেলা,
মনে দেয় দোলা
অনাবিল আনন্দে থাকি বেশ।
ঝড় বয়- মেঘ আসে
প্রকৃতির খেলা শেষে,
শুরু থেকে শেষ হয়, শেষ থেকে শুরু।
প্রকৃতির ছয় ঋতু
খেলাতে নয়তো ভীতু
বসন্ত- সব খেলার গুরু।
মৃদু মন্দ সমীরণে,
ডাল পালা ভাঙে বনে
বসন্ত আগমনে রঙের বাহার।
ডালে ডালে মাতা মাতি,
খেলাতে এ, ওর সাথী,
ঢেউ তুলে অঙ্গে তাহার।
বাসর ঘরের খেলা
যৌবনে দেয় দোলা,
আরেক যৌবন আসে পিছে।
সূর্য্য পশ্চিমে ঢলে
খেলা সাঙ্গ হলে
সবার জীবন হয় মিছে।

নীতি ও স্থিতি

যেখানে নীতি হয় না স্থিতি,
আলোর রেখা বক্র রেখায়
আসেনা ঘরে, গায় না গীতি।
সুরের মূচ্ছনায়—
যদি কেটে যায় তাল, হয় বানচাল
শ্রোতা পড়ে দোটানায়।

* * *

জীন থেকে জীন আসে
যদি উর্ব্বর ক্ষেত, মাথা করে হেঁট
তারে কি কেউ ভালবাসে?

* * *

ইট দিয়ে ইট গড়া
সুবিশাল ঘর কাঁপে থর থর
'ওলন' যদি হয় মরা।

* * *

জীবনে চলার পথে
ন্যায় ও নীতি সাজানো বিথী
ভাঙে না কোন মতে।

* * *

এগিয়ে চলাই মন্ত্র
ন্যায় ও নীতি দুটি চাকা যার
সে মানব সফল যন্ত্র

অনুভূতি

মানুষে মানুষে, জ্ঞান উন্মেষে,
বসে যে বিরাট মেলা।
কত মহাজন, ঘুরে বন বন
দেখে নিত্য নূতন খেলা।
ঘুরে তো সবাই অনুভূতি নাই,
তবুও মেলার যাত্রী।
এটাই প্রভেদ, মানুষের জেদ
মত বিনিময়ে না করে কর্ম,
কাটায় অশুভ রাত্রি।
যারা মহাজন্ ভাবে অনুক্ষণ,
শিক্ষার শেষ নাই।
এক-ই সন্তান তারিতো বিধান,
একে অপরের ভাই।
শুধু অনুভূতি প্রদীপের গীতি
সুন্দর সবার মুখ,
মানুষের তরে ফিরে ঘরে ঘরে
মরণেও আছে সুখ।
বুদ্ধ- যীশু, সুমহান শিশু
নদের চাঁদ নিমাই,
ভগবান বলে নিয়েছে কোলে
তারা কিছু ভাবে নাই।
তারাও মানুষ- ছিল শুধু হুঁশ
বিলায়ে সুগন্ধি সৌরভ।
ব্রজের দুলাল অর্জ্জুন সখা
শেষ করে কৌরব।
মাতা গান্ধারী সঠিক কান্ডারী
কি প্রবল অনুভূতি,
নিজ পুত্রে জন্ম সুত্রে
গায়নি তার জয় গীতি।

প্রভু শংকরাচার্য্য—
পতিগত প্রাণা, রমণীর মানা,
ভাবে অপরিহার্য্য।
তাই দিল প্রাণ অনুভূতি বান
নিজেরে করিয়া শেষ,
জীবন শিক্ষা দিয়েছে দীক্ষা,
নিয়েছে অনেক ক্লেশ।
শুধু অনুভূতি হৃদয়ে জাগাও
শুভ কর্মে অপরে রাঙাও,
সবার ভালো নিজের ভালো,
সবার প্রাণে জ্বালবে আলো।

মেঘ রৌদ্দুর খেলা

মেঘ রৌদ্দুর খেলা,
সুখ- দুঃখ জীবনাকাশে,
সেরূপ ভাসায় ভেলা।
থমকে যাওয়া মেঘ
মাঝে মাঝে প্রলয় আনে
ডাকে না তখন ভেক।
জীবন পরিচ্ছন্ন—
সহজ- সরল সত্য পথ
তবু- জীবন ছিন্ন ভিন্ন।
গ্রীষ্ম- বর্ষা- শীত,
ছয়টি ঋতুর মাঝে এরা
বাজায় মধুর গীত।
বসন্ত থাকে চুপ।—
জোয়ার যেমন ভরায় নদী
যৌবন পুড়ায় ধূপ।

ঝংকার

লাঙল কাঁধে চাষী,
মুখে তাহার হাসি
সবুজ মন, সবুজ ফসল
সংসার পরিপাটি।
গোয়াল ভর্ত্তি গরু
ক্ষেত ভর্ত্তি তরু,
শিশুর মুখে দুধের বাটি,
বধুর গায়ে সোনা খাঁটি।
সবার ঠোঁটে মধুর হাসি
নহে কেউ তার পরবাসী।
সন্ধ্যা আরতি সেরে বধু
শোনায় সবে মধুর বাঁশী।
গোলা ভর্ত্তি ধান
উনুন ভর্ত্তি জ্বালন।
মায়ের সোহাগে শিশু,
হয়ে থাকে পালন।
পুকুর ভর্ত্তি মাছ
সান বাঁধানো ঘাট,
এলো চুলে, কাপড় খুলে
নব বধুর লাজ।
ছোট বড় কাজে দড়,
দাদা বৌদি আছে খর।
দিদি যারা দিচ্ছে তাড়া
ভালবাসায় নেই তো পারা।
পিতা মাতা সবার মিতা,
শ্রদ্ধায় জ্ঞানে সজীব গীতা।
স্বর্গের শোভা পারিজাত,
মর্ত্তের শোভা সংসার।
একই বন্ধনে হৃদয় স্পন্দনে
উঠে যদি নব ঝংকার।

সামনে অন্ধকার

আমরা যাব তো চলে,
আমাদের সময় হলে,
যারা এল এই পৃথিবীতে
তারা কি কথা বলে?
তারা বলে তো অনেক কথা,
শুধু বলে যায়, শোনে না কিছু
নাই কোন মাথা ব্যথা।
তারা লাফিয়ে লাফিয়ে চলে
স্পষ্ট কথায় কষ্ট থাকে না!
দায়িত্ব- নেয় না কোন কালে।
এরা গড়বে নূতন রাজ্য
চলনে বলনে মাথা ঘুরে যায়
এদের পতন অপরিহার্য্য।
এরা বাগানের ফুল্ তুলিতে মশগুল
এদের ফুলদানি নাই ঘরে।
ছিঁড়িয়া গোলাপ, শুধু সংলাপ
দংশনে এরা মরে।
না!ই সবল সতেজ প্রাণ
বাঁচার তরে বিশুদ্ধ ঘ্রান,
এরা বিষিয়ে চলে- মিশিয়ে চলে,
এদের কারো প্রতি নাই টান।
সামনে অন্ধকার—
নাই কোন আর আলো,
এখনও সময় আছে বাকি
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালো।

—❖——
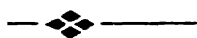
মিলনে স্বর্গ

মিলনে সোহাগে, কে কার আগে,
কে কারে কাছে নেয়, কে নিশী জাগে।
কার লাগি মন হয় উচাটন,
মনও বুঝি জানে না, কি তার পন।
ভালবাসা কি যে, কেন সবে খুঁজে,
ভালবাসা পেয়েও থাকে মুখ বুজে।
কাঁচাফল পাকা হলে, মাটিতে পড়ে ঢলে,
মিলনে স্বর্গ সুখ হৃদয় যদি কথা বলে।
আগে নয় পরে নয়, পরস্পরে সন্ধি হয়,
ইটের উপরে ইট, বালি সিমেন্টে কথা কয়।

যদি পাকে মন

পথের কাঁটা মাড়িয়ে হাঁটা
জীবনে তার পড়ে না ভাঁটা।
শুষ্ক মাটি, লাঙল খাঁটি
চোষা হলে ফসল পরিপাটি।
যোগ- বিয়োগ- গুণ- ভাগ,
নামতা রপ্ত হলে ভক্ত
নতুবা সবই ফাঁক।
ইঁট দিয়ে ইঁট গড়া
বিশাল প্রাসাদ, ঘটায় ফেসাদ
ভিত্ যদি হয় খড়া।
চৈত্রে ফাগুন মনের আগুন
পোড়ায়না কোন জনে?
যদি মন পাকে. মোহ নাহি থাকে
জিতবে সে রণাঙ্গণে।
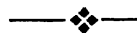
তোমার আমার

শেষ ফাগুনে সঙ্গোপনে
কিছু কথা থাক গোপনে।
ফুলের মাঝে অলির সনে,
সন্ধি যেমন পুলক আনে।
তেমনি কিছু তোমার আমার
থাক না তোলা নিজের মনে।
মেঘলা আকাশ দখিনে বাতাস
যায় উড়ে যায় নেই হা-হুতাশ,
বর্ষা রাণী আঁচল খানি,
করবে কখন টানাটানি।
তাই বলে কি পরশ তোমার
দেবে না আমায় সুধা পানি?
হারিয়ে গেলে পারিয়ে গেলে
নূতন পাখী ডানা মেলে
আবার আকাশ ভরিয়ে দেবে,
তোমায় নিয়ে হেসে খেলে।
আসছে নূতন- যায় পুরাতন
প্রথম রাতের সেই শুভক্ষণ,
সে তো শুধু তোমার আমার
চার নয়নের মানিক রতন।

সংযত

সংযত কর আশা,
জীবন যে ভাসা ভাসা,
এবার তোমার হয়েছে সময়,
বাজবে এবার তাসা।
পাচ্ছে দেখে হাসি-
লম্ফ- ঝম্ফ, কতই কম্প
মানি না মাসী পিসি।
বিপক্ষে বহে হাওয়া
ছিল প্রচুর চাওয়া।
পেতে পেতে, পাওয়ার নেশায়
জীবন রথে যাওয়া।
বয়েস এখন আশী,
কিছুই আর লাগেনা ভাল,
জীবন হয়েছে বাসি।
রং বেরঙের ফুল
কানে দোলে দুল,
জীবনের রং- হারিয়ে গেছে
দিতে হবে এবার মাসুল।
নয় আর দেরী জীবন তরী
ভাসাও জলে, উড়ুক পরী।
যদি আবার আসি ফিরে,
গড়ব স্বর্গ সুকর্ম করে।

লাঠি

মায়ের স্তন- পিতার ধন,
শিশুর বড় আপন জন।
বাগান মালী- কলসী খালি
বাঁচবে কি গাছ দিয়ে তালি?
বাড়ে শিশু, বাড়ে গাছ,
পুকুর ভর্ত্তি থাকে মাছ।
ঠিক্‌ঠাক সব রাখতে হলে
সংসারে চাই সোহাগ বাঁধ।
বাঁচব আমি সাজব আমি
সব কিছু হবে নামি দামী,
ফোটেনা ফুল, জীবনটা ভুল
অলক্ষ্যে হাসে অন্তর্যামী।
মালীর সেবায় ফোটে ফুল,
মায়ের সেবায় ভাঙে ভুল।
পিতার লাঠি পরিপাটী,
জীবনে ধরে অনেক মকুল।

মিষ্টি মুখে

মণ্ডা মিঠাই ফুল ও ফলে,
সাজিয়ে ডালা পায়ের তলে।
সন্ধ্যা আরতি জ্বালিয়ে বাতি,
আনন্দে তুমি থাক মাতি।
ছোট করে প্রণাম সেরে,
যাও যখন তুমি দূরে সরে
তখন আমি তাকিয়ে থাকি,
মিষ্টি মুখে নয়ন রাখি।
কিছু পাওয়া কিছু চাওয়া,
প্রাণের মাঝে গান গাওয়া,
অভিসারের নয় এ সময়
তড়িৎ বেগে হও যে হাওয়া।
মান অভিমান দুটি তাজা প্রাণ,
রাতের গভীরে হয় খান খান।
প্রাণের ধূপে, দেহের রূপে
কার বন্দনা শুনি নিশ্চুপে।
নয় পদতলে, উঠে এস কোলে,
সুখে দুঃখে আছি, যাব হেসে খেলে।
রচিব স্বর্গ প্রেমের পারিজাত,
মেনকা- উর্বশীর মোহময় রাত।
সে তো তুচ্ছ, কাকের পুচ্ছ,
জীবনে তুমি গোলাপ গুচ্ছ।
ছোট্ট নীড়ে অমূল্য হীরে,
আলো করে আছ জীবন ঘিরে।

এইতো সেদিন

এইতো সেদিন এলে ঘরে,
তখন কচি কাঁচা,—
মুখের হাসি- হৃদয় বাঁশী
ছিল সুধা মাখা।
লজ্জা ভয়ে শয়ে শয়ে
হোঁচট অবিরত,
ক্লান্তি নাই, ভ্রান্তি নাই
হোক না যত ক্ষত।
বর্ষাকালে বৃষ্টি এলে
শীর্ণ নদী হেসে খেলে,
জোয়ার ভাটা জীবন পাটা
সব কাজেতে পাখনা মেলে,
এগিয়ে চলা কথা বলা,
দুটি প্রাণের হৃদয় খোলা।
আজ বাসরে সুখ আসরে
বসেছে চাঁদের মেলা।
দুজনে আমরা গাছের কান্ড
ডালপালা দেয় দোলা।
চাঁদের হাটে সুখে কাটে
এবার যাওয়ার পালা,
নূতন দিনের সূর্য্য যারা
এবার তাদের খেলা।

নিভলে প্রদীপ

আগের মত বয়নি বাতাস
দেয়নি আলো অন্তরে,
এখন গাছ শুকিয়ে গেছে
তান উঠে না যন্ত্ররে।
প্রাণের জোয়ারে ভাঁটা এলে
বেনারসী শাড়ী মাথায় ফেলে
সুযোগ মত প্রণাম সেরে
নিজের কাজে যায় যে চলে।
নগ্ন শিশু দেখতে ভাল,
ঠোঁটের হাসি জ্বালায় আলো।
বাসর ঘরের উচ্ছলতায়—
দুটি প্রাণে জোয়ার এল,
নিভলে প্রদীপ অন্ধকার,
জীবন জোয়ার থামলে পরে
তুমি কার— কে তোমার।

হোলি খেলে

এবার দোলে তোমার কোলে
নাচব আমি হোলি খেলে।
আবির রঙে রাঙিয়ে দেব
তোমার কাঁকন বসন খুলে।
আকাশ রাঙায় কৃষ্ণ চূড়া,
ভোরের উষা পাল্লা দিয়ে,
তেমনি করে রাঙিয়ে দেব
আবির মেখে তোমায় নিয়ে।
মনের আগুন ফাগুন দিয়ে
পূর্নিমা চাঁদ সঙ্গে নিয়ে,
বাসর ঘরে খেলব হোলি
মন রাঙাবো রং ছিটিয়ে।

—❖—

বাঁচার তরে

বাঁচার তরে লড়াই করে,
ঘর বাঁধি মোরা বালুচরে।
একুল ভাঙে- ওকুল গড়ে
তবু ঘড়া ছুটে জেতার তরে।
নিত্য ছেড়ে- অনিত্য ধরি
এ খেলা কি তোমার হরি?
সৃষ্টি যদি তোমার হয়,
ভ্রান্ত পথে- কেন এত ক্ষয়?
আদম- ইভ, ছিল তো সুখে,
লোভ কেন দিলে তাদের বুকে।
সোনা পুড়ে খাঁটি, ফসল চষে মাটি
দুধ মেরে সর, দই মোয়ে মাখন,
সবার সেরা বাঁচার তরে
তাই কি তোমার নাচন?

—❖—
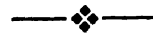
মারার তরে

হঠাৎ হঠাৎ সব,
উঠছে কলরব,
যুদ্ধ নয় শান্তি চাই,
তবু শশ্মান ভর্ত্তি শব।
ভাবতে অবাক লাগে,
মারার তরে যুক্তি করে,
দিচ্ছেনা জল টবে।
গোলাপ- ডালিয়া—
ফোটার পরেই, তুলছে ঘরেই
লাগছে কাজিয়া।
প্রতিদিনই নূতন বাসর
আলোর রোশনাই।
হারিয়ে যায় কচি কাঁচা,
চাঁদের জোৎস্নাই।
মুচকি হাসি দেঁতো হাসি
সবার তরে কান্না।
আমরা বড় কাজে দড়,
সুখের প্রতি ঘেন্না।
কালী পূজা- মদের কুঁজা
সে তো মায়ের প্রসাদ,
বাগদী দুলের যৌবন নিলে
বাড়ে ধনীর জাত।
মদের বোতল হয় যে কোতল,
নিঃশেষ হলে খাওয়া।
মরার তরেই ফুটছে ঘরেই
ওদের কি আর পাওয়া?
মুখে বুলি রঙিন তুলি,
সোহাগের বান পিঠাপুলি,

সাজিয়ে ডালা ফুলের মালা
দিচ্ছে নিচ্ছে বসন খুলি।
এটাই এখন সভ্যতা—
মারার তরে মরার তরে
যন্ত্র এখন ঘরে ঘরে।
রাত পোহাল উষার আলো
রাখে না আর সখ্যতা।

তোমার মনে

ধরণীর মাঝে সবার কাজে,
তোমার নয়ন সদাই বিরাজে।
কখনো ধূসর কখনো সবুজ
কখনো মন, হয়তো অবুঝ।
কখনো ঢাকা কাল মেঘে,
কখন হাস দারুন তেজে।
ভারী বাতাস হাল্কা হয়ে,
তোমার পাশে যায় যে ধেয়ে।
কখনো ঝড় বয়ে আনে খড়,
বজ্র বিদ্যুতে করে কড় কড়।
শুভ্র হাসি বাজাও বাঁশী,
আমরা সবাই বেজায় খুশী।
তোমার দানে সবার প্রাণে,
চলার শক্তি শতেক আনে।
দিনের দেবতা আমার দেবতা,
চরণে তোমার আমার কবিতা।

-❖-

কর্ম অমর

চেনা অচেনার মাঝে,
নিত্য নূতন যাত্রীরা সব
চলছে আপন কাজে।
আমার জীবন তরী,—
ছিঁড়েছে পাল, ভেঙ্গেছে হাল
এখন কি যে করি।
যদি তুফান উঠে—
কেমন করে কিসের জোরে
উঠব আবার ফুটে।
পাপড়ি ঝরে গেলে
ফুল কি যায় চলে?
সৌরভ তার মাতিয়ে যায়
না বলা কথা বলে।
দ্বন্দ্ব করে যুদ্ধ করে
মা- মাটি এনেছি ঘরে,
সোনার বীজ দিয়েছি পুতে
সময় তারে রাখবে ধরে।
আসুক তুফান ঝড়—
দুঃখ নাই কষ্ট নাই,
কর্ম থাকে অমর।

———❖———

মন গুনে ফল

মন গুনে ফল, বাড়ে মনোবল,
মন হলে পরে কাঁচা।
ছাতু ছোলা দিয়ে, ময়না ও টিয়ে
তবু ফাঁকা হয়ে যায় খাঁচা।
জলে ভাসে শিলা, সন্ন্যাসী ভিলা
শুনে যতেক শিষ্য।
বলার তরে বলা, শুধু ছলা কলা,
সবাই কি হতে পারে ভীষ্ম?
শোনে গোয়ালিনী, দুধ বিচি কিনি,
রাম নামে আছে মধু,
মন প্রাণ দিয়ে 'রাম' সাথী নিয়ে
নদী পার হল বধু।
স্তম্ভে ভগবান প্রহ্লাদের প্রাণ
প্রত্যয় ছিল মনে,
মায়ের কথা শুনি, ভয় নাহি করে
মধুসূদন আছে বনে।
মন চঞ্চল জীবন বিফল,
মন হল খাঁটি সোনা,
মন যদি পাকে যমুনার বাঁকে
সার্থক আনাগোনা।

জীবন নদীর মত

জীবন নদীর মতন, বহে চলে অবিরত,
সময় বলিয়া যায় কর্মে থাকে রত।
বুদ্ বুদ্ ফেনা, যুঁই চামেলী হেনা,
মাঝে মাঝে জীবন, হয় বেচাকেনা।
বড় বড় ঢেউ এসে ধুয়ে মুছে অবশেষে,
সমুদ্র সৈকতে শুধু পড়ে থাকে ফেনা।
প্রেম- প্রীতি- ভালবাসা, জীবনে জাগায় আশা,
সময়ের সাথে সাথে সব কিছু ভাসা ভাসা।
তবু তো জীবন সত্য নদীর জলের মত,
পান করে বেঁচে থাকে প্রেমিক প্রেমিকা যত।
আকার নিরাকার, সব কিছু একাকার,
এর মাঝে পথ করে যেতে হবে বার বার।
কখন শুষ্ক নদী কখনও উত্তাল,
সমুদ্র ডাকিছে তারে জীবনেরও এই হাল।
উত্থান পতন, নিতে হবে যতন —
সীমা থেকে অসীমে পাবে মানিক রতন।